ওঁ
বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা

পবমানাদি পর্ব্ব।

(৬ষ্ঠ)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাত-সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
[illegible]

RMIC LIBRARY.
Acc No. 168278
Class No. 294.113 / সহে
Date 11.3.93
St: Card
Class;
Cat:
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দশমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২
অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং জনয়ন্‌

৩ ১র ২র ৩ ২
প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎ

২র ৩ ১র ২র
সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভুবনস্য' (ত্রিলোকস্য, বিশ্বস্য) 'বিধর্ম্মন্‌' (ধারয়ন, ধারণকারী) 'গোপাঃ' (রক্ষকঃ, দেবঃ—সর্ব্বস্য ইতি যাবৎ) 'প্রজাঃ' (লোকান্‌) 'জনয়ন্‌' (জনয়তি, সৃজতি); 'প্রথমে' (প্রথমে আত্তঃ, আদিভূতঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীমঃ) সঃ 'অক্রান্‌' (সর্ব্বং অভিক্রামতি,

সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ ভগবান্ বিশ্বং সৃজতি রক্ষতি চ—ইতি ভাবঃ; 'অধিসানঃ' (অভিষিচ্যমানঃ; বর্ষণশীলঃ, কামনাপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অদ্রিঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎকঠোরঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যে' (জ্ঞানযুক্তে) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ে বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ উপজায়তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকদিগকে সৃজন করেন; আদিভূত সমুদ্রবৎসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন; (ভাব এই যে, সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন); কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণবৎ কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়)॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমুদ্রঃ'। যস্মাদাপঃ সম্রবন্তি স সমুদ্রঃ। অপাং বর্ষকঃ, 'গোপাঃ' স্বামিত্বেন সর্ব্বস্য রক্ষকঃ সোমঃ 'প্রথমে' বিস্তৃতে 'ভুবনস্য' উদকস্য 'বি ধর্ম্মন্' বিধারকেঽন্তরিক্ষে প্রজাঃ 'জনয়ন' উৎপাদয়ন্ 'অক্রান্' সর্ব্বমতিক্রামতি। ক্রমতের্লুঙি তিপীড়ভাবে বৃদ্ধৌ চ কৃতায়াং সিজ্‌লোপে মকারস্য 'মোনোধাতোঃ (৮।২।৬৪)'—ইতি নকারে রূপং। 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা, 'স্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ, 'অদ্রিঃ' আদরণশীলঃ, 'সঃ' সোমঃ অধিকং 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে অবিভবে পবিত্রে 'বৃহৎ' প্রভূতং 'বাবৃধে' বর্দ্ধতে। 'গোপাঃ'—'রাজা'—ইতি পাঠৌ, 'অদ্রিঃ'—'ইন্দুঃ'—ইতি চ॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আছে। তিনি বিশ্ব সৃজন করেন, এবং এই বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনি অনন্ত। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে—তিনি অতুলনীয়। তাঁহা হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ। অনন্ত অসীম তিনি—এই সান্ত বিশ্বের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বভাব মানুষের পরম অভীষ্ট প্রদান করে। মানবের চরম কাম্য বস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্ত্বভাবেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন আছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অনেক পদেরই কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, এবং যে সকল পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। নিরুক্তকার যাস্ক এবং বিবরণকার প্রত্যেকেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা অনেক স্থলেই বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। (১০অ ১খ ১সূ -১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সত্ত্বভাব! অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং, অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়ুং' (বায়ুদেবং, আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'মৎসি' (মাদয়, তৃপ্তং কুরু); 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রভূতঃ তথা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫দ—৬খ –৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

অভীষ্টবর্ধকঃ দেবৌ) 'মংদি' (আনন্দং প্রযচ্ছ, তর্পয়); 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেকদেবানাং বলং, বিবেকশক্তিং) 'মংদি' (মাদয়, উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ) তথা 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'মংদি' (মাদয়, সঞ্জীবিতান্ কুরু); হে 'দেব'! 'রাধসে' (পরমধনলাভায়) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকস্থিতান্ সর্ব্বান্ ইতি ভাবঃ) 'মংদি' (মাদয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদিস্থিতেন সত্ত্বভাবেন বয়ং দেবত্বং লভেম—মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম; সর্ব্বে জীবাঃ পরমানন্দং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়স্থিত হে সত্ত্বভাব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তির জন্য আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে তৃপ্ত কর; মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ধক দেবদ্বয়কে তর্পণ কর; বিবেকশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর; এবং দেবভাবসমূহকে সঞ্জীবিত কর; হে দেব! পরমধনলাভের জন্য দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলকে পরমানন্দ প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব লাভ করি—মোক্ষপ্রাপ্ত হই; সকলজীব পরমানন্দলাভ করুক।) ॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং বায়ুং 'মংসি' মাদয়। কিমর্থং? 'নঃ' অস্মাকং 'ইষয়ে' এষণীয়ায় অন্নায় 'রাধসে' ধনায় চ। তথা পবিত্রেণ পূয়মানস্ত্বং 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ চ 'মংসি' তর্পয়সি। কিঞ্চ 'মারুতং' মরুতাং সম্ভূতং শর্দ্ধো বলঞ্চ মংসি। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'মংসি' হর্ষয়। হে 'দেব' স্তোতব্য! হে সোম! 'দ্যাবাপৃথিবী' চ 'মংসি' মাদয়। এতান্ হর্ষযুক্তান্ কৃত্বা অস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'রাধসেনঃ' - 'রাধসেচ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর; মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর; হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোকে মত্ত কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক অর্থাৎ সোমরস সম্বন্ধীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সমস্ত দেবতা তোমাকে পান করিয়া মত্ত হউন, দ্যুলোকভূলোকের

অর্থাৎ সমস্ত জীবের মত্ততা উৎপন্ন হউক। সোমরসের প্রভাবে সকলে মাতাল হইয়া যাউক, সমগ্রবিশ্ব সোমরসে ডুবিয়া যাউক! প্রার্থনাটা নিতান্ত মন্দ নয়। সমস্ত লোক মাতাল হউক,—এরূপ প্রার্থনা খুব অধঃপতিত মাতালের মুখ দিয়াও সম্ভবতঃ বাহির হইবে না। সমস্ত দেবতাকে ছাড়াইয়া একেবারে দ্যুলোকভূলোকবাসী সকলের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা যে অর্থে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাউক।

'সোম' অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের প্রার্থনা? সমস্ত দেবতাকে আনন্দিত, তৃপ্ত করিবার জন্ত। তাহার উদ্দেশ্য কি? 'ইষ্টয়ে', অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত। সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে কিরূপে? তাহার উত্তর এই প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে।

ভগবান্ এক, বহু তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। সেই বহুকেই এই মন্ত্রের মধ্যে আরাধনা করা হইয়াছে। "আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন ভগবানের পূজা করা হয়, তিনি যেন সেই পূজোপহার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র

মহত্তৎ সোমো মহিষশ্চকারাপাং

২র ৩ ২

যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩

অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্য্যে

২ ৩ ১ ২

জ্যোতিরিন্দুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৎ' (মহ) 'মহৎ' (মহান্) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ, তেজঃসম্পন্নঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অপাং গর্ভঃ' (উদকানাং গর্ভভূতঃ জনয়িতৃত্বাৎ, অমৃতোৎপাদনং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (করোতি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'তৎ' (সঃ) সত্ত্বভাবঃ 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'অবৃণীত' (বৃণোতি, তৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবঃ অমৃতং তথা দেবভাবং সাধকস্য হৃদয়ে উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ; 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'ইন্দ্রে' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতৌ দেবে, ভগবতি ইত্যর্থঃ); 'ওজঃ' (শক্তিং) 'অদধাৎ' (প্রযচ্ছতি, সত্ত্বভাবঃহি ভগবতঃ পরমশক্তিঃ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়তি; সত্ত্বভাবাৎ জ্ঞানস্য শক্তিঃ বিকশিতা ভবতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বশক্তেঃ মূলকারণং—ইতি ভাবঃ (১০অ—১খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মহান্ তেজসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃতোৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সহিত মিলিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন); পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ।)। (১০অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ 'মহৎ' প্রভূতং তৎ কর্ম্ম 'চকার' অকরোৎ। কিন্তৎ কর্ম্ম? 'অপাং গর্ভঃ' উদকানাং গর্ভভূতঃ। অনয়িতৃত্বাজ্জনয়িতৃত্বাচ্চ। 'সঃ' সোমঃ 'দেবান্' 'আবৃণীত' সমভজত—ইতি যৎ তৎ কৃতবানিতি। কিঞ্চ, 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'ওজঃ' তৎপানেন জন্যং বলং 'ইন্দ্রে' 'অদধাৎ'। তথা 'ইন্দুঃ' 'সূর্য্যে' 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'অজনয়ৎ'। ৩।

* * *

তৃতীয় (১২৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা ভগবানের পরমশক্তি। এই শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন।

এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্ম্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—

তদ্দ্বারা তিনি আপনার চরণলক্ষ্য অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'মহিষঃ' পদে আমরা 'মহিমান্বিতঃ' 'তেজোসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'মহিষাঃ' পদে পূর্ব্বে (৩প ৫অ - ২খ—২সা) 'মৃগাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'মহান্ পূজ্যঃ' অর্থই গৃহীত হইয়াছে ॥ (১০অ—১খ - ১সূ - ৩সা) । *

— * —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২　৩ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২৫৩৪৫

১। হায়ি। উহুবায়ি। অক্রা ৩ ৪ ঔহোবা। সমূ। দ্রা ৩ ঃ প্রথ। মেবিধর্ম্মান্।

৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫

জনা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্প্রা। জা ৩ ভুব। নস্তগোপাঃ। বৃষা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২৫৩র ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র ৫　১র

পবায়ি। দ্রে ৩ অধি। স্তানোঅব্যায়ি। বৃহা ৩ ৪ ঔহোবা। সোমো।

২র১র　২　২　৪　৩ ২　৩র ৪র৫

বাবৃধে। স্বা ৩ ৪ ৩। নো ৩ আ ৫ দ্রা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র　২ ১ র২৫৩৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২১র　২৫৩৪ ৫

বায়ুম্। ইষ্টয়েরাধসেনাঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। মিত্রা। বরুণা। পূয়মানাঃ।

৩ ২　৩র৪র৫　১　২র ১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫

মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। শর্দ্ধা। মারুতম্। মৎসিদেবান্। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র　২ ১ র　২　২　৪　৩ ২　৩র৪র৫

দ্যাবা। পৃথিবী। দা ৩ ৪ ৩ য়ি। বা ৩ সো ৫ মা ৬ ৫ ৬। মহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১

ভৎসো। যো ৩ য়িহি। বশ্চকারা। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। যদ্গা। ভো ৩ অবৃ।

২৫৩ ৪৫　৩ ২　৩র৪র৫　১র　২　১　২৫৩৪ ৫

ণীতদেবান্। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। ধাদায়ি। দ্রে ৩ পবা। মানওজাঃ।

২　৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২র১র　২

হায়ি। উহুবায়ি। অজা ৩ ৪ ঔহোবা। নয়াৎ। সূরিয়ে। জ্যো ৩ ৪ ৩।

২　৪

তী ৩ রা ৫ য়িন্দু ৬ ৫ ৬ ঃ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প — ৫অ — ৭খ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২র র ২ র ১ ১ ৪ ২৩১১১১
২। হাউহোবা ৩ হায়ি। আক্রান্সমুদ্রা ৩ প্রা। থমে ৩ বী ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্।

২ Sর ১ ২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র ৪র ১
জনয়ন্প্রজা ৩ ভু। বনা ৩ স্যা ৩।. গোপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষাপবিত্রে ৩ আ।

২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র Sর ১ ২ ৪
দিপা ৩ নো ৩। অব্যা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বৃহৎসোমো ৩ বা। বৃধেসূ ৩ বা ৩।

২র ২ র ২ ২র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১
নোঅদ্রা ৩ ২ উ॥ মৎসিবায়ু৩ মায়ি। ইন্দ্রো ৩ ধা ৩। দেনা ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

২ ৪র ১ ২ র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২ Sর ১
মৎসিমিত্রা ৩ বা। রুণাপূ ৩ য়া ৩। মানা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। মৎসিশর্দ্ধো ৩ মা।

২ ৪ ২র৩১ ১ ১ ১ ২ রুSর ১ ২ র ৪
রু তস্মা ৩ ৎ দী ৩। দেবান্ ৩ ৪ ৫ ন্। মৎসিদ্যাবা ৩ পা। থিবীদে ৩ বা ৩।

২র ২ র Sর ১ ২ ৪ ২র^৩ ১ ১ ১
সোমা ৩ ২ উ॥ মহত্তৎসোমো ৩ মা। হিষা ৩ শ্চা। কারা ২ ৩ ৪ ৫।

২ র Sর ১ ১ ৪ ২র৩ ১ ১ ১ ১ ২ র Sর ১
অপাংযদ্গর্ভো ৩ আ। বৃণী ৩ তা ৩। দেবা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। অদধাদিন্দ্রে ৩ পা।

২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ Sর ১
বমা ৩ না ৩ঃ। ওজা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূ ৩ র্য্যী।

২র ৪ ১ ১ ১ ১
য়েজ্যো ৩ তী ৩ঃ। ইন্দা ৩ ২ উবা ৩ ৪ ৫।

* . *

২র র ২ র ২৩৪ ২
৩। হাউহোবা ৩ হায়ি। অক্রান্ৎসমুদ্রঃপ্রথমে ৩ ৪ ৩ বিধর্ম্মন্ জনয়ন্

র ২৩র৫র ২ র র ২র ৩ ৫ ২
প্রজাভুবনা ৩ ৪ ৩ স্যগোপাঃ। বৃষাপবিত্রেঅধিসা ৩ ৪ ৩ নো অব্যায়ি। বৃহৎ-

র রর র ৩র ৩৫ ৪র ২ র র
সোমোবাবৃধেসুবা ৩ ৪ ৩ নোঅদ্রায়ি। নোআ ৫ ব্রাউ। মৎসিবায়ুমিষ্টয়েরা

২৩র৫ ২ র র ২৩র৫ ২ র র
৩ ৪ ৩ ধসেনঃ। মৎসিমিত্রাবরুণাপূ ৩ ৪ ৩ য়মানঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্মা

২৩র৫র ২ রর র ২৩র৫ ৪
৩ ৪ ৩ ৎ সিদেবান। মৎসিদ্যাবাপৃথিবীদে ৩ ৪ ৩ বসোম। বসো ৫ মাউ।

২ র র ২৩র৫ র ২৩৫
মহত্তৎসোমোমহিষা ৩ ৪ ৩ শ্চকারম্। অপাংযদ্গর্ভোঅবৃণী ৩ ৪ ৩ তদেবান্।

২ র র ২৩র৫ ২র র ২ র র
অদধাদিন্দ্রেপবমা ৩ ৪ ৩ নওজাঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো

২৩৫ ৪
৩ ৪ ৩ তিরিন্দুঃ। ভিয়া ৫ য়িদ্বাউ। বা।

* * *

১ ১র ২ ১ ২ র ১ ১
৪। হোঈ ২। ৩। অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথ। মেবিধার্ম্মা ২ ন্। ধার্ম্মা ২ ন্।

১ ১ ২১র ২ ১ ১ ১২র ১২র
ধার্ম্মারন্। জনয়ন্ প্রজাভুব। নস্তগোপা ২ ঃ। গোপা ২ ঃ। বৃষাপবিত্রে-

১২১র২র ১ ১ ১ ২১ র র২র র র
অধিসানোঅব্যা ২ য়ি। অব্যা ২ য়ি। অব্যা ২ য়ি। বৃহৎসোমোবাবৃধেসুবা।

র ১ ১ ১ ১ ২র১২১র ২ ১
নোঅদ্রা ২ য়ি। অদ্রা ২ য়ি। অদ্রী ২ য়ি। মৎসিবাবুমিষ্টয়ে। রাধসেনা ২ ঃ।

১ ১ ১ ২১র২র র ১ ১
সেনা ২। সেনা ২ ঃ। মৎসিমিত্রাবরুণা। পুয়মানা ২ ঃ। মানা ২ ঃ।

১ ১২১২ ২ ১ ১ ১
মানা ২ ঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্। মৎসিদেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্।

১ ২১র২ ১র ২র ১ ১ ১ ২১ ২র২
মৎসিদ্যাবাপৃথিবী। দেবসোমা ২। সোমা ২। সোমা ২। মহত্তৎসোমোমহি।

১ ১ ১ ২র ২র র ১
ষশ্চকারা ২। কারা ২। কারা ২। অপাযদ্গর্ভোঅবৃ-ণীতদায়িবা ২ ন্।

১ ১ ১২র২র১ ২র১ ১
দায়িবা ২ ন্। দায়িবা ২ ন্। অদধাদিন্দ্রেপব। মানওজা ২ ঃ। ওজা ২ ঃ।

১ ১ ২ ১র২র১র ২১ ১ ১
ওজা ২ ঃ। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো। তিরাযিন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দূ ২ ঃ।

১ ১ ২ ৫রর ৩১১১১
হোঈ ২। বা। হোম্মা ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "কাউহবারিষাদিচম্" (২) "মহাসামরাজন্" (৩) "বৈষ্ণবজ্যোতি-গোতমম্" এবং (৪) "বাঙ্গসাম্"।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ৫র ২র ৩১ ২
এষ দেবো অমর্ত্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অভি দ্রোণান্যাসদম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ, নিত্যঃ) 'এষঃ' (অয়ং, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'পর্ণবীরিব' (পক্ষী যথা বেগেন গচ্ছতি তদ্বৎ শীঘ্রবেগেন) 'দ্রোণানি' (হৃদয়রূপ-পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'আসদং' (আগচ্ছতি অপিচ 'দীয়তে' (শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপ্নোতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-১খ-১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, সেইরূপ শীঘ্রবেগে আমাদিগের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন।)। (১০অ—১খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণরহিতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ 'অভি' লক্ষ্য 'আসদং' আসত্তুং আসদনার্থং 'পর্ণবীরিব' যথা পক্ষী তথা বেগেন 'দীয়তে' গচ্ছতি। 'দীয়তে'—'দীয়তি'—ইতি পাঠৌ। (১০—১খ—২সূ—১সা)॥

প্রথম (১২৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা দ্বারা সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর একটা আংশিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহা

এই,—"মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।" সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহির করা হইয়াছে, নীচে দ্রোণকলস স্থাপিত রহিয়াছে। ছাকুনির উপর সোমরস রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাকুনির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কলসের মধ্যে পতিত হইতেছে। পতনের এই বেগকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যেন 'পর্ণবীরিব' উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। পাখী যেমন দ্রুতবেগে আপনার আশ্রয়স্থল কুলায়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে সোমরস দ্রোণকলসের মধ্যে ধাবিত হইতেছে।

কিন্তু সোমরসকে মরণরহিত বলিবার তাৎপর্য্য কি? মরণরহিত অর্থাৎ নিত্য, অবিনশ্বর। জাগতিক ধ্বংসশীল বস্তু সোমরসকে নিত্য বলাতে অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রে এই অসঙ্গতি দোষ নাই। ভগবান্ নিত্য অবিনশ্বর। ভগবৎশক্তিরও কথনও ধ্বংস নাই, বিলয় নাই—উহা অনাদি অনন্ত। মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে,—তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, আমরা যেন তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করি - প্রার্থনায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমরা হীন পতিত বলিয়া কি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হইব? এস প্রভো, এস, আমাদের হৃদয়ে আগমন কর। তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক। তোমার জন্যই যেন হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিয়াছি। হয় তো বা তাহা তোমার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তুমিই দয়া করিয়া তাহা পবিত্র করিয়া দিবে, তোমার উপযুক্ত করিয়া লইবে বলিয়া যে কত আশায় বসিয়া আছি। ওগো প্রাণের দেবতা, আমাদের অসম্পূর্ণতা, দীনতা কি তোমার অপরিজ্ঞাত! অন্তর্যামী-রূপে তুমি তো সকলই অবগত আছ। আমাদের হীনতা-কালিমা দূরীভূত করিয়া দাও, তোমার অধম সন্তানকে তোমার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর। ওগো, দীনদয়াল, আমরা যে শক্তির অভাবে, সাধনার অভাবে তোমা হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। শীঘ্র এস দেব! আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও, আমাদিগকে আর দূরে রাখিও না। আমাদের হৃদয়কে তোমার আবাসভূমিতে পরিণত কর। এস, এস দেব! এই হীন পঙ্কিল হৃদয়ে আগমন কর, আমরা চিরদিনের জন্য পরাশান্তি লাভ করি।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অমর্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁহার, ধ্বংস নাই। জগতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর সমস্ত ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্যঃ এষঃ দেবঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিতে পারে। আমরা তাই 'দেবঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—ভগবান্। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১০অ—১খ—২মূ—১সা)॥*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।
২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রৈঃ' (মেধাবিভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'অভিষ্টুতঃ' (স্তুতঃ, আরাধিতঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'দধৎ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'অপঃ' (অমৃতং) 'বি গাহতে' (বিশেষেণ প্রাবিশয়তি, সখ্যরূপেণ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহেণ সাধকাঃ পরমধনং তথা অমৃতং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-১খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত ভগবান সাধককে পরমধন এবং অমৃত সখ্যরূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধকগণ পরমধন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রৈঃ' মেধাবিভিঃ স্তোতৃভিঃ 'অভিষ্টুতঃ' আভিমুখ্যেন স্তুতঃ 'দেবঃ' স্তোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'দধৎ' ধারয়ন্ প্রযচ্ছন্। 'অপঃ' বসতীবরী 'বি গাহতে' প্রবিশতি॥ (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ দুইটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—"বিপ্রৈঃ অভিষ্টুতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ কি? জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন, অজ্ঞান লোক তাহার আরাধনা করে না, ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়?

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানিগণ জ্ঞানজ্যোতিতে আপনাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করিতে পারেন, অজ্ঞান ব্যক্তি কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানিগণ আপনাদের অন্তর্দৃষ্টিবলে জীবনের প্রকৃত চরম মঙ্গল জ্ঞাত হইয়া তৎসাধনার্থ ভগবদারাধনায় নিয়োজিত হয়েন।

ভগবৎ পূজা ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্তন প্রভৃতি সাধনাঙ্গ দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা তাঁহাদের সাধন-প্রভাবে মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এবং উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট হয়েন। 'জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন'—বলিলে ভগবানের মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় না। উহাতে জ্ঞানিগণের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিচয় কি ভাব প্রকাশ করে? ভগবানের পূজা আরাধনার দ্বারা মানুষ যে পবিত্রতা ও মহৎ ভাবের অধিকারী হয়, তাহাই তাহাকে উচ্চতর লোকে লইয়া যায়। ভগবানের মহত্ব, তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা ধারণা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই মহত্বের অধিকারী হইতে পারে। যাহার অথবা যে বস্তুর চিন্তা করা যায়, চিন্তাকারী সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত অবিরত মানসিক সান্নিধ্যবশতঃ তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; চিন্তাকারীর মানসিক গতি-প্রবৃত্তি চিন্তিত বিষয়ের অনুগামী হয়—ইহা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ভগবানের ধ্যানধারণা ও মাহাত্ম্য-কীর্তন করাতে সাধকের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাব হয়, ভগবানের সহিত অন্তরের যোগ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যাহাতে মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, মানুষের সহিত যাহাতে মানুষের যোগ হয় অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। সাধকগণ সেই আরাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দ্বারা ভগবানের ভাবধারা মানবের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং সাধক তাঁহার আপনার সত্তা সেই বিশ্বসত্তা ভগবানের মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ হয়েন। এই যে মহতী প্রাপ্তি—এই যে আত্মবিলীন, তাহা ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবান্ সাধককে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনব্যাকুলতার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধি প্রদান করেন। জ্ঞানিগণ ভগবানের কৃপায় এই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

এই ভগবৎপ্রাপ্তিই অমৃতত্ব। নশ্বর মানুষ যখন আপনার ক্ষুদ্রসত্তা অনন্ত সত্তায় বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। নদী যখন মহাসমুদ্রে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তখন মহাসমুদ্রের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। তখন তাহার ধ্বংসের ভয় থাকে না। কারণ, মহাসমুদ্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই—উৎপত্তিকারণে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই—মহত্তি প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ সেই অমৃতত্ব, অনন্তত্বই লাভ করেন। মন্ত্রে ইহাই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে, এই মন্ত্রার্থবর্ণনের মধ্যে একটী উদ্বোধনাও আছে। তাহা এই যে,—"হে মোহান্ধ মানব! সেই পরমদেবতাকে পাইবার জন্য তাঁহার চরণে আত্মবিলয়

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারক পাপহারক ভগবান, সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সত্যকাম) স্তোতাগণের দ্বারা আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ আত্মশক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনা-পরায়ণ হয়েন।)। (১০অ—১খ—১সূ—৫সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' 'সোমঃ' 'দেবঃ' 'বিপস্যুভিঃ 'স্তোতৃভিঃ 'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞকামৈঃ সত্য কামৈর্ব্বা 'হরিঃ' অশ্বইব 'বাজায়' সংগ্রামার্থং 'মৃজ্যতে' স্তুতিভিরলংক্রিয়তে । ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১২৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§❋§:• ———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকগণ—প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত জনগণ, ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাউক।

ভাষ্যকার প্রথমেই সোমরসকে মন্ত্রের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা সোমরসের কোনও সন্ধান পাই নাই। সোমরসের সঙ্গে 'হরিঃ' পদ থাকিলেই অন্যত্র ভাষ্যকার উহার অর্থ করেন 'হরিৎবর্ণঃ' অথবা 'হারকঃ'। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন 'অশ্ব'। আবার এই অশ্বকে যুদ্ধাশ্বে পরিণত করিবার জন্য মন্ত্রান্তর্গত 'বাজায়' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'সংগ্রামার্থং' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধাশ্ব অসজ্জিত অবস্থায় সংগ্রামস্থলে যায় না। সুতরাং তাহার জন্য সাজসজ্জাও চাই। সেই জন্যই যেন 'মৃজ্যতে' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'অলঙ্ক্রিয়তে' অর্থাৎ অলঙ্কার দ্বারা সাজান হয়। মূলে আছে—কেবল মাত্র 'হরিঃ' পদ। কিন্তু তাহার অর্থ করা হইয়াছে—'অশ্বঃ ইব'। সোমরস তো আর অশ্ব নয়। সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য 'ইব' শব্দ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত গোলমাল করিয়া মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল,—"সোমরসকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" অর্থাৎ যুদ্ধাশ্ব যেমন সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে যায়, সোমও তেমনি অলঙ্কৃত হইয়া সংগ্রামার্থে যান। আচ্ছা, সোমরস কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? কেনই বা যুদ্ধ করিবে? তরল মাদকদ্রব্য কাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? যদি রূপক

বলিয়া ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই রূপকের মর্ম্ম কি? মাদকদ্রব্য যে মানবের কি উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে আমরা অসমর্থ। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ—১খ—২সূ ৫সা)॥

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতিহ্বরাꣳসি ধাবতি।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদাভ্যঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'বিপা কৃতঃ' (স্তুতিভিঃ আরাধিতঃ সন্) 'হ্বরাংসি' (শত্রূন্) 'অতিধাবতি' (হন্তুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন্ লোকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ—২সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক অজাতশত্রু ভগবান্ স্তুতির দ্বারা আরাধিত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হইয়া লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপা' অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ ২।৫।৯)। অঙ্গুল্যা 'কৃতঃ' অভিষুতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'হ্বরাংসি' শত্রূন্ 'বি ধাবতি' হন্তুমভিগচ্ছতি। (১০অ ১খ—২সূ ৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (১২৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, মূলমন্ত্রের সহিত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হইয়া গমন করেন।" ভাষ্যাদির সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে, কোন কোন পদের ব্যাখ্যা এই অনুবাদে প্রদত্ত হয় নাই। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

ভাষ্যকার পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'এষঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'সোমঃ' অর্থাৎ সোমরস। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের 'বিপশ্চিদ্ভিঃ' পদে 'স্তোতৃভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রের 'বিপা' পদে 'অঙ্গুলি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সোমরসের' প্রস্তুত প্রণালীর সহিত ঐক্য রাখিবার জন্য 'বিপা' পদের অর্থব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। তাহাতে 'বিপা কৃতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত'। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই অভিষবণ ক্রিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হয় না। অথবা যদি বলা হয় যে, সোমরসের অভিষবণ ক্রিয়ার সময় অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সোমরস প্রস্তুতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াতেই অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে কোন একটা বিশেষ অর্থ নিষ্কাশন করিবার জন্যই ভাষ্যকার 'বিপা' পদের অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অর্থ—সোমরস প্রস্তুত কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং আমরা এখানে সোমরসাত্মক কোনও অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যাদিতে 'সোমরস' অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতির দিক হইতে বিরোধ ঘটিয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যার্থ এই যে, সোমরস অভিষুত হইয়া শত্রুনাশের জন্য গমন করেন, অর্থাৎ শত্রু-নাশ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'হ্বরাংসি' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ 'গমন করেন' অর্থদ্বারা 'অতি ধাবতি' পদের ভাব পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুবাদকার মন্ত্রের প্রচলিত ভাবও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যাতেও মন্ত্রের ভাব রক্ষিত হয় নাই। 'এষঃ' পদের অর্থে যদি 'সোমকেই' গ্রহণ করা যায়, তবে সেই সোম শত্রুদিগকে হনন করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? সোমরসের শত্রু কে? তাহা কি পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা? মাদকদ্রব্যের শত্রু তাহাই হওয়া সম্ভবপর। যদি তাই হয়, তবে সেই পবিত্রতাও সদ্বৃত্তিকে নাশ করিবার জন্যই কি সাধক মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন? আর যদি বলা হয় যে, মানুষের শত্রু নাশ করিতে যাইতেছেন, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—মদ্য মানুষের শত্রু নাশ করে কিরূপে? সে নিজেই যে মানুষের ভীষণ শত্রু! তাই আমাদের ধারণা সোমরস অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের মূলভাব নষ্ট করিয়াছেন।

168278
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE

আমরা মনে করি, 'এষঃ দেবঃ' পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই অহিংসিত—অজাতশত্রু। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, কিন্তু তিনিই মানবের শত্রুবিনাশ করেন, মানবকে রিপুজয়ী করেন। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)। *

— * —

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাᳲসি ধারয়া।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) লোকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (তিরস্কৃত্য, অপসৃত্য) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকবৎ উন্নত-হৃদয়ং) 'বি ধাবতি' (প্রধাবতি, গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি—মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ ২সূ ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞান প্রদান করতঃ লোকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া ধারারূপে দ্যুলোকের ন্যায় উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে।)। (১০অ—১খ—২সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধারয়া' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' অভিব্যমাণঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ যজ্ঞাৎ 'দিবং' স্বর্গং প্রতি 'বি ধাবতি'। (১০অ—১খ—৩সূ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সপ্তম (১২৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মোক্ষপ্রাপক শক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি সাংসারিক রজোতমঃজনিত উদ্বেগজড়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উচ্চতর লোকে—দ্যুলোকে গমন করিতে পারেন। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" 'রজাংসি' পদে ভাষ্যকার 'লোকান্' অর্থাৎ 'মানুষ সকলকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'তিরঃ' পদের অর্থ 'তিরস্কুর্ব্বন্'। তাই এই দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্'—বাংলা প্রচলিত ব্যাখ্যা - "লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া"। সোমরস লোকসমূহের সহিত কেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, আর লোকসমূহ যে কিরূপে পরাভূত হইল, তাহা বুঝা যায় না। মানুষ মদের প্রভাবে হতজ্ঞান হয়, আপনার মনুষ্যত্ব বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া পশুর অধম হইয়া পড়ে, ইহাই কি সোমরসের জয়লাভ? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ কি সোমরসের এই শক্তিই কীর্ত্তন করিতে চাহেন? তাহা যদি না হয় তবে 'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্' অথবা 'লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশ সমূহের অর্থই বা কি? আবার সোমরস লোকসমূহকে কেবলমাত্র পরাভূত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি নিজে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করেন। অবশ্য সেই সঙ্গে পরাভূত লোক-সমূহকেও স্বর্গে লইয়া যান কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই তো গেল, বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা!

এখন আমরা মন্ত্রের কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই দেখা যাউক। 'রজাংসি' পদ 'রজঃ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। 'রজঃ' বলিতে মানবের অন্তরস্থিত রজোভাবকে লক্ষ্য করে। যে ভাবের প্রাবল্য হইলে মানুষ নানাবিধ কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যে ভাব রাগ-দ্বেষাদি-জনক, সেই ভাবই রজোভাব। সত্ত্বরজঃতমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে রজঃ ভাব তমোগুণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ রজের চাঞ্চল্য তমের মৃত্যুজনক জড়তার অপেক্ষা ভাল। রজোকে হয়তঃ সাংসারিক কাজে লাগান যাইতে পারে। কিন্তু তমঃ কেবলমাত্র অধঃপতনেরই সহায়। কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে যাইতে হইলে এই রজঃকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে "রজাংসি তিরঃ" অর্থাৎ "রজোভাবকে অপসৃত করিয়া"। শুদ্ধসত্ত্ব রজোভাবের অস্তিত্বও সহ্য করিতে পারে না। তমঃ ও রজঃ যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। 'শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকপ্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থই এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে দ্যুলোকে লইয়া যায়, মোক্ষপ্রদান করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১০অ—১খ—২হ - ৭সা)। *

* এই—সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্ত। অষ্টমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাꣳস্যস্তৃতঃ।
১ ২ ৩ ২
পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অস্তৃতঃ' কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'স্বধ্বরঃ' (সুযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সাধকানাং সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতা ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্বঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (অপসৃত্য) 'দিবং' (দ্যুলোকং তেষাং দ্যুলোকবদুন্নত হৃদয়ং) 'ব্যাসরতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রকারকঃ অজাতশত্রুঃ শুদ্ধসত্বঃ সাধকান্ মোক্ষং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ - ১খ - ২সূ - ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক, অজাতশত্রু, সাধকদিগের সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতা, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া, তাহাদিগের দ্যুলোক উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রকারক অজাতশত্রু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে মোক্ষ প্রাপ্ত করান।)। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'স্বধ্বরঃ' সুযজ্ঞঃ' 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ বজ্ঞাৎ 'দিবং' প্রতি 'ব্যাসরৎ' বিসরতি গচ্ছতি। ৮।

* * *

অষ্টম (১২৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুরূপ। পূর্ব্ব মন্ত্রের "রজাংসি তিরঃ" পদদ্বয় বর্ত্তমান মন্ত্রে ও আছে, এবং মন্ত্রের এই দুই পদ উপলক্ষে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"ক্ষরণশীল

এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অভিষিক্ত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।" আবার সেই লোক-সমূহকে পরাভূত করা! এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রেই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি।* সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'স্বধ্বরঃ' পদের তাৎপর্য্য - 'সুযজ্ঞঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; তাই, শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্বধ্বরঃ' বলা হইয়াছে। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আলোচনা করা হইয়াছে। (১০অ-১খ-২সূ-৮সা)॥

———:০:———

নবম সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩২　৩ ২৩　১২　৩ ২　৩ ১ ২

এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

১ ২　৩ ১ ২

হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নেন জন্মনা' (আদিভূতেন জন্মহেতুনা, সৃষ্টেঃ আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অর্ষতি' (আরোচতে, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-১খ-২সূ-৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং ।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননেন 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'পবিত্রে' স্থাতুং 'অর্ষতি' গচ্ছতি । ৯ ।

* * *

নবম (১২৬২) সামের মর্ম্মার্থ ।

সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। পবিত্রতা, পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করে। সাধকগণ সাধনাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অপবিত্রতা মলিনতা ভস্মীভূত করেন। তাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় সত্ত্বভাব—সাধক ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সেতু। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক ভগবানের চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারেন।

সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দুই দিক দিয়া এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি,—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং এই দিক্ দিয়া সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ সত্ত্বভাব।

ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক। ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ তাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই পরমধন সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন, তিনি অনায়াসেই এই পাপমোহ-প্রলোভনপূর্ণ সংসারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১০অ ১খ ২সূ - ৯সা)।

—:০:—

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২৩১ ২৩ ২ ৩২৩ ১২
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।
১২৩ ৩২
ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (২প—৫খ-১সূ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'পুরুব্রতঃ' (বহুকর্ম্মঃ) 'এষঃ স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'জনয়ন্' (উৎপাদয়ন্, প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন) 'পবতে' (ক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ প্রভূতপরিমাণং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ পবিত্র বহুকর্ম্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করতঃ নিশ্চিতরূপে প্রভূতপরিমাণে সাধকদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রভূত-পরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষ উ স্য' এষ চ স সোমঃ 'পুরুব্রতঃ' বহুকর্ম্মা 'জজ্ঞানঃ' জায়মান এব 'ইষঃ' অন্নানি 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ধারয়া' 'পবতে' ক্ষরতি। (১০অ-১খ-২সূ-১০সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

দশম (১২৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন সেই শুদ্ধসত্ত্বের কয়েকটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সাধকের প্রাপ্তির স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হইব।

শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা। শুদ্ধসত্ত্ব বহুকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন কিরূপে? ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সেই শক্তি উদ্বোধিত হয়, তিনি স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে সর্ব্ববিধ সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। সুতরাং 'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা বলাতে শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষণ—'সুতঃ' অর্থাৎ পবিত্র। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতার আধার। শুধু তাই নয়, পবিত্রস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। সত্ত্বভাব যাঁহার হৃদয়ে উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা কালিমা সমস্তই দূরীভূত হয়, ভস্মীভূত হয়। তাই সত্ত্বভাব—'সুতঃ' বা বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধকারক।

মন্ত্রান্তর্গত 'জজ্ঞানঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'যজ্ঞানঃ' পদের অর্থ—'উৎপদ্যমানঃ', 'জায়মানঃ' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ত্ব উৎপদ্যমান হয় কিরূপে? তাহা তো স্বতঃবর্ত্তমান। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের তো উৎপত্তি বিনাশ নাই, তবে তাহা আবার জন্মে কিরূপে? আরও একটা প্রশ্নের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। জ্ঞান তো অনাদি অনন্ত, উহাও তো স্বতঃবর্ত্তমান। তবে কাহারও মধ্যে জ্ঞানসঞ্চারের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? সত্ত্বভাব অথবা জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান আছে সত্য; মানুষের হৃদয়েও তাহার বীজ নিহিত আছে সত্য; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেই জ্ঞানবীজ অথবা সত্ত্বভাব পরিস্ফুট হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহা সাধকের হৃদয়ে বিকাশলাভ করে, সেই পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা সাধকের কোন উপকারই সাধিত হয় না। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা কোনও বিশিষ্ট সাধকের মনে নূতনভাবে বিকাশলাভ করে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে 'জজ্ঞানঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অনাদি অনন্ত হইলেও সত্ত্বভাব-সম্বন্ধে এই পদ অনন্ত ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কারণ অনন্ত অতীতকাল হইতে লোক যেমন সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই এক ঘটনা, জ্ঞানোদয় সত্ত্বভাবোদয়, প্রাত্যহিকই সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং উহা যেমন নিত্যপুরাতন, তেমনি চিরনূতন। এখানেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে 'জজ্ঞান.' পদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"এই বহুকর্ম্মা-সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হয়।" (১০অ-১খ-২সূ ১০সা)।০

—•—

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩২ ৩২৩ ২৩ ১২ ৩১২

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ।

২৩১২ ৩২

গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ' (বিক্রান্তঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অধ্যা' (সূক্ষ্মতময়া) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি যাবৎ); তথা 'আশুভিঃ' (আশুমুক্তিদায়কৈঃ) 'রথেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'ইন্দ্রস্য নিষ্কৃতং' (ভগবতঃ সামীপ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভতে, ততঃ তৎশুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তার পর সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন)॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ 'অধ্যা' অঙ্গুল্যা অভিষুতঃ 'ধিয়া' কর্ম্মণা অভিগচ্ছতি। কীদৃশং? ইতি উচ্যতে—'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং কর্ম্মাখ্যং প্রতি 'আশুভিঃ' শীঘ্রগামিভিঃ 'রথেভিঃ' রথৈঃ 'গচ্ছন্' ইত্যেণ রথেহস্থানীয়া স্ব-স্থান-গমনানুগ্যা অভিষূয়মাণঃ সন্ হোম-দ্বারা অগ্নিং গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা পৃথক্‌ভাবে এই উভয় অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। মন্ত্রের উত্তর অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম্ম সাধন করে, অথবা ভগবৎসমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।

কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তবসঃ 'পূ বিদায়তে'—প্রভূত পরিমাণ সমৃদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবেই সাধক সমৃদ্ধি লাভ করেন।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব অবগত হওয়া যাইবে। "যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।" (১—২খ—১সূ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপ দ্রোণেষায়বঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র

প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৩ ॥

• * * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'প্রচক্রাণং' (কুর্ব্বাণং, প্রাবিণং, দাতারং ইত্যর্থঃ) 'মর্জ্জ্যং' (শোধনীয়ং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং—সত্ত্বভাবং) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—সাধকাঃ) 'দ্রোণেষু' (হৃদয়রূপকলসেষু, হৃদয়েষু) 'উপমৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ধারয়ন্তি বা ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ-১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহতী সিদ্ধিদাতা, শোধনীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে সাধকগণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ (ধারণ) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদন করেন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ 'এতং' সোমং 'মর্জ্জ্যং' 'উপসৃজন্তি' নিষ্পীড়য়ন্তীত্যর্থঃ। কুত্র ? 'দ্রোণেষু' দ্রোণকলশেষু। কীদৃশং ? 'মহীঃ ইষঃ' মহান্ত্যন্নানি 'প্রচক্রাণং' কুর্ব্বাণং প্রভূত-রস-প্রাবিণমিত্যর্থঃ॥ (১০অ - ২খ - ১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে একটী বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে—'মর্জ্জ্যং' অর্থাৎ মার্জ্জনীয়, শোধনীয়-যাহাকে শোধন করিতে হইবে অথবা যাহা শোধন করার যোগ্য। ভাষ্যকার এই বিশেষণটীকে সোমরসের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূত রস প্রদান করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাতে একটী সমস্যার উদয় হইতেছে। ব্যাখ্যাকার স্পষ্টতঃই মন্ত্রকে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই সোমরস প্রস্তুতের যে প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বর্ণনার সহিত তাহার সঙ্গতি হইতেছে না। সোমকে প্রস্তরফলক দ্বয়ের মধ্যে নিষ্পীড়িত করা হয়, তাহার পর সেই নিষ্পীড়িত সোমলতা হইতে রস বাহির করা হয়, অবশেষে ছাঁকিয়া দ্রোণকলসে রক্ষিত হয়,—ইহাই মোটামোটী সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর সারকথা। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুবাদকার বলিতেছেন—"সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে।" দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিবে কিরূপে ? কলসের ভিতর কি সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করা হয় ? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রচলিত মতবাদের দিক দিয়াও মন্ত্রার্থ সঙ্গত হয় নাই। ভাষ্যকারও এক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। কাজে কাজেই উভয় ব্যাখ্যাতেই অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়।

এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমরসের অধ্যাহার। মূলে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং প্রকৃতপক্ষে কোন প্রসঙ্গ আসিতেও পারে না। তাই বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতানুসারেও অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়। সোমরসের অধ্যাহার করায় মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদেরও অর্থ-বিপর্যায় ঘটাইতে হইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'মহীঃ ইষঃ' পদদ্বয়ে মহৎসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করিতেছে। যে সেই পরমবস্তু দান করিতে পারে, তাহাকেই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সোমরস কি মানুষকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে ? 'দ্রোণেষু' পদে সাধকের হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত থাকে। সাধনা দ্বারা তাহাকে পরিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ করিতে হয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সত্ত্বভাবই থাকে

না, তাহার সহিত রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকে। সেই রজঃ ও তমঃকে সাধনবলে নির্মুক্ত করিতে হয়। হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করিতে পারিলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন। সাধকের সাধনার এই তত্ত্বই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২

এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা।

১২ ৩২৩ ১২

যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদী' (যদা) 'ভূর্ণয়ঃ' (ভরণশীলাঃ সাধনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'তুঞ্জন্তি' (গচ্ছন্তি, ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি), তদা 'শুন্ধ্যাবতা পথা' (শুদ্ধিমতা পথা, সন্মার্গেণ, সন্মার্গানুসরণেন, সৎকর্ম্মসাধনেন চ ইতি ভাবঃ) 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, পরমমঙ্গলসাধকঃ, যদ্বা—নিহিতঃ, বিশ্বে বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ) তৈঃ 'অন্তঃ' (অন্তরমধ্যে, হৃদি) 'বিনীয়তে' (প্রকৃষ্টরূপেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগমন করেন, তখন সন্মার্গানুসরণের ও সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমমঙ্গলসাধক (অথবা বিশ্বে বর্ত্তমান) প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাদের কর্তৃক অন্তরমধ্যে—হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'হিতঃ' নিহিতঃ হবির্দ্ধানে 'বি নীয়তে' তস্মাৎ স্থানাৎ আহবনীয়ং প্রতি 'অন্তঃ' তয়োর্ম্মধ্যদেশে 'শুন্ধ্যাবতা' শুদ্ধিমতা 'পথা' মার্গেণ 'যদি' যদা 'তুঞ্জন্তি' প্রযচ্ছন্তি দেবেভ্যঃ 'ভূর্ণয়ঃ' ভরণশীলাঃ অধ্বর্য্যাদয়ঃ; তদা বিনীয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। 'শুন্ধ্যাবতা'—'শুভ্রাবতা'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-২খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতার বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম (হবির্দ্ধানে) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহ্বনীয় দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" ব্যাখ্যাটী অধিকাংশস্থলেই ভাষ্যানুসারী। 'আহ্বনীয়' পদস্থলে ভাষ্যে 'আহবনীয়' পদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই সম্ভবতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে শুদ্ধ পদ। কিন্তু 'আহ্বানীয়' অথবা 'আহবনীয়' যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা কোনও ভাবই অধিগত হয় না। উপরে উদ্ধৃত বাংলা অনুবাদের যে কোন সঙ্গত অর্থ হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। মন্ত্রের এক একটী অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। "এই সোম হবির্দ্ধানে আহিত হইয়া, নীত হইয়া"—এই বাক্যাংশের কি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে? 'হবির্দ্ধানে আহিত' অথবা 'নীত' হওয়ার অর্থ কি? আবার ব্যাখ্যার পরের অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—"আহবনীয় দেশে যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন;" আহবনীয় দেশ না হয় বুঝা গেল। কিন্তু "মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথ" জিনিষটা কি? তাহাতে সোম প্রদত্ত হয় কিরূপে? আর কে কাহাকে পথের মধ্যে এই সোম প্রদান করে? এই বাক্যাংশের কোন একটা অংশেরও কোন সদর্থ পাওয়া যায় না, মনে হয়, কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যেন বাঙ্গালা অক্ষরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ভাষ্য-সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য। ব্যাখ্যার শেষাংশ এই,—"তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" কোথায় নীত হয়, কাহার দ্বারা এবং কেন নীত হয়? মন্ত্রের এক অংশের সহিত অন্য অংশের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে যথারীতি সোমরসের আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের আবির্ভাবে যে কোন অর্থ-সঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা তো নয়ই, অধিকন্তু ব্যাখ্যাদি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভূর্ণয়ঃ' পদে ভাষ্যানুসারে 'সাধকাঃ' অর্থ লাভ করা যায়। 'তুঞ্জন্তি' পদে গমন করা, সাধকগণ সাধনমার্গে ঊর্দ্ধপথে, উচ্চতরলোকেই গমন করিয়া থাকেন, তাই উক্ত পদের "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই জন্যই "যদা ভূর্ণয়ঃ তুঞ্জন্তি" পদসমূহের অর্থ

দাঁড়ায় — যখন সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমন করেন, অর্থাৎ যখন মোক্ষমার্গে গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন তাঁহারা কি করেন অথবা কিরূপে সেই সামর্থ্যলাভ করেন? 'শুদ্ধাবতা পথা অন্তঃ এবং বিনীয়তে'—তখন তাঁহারা সন্মার্গে সৎকর্ম্মসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদিত করেন, অর্থাৎ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমনে সমর্থ হয়েন। 'শুদ্ধাবতা পথা' পদ-দ্বয়ের ভাবার্থ "শুদ্ধিমতা পথা"—সন্মার্গেণ অর্থাৎ সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিয়া, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। আমরা এই ভাবেই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই মানুষ মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়েন। তাই উর্দ্ধগমনের উপায়স্বরূপ বলা হইয়াছে—'শুদ্ধাবতা পথা।' মোক্ষপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবের স্বরূপ কি? তাহা 'হিতঃ' — বিশ্বে বর্ত্তমান অথবা বিশ্বে অনুস্যূত অবস্থায় আছে, অথবা 'হিতকারকঃ', 'পরমমঙ্গলসাধকঃ'। সঙ্গতবোধে আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরমমঙ্গলসাধক এই শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, তবেই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রে এই নিত্যসত্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ. রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধূনাং' (অমৃতসমুদ্রানাং) 'পতিঃ' (স্বামী) 'ভবন্' (ভবতি); 'বাজী' (শক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান) সঃ দেবঃ 'রুক্মিভিঃ' (সাধকৈঃ) 'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' (নির্ম্মলজ্যোতিভিঃ, পরাজ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ঈয়তে' (লভ্যতে, লব্ধঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন অমৃতস্বরূপং ভগবন্তং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (১০অ-২খ-১সূ-৫সা)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ অমৃতসমুদ্রের স্বামী হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকগণকর্ত্তৃক পরাজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'ঋত্বিগ্ভিঃ' অধ্বর্য্বাদিভিঃ সহ 'ঈয়তে' গচ্ছতি। কীদৃশ এষঃ? 'বাজী' বেগবান্ 'শুভ্রেভিঃ' দীপ্তৈঃ অংশুভির্বিশিষ্টঃ। অথবা ঋত্বিগ্ভিরিত্যেতদপ্যংশু-বিশেষণং। 'সিন্ধুনাং' স্যন্দমানানাং রসানাং 'পতিঃ' 'ভবৎ' স্বীয়ত ইতি। (১০অ ২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের তদনুরূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয়া গমন করেন।" মন্ত্রে আছে 'এষঃ' পদ। ভাষ্যকার উক্তপদে সোমকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের অন্যান্য পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উক্তপদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। 'এষঃ' পদের বিশেষণস্বরূপ 'সিন্ধুনাং পতিঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের ভাষ্যার্থ "স্যন্দমানানাং রসানাং পতিঃ"—'স্যন্দমান রসের পতি' অর্থাৎ যে রস ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহার প্রভু। যদি এই অর্থ গৃহীত হয় তবে প্রশ্ন উঠে—এই রসের পতি কে? বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার উত্তর দিয়াছেন—'শুভ্রলতাবিশিষ্ট সোম' অর্থাৎ সোমলতা। কিন্তু মন্ত্রে 'শুভ্র লতাবিশিষ্ট' অর্থদ্যোতক কোন পদ নাই। যদি ধরাই যায় যে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' পদদ্বয় হইতে উক্ত অর্থ প্রাপ্ত করা যায়, তথাপি অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হয় না। কারণ তাহা হইলে সোমলতাই "গমন করেন" ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই 'সোমলতা' গমন করে না—গমন করে সোমরস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অংশে প্রচলিত অর্থেও ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

আমরা মনে করি—'এষঃ' পদে ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনিই 'সিন্ধুনাং পতিঃ'—অমৃতসমুদ্রের স্বামী। অর্থাৎ ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁহার সম্বন্ধেই 'বাজী' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি 'বাজী' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশেষণ তাঁহারই উপযুক্ত। ভাষ্যাদিতে 'বাজী' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগবান্', কিন্তু 'বাজ' শব্দে শক্তি অর্থ প্রকাশ করে। আমরা সর্ব্বত্রই ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানস্থলেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। আর 'বাজী' পদে যদি 'বেগবান্' অর্থই গ্রহণ করা

হয়, তথাপি উক্ত অর্থও ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনিই ইন্দ্রাপেক্ষা বেগবান গতিশীল আশুমুক্তিদায়ক। সুতরাং তাদৃশার্থ গ্রহণেও আমাদের আপত্তি নাই। সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন, কিন্তু কিরূপে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ'—নির্ম্মলজ্যোতির সাহায্যে, পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম॥ (১০অ—২খ-১সূ—৫সা)।*

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩১র   ২র ৩   ১ ২ ৩ ১ ২ .   ৩ ২   ১ ২
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো৩ বৃষা।

.৩ ১র   ২র৩   ১ ২
নৃম্ণা দধান ওজসা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) সাধকায় 'শিশীতে' (তীক্ষ্ণে, তীক্ষ্ণাণি পরমশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শৃঙ্গাণি' (উৎকর্ষাণি, ঔৎকর্ষ্যং যথা শৃঙ্গবতুন্নতান্ অংশূন্, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'দোধুবং' (ধুনোতি, ধারয়তি, প্রযচ্ছতি); 'যূথ্যঃ' (যূথপতিঃ সর্ব্বেষাং পতিঃ বিশ্বপতিঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) সঃ পরমদেবঃ 'ওজসা' (শক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা সহ) সাধকায় 'নৃম্ণা' (নৃম্ণানি, পরমধনানি) 'দধানঃ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ সাধককে পরমশক্তিদায়ক ঔৎকর্ষ্য (অথবা ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক পরাজ্ঞান) প্রদান করেন; বিশ্বপতি অভীষ্টবর্ষক সেই পরমদেবতা আত্মশক্তির সহিত সাধককে পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শৃঙ্গাণি' শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্ অভিষবকালে 'দোধুবৎ' ধুনোতি 'যূথ্যঃ' যূথার্হো যূথপতিঃ 'বৃষা' বৃষভঃ যথা 'শিশীতে' তীক্ষ্ণে শৃঙ্গে ধুনোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ? 'ওজসা' বলেন 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি ধনানি 'দধানঃ' অস্মদর্থং ধারয়ন্॥ (১০অ ২খ ১সূ-৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১২৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উহার শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।" এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাদৃষ্টে আমরা বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়াছি। এখানে ব্যাখ্যাকার সোম বলিতে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সোম যদি তরল মাদক দ্রব্য হয়, তাহা হইলে তাহার শৃঙ্গ বা লেজ কিছুই থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় আমরা দেখিতেছি যে, সোমের শৃঙ্গ আছে এবং তিনি তাহা কম্পিতও করেন। এই সোম কে? আর তাহার শৃঙ্গই বা কি? শৃঙ্গ বলিতে যদি আমরা গো-মহিষাদির 'শিং' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে 'সোম' শব্দে তরল মাদকদ্রব্য সোমরসকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কারণ তরল-দ্রব্যের আকৃতিই নাই, তার আবার শৃঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে কিরূপে? বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে আমরা সোমরসের যে চিত্র পাইয়া আসিতেছি, সেই চিত্রের সহিত এই বর্ণনার কোন সাদৃশ্যই নাই। এখানে 'শৃঙ্গ' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ যদি থাকে তবে হয় তো কোন ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তাহার কোন ইঙ্গিতও নাই।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটুখানি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গাণি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্'। 'অংশু' শব্দে ভাষ্যকার 'লতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ মন্ত্রে সোমের প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি সোমের উপর শৃঙ্গের আরোপ করেন নাই। বিবরণকার আবার 'শৃঙ্গ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"বহুবচনং দ্বিবচনস্থানে দ্রষ্টব্যং শৃঙ্গে" অর্থাৎ পশ্বাদির দুইটী শৃঙ্গ থাকে, সুতরাং বহুবচনান্ত 'শৃঙ্গাণি' পদস্থলে দ্বিবচনান্ত 'শৃঙ্গে' পদ হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

কিন্তু প্রচলিত অর্থানুসারেই সোমের উপর শৃঙ্গ আরোপ করিলে যে ভাব-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা 'শৃঙ্গাণি' পদে দুইটী ভাব গ্রহণ করিয়াছি

'শৃঙ্গ' পদে আভিধানিক অর্থে ঔৎকর্ষ্য বুঝায়। সুতরাং আমরা সঙ্গতিবোধে উক্তপদের 'ঔৎকর্ষ্যং' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ভাষ্যার্থ অনুসারেও একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। উক্তপদের ভাষ্যার্থ,—'শৃঙ্গবছুন্নতান্ অংশূন্'। 'অংশু' শব্দ কিরণ-বাচক। সুতরাং 'উন্নতকিরণ' বলিতে উর্দ্ধগতিদায়ক পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা এই শেষোক্ত অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। 'শিশীতে' পদের অর্থ 'তীক্ষ্ণে'। উহা হইতে পরমশক্তিদায়ক ভাব আসে। 'তীক্ষ্ণ' অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম্মসাধনসমর্থ। পরাজ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে উক্তপদে 'পরমশক্তিদায়ক' অর্থই সঙ্গত হয়। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"ভগবান্ পরমশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান অথবা ঔৎকর্ষ্য প্রদান করেন।"

'যূথ্যঃ' পদের অর্থ যূথপতি। 'যূথ' শব্দ সমূহার্থক। সুতরাং 'যূথপতি' শব্দে সকলের অধিপতি, বিশ্বপতিকে লক্ষ্য করে। তিনিই মানুষকে 'নৃম্ণা' অর্থাৎ পরমধন প্রদান করেন। ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক মানুষকে পরমধন, পরাজ্ঞান প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষা যয়িবাঁ অতি।

২ ৩ ১ ২

অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বসূনি' (পরমধনানি) 'পিব্দনঃ' (রোধকান্—শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'পরুষা' (পৌরুষেণ, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'অতিযায়িবান' (অতিগচ্ছন, অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ); 'শাদেষু' (শাতনীয়েষু রক্ষঃসু, বিনাশযোগ্যা রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অবগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি - তান্ বিনাশিতুং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকানাং শত্রূন্ বিনাশয়তি। (১০অ - ২খ - ১সূ - ৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ পরমধনরোধক শত্রুদিগকে স্বশক্তিতে বিনাশ করেন, বিনাশ-যোগ্য রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের শত্রুকে বিনাশ করেন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৭সা।)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনি' আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি 'পিব্দনঃ' পীড়য়ন্ 'এষ' সোমঃ 'পরুষা' পর্ব্বণা 'অতি' অতিক্রম্য 'যয়িবান্' গচ্ছন্ 'শাদেষু' শাতনীয়েষু রক্ষঃসু 'অব গচ্ছতি'॥ 'পিব্দনঃ'—'পিব্দনা'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা।)॥

* . *

সপ্তম (১২৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ। নিম্নেদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।" এই বাক্য দ্বারা যে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রচলিত মতানুসারেই মন্ত্রের ভাবপরিগ্রহের চেষ্টা করা যাউক। 'সোম' বলিতে সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য বুঝায়। এই সোমরস পর্ব্বতের দ্বারা রাক্ষসগণকে অতিক্রম করিবে কিরূপে এবং এই অতিক্রম করার অর্থ-ই বা কি? কেবল তাহাই নহে,—"পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন।" এখানে কোথায়ও কোন রূপক বা উপমা কিছুই নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদের কি অর্থ হইতে পারে। তরলদ্রব্য সোমরস পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করিবে কিরূপে। অবশ্য এখানে অতিক্রম করার দূরার্থক 'বিনাশ করা' প্রতিশব্দ গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাহা করিলেও সোমরস পর্ব্বত-দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিবে কিরূপে? অপিচ, 'রাক্ষসগণের' বিশেষণ 'পীড়িত' পদই বা আসিল কোথা হইতে? এতদ্ব্যতীত মন্ত্রের শেষাংশ—"তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন"—ইহার অর্থ-ই বা কি? ধ্বংস করিয়া কি অবগত হওয়া যায়? আর রাক্ষসদিগকে অবগত হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

ভাষ্যকারও ব্যাখ্যায় নানা গোলযোগ করিয়াছেন। 'বসূনি' পদে ভাষ্যকারও অন্যত্র অর্থ করিয়াছেন—'ধন'। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে অর্থ করিয়াছেন—"আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি"। কেন, কিরূপে যে এই অর্থ সাধিত হইল তাহা বুঝা যায় না। আবার, 'পরুষা' পদের অর্থ 'পর্ব্বণা' পদের দ্বারা ভাষ্যকার কি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও অবোধ্য।

আমরা 'বসূনি' পদে 'ধনানি' অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। 'পরুষা' পদের অর্থ পৌরুষেণ,—শক্তিদ্বারা, স্বশক্তি দ্বারা। তাই উক্তপদে 'স্বশক্ত্যা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অব গচ্ছতি' পদের কোন প্রতিশব্দ ভাষ্যাদিতে নাই। অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা উক্ত

পদে "তাং বিনাশিতুং প্রাপ্নোতি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (১০অ-২খ—১সূ-৭সা)॥ *

—:০:—

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে

৩ ৩ ৩ ১ ২

স্বায়ুধং মদিন্তমম্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলয়ঃ, দৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'মদিন্তমং' (পরমানন্দদায়কং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং-শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি-ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন মোক্ষদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়।)॥ (১০অ—২খ—১স—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'হরিং' হরিতবর্ণং 'ত্যং' তং 'এতং' এতমেব সোমং 'দশ ক্ষিপঃ' দশ-সংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ 'যাতবে' গমনায় 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কীদৃশমেনং? 'স্বায়ুধং' শোভনায়ুধং 'মদিন্তমং' মাদয়িতৃতমং রক্ষোহনন-প্রদর্শনায় স্বায়ুধ-শব্দশ্রবণং॥ 'হরিংহিন্বন্তিযাতবে'—'মৃজন্তি সপ্তধীতয়ঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-২খ—১সূ—৮সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টম (১২৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

——(*)——

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্বই মোক্ষলাভের হেতু। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। অথবা ইহাও বলা যায় যে, মোক্ষলাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা চাই। সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা চাই। 'দশ ক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে সেই সৎকর্ম্মসাধনশক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

ভাষ্যাদিতে 'দশক্ষিপঃ' পদের 'দশ অঙ্গুলয়ঃ' অর্থাৎ হাতের দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা তাহা অসঙ্গত মনে করি না। দশ অঙ্গুলি দ্বারা দুই হস্তকেই বুঝায়। কিন্তু হস্তের সার্থকতা কি? জিহ্বা দ্বারা শব্দোচ্চারণ ও বস্তুর স্বাদগ্রহণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঠিক সেইরূপভাবে হাতের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য—সৎকর্ম্ম করা। সেই জন্য দুই হাতকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই 'দশক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে 'সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সৎকর্ম্মসাধনশক্তি কি করে? মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে প্রেরণা দেয়। শক্তি থাকিলে তাহার ক্রিয়া অনুভূত হইবেই। মানুষের মধ্যে যদি উপযুক্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি বহির্জগতে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। সুতরাং যে সাধকের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি বর্ত্তমান আছে, তিনিই স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহাই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যায়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-২খ—১সূ ৮সা)। *

— * —

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যাবারেভিরব্যত।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
গচ্ছন্বাজঁ সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, সন্মার্গে বাহকঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ – শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যাবারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ, পরাজ্ঞানেন সহ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ; 'উ' (তথা) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সহস্রিণং' (প্রভূতপরিমাণং) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছন্' (প্রাপয়ন, সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন সহ আত্মশক্তিং তথা শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে – ইতি ভাবঃ॥ (১০অ ৩খ – ১সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ প্রসিদ্ধঃ 'এষঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'বৃষা' বর্ষিতা 'রথঃ' রংহণ-স্বভাবঃ 'অব্যাবারেভিঃ' অবের্ব্বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অর্ষতি' দ্রোণকলশং প্রতি গচ্ছতি 'বাজং' অন্নং 'সহস্রিণং' সহস্র-সংখ্যাকং যজমানায় প্রদাতুং 'গচ্ছন্' দ্রোণকলশং প্রবিশন্ গচ্ছতীত্যর্থঃ। 'অব্যাবারেভিরর্ষতি' – 'অব্যোবারেভিরর্ষতি' – ইতি পাঠৌ॥ (১০অ - ৩খ ১সূ – ১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তিলাভ করেন, তিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বোধগম্য হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্র দ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে,—সোমরস নামক মত্ত দশাপবিত্র নামক ছাকুনির মধ্য দিয়া দ্রোণকলসে গমন করিলে যজমান বা সাধকের অন্নলাভ হয়। কিন্তু মন্ত্রে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। দশাপবিত্রেরও কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মন্ত্রে দশাপবিত্র বা দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা কি মন্ত্রের ভাব সঙ্গতি রক্ষিত হয় ? সোমরস মাদকদ্রব্য। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, তাহা যজমানকে 'সহস্র অন্ন' দান করে। 'অন্ন' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি বলিতে চাহেন তাহা বুঝা যায় না। 'অন্ন' শব্দ 'শক্তি', 'ধন' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 'বাজং' পদের প্রতিশব্দ-রূপে 'অন্ন'-শব্দ গৃহীত হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তি' অর্থগ্রহণ করিয়াছি, এখানেও যে ঐ অর্থই সঙ্গত তাহাই আমাদের ধারণা। শক্তি বা ধন যে অর্থই প্রকাশ করুক না কেন, মদ্য তাহা মানুষকে কিরূপে প্রদান করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। সোমরস যে দ্রোণকলসে যাইতেছে তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে ; সেই উদ্দেশ্য যজমানকে প্রভূতপরিমাণ অন্নদান করা। কিন্তু মদ্যদ্বারা 'বাজ' বা 'অন্ন' কিরূপে যে লাভ হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা মনে করি, মদ্য মানুষকে অধঃপতনের পথেই লইয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রের ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রদত্ত হয় নাই। 'বৃষা' পদের অর্থ অভিলাষপ্রদ বা অভীষ্টবর্ষক। ভাষ্যাদির সহিত এই অর্থ-সম্বন্ধে কোন পদের মতানৈক্য ঘটে নাই। 'রথঃ' শব্দের ভাষ্যানুসারে গৃহীত অর্থ 'রথস্বরূপঃ' কিন্তু সেই রথ কি করে ? কাহাকে বহন করে। কোথায় লইয়া যায় ? আমরা পূর্ব্বে বহুত্র এই 'রথ' শব্দ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাহা মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায় তাহাই 'রথ' পদবাচ্য। সৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে বহন করে তাহাই রথ। এখানে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এই 'রথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অব্যাবারেভিঃ' পদদ্বয়ে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে তাহার মর্ম্ম মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ৩খ—১সূ ১সা)॥ *

——:০:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২　৩২৩　১২৩　১২　৩১২
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

২৩১২　৩১২
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তস্য, ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'যোষণঃ' (ঋত্বিজঃ, সাধকাঃ) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসাধনৈঃ) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি—উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৩খ ১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রসিদ্ধ পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন). (১০অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ইন্দুং' 'হরিং' হরিতবর্ণং সোমং 'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ 'যোষণঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'অদ্রিভিঃ' অভিষব-পাষাণৈঃ 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায় ॥ (১০অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রিতস্য', 'যোষণঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'ত্রিতস্য' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"এতন্নামকস্য ঋষেঃ"—অর্থাৎ ত্রিতনামক ঋষির। 'যোষণঃ' পদে 'অঙ্গুলয়ঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'ত্রিতস্য যোষণঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—ত্রিতনামক ঋষির অঙ্গুলিসমূহ। মন্ত্রে 'ইন্দুং' পদ আছে, সুতরাং ভাষ্যাদিতে সোমরসের কল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই যে, সাধকগণ সোমরস ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছেন অথবা প্রেরণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। আমরা অনেক স্থলেই বলিয়াছি এবং এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামের বা ঘটনার উল্লেখ নাই, এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ত্রিতস্য' পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। 'ত্রিত' শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ যাঁহার বশীভূত, অর্থাৎ যিনি এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটীরই অধীন নহেন তাঁহাকেই 'ত্রিত' শব্দে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

'যোষণ.' পদের ভাষ্যার্থ—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'ঋত্বিজঃ' অর্থাৎ সাধকগণ। 'ত্রিতস্য' পদ 'যোষণঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু 'হিন্বন্তি' পদ বহুবচনবাচক। তাই অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ে 'ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সাধকগণ কি করেন? তাঁহারা 'ইন্দ্রস্য পীতয়ে' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত' শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন। ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ের এই পবিত্র ভাবকুসুমই গ্রহণ করেন। সাধকগণ হৃদয়ে 'ইন্দুং হিন্বন্তি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি', শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন। কিন্তু কেন? শুদ্ধসত্ত্বলাভ করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য?—না, ধনলাভ করাই সব নয়, সেই ধনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই বলা হইতেছে,—'ইন্দ্রায় পীতয়ে' ইন্দ্রের পানের জন্য, ভগবানের গ্রহণের জন্য। ভগবান্ যাহাতে আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ইহা মন্ত্রের গূঢ় ইঙ্গিত। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ ৩খ—.সূ—২সা)। *

—— * — ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২ ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
গচ্ছং জারো ন যোষিতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনঃ যথা শীঘ্রবেগেন কুলায়ং আগচ্ছতি, যদ্বা ঊর্দ্ধগতিসম্পন্নঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ শীঘ্রং) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ পরমদেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'মানুষীষু' (মনুষ্যমধ্যে, সাধকেষু, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি); 'জারঃ' (প্রবর্দ্ধকঃ, সদ্ভাববর্দ্ধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'ন' (যথা) 'যোষিতং' (সেবাং, ভগবৎসেবাং, ভগবৎপরায়ণতাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'স্যঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'বিক্ষু' (প্রজাসু, সাধকেষু ইতি ভাবঃ) 'আ' (আগচ্ছতি, অধিতিষ্ঠতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকহৃদয়ে আবির্ভবতি - ইতি ভাবঃ। (১০অ–৩খ-১সূ–৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রবেগে কুলায়ে আগমন করে, (অথবা ঊর্দ্ধ-গতিসম্পন্ন সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) সেইরূপ শীঘ্র সেই পরমদেব ভগবান্ সাধকদিগের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; সত্ত্বাবর্দ্ধক শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎসেবা—ভগবৎপরায়ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই পরমদেব সাধকদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' সোমঃ 'মানুষীষু' 'বিক্ষু' প্রজাসু 'শ্যেনো ন' শ্যেনইব শীঘ্রমাগম্য যজমান-রূপাসু অনুগ্রহেণ 'আ' আগত্য 'সীদতি'। পুনঃ কইব? 'যোষিতং' 'গচ্ছন' অভিগচ্ছন 'জারো ন' জার ইব। স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়-গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ। (১০অ ৩খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে অপার করুণা বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে দুইটী উপমা দ্বারা ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম উপমা—শ্যেনঃ ন। তাহার এক ভাব এই যে,-শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রগতিতে আপনার কুলায়ে আগমন করে, সেইরূপভাবে ভগবানও আপনার আবাসস্থলরূপ সাধকহৃদয়ে আগমন করেন। শ্যেনপক্ষী অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন। সেই দ্রুতগতি অথবা শীঘ্রগামিতা বুঝাইবার জন্যই বিশেষভাবে এই উপমার সার্থকতা। অন্য আরও একটী ভাব এই যে, সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবাসস্থল। 'শ্যেনঃ ন' এই উপমাটীর আরও একটা অর্থ হয় এবং তাহাই অধিকতর সঙ্গত। 'শ্যেনঃ' পদে প্রকৃতপক্ষে ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধক যেমন দ্রুতগতিতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন, যেমন শীঘ্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের অভিমুখে আগমন করেন, সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান্ মানুষকে কৃপা না করিলে তাহার নিজের সাধ্য নাই যে, সে আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সাধককে মোক্ষদান করেন - ইহাই উপমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভগবন্মহিমা, ভগবানের করুণা প্রকটিত করিবার জন্য মন্ত্রে আরও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা—'জারঃ ন যোষিতং'। তাহার ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন সৎকর্ম্মের সহিত—ভগবদারাধনার সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধযুত, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবদারাধনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। 'জারঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৪৬সূ-৪ঋ) এবং 'যোষিতং' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১০১সূ-৭ঋ) দ্রষ্টব্য। এই উপমার ভাব উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।" বাঃ! কি চমৎকার বেদ-ব্যাখ্যা! ভাষ্যকার আবার তাহার একডিগ্রী উপরে গিয়া লিখিয়াছেন,—"যোষিতং গচ্ছন্ অভিগচ্ছন্ 'জারঃ ন' জার ইব স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" বেশ! এবার ভাষ্যকার আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। ভাষ্যের আর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না। কিন্তু 'গূঢ়গতিঃ' বিশেষণের সঙ্গে সোমরসের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি? আবার উপপতি উপপত্নীর প্রসঙ্গ আনিয়া সোমরসের সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি নূতন তথ্য প্রচার করিতে চাহেন। যেমন সোমরস নামক মদ্য, তদনুরূপ উপপতির উপমা। ইহাকেই বলে—'যোগ্যেন যোগ্যং যোজয়েৎ।'

এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালেও বর্ত্তমানকালের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপ বর্ত্তমান ছিল এবং বেদের মধ্যে উপপতি সম্বন্ধীয় উপমা থাকায় সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ গবেষণা করুন, আমরা মন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ॥ (১০অ-৩খ-১সূ-৩সা) ॥ *

চতুর্থঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র
এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
য ইন্দুর্ব্বারমাবিশৎ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দুঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আবিশৎ' (আবিশতি, প্রবিশতি, প্রাপ্নোতি) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'মত্সঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অবচষ্টে' (পশ্যতি, পবিত্রহৃদয়ং সাধকং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৩খ-১সূ-৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, প্রসিদ্ধ, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকের শিশুস্থানীয়, রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রহৃদয় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' 'মত্সঃ' মদ-নিমিত্তঃ 'রসঃ' 'অবচষ্টে' সর্ব্বমেব পশ্যতি 'দিবঃ শিশুঃ' দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য। 'যঃ' 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সোমঃ 'বারং' দশাপবিত্রং 'আবিশৎ' আবিশতি স এব ইতি॥ (১০অ-৩খ-১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১২৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

যিনি যে ভাবের সাধনা করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সদ্‌ভাবে আপনার জীবনকে নিয়মিত করেন, যিনি সন্মার্গে থাকিয়া পবিত্রভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি পবিত্রতার আধার ভগবানের কৃপালাভ করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই সমের অনুসরণ করে। জাগতিক নিয়মেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক বস্তু—প্রাণী আপনার সদৃশ বস্তু বা প্রাণীর সহিত মিলিত হইতে চায়। যিনি সাধু, তিনি সাধুর, পবিত্রহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছুক, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী মনে করেন। আবার, অসৎ প্রকৃতির লোক সাধুসঙ্গে আপনাকে বিপন্ন মনে করে, সে আপনার সমধর্ম্মী লোক চায়। প্রাণীজগতে যেমন বস্তুজগতেও তেমনি বস্তু আপনার সমধর্ম্মী অন্বেষণ করে, নদী সাগরেই আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়।

ব্যবহারিক জগতে যেমন অধ্যাত্মজগতেও তেমনি এক নিয়মই বর্ত্তমান আছে। পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে, বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়।

ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব, পবিত্রস্বভাব সাধকের হৃদয়েই আপনার প্রকৃত আবাসস্থল নিরূপণ করেন যিনি মোক্ষকামী, ভগবান্ কৃপা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ পরাজ্ঞান-সমন্বিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রদান করেন মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই মত্তরস সকল পদার্থ-দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারের মত প্রায় একরূপ। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা যে এই মদের প্রতি কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। একটী বিশেষণ—'দিবঃ শিশুঃ'; উহার ভাষ্যার্থ—দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। এই অর্থকে পরিষ্কার করিতে গিয়া ভাষ্যকার তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, 'তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য' অর্থাৎ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার পুত্রত্ব। এখানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে স্বর্গোৎপন্ন সেই মত্তের স্বরূপ কি? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে মদপ্রস্তুতের বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমানন্দদায়ক মাদক-দ্রব্যেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'মত্তঃ'—মদকর, মত্ততাজনক, এই অর্থ অসঙ্গত নয়, কিন্তু সে মত্ততা মানুষকে দেবত্বে পরিণত করে, মানুষ আপনহারা হইয়া যায়। ভগবানের চরণামৃতপানে যে আত্মহারা নেশা উপস্থিত হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য সাধক, যোগী-ঋষিগণ অনন্তকাল যাবৎ প্রার্থনা করেন। এখানে পরমানন্দ-দায়ক সেই পরমমত্তেরই উল্লেখ আছে। তাহাই স্বর্গের শিশুস্থানীয়। স্বর্গে, ভগবচ্চরণে তাহা উৎপন্ন হয়, ভগবচ্চরণ হইতে তাহা পূত মন্দাকিনীধারায় ধরাতে মানবের অশেষ কল্যাণার্থ নামিয়া আসে। তাই তাহাকে 'দিবঃ শিশুঃ'—দ্যুলোকের শিশুস্থানীয় বলা হইয়াছে।

'বারং' পদে জ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥ *

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।

২ ৩ ১ ২৩ ২ ৩ ২

ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায় – ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং) 'স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসিঃ' (ধারকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ, রক্ষকশ্চ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ – সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ক্রন্দন্' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (তস্য প্রিয়স্থানং ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (স্থানং, আশ্রয়স্থলং, সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষতি' (অভিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমমঙ্গলদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার প্রিয়স্থান সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' 'স্যঃ' সঃ সোমঃ 'পীতয়ে' পানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'ধর্ণসিঃ' ধারকঃ 'প্রিয়ং' স্বপ্রিয়ভূতং 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'ক্রন্দন' শব্দয়ন্ 'অভ্যর্ষতি' অভিগচ্ছতি ।৫।

* * *

পঞ্চম (১২৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতঃ প্রিয়স্থানে গমন করিতেছেন।" ভাষ্যকারও এই মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে দেখিলে উহার সহিত সোমরসের কোন সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভাষ্যার্থ-গ্রহণেই আলোচনা করিতেছি।

'এষঃ স্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সোমরসকে আনিবার কি সার্থকতা তাহা বুঝা যায় না। কারণ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। 'ধর্ণসিঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'ধারকঃ' অর্থাৎ যাহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে। প্রচলিত মতানুসারেই এই বিশেষণ কিরূপে মদ্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। মদ কি বস্তুজাতকে ধারণ করিয়া আছে,—তাহা কি বিশ্বের ধারক? বরং মদকে সমস্ত বস্তুর বিনাশক বলা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরস-নামক মদ্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত করায় ভাষ্যের

অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'এষঃ' পদে বিশ্বের ধারক, ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রে কেবল সোমরসের অধ্যাহার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"স্বপ্রিয়ভূতং দ্রোণ-কলশং"। কিন্তু এখানে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র সোমরস অধ্যাহারের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য দ্রোণকলসকেও ব্যাখ্যায় স্থান দিতে হইয়াছে। আমরা উক্ত 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রিয় আবাসস্থল সাধকহৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে ভাব-সঙ্গতি কিরূপ রক্ষিত হয় দেখা যাউক।

শুদ্ধসত্ত্বকে 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক বলা হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার মনে কোন প্রকার পাপ কালিমা থাকিতে পারে না। তিনি অপাপ হইয়া যান। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ হীন বাসনা কামনা দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপহারক বলা হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'ধর্ণসি' অর্থাৎ সকলের ধারক। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তাই সেই শক্তিকে 'ধর্ণসিঃ' বলা হইয়াছে।

সেই পরম বস্তু সাধকগণ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার দ্বারা যখন হৃদয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয় তখনই মানবের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদুপাসনায় তাহাই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই বলা হইয়াছে,—ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। ভগবানের উপাসনায় শ্রেষ্ঠ উপচার শুদ্ধসত্ত্ব। সাধকগণ সেই পরমবস্তু লাভ করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৩খ—১প্র-৫সা)। *

——:০:——

ষষ্ঠঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২উ　　৩ ২ ৩　　১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২

এতং ত্যং হরিতো দশ মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩　　১ ২

যাভির্ম্মদায় শুম্ভতে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকানাং 'অপস্যুবঃ' (কর্ম্মসাধকানি) 'হরিতঃ' (পাপহারকাণি) 'দশ' (দশেন্দ্রিয়াণি) 'এতং' (ইমং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) সত্ত্বভাবং 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি);

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'যাভিঃ' (যৈঃ, দশেন্দ্রিয়ৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শুম্ভতে' (দীপ্যতে, সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভন্তে - ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ - ৩খ—১সূ - ৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের সৎকর্ম্মসাধক পাপহারক দশেন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন; পরমানন্দলাভের জন্য দশেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক. ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ত্যং' তং সোমং অধ্বর্য্যোঃ 'দশ' 'হরিতঃ' হরণস্বভাবাঃ অঙ্গুলয়ঃ 'অপস্যুবঃ' কর্ম্মেচ্ছবঃ সত্যঃ 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' শোধয়ন্তি। 'যাভিঃ' অঙ্গুলিভিরিন্দ্রস্য 'মদায়' 'শুম্ভতে' দীপ্যতে শোধ্যত ইত্যর্থঃ; তমেতমিতি সম্বন্ধঃ ॥ (১০অ—৩খ—১সূ - ৬সা)।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,—"দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।"

ভাষ্যাদিতে 'দশ' পদের ব্যাখ্যায় দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করায় মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তদনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 'হরিতঃ' পদে ভাষ্যকার সাধারণতঃ হরিবর্ণ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'হরণস্বভাবাঃ'। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অঙ্গুলির প্রতি কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? অঙ্গুলিগুলি কি হরণ করে? আমরা মনে করি, 'দশ' শব্দে দশেন্দ্রিয়কেই লক্ষ্য করে। ঐ দশেন্দ্রিয় যখন সৎকর্ম্মসাধনে উন্মুখ হয়, প্রকৃতপক্ষে মোক্ষসাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারাই মানুষের পাপহারক হয়। বিশেষতঃ দশেন্দ্রিয় দ্বারা এখানে মানুষের সমস্ত সত্তাকে বুঝাইতেছে। আমাদের ধারণা—এই ভাবই মন্ত্রের সঙ্গতি

রক্ষা করে। মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন পদের অর্থের জন্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য॥ (১০অ-৩খ—১সূ—৬সা।)॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসম্পতিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অব্যং বারং বিধাবতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিমান, শক্তিপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'মনসঃ পতিঃ' (অন্তঃকরণস্য স্বামী, সাধকানাং হৃদয়াধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অব্যং বারং' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহং) 'বিধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানযুতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিপ্রদায়ক, সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্ব্বজ্ঞ, সাধকদিগের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা।)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ, 'বাজী' বেজন-শীলঃ, 'হিতঃ' অধ্বর্য্যুণা পাত্রে নিহিতঃ ধৃতঃ, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞঃ, 'মনসঃ' স্তোত্রস্য 'পতিঃ' স্বামী। অথবা সোমস্য মনোঽভিমানিত্বাৎ মনসঃ স্বামিত্বং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ'—ইতি শ্রুতেঃ; তাদৃশোঽসৌ। 'অব্যং বারং' অবি-লসম্ভিনং বালং দশাপবিত্রং 'বিধাবতি' বিবিধং গচ্ছতি। 'অব্যং'—'অব্যে'—ইতি পাঠৌ ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও তাহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে 'এষঃ' পদে সোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিতও ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার ও অনুবাদকার উভয়েই 'এষঃ' পদে 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টায় অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'বাজী' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অন্যত্র, 'অন্নবান্', 'শক্তিমান' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'বেজনশীলঃ' 'বেগবান্' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'হিতঃ' পদের অর্থ সোমপক্ষে করা হইয়াছে—'পাত্রে নিহিতঃ'। 'বাজী' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তিমান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদদ্বয়ের ভাব-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, উক্ত পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী পদ আছে—'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। মাদক-দ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে কি? সোমরস কি সর্ব্বজ্ঞ? অজ্ঞানতার আধার মাদক-দ্রব্য সর্ব্বজ্ঞ হইবে কিরূপে? আমরা তাই 'এষঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই এই শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা অধিকৃত আছে। যিনি হৃদয়ে সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। সেই জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে,—'অব্যং বারং বিধাবতি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের—পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তিনি পরাজ্ঞানও লাভ করেন। দুই দিক দিয়া এই ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত পরাজ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে, সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে তৎসঙ্গে পরাজ্ঞানও লাভ হয়। দ্বিতীয় ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, যেমন শুদ্ধসত্ত্বের 'বিশ্ববিৎ' বিশেষণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।

'মনসঃ পতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। 'মনসঃ' পদে 'স্তোত্রস্য' অর্থ করিয়াছেন, আবার সোমকে চন্দ্র কল্পনা করিয়া অন্য এক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥*

——:o:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২　৩ ১ ২　৩　১ ২　৩ ১ ৩　৩ ২

এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

২ ৩　১ ২　৩ ২

বিশ্বা ধামান্যাবিশন্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবত্বাবলাভায় ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অক্ষরৎ' (ক্ষরতি, আবির্ভবতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ধামানি' (স্থানানি, আশ্রয়স্থানানি, সাধকহৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'আবিশন্' (আবিশতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব দেবত্বাবলাভের জন্য পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সকল সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ পবিত্রে 'অক্ষরন্' প্রবন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'ধামানি' দেব-শরীরাণি 'আ বিশন্' প্রবিশন্ প্রবেষ্টুমিত্যর্থঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১২৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে। পবিত্রতার মূল উৎস ভগবানের শক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কেই অন্বেষণ করে, সাধকের পবিত্র হৃদয়কেই আপনার প্রকৃত আধার বলিয়া মনে করে এবং তাহাতেই আবির্ভূত হয়। সাধক ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনার শক্তি নিয়োজিত করেন, তাঁহার হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়েই অধিষ্ঠান করে। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব সকল সাধকের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।" সোমরসকে পবিত্র নামক ছাকুনি দ্বারা শোধন করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—সেই সোমরস সমস্ত দেবগণ পান করিবেন। খুব ভাল কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে বস্তু দেবগণের সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইবে, দেবতাদের শক্তিতে পরিণত হইবে সেই বস্তুটী কি? তাহা কি মাদকদ্রব্য সোমরস? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, দেবগণের বা দেবভাবের সহিত মাদকদ্রব্য সোমরসের কোন সম্পর্ক আছে? 'সোমরস' মত্ততাজনক বটে, তাহা পান করিলে মানুষ মাতাল হয় সত্য, কিন্তু তাহার নেশায় মানুষ চিরদিনের জন্য আপনহারা হইয়া যায়, অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে। সেই পরমসুধা পান করিবার জন্য সাধকগণ চিরলালায়িত, দেবগণ সেই সুধাপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'সহস্রার চ্যুতামৃত তাঁর পদ বিগলিত'—সেই পরমবস্তু পান করিবার জন্যই দেব নর কিন্নর উন্মুখ হইয়া আছে। মানুষ আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই অমৃত-পান করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। রাজাধিরাজ আপনার রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হয়—এই অমৃতলাভের আশায়। জগতের কোন বস্তু সেই অমৃত দিতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদারাধনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা মানুষ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শাস্ত্রবাক্য—দেবগণ অমর। এই অমরত্ব মানুষও লাভ করিতে পারে, মানুষও অমর হইতে পারে। সেই অমৃতত্ব লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বামৃত পানে। যাঁহার মধ্যে একবিন্দু সেই সুধা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনিই চিরদিনের জন্য মায়ামোহাদির আক্রমণ অতিক্রম করিয়া চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহার পার্থিব সত্তা নামে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

এই সেই 'সোমরস'—যাহার সমন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন, 'বিশ্বা ধামানি আবিশন্' সমগ্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। 'সোম' বলিতে যদি ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে, তাহা

হইলে তাহাদির সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ ২সা)॥ *

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষঃ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ * ২ ৩ ১ ২
বৃত্রহা দেববীতমঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ' (অমরঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবানাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, দেবানাং অপি আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (পরমদেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অধিযোনৌ' (স্থানে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'শোভায়তে' (শোভতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, অমৃতস্বরূপ, দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয় এই প্রসিদ্ধ পরমদেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'শুভায়তে'। কুত্র? 'অধিযোনৌ' স্বীয়ে স্থানে। কীদৃশ এষঃ? 'অমর্ত্ত্যঃ' অমরণধর্ম্মা 'বৃত্রহা' শত্রুহন্তা 'দেববীতমঃ' অতিশয়েন দেবানাং কাময়িতা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১২৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রুহন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা', 'জ্ঞানাবরক রিপু' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভাষ্যাদিতে বহুস্থলে আমরা 'বৃত্র' নামক অসুরের গল্প পাইতেছি। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, 'বৃত্র' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল, সে জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিত, ইন্দ্র বজ্রনামক অস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে বিনাশ করেন। মন্ত্রে যখনই বৃত্রের উল্লেখ আছে, তখনই প্রায় সর্ব্বত্রই বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ভাষ্যাদিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। পুরাণের আখ্যানসমূহ যে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা বুঝাইবার স্থান এ নহে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী যে গল্পের অবতারণা করেন, তাহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থ বিকৃত হয় মাত্র। যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার বৃত্রাসুরের কোনও গল্পের উল্লেখ না করিয়া, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবানই মানবের রিপুনাশক, পরমমঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ সর্ব্ববিধ মায়ামোহের আক্রমণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের পদছায়া পতিত হয়, তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ মলিনতা দূরীভূত হয়। ভগবানের 'চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে, স্তম্ভিত রিপুদলে বলে বোক্ তব জয়'। রিপুগণ তাঁহার মহিমায় বিধ্বস্ত হয়। তিনিই মানবের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক রিপুবিমর্দ্দক।

'দেববীতমঃ'—দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয়, দেবগণও তাঁহাকে পাইতে চাহেন। তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রক্ষক, মঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। সেই পরম মঙ্গলময় ভগবানের চরণেই সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন,—"হে ভগবন্! হে দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক এই পতিত অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনি তো পতিতপাবন, কৃপা-বিতরণে এই পতিত অধমকে উদ্ধার করুন। আমি দুর্ব্বল, চারিদিকে শত্রুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। আমার এমন শক্তি নাই যে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি। ওগো বৃত্রঘ্ন, ওগো শত্রুনিসূদন! কৃপা করিয়া আমাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন। আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আমি ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রে সোমরসের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন।" (১০অ—৪খ ১সূ -৩সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

এস বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জ্জামিভির্য্যতঃ।

৩ ১ ২র

অভি দ্রোণানি ধাবতি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশভিঃ জামিভিঃ' (মিত্রভূতৈঃ দশেন্দ্রিয়ৈঃ সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'বৃষ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধ', শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অভিদ্রোণানি' (হৃদ্রূপাণি পাত্রাণি অভি-লক্ষ্য, সাধকানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'ধাবতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ-১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত দশেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত হইয়া অভীষ্টবর্ষক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করতঃ সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (০অ—৪খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন 'দশভিঃ' 'জামিভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ 'যতঃ' ধৃতঃ দ্রোণানি' দ্রুমময়ানি পাত্রাণি 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি। ৪।

* * *

চতুর্থ (১২৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণ ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

'জামিভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'অঙ্গুলিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, উক্ত পদে ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্য করে। 'দশভিঃ জামিভিঃ পদদ্বয়ে দশেন্দ্রিয়কে বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। যখন তাহারা আমাদের মঙ্গলজনক মোক্ষ সাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পরম মিত্রের ন্যায় কাজ করে, আবার যখন সেই ইন্দ্রিয়ই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, যখন পাপপথে পরিচালিত হয়, তখন তাহারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম দ্বারা আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে উপনীত হই। সাধকের সমস্ত শক্তি প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, সুতরাং সাধকগণের ইন্দ্রিয় ও তাহার মিত্রস্বরূপ হয় ('জামি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১০৩সূ ১১ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জামি' শব্দের আরও একটী অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, তাহা - 'একত্রোৎপন্ন' অর্থাৎ জীবের সহিত একত্র জন্মে। মানুষ জন্ম হইতেই দশেন্দ্রিয় লাভ করে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বস্তু। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণা পরিদৃষ্ট হয়। এই দিক দিয়াও 'জামিভিঃ' পদে 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' অর্থ গৃহীত হইতে পারে।

উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতঃ পদের অর্থ করা হইয়াছে 'ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ, ভাষ্যকার ও 'ধৃতঃ' অর্থ করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার মন্ত্রের ভাবধারা বিভিন্ন হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল. তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।" (১০অ ৪খ -১সূ—৪সা) ॥ *

——•——

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এষ সূর্য্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৎসরঃ' (পরমানন্দহেতুভূতঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অধি দ্যবি' (দ্যুলোকং অধিকৃত্য, দ্যুলোকাধিপতিঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পবিত্রে'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(পবিত্রহৃদয়ে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ ইত্যর্থঃ—'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, যদ্বা - জ্ঞানদেবং) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, উজ্জ্বলং করোতি, দীপ্তিসম্পন্নং করোতি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভগবৎশক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ হি জগতঃ জ্ঞানালোকস্য মূলকারণং ; সাধকাঃ তং পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

পরমানন্দের হেতুভূত, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকাধিপতি, পবিত্রকারক, পবিত্রহৃদয়ে বর্ত্তমান ভগবান্ সূর্য্যদেবকে (অথবা জ্ঞানদেবকে) দীপ্তিসম্পন্ন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বই জগতের জ্ঞানালোকের মূলকারণ ; সাধকগণ সেই পরমধনকে লাভ করেন)। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'এষ' সোমঃ 'অধি দ্যবি' দ্যুলোকে স্থিতং 'সূর্য্যং' 'রোচয়ৎ' রোচয়তি। কীদৃশঃ ? 'পবিত্রে' স্বয়ং দশাপবিত্রে স্থিতঃ, 'মৎসরঃ' মদ-হেতুং প্রাপ্তঃ, 'মদঃ' হৃষ্টঃ ॥ 'অসিষ্যদি পবিত্রেমৎসরোমদঃ' 'বিচর্ষণি, সিন্ধা ধামানিবিশ্ববিৎ—ইতি পাঠৌ ॥ ৫ ॥

* . *

পঞ্চম (১২৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "স্বয়ং দশাপবিত্রমে স্থিত প্রসন্নতাদেনেওয়ালা আউর প্রসন্নরূপ ইয়াহ (এই) সংস্কার কিয়া জাতা হুয়া সোম দ্যুলোকমে স্থিত সূর্য্যকো দীপ্ত করতা হ্যায়।" সোমরস দশাপবিত্রের মধ্যেই আছে, অথচ তাহা সূর্য্যকে দীপ্তি দিতেছে—ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—সোমরস এই শক্তির অধিকারী হইল কিরূপে? পৃথিবীস্থিত তরল মাদকদ্রব্য একেবারে দ্যুলোকস্থিত সূর্য্যকে তেজ দান করিতেছে—এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যার কি মূল্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রে অবশ্য সোমরসের কোন উল্লেখ নাই, ভাষ্যকার তাঁহার স্বকল্পিত ব্যাখ্যার জন্য এখানে সোমরসের অধ্যাহার করিয়াছেন। সেই জন্যই এরূপ অদ্ভুত অর্থ সম্ভবপর হইয়াছে।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের 'এষঃ' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনিই পরমানন্দের উৎস, পরমানন্দদাতা। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মানুষ অসীম অনন্ত সুখসম্পদের অধিকারী হইতে পারে। সেই আনন্দের বিরাম নাই, বিলয় নাই। তাই তিনি 'মৎসরঃ',

'মদঃ'। 'রস বৈ সঃ' রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তিনি। তাঁহাতে যাঁহার মন মজিয়াছে, সেই পরম পুরুষের চরণে যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখযন্ত্রণার ভয় নাই, তিনি চিরদিনের জন্য 'ত্রিবিধদুঃখং, হেয়ং'-এর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন : দুঃখের অত্যন্তাভাবই সুখ। সেই আনন্দসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিলে দুঃখের আর ছায়ামাত্রও থাকে না। তাই ভগবানকে পরমানন্দদায়ক বলা হইয়াছে।

'অধি দ্যবি' পদের ভাষ্যার্থ 'দ্যুলোকে স্থিতং', এবং তাহা 'সূর্য্যাং' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি, উক্ত পদদ্বয় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এবং উহা ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। 'অধি দ্যবি' অর্থাৎ দ্যুলোক অধিকার করিয়া যিনি আছেন, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাবের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ভগবান্ স্বর্গের অধিপতি হইলেও মানবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সাধকের পবিত্রহৃদয়ই তাঁহার প্রিয় আসন। মন্ত্রে তাই মানবকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন,—"ভয় নাই মানব তিনি সপ্তস্বর্গের অধীশ্বর হইলেও তোমার হৃদয়েশ্বর হইতে পারেন। তিনি কেবলমাত্র আপনার মহিমায় বিরাজিত নহেন। তিনি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও আবির্ভূত হইতে পারেন তুমি হৃদয় পবিত্র কর, তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত কর, তিনি তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন না।'

মন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে—"সূর্য্যাং অস্তোচয়ৎ" পদদ্বয়ে। ভগবানের জ্যোতিঃ হইতেই বিশ্বের সমস্ত বস্তু দীপ্তি লাভ করে। তিনিই সর্ব্ববিধ আলোকের মূল উৎস। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১০অ-৪খ-১সূ-৫সা)॥ *

—— * ——

ষষ্ঠং সাম।

(চতুর্থ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।

৩ ১   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২

এষ সূর্য্যেণ হাসতে সম্বসানো বিবস্বতা।

১ ২ ৩   ১র   ২র

পতির্ব্বাচো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সংবসানঃ' (সর্ব্বাচ্ছাদকঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'বাচঃ পতিঃ' (স্তোত্রাণাং অধিপতিঃ; আরাধনীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'বিবস্বতা' (দীপ্তিমতা, জ্যোতির্ম্ময়েণ) 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানদেবেন) 'অসাভ্যঃ' (অহিংসিতেভ্যঃ, রিপুজয়িভ্যঃ, রিপুজয়িনঃ ইত্যর্থঃ) 'হাসতে' (প্রদীয়তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুজয়িনঃ সাধকাঃ জ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেবকর্তৃক রিপুজয়ীদিগকে প্রদত্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'সংবসানঃ' সর্ব্বমপ্যাচ্ছাদয়ন্ 'বিবস্বতা' দীপ্তিমতা 'সূর্য্যেণ' 'হাসতে' পরিত্যজ্যতে পবিত্রে ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ? 'বাচঃ' স্তুতি-লক্ষণায়াঃ 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী বা 'অসাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংস্যঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥

* * *

ষষ্ঠ (১২৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদর্শন করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই শোধনকালীন সোম, সূর্য্যকর্ত্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত শব্দকর।" এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'সূর্য্যং অরোচয়ৎ' পদদ্বয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, 'সোম সূর্য্যকে দীপ্তিমান্ করিয়াছিল'; আর এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—'সূর্য্যকর্ত্তৃক দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন'। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কারণ উহাতে 'বিবস্বতা' পদের অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারে সূর্য্য এবং সোম এই উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটা কি? আর সূর্য্য এবং সোমই বা কে? সোমকে বেদের কোন কোনও স্থলে "চন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহাই গ্রহণ করা যায়, তবে কি মনে করিতে হইবে, জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কথা লিখিত আছে? 'সূর্য্যং অরোচয়ৎ'—'সোম অথবা চন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্তিমান করে'—এ কথা কি অবৈজ্ঞানিক নহে? আবার বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখা যাইতেছে,

যে, সূর্য্য সোমকে দ্যুলোকে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে পরিত্যাগ করেন। এখানে যদি সোম-শব্দে সোমদেব বা চন্দ্রকে বুঝায় তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় বটে, কিন্তু তাহাই মন্ত্রে মূলভাব বলিয়া মনে করি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে একটা সৃষ্টিতত্ত্বের খুব বড় একটা সত্যের সাক্ষাৎ পান। তাহা এই যে,—সূর্য্য হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করেন। এই ধারণা যে ভ্রান্ত আমরা তাহা বলি না। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)।

——:০:——

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে।
৩ ২উ ৩ ১ ২
পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ, সর্ব্বারাধনীয়ঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'এষঃ' (অয়ং শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অধিতোশতে' (অধিগচ্ছতি, সম্যক্রূপেণ গচ্ছতি); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্রিধঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে; শুদ্ধসত্ত্বেন তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্রূপে গমন করেন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, আটম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এবঃ' সোমঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অভিষ্টুতঃ' অভিতঃ স্তুতঃ 'পবিত্রে অধি' দশাপবিত্রে অধি দশাপবিত্রমতীত্য 'তোশতে'। যদ্যপি তোশতির্ব্বধকর্ম্মা তথাহি হননে গতি-সম্ভাবাৎ অত্র গতিমাত্রে বর্ত্ততে। গচ্ছতীত্যর্থঃ। অথবা 'পবিত্রে অধি' কৃষ্ণাজিনে 'তোশতে' হন্যতে পীড্যত ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'অপঘ্নন্' অপগময়ন্। 'দ্বিষঃ'—'দ্বিধঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* • *

প্রথম (১২৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

যেমন রোগ তেমনি ঔষধ চাই। মানুষের ভবব্যাধির মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত মানুষের পাপতাপ জরা-ব্যাধির কারণ—অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা। অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতাই হৃদয়কে শত্রুপুরীতে পরিণত করে। মানুষ যখন অজ্ঞানতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, যখন তাঁহার হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সেই পবিত্র হৃদয় হইতে রিপুগণও বিতাড়িত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হইলে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংস হয়। সুতরাং রিপুগণও হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে থাকে। রিপুগণের এই পরাজয় সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয়, তখন হৃদয়ের আনাচে-কানাচেও যে মলিনতার, কালিমার অঙ্কুর থাকে, তাহাও বিনষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপঘ্নন্ দ্বিষ."—শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারও মন্ত্রে সোমরসকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু শোধিত অথবা অশোধিত সোমরস কিরূপে শত্রুনাশ করিবে? সোমরসের শত্রুনাশিকা কি শক্তি আছে? বরং আমরা মনে করি, মাদকদ্রব্য দ্বারা মানুষের শত্রুবৃদ্ধি হয়, অধঃপতন হয়। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক; অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জ্জিৎ পরি ষিচ্যতে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দক্ষসাধনঃ' (শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তিবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্জ্জিৎ' (স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়বে' (আশুমুক্তিদায়কায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'পরিষিচ্যতে' (পরিক্ষরতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিবিধায়ক, স্বর্গাধিপতি, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন।) ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'এষঃ' সোমঃ 'স্বর্জ্জিৎ' স্বর্গস্য সর্ব্বস্য বা জেতা 'ইন্দ্রায়' 'বায়বে' চ 'পবিত্রে' 'পরিষিচ্যতে' পরিস্রাব্যতে। কীদৃশ এষঃ? 'দক্ষসাধনঃ' বলকারী। (১০অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে উহাকে সোমরসের গুণকীর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।" 'স্বর্জ্জিৎ' পদে ভাষ্যকার 'স্বর্গস্য জেতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'সকলের জেতা'। এই 'জেতা' শব্দে কি ভাব দ্যোতনা করে? আমরা ভাষ্যেরই মূল ভাব রক্ষা করিয়া অর্থ করিয়াছি—"স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ"—স্বর্গকে জয় করিয়া যিনি স্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন। আমরা মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা-প্রখ্যাপক-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গের অথবা সকলের জেতা বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌ই স্বর্গের অধিপতি। জগতের সকলের হৃদয়াধিপতি। তাঁহার শক্তির প্রতি 'স্বর্জ্জিৎ' বিশেষণ উপযুক্তরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত বিশেষণ কি সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? সোমরস নামক মদ্য কি স্বর্গের অথবা লোকসমূহের অধিপতি? আমরা কিরূপে মনে করিতে পারি যে, একটা মাদক-দ্রব্যকে স্বর্গের অধিপতি বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে?

অধিকন্তু 'এষঃ' পদের 'দক্ষসাধনঃ' বিশেষণও আছে। 'দক্ষসাধনঃ' অর্থ বলকর। যাহা মানুষকে বল দেয়। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য কি সত্য সত্যই মানুষকে বল দেয়? অথবা ভাষ্যকার মদের সাময়িক উত্তেজক গুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন? কিন্তু তাহা তো প্রকৃত বল নয়, সে যে দুর্ব্বলতার চরমসীমা। ক্ষণিক উত্তেজনার পরেই যে মৃত্যুজনক অবসাদ আসে! সুতরাং সোমরসকে 'দক্ষসাধনঃ' অথবা বলকারক বলা যায় না। আর যদি ইহা স্বীকারই করা যায় যে, মদের দ্বারা শক্তিলাভ করা যায়, তবে প্রশ্ন উঠে—সে কি শক্তি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের একটু শক্তি-মাত্র। এ শক্তির মূল্য কি? দুদিনের শারীরিক শক্তি, শরীরের সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

প্রকৃত শক্তি তাহা, যাহা মানুষকে অবিনশ্বরত্ব দেয়, যাহা আত্মাকে উন্নত করে, মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যে শক্তি কখনও ক্ষয় হইবে না, যে শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া মানুষকে অনন্ত শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, যে শক্তির দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই শক্তিই মানুষের প্রকৃত কাম্যবস্তু। শুদ্ধসত্ত্বই সেই শক্তি, যাহা লাভ করিলে মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করায়। তাই বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্রায় বায়বে পরিষিচ্যতে'—ইন্দ্র ও বায়ুদেবের জন্য ক্ষরিত হয়েন, আবির্ভূত হয়েন। কোথায়? 'পবিত্রে'—সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই এই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

মন্ত্রে 'ইন্দ্রায়' ও 'বায়বে' দুইটী পদে প্রকৃতপক্ষে দুইজন দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে না—কারণ দেব বহু নহেন, দেবতা এক। সেই এক দেবতারই বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্ররূপে তিনি ধন ও শক্তির অধিপতি, আবার বায়ুরূপে তিনি আশুমুক্তিদাতা। মুক্তি ও শক্তিলাভের জন্য সাধক ভগবানের এই উভয়বিধ বিভূতির শরণ গ্রহণ করিতেছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করা প্রয়োজন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৫খ—১সূ-২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

এষ নৃভির্বিনীয়তে দিবো মূর্দ্ধা বৃষা সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ, দ্যুলোকপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) তেষাং 'বনেষু' (বননীয়েষু, জ্যোতির্ম্ময়েষু—হৃদয়েষু ইতি যাবৎ) 'বিনীয়তে' (বিশেষেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টবর্ষকং, মোক্ষপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৫খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম-সাধকগণের দ্বারা তাঁহাদিগের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টবর্ষক মোক্ষ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'বিনীয়তে' বিবিধং নীয়তে। কীদৃশঃ? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'মূর্দ্ধা' শিরোবৎ প্রধানভূতঃ 'বৃষা' অভিমত-বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ। কুত্র নীয়তে? 'বনেষু' বননীয়েষু পাত্রেষু বন-সম্ভূত-ক্রমবিকারেষু বা পাত্রেষু 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞ এষ ইন্দুঃ সমস্বয়ঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম মঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'দিবঃ মূর্দ্ধা'—অর্থাৎ দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ। জীবদেহের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মস্তকের আদেশানুসারেই পরিচালিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কাহার মস্তক?-দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গের। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক যাহা, তাহারই মস্তক। কিন্তু এই 'দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ' বলাতে কি ভাব প্রকাশিত হইতেছে? ত্রিলোকের মধ্যে দ্যুলোক সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রলোক। স্বর্লোক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই পবিত্রতার শীর্ষস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ"। আমরাও সেই অর্থ সঙ্গত মনে করি। কিন্তু 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে। সেই ভাবটী এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব মোক্ষপ্রদায়ক।

মানুষ মোক্ষলাভ করিতে চায়। কিন্তু কোন বস্তু চাহিলেই তো আর পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনা করা চাই, নিজেকে উপযুক্ত করা চাই। মোক্ষলাভের জন্য আন্তরিক সাধনা ও হৃদয়ের পবিত্রতা একান্তই প্রয়োজন। মোক্ষলাভের জন্য যে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সাধকের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বন্ধে 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ ধন, পরম সম্পদ। স্বর্গে যে রত্নরাজি আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ। মানুষ অতি সাধারণ তুচ্ছ ধনের জন্য লালায়িত। সে সামান্য একটা কাণাকড়ি পাইলে কত সন্তুষ্ট হয়, মনে করে বুঝি বা বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আমার করতলগত হইতে চলিয়াছে। এই মন্ত্রে মানুষকে প্রকৃত ধনের একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ!. তুমি অতি তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল, সামান্য ধনরত্ন পাইলেই তুমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর। কিন্তু তুমি যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পার, অক্ষয় কুবের-ভাণ্ডার যে তোমার চরণতলে লুটাইতে পারে, তাহা কি তুমি জান? স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তুমি অনায়াসেই

লাভ করিতে পার, তোমার মধ্যে তাহা লাভ করিবার শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিকে বিকশিত কর; অনায়াসেই তুমি সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারিবে। সাধকগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন; তুমি পারিবে না কেন? দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠতম বস্তু তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে—তুমি সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।" মন্ত্রান্তর্গত 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাধকগণ 'দিবঃ মূর্দ্ধা'—এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন, সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রকারান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন—সাধকগণ। তাঁহারা সাধনাবলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারাও তো মানুষ! সুতরাং মানুষমাত্রেই সাধনা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই দিক দিয়াও মন্ত্রের মধ্যে উদ্বোধনের ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল—"এই সোম মনুষ্যগণ কর্তৃক নানাপ্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিযুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।" (১০অ-৫খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— (*) ——

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দুঃ সত্রাজিদাস্তৃতঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যুঃ' (অস্মাকং গাঃ ইচ্ছন্, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হিরণ্যয়ুঃ' (অস্মাকং হিরণ্যং ইচ্ছন, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'সত্রাজিৎ' (সর্ব্বেষাং জেতা) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্ব) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, শব্দং করোতি, সাধকেভ্যঃ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক, পবিত্রকারক, পরমধনদাতা, সকলের জেতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি। কথম্ভূতঃ সন্? 'গব্যুঃ' অস্মাকং গা ইচ্ছন্, 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যানীচ্ছন্ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সন, 'সত্রাজিৎ' সহতঃ শত্রোরসুরাদের্জেতা, অস্তৃতঃ স্বয়মন্যৈরহিংস্যশ্চ সন। (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা।

• . •

চতুর্থ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন-প্রসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞান প্রদানও করেন। দুই দিক দিয়া এই ভাব-সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎ-শক্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান—এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত অথবা একটী অন্যটীর অনুগামী। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ সেখানে জ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানদায়ক বলা যায়। তাহা ছাড়াও অন্যদিক দিয়া বিষয়টী বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভগবৎশক্তি ভগবানেরই দ্যোতক; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবানই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং "ইন্দুঃ অচিক্রদৎ" বলাতে সেই ভগবন্মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান্ যে শুধু আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে পরমধনও প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি 'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ'। ভগবানের নিজের কোনও শত্রু নাই, তিনি অজাতশত্রু। তাহাই যদি হয় তবে তিনি কাহাকে জয় করেন? একথা বলা যাইতে পারে—'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ' পদদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয় কি? আপাততঃ পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়। ভগবান্ নিজে

অজাতশত্রু সত্তা, কিন্তু তিনি মানবের রিপুশত্রু নাশ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল মানুষ রিপুর আক্রমণে বিব্রত; সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান দয়া করিয়া আপনার অধম দুর্ব্বল সন্তানকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, তাহার রিপুনাশ করেন। তাই তিনি 'অস্তৃতঃ' হইয়াও 'সত্রাজিৎ'।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতেই প্রচলিত মত-সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যাইবে,—"এই সোম আমাদের গো-হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।" (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)।

—•—

পঞ্চমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২

পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অন্তরিক্ষে' (দ্যুলোকে —স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ' (আভিমুখ্যেন) 'অসিষ্যদৎ' (স্যন্দতে—গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান্ ভগবন্তং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ-৫খ—১সূ-৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে ভগবৎপ্রাপ্ত করান।) ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৫সা) ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুষ্মী' বলবান্ সোমঃ 'অন্তরিক্ষে' দশাপবিত্রে 'অনিষ্যদৎ' স্যন্দতে। কীদৃশ এষঃ? 'বৃষা' বর্ষকঃ' 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ, 'পুনানঃ' পূয়মানঃ, 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ, স এব 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রঞ্চাপি; গচ্ছতীতি শেষঃ। 'আ'—ইতি চার্থে। (১০অ—৫খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * — — —

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়। মন্ত্রের যে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"এই বলবান্ সোম অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী মন্ত্রের অনুযায়ী তো নহেই, ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত এই অনুবাদের মিল নাই। ব্যাখ্যার শেষভাগ—"দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এখানে 'দীপ্ত' পদ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের কোথায়ও দীপ্তিবাচক কোনও পদ নাই। অনুবাদকার এই 'দীপ্ত' শব্দ কোথায় পাইলেন? এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতেও অনুবাদকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সোম অন্তরীক্ষে গমন করিবে কিরূপে? তরল পদার্থ কি ঊর্দ্ধপথে ধাবিত হয়? ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে সম্ভবতঃ সোমরসের ঊর্দ্ধমার্গে গমনের অসম্ভাব্যতার বিষয় তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল, তাই তিনি এখানে অন্তরীক্ষে পদের অর্থ করিয়াছেন—'দশাপবিত্রে', অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার প্রয়োজনমত সকল শব্দই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই এক 'অন্তরীক্ষ' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র' 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে দশাপবিত্রে পৌঁছিয়াছে! অবশ্য মন্ত্রের যখন সোমরসাত্মক অর্থ করিতে হইবে, তখন মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তো তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করা দরকার! প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতাই এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিম্নে এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"মনোরথপূরক আউর হরেবর্ণকা পবিত্র করনেওয়ালা দীপ্তিমান্ বলবান্ ইয়াহ সোম দশাপবিত্রমে টপকতা হ্যায়, ইন্দ্রকোভী আদরকে সাথ পহুঁচতা হ্যায়।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৫খ—১সূ—৫সা)*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
৩ ১ ২ ৩ ২
দেবাবীরঘশꣳসহা ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং, দেবভাবানাং অবিতা, রক্ষকঃ, দেবভাববর্দ্ধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অঘশংসহা' (পাপপ্রবণতানাশকঃ, পাপনাশকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববর্দ্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি)। (১০অ—৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শুষ্মী' বলবান্ 'অদাভ্যঃ' অদম্ভনীয়ঃ অহিংসনীয়ঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অর্ষতি' গচ্ছতি 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা 'অঘশংসহা' অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রতি যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা উচিত।

শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে,—'দেবাবীঃ' এবং 'অঘশংসহা'। 'দেবাবীঃ' পদের তাৎপর্য—'দেবানাং অবিতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের রক্ষক। শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাদিগকে রক্ষা করে, ইহা হইতে ভাব আসে যে—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের প্রবর্দ্ধক। মানুষের মধ্যে যে দেবভাব সুপ্ত থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তাহা বর্দ্ধিত হয়। মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের পথে চলিতে থাকে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাববর্দ্ধক—'দেবাবীঃ'।

দেবত্ব ও অসুরত্ব, পাপ ও পুণ্য একত্র থাকিতে পারে না। আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকে না, দেবভাবও পাপ তেমনি একত্র থাকে না—থাকিতে পারে না। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবলমাত্র 'দেবাবীঃ' নয়, তাহা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। 'অঘশংসহা' পদের তাৎপর্য—'অঘান্ শংসতীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা' অর্থাৎ যাহা পাপের প্ররোচক, যাহা মানুষকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই অঘশংসা, অর্থাৎ পাপপ্রবর্ত্তক বা পাপপ্রবণতা। সেই পাপপ্রবণতা বা পাপপথের উত্তেজক মূলকারণ বিনষ্ট হইলে, পাপও দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপনাশক বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশকও বটে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের উদ্বোধক। দেবভাব জাগরিত হইলে পাপ দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ—৫খ ১সূ-৬সা)।*

—•—

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২ ৩ ১ ১
স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি।
৩ ১র ২র ৩ ২
বিঘ্নন্ রক্ষাꣳসি দেবয়ুঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দেবয়ুঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়—ভগবতঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রক্ষাংসি' (রিপূন্) 'বিঘ্নন্' (বিনাশয়ন্) তেষাং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'অর্ষতি'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(গচ্ছতি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ রিপুনাশকং ভগবৎপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৬খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ তাঁহাদিগের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'পীতয়ে' ইন্দ্রাদিপানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বৃষা' বর্ষণঃ সন্ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'রক্ষাংসি' 'নিঘ্নন্'। 'দেবয়ুঃ' দেবকামঃ স ইত্যন্বয়ঃ।১॥

* * *

প্রথম (১২৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।" 'পবিত্র' শব্দের প্রচলিত অর্থ দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি। এই ছাঁকুনিতে সোমলতার রস ছাঁকা হইত বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সোমরসকে যেন সোমলতা হইতে বাহির করিয়া দশাপবিত্রে ছাঁকিবার জন্য ঢালা হইতেছে এবং তৎকালীন সোমরস দৃষ্টে যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

প্রচলিত মত-সম্বন্ধে এতটুকু না হয় বুঝা গেল। কিন্তু সেই সোমরস 'দেবয়ুঃ' অর্থাৎ 'দেবকামঃ' হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ হয় তো উত্তর দিবেন-সোমরস দেবতাদিগের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়, সুতরাং প্রস্তুতকারকের ভাবটা প্রস্তুত দ্রব্যের উপর আরোপিত হওয়ায় সোমরসকেই 'দেবকামঃ' বলা হইয়াছে। এ কথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলা যাইতে পারে, আচ্ছা তাহা না হয় গ্রহণ করা গেল, কিন্তু 'রক্ষাংসি নিঘ্নন্' পদদ্বয় সোমরস সম্বন্ধে কিরূপে প্রয়োগ করা যায়? সোমরস দেবতার জন্য না হয় প্রস্তুত হইল, দশাপবিত্রেও না হয় গেল; কিন্তু তাহা 'রাক্ষস' অথবা 'শত্রু' বিনাশ করে কিরূপে? সোমরস কি এত বড় প্রকাণ্ড যোদ্ধা যে, দশাপবিত্রে যাইতে যাইতে সে রাক্ষস প্রভৃতি বিনাশ করে? তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব শক্তি কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে?

তাই আমাদের মত এই যে, মন্ত্র এখানে মাতালভোগ্য কোন মাদকদ্রব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোমরসই মানুষকে পরমশক্তি দান করে- রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার করেন। ইহাই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১০অ - ৬খ – ১সূ ১সা) ॥

— * — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।*
৩ ২উ ৩ ১ ২
অভি যোনিং কনিক্রদৎ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (প্রাজ্ঞঃ, প্রজ্ঞাদায়কঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসি' (ধারকঃ, বিশ্বধারকঃ) 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ); সঃ পরমদেবঃ 'অভি যোনিং' (যোনিং, স্থানং অভিলক্ষ্য, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি ; সঃ পরমদেবঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ - ৬খ—১সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক পাপহারক বিশ্বধারক ভগবান্ সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন ; সেই পরমদেব আমাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন ; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বিচক্ষণঃ'। পশ্যতি-কর্ম্মৈতৎ (নিঘ• ৩,১১৩)। সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'ধর্ণসিঃ' সর্ব্বস্য ধারকঃ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি, পশ্চাৎ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন্ 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'অভি' গচ্ছতি॥ (১০অ–৬খ–১সূ–২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের অপার করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তারপর এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দ করতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন।" মন্ত্রটী প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এবার দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া সোমরস দ্রোণকলসে যাইতেছেন। সোমরস প্রচলিত মতানুসারেই সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইলেও এখানে ব্যাখ্যানুসারে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন! শুধু তাই নয়-সোমকে সর্ব্বদর্শী বলা হইয়াছে। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সর্ব্বদর্শী হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সোমরস সর্ব্বদর্শী হয় কিরূপে? কেবল যে সর্ব্বদর্শী তাহা নয়, সোমরস সকলের ধারকও বটে। অর্থাৎ সোমরসই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, অথবা সমগ্র বিশ্বই সোমরসের প্রভাবে বিধৃত আছে। একটা সামান্য মদ্য-সম্বন্ধে এতটা কল্পনার উচ্ছ্বাস আসে বলিয়া মনে হয় না আর সোমরস-সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রযুক্তও হইতে পারে না।

আমরা মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমার চিত্রই দেখিতে পাই। তিনি কৃপা করিয় সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সেই পরমদয়াল দেবতার চরণেই পরাজ্ঞানলাভের অগ্র প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ-৬খ—১সূ—১সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি।

৩ ১র ২র৩ ১ ২

রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'রক্ষোহা' (রক্ষোনাশকঃ, রিপুনাশকঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'রোচনং' (রোচকং, দীপ্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বারমব্যয়ং' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি ধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ দিব্যজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ।)॥ (১০অ—৬খ -১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, রিপুনাশক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের দীপ্তিদায়ক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' 'বাজী' বেজনবান অশ্ব-স্থানীয়ঃ 'দিবঃ' 'রোচনং' রোচকঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'বিধাবতি'। কীদৃশঃ? 'রক্ষোহা' রক্ষসাং হন্তা, 'অব্যয়ং বারং' দশাপবিত্রং অতীত্য বিধাবতি বিবিধং গচ্ছতি। 'রোচনং'—'রোচনা' - ইতি পাঠৌ॥ (১০অ ৬খ ১সূ—৩সা)

* * *

তৃতীয় (১২৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রখ্যাপনই মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে জ্ঞান সেখানে সত্যের জ্যোতিঃ, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এই উভয়টী অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'বারমব্যয়ং' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এই জ্ঞানের একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক বা স্বর্গের দীপ্তিস্বরূপ। এই বিশেষণের ভাবার্থ কি তাহা একটু প্রণিধান করা যাউক।

'দিবঃ রোচনং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'দিবঃ রোচকঃ'। ভাষ্যকার এই পদদ্বয়কে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। অবশ্য এটী যে অসঙ্গত তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু পুংলিঙ্গ শুদ্ধসত্ত্বের ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগের কোন কারণ দেখা যায় না। ক্লীবলিঙ্গ জ্ঞান-শব্দেরই উহা উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই 'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক। সকল জ্যোতির মূল জ্ঞানজ্যোতিঃ। জ্ঞানই

বিশ্বে জ্যোতিঃ দান করে। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি — জ্ঞান। জ্ঞানবলেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানবলেই তাহা বিধৃত আছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ তাহা নয়, উহা সমগ্র বিশ্বের জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিতে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"বেগবান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন।। (১০অ ৬খ — ১সূ — ৩সা) ॥ •

—— * ——

চতুর্থ সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩২উ ৩ ১২ ৩ ১২

স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ।

৩ ২ ৩ ১২ ৩২

জামিভিঃ সূর্য্যং সহ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থা-প্রাপ্তস্য সাধকস্য) 'অধি সানবি' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'জামিভিঃ' (বন্ধুভূতৈঃ সদ্বৃত্তি-নিবহৈঃ — ইতি যাবৎ) 'সহ' 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, প্রকাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ তীক্ষ্ণং করোতি — ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ — ৬খ — ১সূ — ৪সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কর্ম্ম-সাধনে বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিনিবহের সহিত জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানজ্যোতিকে তীক্ষ্ণ করেন।) ॥ (১০অ — ৬খ — ১সূ — ৪সা) ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'ত্রিতস্য' মহর্ষেঃ 'অধিসানবি' সমুচ্ছ্রিতে যজ্ঞে। অদীতি সপ্তমার্থানুবাদী। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'জামিভিঃ' প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্বা সুতেজোভিঃ সহ' সহিতঃ সন্ 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ৎ' প্রকাশিতবান্ ॥ (১০অ ৬খ—১সূ—৪সা) ॥

• • •

চতুর্থ (১২৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•*•:———

উচ্চস্তরের ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের সৌভাগ্য বর্ত্তমান মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমে প্রচলিত মতের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া পরে আমাদের ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনা-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই, "সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।"

প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রের কোথায়ও সোমরসের কোন উল্লেখ নাই; এবং মন্ত্রের ভাব হইতেও সোমরসের কল্পনা আসিতে পারে না। প্রচলিত ব্যাখ্যাটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাখ্যায় সোমরসের অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার সোমরস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছেন। সেটা কি? তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সোমরস সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। কিরূপে? 'ত্রিত' নামক একজন ঋষির উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করিয়া। তারপর কেবলমাত্র তাহাই নয়—বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। এই বন্ধু কে, বা কাহার বন্ধু তাহা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'জামিভিঃ' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্বা সুতেজোভিঃ" অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ অথবা বন্ধুভূত সুতেজের সহিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তেজকেই ব্যাখ্যার 'বন্ধু' শব্দে লক্ষ্য করে। সুতরাং ব্যাখ্যার শেষাংশের মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে, সোমের দ্বারাই সূর্য্য ও সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন এই—সোমরস সূর্য্যকে অথবা সূর্য্যতেজকে প্রকাশিত করে—এই বাক্যের কোন সদর্থ পাওয়া সম্ভবপর কি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সোমরস এক-প্রকার তরল মাদকদ্রব্য। সোমলতা নামক লতাবিশেষের রস হইতে উহা প্রস্তুত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সোমরস প্রস্তুতের প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সোমরস কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তু বলিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকার-গণের ধারণা নয়। তাঁহাদের মত এই যে, সোমরস একটা মাদকদ্রব্য, হয়তো বা বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল মদ্য দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোনও মাদকদ্রব্য হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তাহা মাদকদ্রব্য নিশ্চয়। প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আচ্ছা; সোম বলিতে যদি মাদকদ্রব্য মদ্যকেই বুঝায় তবে তাহা

সূর্য্যকে প্রকাশিত করে কিরূপে? পৃথিবীর ক্ষেয় মত্ত অন্তরীক্ষস্থ সূর্য্যকে কিরূপে তেজোবান করিতে পারে? মন্ত্রের সোমরসের এমন কি শক্তি থাকিতে পারে যে, সে সূর্য্যকে তাহার বন্ধুভূত তেজোরাশির সহিত জগতে প্রকাশিত করিবে? সোমরস প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি সূর্য্য তেজোবিহীন ছিলেন? সোমরস প্রস্তুত হইবার পরেই কি সূর্য্যদে তেজোসম্পন্ন হইলেন? এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ব্যাখ্যাকার হয়তো বলিবেন—'প্রকাশ করার' একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেই অর্থ এই নয় যে, সূর্য্য সোমরসের দ্বারা তেজোসম্পন্ন হইয়াছেন; বরং তাহার ভাব এই যে, সোমরসে দ্বারা সূর্য্য অধিকতর উজ্জ্বল হয়েন। কিন্তু এই বিশেষ অর্থদ্বারাও ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্যতা দোষ পরিহার করা যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মধ্যে ভাবের অসঙ্গতি দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার কোন সদর্থ পাওয়া যায় না। যদি 'সোম' বলিতে সোমরস ব্যতীত অন্য কোন ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে বুঝায়, অথবা সূর্য্যপদে যদি প্রচলিত ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে হয়তো বা উপরের উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের কোন সদর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

শুধু তাই নয়। মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'ত্রিত' নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ত্রিত নামক জনৈক ঋষির যজ্ঞে পবিত্র হইয়া যেন সোমের এই অপূর্ব্ব শক্তিলাভ হইয়াছে অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, ত্রিত নামক ঋষি খুব বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে সোম পবিত্র হয়েন। অর্থ যাহাই হউক না কেন, নিত্য বেদমন্ত্রের মধ্যে অনিত্য অবিনশ্বর মানুষের বা তাহার কার্য্যকলাপের কোনও উল্লেখ সম্ভবপর নয়। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারণা এই যে, 'ত্রিত' নামক একজন ঋষি ছিলেন এবং মন্ত্রে তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ থাকা অসম্ভব।

আর বাস্তবিকপক্ষে মন্ত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ত্রিত' শব্দে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই—উক্ত শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধককে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেও এই 'ত্রিত' শব্দ পাইয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান স্থলেও ঐ শব্দ দ্বারা উচ্চস্তরের সাধককে লক্ষ্য করে। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যউক।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা সমগ্র বিশ্বে এই ত্রিগুণ অনুস্যূত আছে। জড়তা, অলসতা, হীনতা প্রভৃতি জড়গুণের পরিচায়ক। উদ্ধতা, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রজোগুণের ফল। আবার সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষের মধ্যে শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হয়। বাস্তব জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সাধারণ অবস্থায় এই ত্রিগুণের অধীন থাকে। সুতরাং এই ত্রিগুণজনিত বিভিন্ন ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

মানুষের মধ্যে ঐশীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তির প্রেরণায় মানুষ

আপনার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষ সাধনা দ্বারা নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণকেই সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তমঃই মানুষকে সংসার-পাশে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর পাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু অন্য দুইগুণও বন্ধনের পক্ষে কম কঠিন নয়। তবে সত্ত্বভাব যখন অন্য দুই গুণের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহা সাধককে উন্নতির পথে লইয়া যায়। কিন্তু তবুও শুদ্ধসত্ত্বের উপরেও আর একটা স্তর আছে। সেই স্তর ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ সাধক তখন ত্রিগুণের প্রকৃতির উপরে চলিয়া যান। তখন প্রকৃতি সাধককে আপনার মোহজালে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই উচ্চস্তরকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হইয়াছে। যিনি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 'ত্রিতঃ'। মন্ত্রের মধ্যে এই উন্নত সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'পবমানঃ' শব্দে পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত সাধক যখন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ে পরাজ্ঞান সমুদিত হয় ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। 'সূর্য্যং' পদে জ্যোতিষ্কসূর্য্যকে বুঝাইতেছে না। উক্ত পদের দ্বারা সর্ব্বজ্যোতির আধার জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে জ্ঞানকেও আনয়ন করে— উজ্জ্বলতর করে। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১০অ-৬খ ১সূ-৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ।

২ ৩ ১ ২

সোমো বাজমিবাসরৎ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বরিবোবিৎ' (বস্তুঃ ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, অজাতশত্রুঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বাজমিব' (সংগ্রামাশ্বতুল্যঃ দ্রুতগতিসম্পন্নঃ ইব, আশুমুক্তি-দায়কঃ দেবঃ ইব, যদ্বা—আত্মশক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'অসরৎ' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ আশুং পরমধন-দায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (১০অ-৬খ—১সূ ৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, পরমধনদাতা, অজ্ঞাতশত্রু, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) দেবতার ন্যায় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ আশু পরমধনদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বৃত্রহা' শত্রূণাং হন্তা 'বৃষা' বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বরিবোবিৎ' যষ্টৃদ্ধনস্য লম্ভকঃ 'অদাভ্যঃ' অন্যৈরহিংসনীয়ঃ; এবংগুণঃ সন 'বাজমিব' সংগ্রামাশ্বইব 'অসরৎ' গচ্ছতি কলশং। (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১২৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী 'সোমঃ' পদ আছে; সুতরাং ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই প্রচলিত মতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"(অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।"

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা আছে—'বাজমিব' অর্থাৎ সংগ্রামাশ্বতুল্য। এখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধের কোনও কথা নাই, সুতরাং এই তুলনার বিশেষ কোনও অর্থ আছে মনে করিতে হইবে। মন্ত্রের মূল শব্দ 'বাজং'। উহার সাধারণ অর্থ—শক্তি। প্রচলিত অর্থ সংগ্রামাশ্বও গৃহীত হইয়া থাকে। যখন 'সংগ্রামাশ্ব' অর্থ গৃহীত হয়, তখন উহাদ্বারা গতিবেগকে লক্ষ্য করা হয়। সংগ্রামাশ্ব অতিশয় তীব্রগতির সহিত রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়, সেই তীব্রগতিই মন্ত্রের লক্ষ্য। এই গতির সহিতই শুদ্ধসত্ত্বের গতির তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব শীঘ্রগতিতে সাধককে প্রাপ্ত হয়—ইহাই উপমার লক্ষ্য। আমরা উক্ত উপমার দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজং' পদের প্রচলিত অর্থ—সংগ্রামাশ্ব, এবং অন্য অর্থ শক্তি—আত্মশক্তি। এই উভয় ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে—উভয় অর্থেই উপমার সঙ্গতি লক্ষিত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সংগ্রামাশ্বতুল্য' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তাহাদ্বারা ভাষ্যকার সম্ভবতঃ সোমরসের গতিবেগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রূণাং হন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রচলিত মতে 'বৃত্র' শব্দে একটা অসুরের নাম বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকার তাঁহার অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না।

'বরিবোবিৎ' পদের ভাষ্যার্থই সঙ্গত-বোধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাদকদ্রব্য সোমরস

কিছুতেই মানুষকে ধনদান করিতে সমর্থ নয়—সে পার্থিব অথবা অপার্থিব ধন, যাহাই হউক না কেন। সুতরাং সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মূলেই ভুল রহিয়াছে। মন্ত্রে 'সোম.' পদ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা সোমরস প্রচলিত ব্যাখ্যাতাগণের কল্পনার ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পদে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, অর্থাৎ মানুষ যখন রজঃ ও তমের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় তখন তাঁহার হৃদয়দর্পণে সত্য প্রতিফলিত হয়। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে মানুষ তুচ্ছ কাচের মায়ায় প্রলুব্ধ না হইয়া কাঞ্চনলাভের চেষ্টা করে এবং আপনার সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাই সত্ত্বভাবকে 'বরিবোবিৎ' বলা হইয়াছে।

'অদাভ্যঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বহুস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"শত্রুওঁকা নাশক আউর সর্ব্ব কর্ত্তা অভিষব কিয়াহুয়া আউর যজমানকো ধন দেনেবালা আউরসে হিংসিত ন হোনেবালা বহ সোম সংগ্রামকে ঘোড়োঁকী সমান বেগসে কলশমেঁ জাতা হ্যায়।" (১০অ-৬খ-১সূ ৫সা)।*

——:০:——

ষষ্ঠং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২র

স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩২

ইন্দুরিন্দ্রায় মꣳহয়ন্ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিনা' (প্রাজ্ঞেন সাধকেন, জ্ঞানিনা সাধকেন ইত্যর্থঃ) 'উষিতঃ' (আহুতঃ, উদ্বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সঃ দেবঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ দেবঃ) 'দ্রোণানি' (কলসানি, পাত্রাণি, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অভিধাবতি' (অভিগচ্ছতি, আবির্ভবতি); 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মংহয়ন্' (পূজয়ন্—পূজাপরায়ণঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী সাধককর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন। (১০অ—৬খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'ইন্দুঃ' ক্লিদ্যমানঃ 'কবিনা' আক্রান্ত-প্রজ্ঞেনাধ্বর্য্যুণা 'উষিতঃ' প্রেরিতঃ সন 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রং 'মংহযন্' স্বকীয়-রসেন পূজয়ন। 'মংহয়ন্'—মংহনা—ইতি পাঠৌ। ৬॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (১২৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাবার্থ এই যে,—সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত করেন; দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই মহান, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্ত্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট যে, তাহা কখনও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। সোমকে ব্যাখ্যার মধ্যে একনিশ্বাসেই বলা হইয়াছে 'মহান্' এবং 'ক্লেদযুক্ত'। আচ্ছা যাহা মহান্, তাহা ক্লেদযুক্ত হয় কি প্রকারে? ক্লেদযুক্ত মহত্ত্ব কিছু আছে নাকি? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাখ্যাকার এই সামান্য বিষয়টীও অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাটী যে সোমরস নামক মদ্য-সম্বন্ধে কল্পিত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রচলিত কি মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাই। প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাতেই উপরের উদ্ধৃত মত অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষভাবে ইহা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা গৃহীত মত বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও সেই পাশ্চাত্যমতবাদসমূহ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেইজন্য তাহাও আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

মন্ত্রের মধ্যে প্রধান বিষয়—সোমরস। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস নামক মদ্য সোমলতা নামক এক প্রকার লতা হইতে প্রস্তুত হয়। সোমলতাকে প্রথমতঃ প্রস্তরের উপর পেষণ করিয়া চটকাইয়া তাহা হইতে নিঙড়াইয়া রস বাহির করা হইত। সেই রসকে

মেষলোমের প্রস্তুত দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনির দ্বারা ছাঁকিয়া পবিত্র করা হইত। পবিত্রের দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইলে সেই সোমরসকে একটী কলসের মধ্যে রাখা হইত, সেই কলসের নাম 'দ্রোণ'। তাহার মধ্যে জল রাখা হইত, এবং পরিষ্কৃত সোমরসের সহিত দুগ্ধাদি মিশ্রিত করা হইত। মোটামুটীভাবে ইহাই সোমরসের প্রস্তুত-প্রণালী। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোমরসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই সোমরস দিয়া দেবগণের পূজা করিতেন, দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিয়া ভক্তপ্রদত্ত সেই সোমরস পান করিতেন। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও দেখিতেছি, "সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করিবার জন্যই যেন সোমরস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ছাঁকিয়া তাহা দ্রোণকলসের মধ্যে রাখা হইতেছে। এই সোমরস সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, উহা মাদকদ্রব্য, এবং সমস্ত দেবতা এই মদ্যপানে আনন্দিত হয়েন।

আমরা না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, কোন সমাজে কোনও সময়ে সোমরস নামক মদ্যের প্রচলন ছিল এবং তাহা মানুষ পান করিয়া উন্মত্ত হইত, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিত, দেবতাগণও যজ্ঞস্থলে আগমন করতঃ সোমপান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু এই সকল স্বীকার করা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠে,—সোমরস নামক মদ্যের অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা কি মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? বেদের কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"সোম সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, কোথায়ও বা বলিয়াছেন, সোম বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। অতি সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষের মনেও স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিবে যে, অতি হেয় একটা মাদকদ্রব্যসম্বন্ধে কি মানুষ এত উচ্চধারণা পোষণ করিতে পারে? একটা অতি নিম্নশ্রেণীর মাতালও মদসম্বন্ধে এত অত্যুক্তি করিবে না। সকল বেদ, বিশেষভাবে সমগ্র সামবেদ-সংহিতা এই সোমরসের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর সেই প্রশংসা অতিশয়োক্তি-পূর্ণ। একমাত্র ভগবান্ অথবা ভগবৎশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে এই মহিমাকীর্ত্তন প্রযোজ্য হইতে পারে না।

তাই আমাদের ধারণা, বেদে 'সোম' বলিয়া যে বস্তুটীর উল্লেখ আমরা পাই, তাহা মদ্য নয়, এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করি, তাহাও সত্য নয়। প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কখনই এত অপদার্থ ছিলেন না যে, একটা অতি জঘন্য মাদক-দ্রব্যে এত উচ্চাঙ্গের মহিমা আরোপ করিয়াছেন। আমাদিগকে দুই পথের এক পথ বাছিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অবিসম্বাদীরূপে মানিয়া লই, তাহা হইলেই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাঁহারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা অতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আবার জাগতিক অতি সাধারণ বস্তু ও জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা পোষণ করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের পূজনীয় বলিয়াই যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে

উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা নয়, তাঁহাদের মহত্ত্বের, উচ্চসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমাদের মাথা নত হইয়া আসে কিন্তু আমরা যদি বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ন্যায় সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগকে 'কৃষক' এবং বেদকে 'চাষার গান' আখ্যা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়।

কিন্তু তাহাও সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাতাদের মতে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, বেদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত আছে। সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে যিনি যে রত্নের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সেই রত্নই লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি সমগ্র বেদকে একত্রভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটে যে, সমগ্র বেদকে এক জিনিষ বলিয়া মনে করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে মনে হয় যে, বেদের এক অংশের সাত্ত্বিকতা, বিশুদ্ধিতা বুঝি অন্য অংশের তামসিকতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেদের মধ্যে এই বৈষম্য নাই। উহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিবৈষম্যের ফলমাত্র।

তাই বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বেদের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা গভীরতর নিগূঢ় ভাব মন্ত্রে বিদ্যমান আছে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করা হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু যাহাতে আমরা যতদূর সম্ভব সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ধারণা, মন্ত্রে সোমরস নামক কোন মদ্যের উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে ভগবানের শক্তি, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। বেদে সোমকে 'মদঃ', 'মদকরঃ' প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা সেই মত্ততাকে লক্ষ্য করে, যে মত্ততা লাভ করিবার জন্য যোগী-ঋষি, ভক্তগণ দিবানিশি সাধনায় নিরত থাকেন। সেই মদসুধা পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা চিরতরে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। 'সোম' শব্দে তাহারই দ্যোতনা করে।

যখন 'সোম' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইল, তখন সেই সোম-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের ধারণাও পরিবর্তিত হইবে। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ের বস্তু, উহা সাধকের পবিত্র হৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়। তাই 'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কে লক্ষ্য করে। আমরা তাই সর্ব্বত্রই 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—"হৃদয়রূপপাত্রাণি, হৃদয়ানি"। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণেরই পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে আছে—"কবিনা উষিতঃ দ্রোণানি অভিধাবতি।" কবি পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে। জ্ঞানী সাধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই এই মন্ত্রাংশ প্রকাশ করিতেছে।

এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? "ইন্দ্রায় মংহয়ন"—ভগবানের আরাধনার জন্য। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্যই ভগবানকে যথোপযুক্তরূপে আরাধনা করিবার শক্তিলাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা) ॥ *

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতꣳ রসম্।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সর্ব্বꣳ স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ১ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ যঃ সাধকঃ) 'ঋষিভিঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'সম্ভৃতং' (কৃতং, দৃষ্টং) 'রসং' (রসযুক্তং, অমৃতময়ং—স্তোত্রং বেদমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অধ্যেতি' (পঠতি, উচ্চারয়তি) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মাতরিশ্বনা' (মাতৃভূতেন জ্ঞানেন, আদিজ্ঞানেন) 'স্বদিতং' (স্বাত্রকৃতং, বিশুদ্ধীকৃতং) 'পূতং' (পবিত্রং) 'সর্ব্বং' (সর্ব্ববস্তূনি) 'অশ্নাতি' (গৃহ্লাতি, লভতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বেদপাঠনিরতাঃ সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ - ৭খ - ১সূ - ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসম্পন্ন (অথবা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত) যে সাধক জ্ঞানিগণকর্তৃক দৃষ্ট অমৃতময় বেদমন্ত্র পাঠ করেন—উচ্চারণ করেন, সেই সাধক আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বেদপাঠনিরত সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন)॥ (১০অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যঃ' জনঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকাঃ সর্ব্বা ঋচঃ তদ্রূপং 'ঋষিভিঃ' সূক্তদ্রষ্টৃভিঃ মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ 'সম্ভৃতং' সম্পাদিতং 'রসং' বেদসারভূতং পাবমানং সূক্তসঙ্ঘং যঃ 'অধ্যেতি', 'সঃ' জনঃ 'সর্ব্বং' ভোজ্যজাতং 'পূতং' পরিশুদ্ধমেব 'অশ্নাতি' ভক্ষয়তি। কথমস্য পূতত্বং ? তত্রাহ - স্বদনাৎ প্রাগেব 'মাতরিশ্বনঃ'। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ, স চ পবিত্রমেব। পবিত্রেণ বায়ুনা 'স্বদিতং' স্বাদূকৃতং পরিপূতমেবান্নং পশ্চাৎ স নরোঽশ্নাতি। (১০অ - ১৪—১সূ - ১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কোনও উন্নতিই সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিবা ইহলৌকিক উৎকর্ষসাধন, কিবা পারলৌকিক পরমধন অধিকরণ সকলই কর্ম্মসাপেক্ষ। মন্ত্র সেই তথ্যই নিরূপণ করিতেছে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ, বেদ-মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন - সকলই কর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত। বেদ নিত্য সামগ্রী; বেদ সত্যমূর্ত্তি। সুতরাং বেদমন্ত্রের পাঠ-রূপ কর্ম্মসম্পাদনে সেই নিত্য সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধনপথে এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়। কর্ম্মহীনতা এ সংসারে সম্ভবপর নহে। কর্ম্মের মধ্যে আবার সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। এখানে, বেদমন্ত্রাধ্যয়নে সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসম্পাদনের উপদেশই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্র কহিতেছেন,—'যদি পরমধন লাভ করিতে চাও, বেদমন্ত্র-রূপ ভগবদ্বাণীর নিত্য উপাসক হও।'

কিন্তু এমন যে উচ্চাঙ্গমূলক মন্ত্র, ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্ব্বং' পদের অর্থের ভাষ্যে এবং তদনুসরণে ব্যাখ্যায় এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদে 'ভোজ্যজাতং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তদনুসারে 'সর্ব্বং পূতং অশ্নাতি' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে, - 'সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন।' বেদমন্ত্রের এরূপ বিকৃত অর্থ যে কদাচ অভীষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র বিশুদ্ধ (ভেজালহীন) খাদ্য আহার করিলে সহসা স্বাস্থ্য হানি হয় না সত্য; কিন্তু তাহাতে পারলৌকিক কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তার্কিক কহিবেন,—শরীর নিরোগ হইলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; তাই পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য আহার করিবার আবশ্যকতা। এ যুক্তি শতকাংশে সত্য হইলেও পারলৌকিক কল্যাণসাধন বিষয়ে এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখি না। তাই আমরা ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যের অনুসরণে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"যে ব্যক্তি-পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্ব-প্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।" ভাবের বৈচিত্র্য একবার লক্ষ্য করুন। বায়ু যে পবিত্র খাদ্য আহার করিয়াছেন, বেদমন্ত্র পাঠকারী

সেই পবিত্র ভক্ষ্যবস্তু আহার করিয়া থাকেন। এখানে 'মাতরিশ্বনা' পদই 'পরিব্রেণ বায়ুনা' অর্থে অধ্যাহৃত হওয়ায় এইরূপ ভাববিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে কহিয়াছেন,—"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ" অর্থাৎ অন্তরিক্ষে প্রবহমান বলিয়া 'মাতরিশ্বা' পদে বায়ু বুঝায়। এখানে 'মাতরি' পদে আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থ পরিকল্পিত। কিন্তু এরূপ অর্থ অধ্যাহারে কোনই হেতু দেখি না। 'মাতৃ' পদের সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ পরিগ্রহণে করিলেই, আমাদের মতে, অধিকতর সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমরা 'মাতরি' পদে 'মাতৃভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'মাতরিশ্বনা' পদে 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানকে মাতৃভূত বলিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাতা যেন আদিভূত, মাতা যেমন সন্তানের উৎপাদিকা; সেইরূপ সৎজ্ঞানই সৎকর্ম্মের জনয়িতা এবং মাতৃস্থানীয়। এতদর্থেই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'মাতরিশ্বনা' পদে আমরা 'মাতৃ-ভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আদিভূত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও পরাজ্ঞানের দ্বারা সংসারের যাবতীয় সামগ্রী বিশুদ্ধীকৃত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া থাক, আর সেই বিচার-সামর্থ্যের দ্বারা পবিত্র সামগ্রী বাছিয়া লইতে পারে। 'আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল সত্ত্ব লাভ করে' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারা, সৎজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিত্য পবিত্র পরমবস্তুর সন্ধান পায়; আর তাহার সন্ধান পাইয়া মানুষ তাহাই প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রধাবিত হয়। এই সত্ত্ব লাভের উদ্বোধনা এবং সৎজ্ঞানে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (১০—৭৭—১সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতꣳ রসম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র৩ ২

তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরꣳ সর্পির্ম্মধূদকম ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ভগবতঃ শরণাগতঃ যঃ জনঃ) ঋষিভিঃ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ) সম্ভৃতং' (সেবিতং, ধৃতং—রক্ষিতং ইতি ভাবঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধকং, পরিত্রাণকারকং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের একত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত) ;

ভাবঃ) 'তস্মৈ' (তস্মৈ শরণাগতায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'সরস্বতী' (সর্ব্বত্র সর্পণশীলা দেবতা—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ক্ষীরং' (সৎকর্ম্মসাধনভূতং প্রকৃষ্টং জ্ঞানং) 'সর্পিঃ' (কর্ম্মসামর্থ্যং) তথা 'মধু উদকং' (প্রাণোন্মাদকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিং চ) 'দুহে' (দুগ্ধে, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শরণপরায়ণঃ জনঃ জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিং চ লভতে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সংজনন জন্য আপনাকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম্মসাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্ম্মসামর্থ্য এবং প্রাণোন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি লাভ করেন)। (০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' ব্রাহ্মণঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকা ঋচঃ 'ঋষিভিঃ' মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্মন্ত্র-দ্রষ্টৃভিঃ 'সম্ভৃতং রসং' বেদসারং সূক্তসজ্ঘং 'অধ্যেতি' অধীতে, 'তস্মৈ' পবমানাধ্যয়নং কুর্ব্বতে জনায় 'সরস্বতী' সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা 'ক্ষীরং' যজ্ঞ-সাধনং পয়ঃ, 'সর্পিঃ' তাদৃশং ঘৃতং 'মধু' মদকরং 'উদকং' সোমং 'দুহে' স্বয়মেব দুগ্ধে যাগাদি-পর-বেদশাস্ত্রং বিদং করো-তীত্যর্থঃ। দুহ প্রপূরণে (অদা০ প০) কর্ম্মকর্ত্তরি 'ন দুহস্নু-নমাং (৩।১।৮৯)' ইত্যাদিনা যকঃ প্রতিষেধঃ 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১)' ইতি ত-লোপঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের ভাব এই যে,—মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সোমদেবতাবিষয়ক বেদসার সূক্তসমূহ যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন; পবমান অধ্যয়নকারী সেই ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সরণ-বতী বাগ্দেবতা যজ্ঞসাধন পয় ও ঘৃত এবং মদকর সোমকে দোহন করেন অর্থাৎ যাগাদিপর বেদশাস্ত্রবিৎ করিয়া থাকেন। ভাষ্যের ভাব আত্মোৎকর্ষতাপ্রজ্ঞক। এখানেও সাধনার একটী স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভাষ্যের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রাধ্যয়নে আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়, আর সেই আত্মোৎকর্ষের দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়,

এই ভাবই ভাষ্যে পরিস্ফুট। এখানেও সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়,—মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে, বেদমন্ত্রের পাঠে বেদবিৎ হওয়া যায় বলিতে তাহাই উপলব্ধি করি। ফলতঃ কর্ম্ম যে মূলীভূত এখানে সেই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি।

ভাষ্যের অনুসৃত ব্যাখ্যার কিন্তু এ ভাব সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষির কথা বলিয়াছেন; ব্যাখ্যাকার মন্ত্ররচনাকারী ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব খ্যাপনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও মতই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা সেই প্রচলিত ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।" এখানে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—ভাষ্যের "মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ সম্ভৃতং বেদসারং সূক্তসজ্ঘং", আর ব্যাখ্যার 'রসময়ী রচনা' ভাষ্যকারও এখানে অতিসাবধানতা সহকারে 'মন্ত্রের রচনাকারী' বাক্য ব্যবহারে বিরত হইয়াছেন। বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষা করিতে গেলে মন্ত্র রচিত হওয়ার বিষয় এবং মন্ত্রের সহিত পুরুষসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের উক্তি যে, স্বকপোলকল্পিত পরন্তু তাহা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। তার পর ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঘৃত দুগ্ধ জল প্রভৃতি যজ্ঞসাধনভূত সামগ্রীর যে পরিকল্পনা, তাহাও আমরা মানিতে অসমর্থ।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এক অতি উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের পদাঙ্কের অনুসরণে অগ্রসর হইলে, আত্মোৎকর্ষলাভ হয়, আর তাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, মন্ত্র এই তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় 'ক্ষীরং', 'সর্পিঃ' এবং 'মধু উদকং' পদসমূহের লৌকিক যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যজ্ঞসাধনভূত দ্রব্য—সাধকের লক্ষীভূত নহে। এখানকার লক্ষ্য - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, যদ্দ্বারা সৎস্বরূপকে সর্ব্বথা অধিগত হয়। ক্ষীর, সর্পি এবং উদক - যেমন লৌকিক যজ্ঞের সাধক, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি এবং ভক্তি সেইরূপ মানসযজ্ঞের উদ্বোধক। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ যিনি, তিনি ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত সেই ত্রিবিধ সামগ্রী লাভের কামনাই করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লৌকিক সুখসাধক বা যজ্ঞসাধক সামগ্রী তাঁহার প্রার্থনীয় নহে।

তবে লৌকিক ক্রিয়াপদ্ধতিই যে অলৌকিক পরাগতি লাভের প্রধান সহায়, তাহা অস্বীকার করি না। লৌকিক কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে পারলৌকিক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে প্রকারান্তরে সে উপদেশও নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন মূল অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম সেইরূপ পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া মনে করি। মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। কর্ম্মফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়। তাই স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মে যাইবার উপদেশ বেদমন্ত্রের

অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। স্থূলের সাধনায় স্থূলকে পরিহার করিতে পারিলেই, সূক্ষ্মে উপনীত হওয়া যায়। তাই স্থূলের সাধনাও পরিহার্য্য নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রের উপদেশ—ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; সচ্চিন্তার সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও; কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানভক্তির উন্মেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। * (১০অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্ত্যয়নীঃ' (পরাশান্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণীদেবী ইত্যর্থঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকা, আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা ইত্যর্থঃ) 'সুদুঘা' (স্বতঃবর্ষীচন্দ্রসুধামিব শোভন-ফলদায়িকা) 'ঘৃতশ্চুতঃ' (সদ্ভাবসংজনয়িত্রী, শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'ঋষিভিঃ' (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতঃ' (সম্যকধৃতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ ভক্তিরসঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রাহ্মণেষু' (ব্রহ্মজ্ঞেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) উপস্থিতঃ সন অস্মৎসম্বন্ধে 'অমৃতং' (অমৃতপ্রাপকং, পরমার্থদায়কং বা ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (কল্যাণকরং) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং যথা সদ্ভাবাদিকারিণঃ ভবেম তথা সাধয়াম ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাশক্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণী দেবী আমাদিগের সম্বন্ধে পবিত্রতা-সাধিকা (আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা), স্বতঃবর্ষী চন্দ্রসুধার ন্যায় শোভনফল-দায়িকা, এবং সদ্ভাব-সংজনয়িতা শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা হউন। অপিচ, অন্তর্দৃষ্টি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে সপ্তষষ্টিতম সূক্তের দ্বাত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে ধৃত (উৎপাদিত) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিরস, ব্রহ্মাণ্ড আমাদিগের মধ্যে উপজিত হইয়া, আমাদিগের অমৃতপ্রাপক পরমার্থদায়ক এবং পরমকল্যাণকর হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন সদ্ভাবাধিকারী হইতে পারি)। (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণভাষ্যং।

যাঃ পাবমান্য ঋচঃ তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' ক্ষেম-প্রাপিকাঃ 'সুদুঘাঃ' সুষ্ঠু ফলং দুহানাঃ 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' ঘৃতং শ্চোতন্তি ক্ষারয়ন্তীতি ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঈদৃগভূতাঃ। অস্মানস্নুগৃহ্ণাত্বিতি শেষঃ। 'ঋষিভিঃ মন্ত্র-দর্শিভির্মুনিভিঃ 'রসঃ' ফলসারঃ 'সম্ভৃতঃ' অস্মাসু সম্পাদিতঃ। 'ব্রাহ্মণেষু' ব্রহ্মাণো মন্ত্রাঃ তৎপাঠকাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষস্মাসু 'অমৃতং' অবিনাশ-বলং 'হিতং' সম্পাদিতং। (১০অ—৭খ—১৭—৩সা)॥

* . *

তৃতীয় (১২৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও সঙ্কল্পমূলক। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিভাব স্বতঃ সঞ্চারিত হয়; তাঁহাদের প্রভাবে আমাদিগের অন্তরেও সেই সদ্ভাব ভক্তিরস উপজিত হউক,—স্থুলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রকিরণ যেমন উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, ভক্তিও সেইরূপ উচ্চনীচ-নির্ব্বিচারে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হউক, প্রার্থনার উহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব সরল, প্রার্থনা সারল্যপূর্ণ। সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ যে আমরা নিষ্পন্ন করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। স্থানবিশেষে যে সামান্য ইতরবিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"পবমান দেবতাওয়ালী ঋচাএঁ কল্যাণপ্রাপ্ত করানেওয়ালী আউর শ্রেষ্ঠ ফল দেনেওয়ালী হমারে উপর অনুগ্রহরূপ ঘৃতকো টপকানেওয়ালী হ্যায়। মন্ত্রদ্রষ্টাওনে হমারে লিয়ে ফলোঁকা সার সার সম্পাদন কর দিয়া হ্যায়, হম বেদপাঠিয়োঁমে অবিনাশী বল স্থাপন কর দিয়া হ্যায়।" মন্ত্রটী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ভাষ্যকার সেইভাবে বেদমন্ত্র পাঠে বেদাধিকারী হইবার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন; আর আমরা আমাদের পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সাধনে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছি। প্রভেদ এই মাত্র। (১০অ—৭খ—.সূ—৩সা)॥

—*—

RISHNA MISSION INSTITUT

চতুর্থং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩   ১ ২   ৩ ২   ৩ ১র   ২র   ৩ ২
পাবমানীর্দ্দধন্তু ন ইমংল্লোকমথো অমুম্।

২ ৩   ১ ২   ৩ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২
কামান্‌ৎসমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দ্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবৈঃ' (দেবভাবাদিভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমাহৃতাঃ' (সম্পাদিতাঃ, উৎপাদিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকাঃ, আত্মোৎকর্ষদায়িকাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবীঃ' (দ্যোতমানাঃ ভক্তিরূপিণ্যঃ দেব্যঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং অথো অমুং লোকং' (ঐহিকামুষ্মিকলোকয়োঃ, যদ্বা—ইহলোকপরলোকয়োঃ—কল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'দধন্তু' (ধারয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু) অপিচ 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং বা) 'কামান' (অভীষ্টান, অভিলষিতফলানি ইত্যর্থঃ) 'সমর্দ্ধয়ন্তু' (পূরয়ন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভক্তিপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন চ ভগবান্ অস্মাকং অভিলষিতফলানি প্রযচ্ছন্তু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ - ৭খ - ১সূ—৪সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের বা সত্ত্বভাবাদির দ্বারা উৎপন্ন, পবিত্রতাসাধক আত্মোৎকর্ষদায়ক দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবীগণ আমাদিগের ঐহিক আমুষ্মিক অথবা ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধী কল্যাণ প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিধ অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তিপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে ভগবান্ আমাদিগের অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবৈঃ' ইন্দ্রাদিভিঃ 'সমাহৃতাঃ' সম্পাদিতাঃ 'পাবমানীঃ দেবীঃ' পবমান-মন্ত্রাভিমানিনো দেব্যঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ইমং' ঈদৃগভূতং 'লোকং' ভূলোকং 'অথো' অপিচ 'অমুং' স্বর্গলোকং 'দধন্তু' প্রযচ্ছন্তু। তত্রত্যান্ 'কামান্' চ 'নঃ' অস্মদর্থং 'সমর্দ্ধয়ন্তু' সমৃদ্ধান্ কুর্ব্বন্তু ॥ ৪ ।

* * *

চতুর্থ (১২৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভক্তির সহায়তায়, সেই অভীষ্ট ফললাভ হয়,—মন্ত্রের প্রার্থনায় তাহাই সংসূচিত।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহারে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতানৈক্য নাই। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। ভক্তি স্বর্গাপবর্গপ্রদায়িকা, ভক্তি ভগবৎ-সাযুজ্যসাধিকা; সুতরাং সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষণের উদ্বোধনা মন্ত্রে অন্তর্নিহিত। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা)।

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১২　৩২　৩ ১ ২৩ ১ ২　৩ ২ ৩　১২
যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।
১ ২　৩ ১ ২　৩ ১　২
তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ॥ ৫॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন পবিত্রেণ' (যেন পবিত্রতাসাধকেন বস্তুনা, শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'আত্মানং' (স্বাত্মানং ইত্যর্থঃ) 'সদা' (নিত্যকালং) 'পুনতে' (পবিত্রং করোতি), 'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়কাঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—দেবভাবাঃ) 'তেন সহস্রধারেণ' (প্রভূতপরিমাণেন তেন—পবিত্রতাসাধকেন তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন আত্মানং পবিত্রং করবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—৫সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক নিজের আত্মাকে নিত্যকাল পবিত্র করেন, শুদ্ধসত্ত্বদায়ক সকল দেবতা (অথবা দেবভাবসমূহ) প্রভূতপরিমাণ পবিত্রতাসাধক সেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা

আমাদিগকে পবিত্র করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে পারি।)॥ (১০অ—৭খ—১সু—৫সা)॥

* ° *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' ইন্দ্রাদ্যাঃ 'যেন' পবিত্রেণ শুদ্ধি-সাধনেন 'সদা' আত্মানং স্ব-দেহং পুনন্তে শোধয়ন্তি, 'সহস্রধারেণ' সহস্রাবান্তর-ভেদ-যুক্তেন 'তেন' সাধনেন 'পাবমানীঃ' পাবমান্য ঋচঃ 'নঃ' অস্মান্ 'পুনন্তু'॥ (১০অ—৭খ—১সু—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৩০০) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:§ * §:•——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ; উহাকে আত্মোদ্বোধকরূপেও গ্রহণ করা যায়। যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক আপনার আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতঃ আপনার পবিত্রতাসাধন করিতে পারি - মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনমূলক এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যাদির ভাব এই,—"ইন্দ্রাদি দেবতা যে উপায়ের দ্বারা তাঁহাদের আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, পাবমানী অর্থাৎ পবমানদেব-সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্রসমূহ সেই উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে শোধন করুন।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে,—ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বাহ্যবস্তু বা প্রক্রিয়া দ্বারা শোধনসাপেক্ষ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা যেন কোন কারণবশতঃ অশুদ্ধ অপবিত্র আছেন, তাঁহারা কোন বস্তুবিশেষের সাহায্যে আপনাকে পবিত্র করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে,—ব্যাখ্যার মূলভাবই অসঙ্গত। কারণ দেবতার মধ্যে কি অপবিত্রতা থাকিতে পারে? আর তাহা দূর করিবার উপায় বা কি? আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, দেবতা বহু নহেন - দেবতা এক। বহুনাম, বহুরূপ, সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ-মাত্র। সুতরাং সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমব্রহ্মের প্রতি অপবিত্রতার আরোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। যিনি পবিত্রতার আধার, যাঁহার পুণ্যছায়াস্পর্শে জগৎ পবিত্রতালাভ করে, তিনি কিরূপে অপবিত্র হইবেন? তিনি যদি অপবিত্র হয়েন তবে জগতে পবিত্র কি আছে বা থাকিতে পারে? সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গতবোধে আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যাদির অন্বয় হইতে আমাদের অন্বয় বিভিন্ন ধরণের তাহা ভাষ্য ও আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুইই

অবগত হওয়া যাইবে। 'পবিত্র' শব্দে ভাষ্যকার সাধারণতঃ 'ছাঁকুনি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উহার স্বাভাবিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনা আছে, তাহার মূলভাব এই যে,—সাধকগণ যে উপায়ে আপনাদের হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য॥ (১০অ ৭খ—১সূ—৫সা)॥

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩　২　৩　১　২　৩　১　২　৩　২
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্।
১　২　৩　১　২　৩　১　২
পুণ্যাঁশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়িকাঃ) 'স্বস্ত্যয়নীঃ' (অবিনাশীফলপ্রাপয়িত্র্যঃ, অমৃতত্বদায়িকাঃ) যাঃ দেবতাঃ 'তাভিঃ' (তাসাম্ অনুকম্পয়া ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'নান্দনং' (স্বর্গং) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি); 'চ' (অপিচ), 'পুণ্যান্' (পবিত্রান্) 'ভক্ষান্' (ভক্ষণীয়ানি, গ্রহণীয়ানি বস্তূনি) 'ভক্ষয়তি' (গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অমৃতত্বং' 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকঃ দ্যুলোকং গচ্ছতি, অমৃতত্বং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৭খ—১সূ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বদায়ক অবিনাশীফলপ্রাপক অমৃতত্বদায়ক যে দেবতাগণ—তাঁহাদের অনুকম্পায় সাধক স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, পবিত্র গ্রহণীয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন, এবং অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধক দ্যুলোকে গমন করেন, এবং অমৃতত্ব-প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—৭খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাবমানীঃ' পবমানঃ পাবকঃ পূয়মানো বা সোমঃ, তৎসম্বন্ধিস্তদ্দেবতাকা ঋচঃ পাবমান্যস্তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' স্বস্তীতাবিনাশ-নাম, তথাবিধ-ফলস্য প্রাপয়িত্র্যঃ, 'তাভিঃ' উক্ত-লক্ষণাভিঃ পাবমানীভিঃ, তৎপাঠেন স্তোতা 'নান্দনং' নন্দয়তি সুকৃতিন ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ। স্বার্থিকস্তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ। তং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। কিঞ্চেহ লোকে 'পুণ্যান্' সুকৃত-সম্পাদিতান্, 'ভক্ষান্' ভক্ষণীয়ান্, ভোগান্, অন্ন-পানাদিলক্ষণান্ 'চ' ভক্ষয়তি। কিঞ্চ 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি' অমৃতত্বং নাম সোমস্তৎ প্রাপ্নোতি। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* . *

ষষ্ঠ (১৩০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। কেবল-মাত্র 'পাবমানীঃ' এবং 'স্বস্ত্যয়নী' পদদ্বয়ের লক্ষিত ভাব-সম্বন্ধে একটু মতভেদ জন্মিয়াছে। ভাষ্যকারের মতে উক্ত পদদ্বয় বেদমন্ত্রকে লক্ষ্য করে। আমরা মনে করি, উক্ত দুই পদের লক্ষ্যস্থল—দেবতা। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যের বা ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যার বিশেষ কোন মতভেদ ঘটে নাই! নিম্নে প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'অগ্নিদেবতাওয়ালী বা পূয়মান সোমসম্বন্ধী দেবতাওয়ালী ঋচায়েঁ অবিনাশী ফল দেনেওয়ালী হ্যায়। উন ঋচাওঁকে পাঠসে স্বর্গকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। ইস্ লোকসে পুণ্যপ্রাপ্ত খান-পানকে পদার্থোঁকো ভোগতা হ্যায়, আউর অমরভাবকোভী প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।"

মন্ত্রের প্রধানভাব এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় সাধকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই অমৃতত্বই মানুষের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু। যখন ভগবানের করুণাধারা মানুষের মস্তকে বর্ষিত হয়, যখন মানুষ ভগবানের কৃপাকণা লাভ করিতে পারে, তখন তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। তখন তিনি যাহা করেন, যাহা ভাবেন—সকলেই পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাঁহার কর্ম্ম-মাত্রই ভগবদুপাসনায় পরিণত হয়। তাঁহার ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়।

'নান্দনং' 'স্বস্ত্যয়নী' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। নান্দন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "নন্দয়তি সুকৃতিনঃ ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ।" অর্থাৎ যাহা সুকৃতিগণকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে আনন্দ প্রদান করে তাহাই নন্দন। স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা 'নান্দনং' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—স্বর্গ। সঙ্গতবোধে আমরাও উক্ত পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থই গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণে প্রচলিত 'নন্দনকাননের' ভাব বৈদিক নন্দন শব্দ হইতেই আহৃত হইয়াছে। (১০অ—খ—১সূ—৬সা)।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২   ৩ ১র   ২র ৩   ১ ২ ৩
অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং

২   ৩ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২ ৩ ২
যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে ।

৩ ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ২ ৩ ১
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্ব্বী

২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'স্বে দুরোণে' (স্বস্থানে, স্বর্গে ইতি ভাবঃ) 'সমিদ্ধঃ' (দীপ্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'যঃ' (যা দেবতা) 'দীদায়' (দিপ্যতি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি) 'উর্ব্বী' (বিস্তীর্ণয়োঃ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে—স্থিতং ইতি যাবৎ) 'স্বাহুতং' (সুষ্ঠু আহূতং, আরাধিতং পরমারাধনীয়ং) 'চিত্রভানুং' (চিত্রোজ্জ্বলং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রত্যঞ্চং' (প্রতিগচ্ছন্তং, সর্ব্বত্রগমনশীলং, সর্ব্বত্রবিদ্যমানং ইত্যর্থঃ) তং 'যবিষ্ঠং' (যুবতমং, নিত্যতরুণং দেবং) বয়ং 'মহা নমসা' (মহতা নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা) 'অগন্ম' (প্রাপয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমজ্যোতির্ম্ময়ং পরমদেবং বয়ং ভক্ত্যা প্রার্থনয়া চ লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ - ৮খ—১সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

স্বর্গে দীপ্ত হইয়া যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরমারাধনীয়, জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনা দ্বারা লাভ করিতে পারি।) ॥ (১০অ—৮খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'স্বে দুরোণে' আহবনীয়াখ্যে স্বে স্থানে 'সমিদ্ধঃ' কাষ্ঠৈঃ সম্যগ্ দীপ্তঃ সন্ 'দীদায়' দীপ্যতে, তমিমং 'যবিষ্ঠং' যুবতমং 'উর্ব্বী' বিস্তীর্ণয়োঃ 'রোদসী' রোদস্যোঃ দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ 'অন্তঃ' মধ্যে অন্তরিক্ষে 'চিত্রভানুং' চিত্রকালং 'স্বাহুতং' সুষ্ঠু আহুতিভিহুতং সন্তং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'প্রত্যঞ্চং' প্রতিগচ্ছন্তমগ্নিং 'মহা' মহতা 'নমসা' নমস্কারেণ 'অগন্ম' বয়ং উপগচ্ছামঃ। (১০অ ৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩০২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পাওয়া যায়। উহা সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অন্তর্গত। সূক্তের প্রথমে অনুক্রমণিকায় অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ভাষ্যকার মন্ত্রটিকে অগ্নিদেবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও অগ্নির উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার সেই অগ্নিকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। নিম্নে প্রায় ভাষ্যানুসারী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, —"যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্ত পান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্ব্বত্রগমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

'অগ্নি' শব্দে কি বুঝায় তাহা আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয় সূক্তে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। আমরা সেখানে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করে, উহা দ্বারা পরাজ্ঞান বুঝায়। মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ বর্ত্তমান আছে, বিশ্বে যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহা সমস্তই পরমজ্যোতির আধার অগ্নিরই বিকাশ-মাত্র। বেদের মধ্যে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে অগ্নির মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক মন্ত্রের সংখ্যাই বেশী। ইহার কারণ কি? যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যে অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য-রূপে পরিচিত, সেই অগ্নিকে এত উচ্চস্থান প্রদান করিবার কারণ কি? 'অগ্নি' শব্দে যে বস্তুকে বুঝায়, সেই বস্তুকে বেদে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে তাহা বেদের কয়েকটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নি-সম্বন্ধীয়। ব্রাহ্মণগণ আবহমানকাল হইতে ব্রহ্মযজ্ঞে যে চারিটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীতেই অগ্নির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে অগ্নির মাহাত্ম্যসূচক যে বিশেষণসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিলেই অগ্নির প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। সেই মন্ত্রে অগ্নিকে 'দেব', 'যজ্ঞের পুরোহিত', 'ঋত্বিক্' 'হোতা', 'রত্নধাতা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অগ্নি' শব্দে যদি সাধারণ অগ্নিকে বুঝায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই সকল বিশেষণ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? সর্ব্বভস্মীভূতকারী অগ্নি কিরূপে 'রত্নধাতা'

হইতে পারে? এ সমস্ত বিষয়ই আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি।

বেদে অগ্নির এই প্রাধান্য দর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুকরণকারী এদেশীয় অনেকে মনে করেন যে, আদিমকালে আর্য্যগণ অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না। তারপর যখন তাঁহারা এই অপূর্ব্ব বস্তুটী আবিষ্কার করিলেন, তখন ইহার সুখ্যাতিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এই অগ্নিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহার প্রিয় খাদ্য ঘৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইত। ক্রমশঃ তাহার চারিদিকে নানাবিধ আখ্যায়িকা সৃষ্ট হইতে লাগিল। বেদে আমরা আদিমজাতির অগ্নিপূজার এই চিত্রই দেখিতে পাই। শুধু তাই নয়, 'অগ্নি' সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যাকার নানাবিধ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা মনে করি, এই সকল কাল্পনিক ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও মূল্য নাই। নিত্যগ্রন্থ বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তুর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই। মন্ত্রে যে অগ্নির উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা-পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অগ্নিকে 'যুবতম' অথবা 'যবিষ্ঠ' বলা হয়। তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—অগ্নি প্রত্যেকবার অরণিকাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে গবেষণার অন্ত নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, এই জ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তেই মানবের অন্তরে বিকশিত হইতেছে বলিয়াই তাঁহাকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এই মন্ত্রের ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৮খ-১সূ-১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ
২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
১ ২ ৩ ১ ২৩২ ৩১ ২৩২
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো মঘোনঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) অস্মাকং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'দুরিতানি' (পাপানি) 'সাহ্বান্' (অভিভবন দূরীকরোতু ইত্যর্থঃ); 'জাতবেদাঃ' (জাতধনঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'দমে' (যজ্ঞগৃহে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'আ স্তবে' (সাধকৈঃ স্তূয়তে); 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'দুরিতাৎ' (পাপাৎ) 'রক্ষিষৎ' (রক্ষতু) তথা 'অবদ্যাৎ' (নিন্দিতাৎ কর্ম্মণঃ, অসৎকর্ম্মণঃ) 'গৃণতঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ) অস্মান রক্ষতু ইতি শেষঃ ; 'উত' (অপিচ) 'মঘোনঃ' (হবিষ্মতঃ, পূজা-পরায়ণান) 'নঃ' (অস্মান) রক্ষতু - ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ - ৮খ—১সূ —২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদিগের সকল পাপ দূর করুন; জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্ম্মসাধনে সাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন; সেই দেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং অসৎকর্ম্ম হইতে প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ 'অগ্নিঃ' 'মহ্না' মহত্ত্বেন 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'দুরিতা' দুরিতানি 'সাহ্বান' অভিভবন 'জাত-বেদাঃ' জাতধনঃ জাতপ্রজ্ঞো বা 'দমে' যজ্ঞগৃহে 'স্তবে' অস্মাভিঃ স্তূয়তে, 'সঃ' অগ্নিঃ 'গৃণতঃ' স্তুবতঃ 'নঃ' অস্মান 'দুরিতাৎ' পাপাৎ 'অবদ্যাৎ' নিন্দিতাচ্চ কর্ম্মণঃ 'রক্ষিষৎ' রক্ষতু। 'উত' অপিচ 'মঘোনঃ' হবিষ্মতঃ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষতু। (১০অ - ৮খ —১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।"

ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব আরও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'জাতবেদাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"জাতধনাঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ।" সুতরাং ভাষ্যার্থ হইতেই আমরা মন্ত্রের দেবতার স্বরূপ জানিতে পারি। এই বিশেষণ কি জলন্ত অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? আগুন কি জ্ঞানের আধার? আবার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা কি অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? মন্ত্রের প্রার্থনা পাপনাশের জন্য অসৎকর্ম্ম হইতে, পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু সাধারণ অগ্নির কি সাধ্য আছে যে তাহা মানুষকে পাপের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে?

ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে। পাপ-কালিমা প্রভৃতি জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সেই ভগবৎ-শক্তির নিকটেই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মসাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হইলেই সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি জন্মে, আবার সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে জন্য জনক সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটীর উপস্থিতিতে অন্যটী উপস্থিত হয়—মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। (১০অ—৮প—১সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২র　৩ ২　৩ ২　২ ৩　১
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং

২　৩ ২ ৩ ১ ২
বর্দ্ধন্তি মতিভির্ব্বসিষ্ঠাঃ।

১র　২র　৩ ১ ২　৩ ১　২
ত্বে বসূ সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত

৩ ২　৩　১ ২
স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' (ত্বমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উত' (অপিচ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ, মিত্রস্বরূপঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; 'বসিষ্ঠাঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'মতিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'ত্বাং' 'বর্দ্ধন্তি' (বর্দ্ধয়ন্তি, আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'ত্বে' (ত্বয়ি—বর্ত্তমানানি ইতি যাবৎ) 'বসূ' (বসূনি পরমধনানি) অস্মাকং 'সুষণনানি' (সুলভ্যানি, প্রীতিদায়কানি, পরমমঙ্গলসাধকানি) 'সন্তু' (ভবন্তু); হে দেবাঃ! যূয়ং' 'সদা' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মান্) 'স্বস্তিভিঃ' (ক্ষেমৈঃ, পরমমঙ্গলৈঃ সহ) 'পাত' (রক্ষত)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণাঃ ভবন্তি; পরমমিত্রঃ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৮খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হয়েন; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করেন—আরাধনা করেন; আপনাতে বর্ত্তমান পরমধনসমূহ আমাদিগের পরম মঙ্গলসাধক হউক; হে দেবগণ! আপনারা নিত্যকাল আমাদিগকে পরম মঙ্গলের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণ হয়েন; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুন।)। (১০অ—৮খ—১সু—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'ত্বং' 'বরুণঃ' অসি পাপানাং নিবারকো ভবসি 'উত' অপিচ 'মিত্রঃ' অসি, পুণ্য-প্রাপণে সখা ভবসি। 'বসিষ্ঠাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ হে অগ্নে! 'ত্বাং' 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি 'ত্বে' ত্বয়ি বিদ্যমানানি 'বসূ' বসূনি 'সুষণনানি' সুসম্ভজনানি 'সন্তু'। হে অগ্নে! যূয়ং' ত্বদাত্মাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'স্বস্তিভিঃ' ক্ষেমৈঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত। (১০অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও অগ্নিদেবস্তুতিসূচক। 'মন্ত্রে' অগ্নিকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার মূলভাব এই যে, জ্ঞানদেব অগ্নি আমাদের মঙ্গলসাধন করুন, আমাদিগকে বিপদ হইতে নিত্যকাল রক্ষা করুন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব অব্যাহত আছে, কেবল-

মাত্র দুই একটী পদের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটু মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে নিহিত ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।"

এই ব্যাখ্যা হইতেই ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, অগ্নিকে এখানে মিত্র ও বরুণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু অনর্থক তাঁহার প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বরুণঃ' পদে 'পাপানাং নিবারকঃ' এবং 'মিত্রঃ' পদে 'পুণ্যপ্রাপণে সখা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আমরা মনে করি বাঙ্গালা অনুবাদকার মন্ত্রের মূলভাব অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিয়াছেন। ভগবান্ এক, তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই সত্যই মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই অর্য্যমা—সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই বিভূতি মাত্র। মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বসিষ্ঠ' শব্দে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে—আমরা তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। 'বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করেন' তাহার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়স্থ জ্ঞানরাশিকে বর্দ্ধিত করেন। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১০অ-৮খ-১সূ ৩সা)।*

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহাঁ৺ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ৺ ইব।

১ ২ ৩ ১ ২
স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্টিমান্' (বর্ষণশীলঃ, অভিষ্টপূরকঃ) 'পর্জ্জন্যঃ ইব' (রসানাং প্রার্জ্জয়িতা, অমৃতদায়কঃ দেবঃ ইব) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) সঃ তস্য 'বৎসস্য' (পুত্রভূতস্য, পুত্রস্থানীয়স্য সাধকস্য ইত্যর্থঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৮খ-২সূ ১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাঁহার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতিদ্বারা আরাধিত হয়েন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকগণের দ্বারা আরাধিত হয়েন।)। (১০অ-৮খ—২সূ—১সা।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'ওজসা' বলেন 'মহান্' সর্ব্বেভ্যোঽধিকঃ। কইব? 'বৃষ্টিমানিব' যথা বৃষ্ট্যা যুক্তঃ 'পর্জ্জন্যঃ' রসানাং প্রার্জ্জয়িতা দেবঃ মহান্, স ইন্দ্রঃ 'বৎসস্য' পুত্র-স্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধে' প্রবর্দ্ধতে॥ (১০অ—৮খ ২সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে ভগবানেরই দুইটী বিভূতির একত্র তুলনা করা হইয়াছে। 'পর্জ্জন্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ভগবানের এই উভয় প্রকাশের মধ্যে একত্ব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বিভূতিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান অমৃতদায়ক, অভীষ্টপূরক। তিনি আপনার সন্তানগণকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। যিনি পর্জ্জন্যরূপে মানবকে অমৃতত্ব দানে কৃতার্থ করেন, তিনিই ইন্দ্ররূপে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী করেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান। মন্ত্রান্তর্গত 'বৎসস্য' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বৎসস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"পুত্রস্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ"। অন্যত্র তিনি 'বৎস' পদে 'বৎস' নামক ঋষিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেও তাহার স্বাভাবিক অর্থও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা মনে করি, 'পুত্রস্থানীয়স্য' অর্থই সঙ্গত। মানুষ ভগবানেরই সন্তান। তিনিই মানবকে তাঁহার অপার স্নেহকরুণায় সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বাবৃধে' পদের অর্থ 'প্রবর্দ্ধতে' অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়েন কিরূপে? তিনি কি অপূর্ণ যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। মন্ত্রের এই অর্থই আপাততঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। সাধক সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধনপথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই ভগবন্মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং ভগবান স্তুতি দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন—এ কথা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা 'বাবৃধে' পদে "প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে॥ ১॥ ০

—— * ——

* দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩　২৩　১র ২র ৩　১　২৩২৩　১২
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।
৩　১　২৩　১২
জামি ব্রুবত আয়ুধা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'কণ্বাঃ' (স্তোতারঃ, ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ বা) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞস্য সাধনং' (সৎকর্ম্মণঃ লক্ষীভূতং, সৎকর্ম্মণঃ চরমলক্ষ্যং) 'অক্রত' (কুর্ব্বন্তি) তদা সাধকাঃ 'আয়ুধা' (আয়ুধানি রক্ষাস্ত্রাণি) 'জামি' (অপ্রয়োজনানি, যদ্বা—বন্ধুস্বরূপাণি) 'ব্রুবতে' (বদন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ ভগবৎপরায়ণান্ সাধকান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৮খ ২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সহিত ভগবানকে সৎকর্ম্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরমলক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) বলিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্বাঃ'। স্তোতৃ-নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৫।৭) স্তোতারঃ কণ্বগোত্রা বা 'ইন্দ্রং' 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'যজ্ঞস্য' যাগস্য 'সাধনং' সাধয়িতারং নিষ্পাদকং 'যদ্' যদা 'অক্রত' অকুর্বত। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি (২৪৮০) চ্লের্লুক্, তদানীং 'আয়ুধা' শত্রূণাং হিংসকানি

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

বাণাদীনি 'জামি'। অতিরেকনামৈতৎ। অতিরিক্তং অধিকং প্রয়োজন-রহিতং 'ক্রবতে' কথয়ন্তি। 'আয়ুধা' আয়ুধস্য সর্ব্বস্য কার্য্যাস্তেনেণ কৃতবাৎ আয়ুধানি নিষ্প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। যদ্বা, 'আয়ুধা' আয়ুধসাধ্যোধনশীলমিন্দ্রং 'জামি' জামিং ভ্রাতরং 'ক্রবতে' বদন্তি ॥ 'আয়ুধা' —'আয়ুধং'—ইতি পাঠৌ। (১০অ ৮খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এই যে,—সাধক যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন, তখন তাঁহার আর কোনও ভয় থাকে না। ভগবানই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের 'যজ্ঞস্য সাধনং' পদের অর্থ এই যে, ভগবান যখন সাধকের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের লক্ষ্যস্থলরূপে গৃহীত হয়েন, অর্থাৎ সাধক যখন কেবলমাত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যখন ভগবদুদ্দেশে পরিচালিত হয়, তখন ভগবানও সর্ব্বতোভাবে সেই সাধকের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভগবানে আত্মসমর্পিত হইলে, সাধকের আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। কাজেই রিপুশত্রুগণ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কারণ, তিনি অনায়াসেই তখন বলিতে পারেন— "যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা সমস্তই ভবদারাধনায় নিয়োজিত হয়। সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই তাঁহার উন্নতিসাধক হয়।

তাঁহার নিজের সত্তা যখন সেই পরমসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার প্রতি রিপুর আক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কারণ তখন সাধকের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না—আক্রমণ করিবে কাহাকে? তাই বলা হইয়াছে তখন অস্ত্রশস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়, অথবা বন্ধুরূপে পরিণত হয়। অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শত্রুনাশ হয়, কিন্তু যাঁহার শত্রু নাই, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাণনাশক, তাহাই সাধকের পক্ষে বন্ধুস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৮খ—২সূ—২সা)॥

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ০ ১র ২র৩ ১ ২

প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ২

বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'বহ্নয়ঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'ঋতস্য প্রজাং' (সত্যস্য সাধকং) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তঃ, জ্ঞানেন পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তদা তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'ঋতস্য বাহসা' (সত্যস্য প্রাপকেন–স্তোত্রেণ ইতি যাবৎ) 'প্রভরন্ত' (প্রকর্ষেণ ভরন্তি, ভগবন্তং পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

• . •

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সত্যস্য বা 'প্রজা' প্রকর্ষেণ জাতমিন্দ্রং 'পিপ্রতঃ' নভসঃ প্রদেশান্ পূরয়ন্তঃ 'বহ্নয়ঃ' বাহকা অশ্বা 'যদ্' যদা 'প্রভরন্ত' প্রকর্ষেণ ভরন্তি বহন্তি তদা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'বাহসা' প্রাপকেণ স্তোত্রেণ তং ইন্দ্রং স্তুবন্তীতি শেষঃ। ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

• . •

তৃতীয় (১৩০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব এই যে, মানুষ যখন হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিতে পারে তখন সেই আলোকের সাহায্যে আপনার জীবনের চরম অভীষ্ট সম্বন্ধে সত্য ধারণায় উপনীত হয়। যখন মানুষ আপনার নিজের অভাব অপূর্ণতার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তখন মানুষ সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে সে আপনার সকল অভীষ্টই সাধন করিতে পারে। সুতরাং যখন অভ্রান্তভাবে আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় এবং যখনসে আপনার চরম অভীষ্টের সন্ধান পায়, তখন সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎপরায়ণতা তাহা সে জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানু-

যায়ী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"যখন (সন্তোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতি দ্বারা স্তব করে)।" এই ব্যাখ্যান্তর্গত বন্ধনীমধ্যস্থিত শব্দগুলি মূলে নাই, ব্যাখ্যাকার অধ্যাহৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের পদগুলির অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'প্রজাং' পদের ভাষ্যার্থ,—'প্রকর্ষেণ জাতং ইন্দ্রং' এখানে ইন্দ্র কোথা হইতে আসিলেন? আবার 'বহ্নয়' পদের প্রচলিত অর্থ 'অগ্নি', কিন্তু এখানেই ভাষ্যার্থ—'বাহকাঃ অশ্বাঃ'! যাহা হউক মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৮খ ২সূ—৩সা)। •

——:০:——

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জীরা অজিরশোচিষঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জিঘ্নতঃ' (পুনঃপুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ, অজ্ঞানতানাশকস্য) 'হরেঃ' (পাপহারকস্য) 'অজিরশোচিষঃ' (সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ, বিশ্বজ্যোতিষঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ) 'চন্দ্রাঃ' (দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ, দেবভাবপ্রাপিকাঃ) 'জীরাঃ' (ধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, উৎপাদিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পাপনাশকং দেবভাবপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক পাপহারক বিশ্বজ্যোতিঃ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের দেবভাবপ্রাপিকা ধারা সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পাপনাশক দেবভাবপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৯খ—১সূ—১সা)।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জিঘ্নতঃ' পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ 'হরেঃ' হরিতবর্ণস্য 'অজিরশোচিষঃ' সর্ব্বত্র-গমন-শীল-তেজসঃ' 'পবমানস্য 'চন্দ্রাঃ'। চদি আহ্লাদে (ভ্বা০ প০)। দেবানামাহ্লাদকরাঃ 'জীরাঃ' ক্ষিপ্রং ক্ষরণ-শীলাঃ ধারাঃ 'অসৃক্ষত' সৃজ্যন্তে পবিত্রান্নির্গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ 'জিঘ্নতঃ' 'জঘ্নতঃ' - ইতি পাঠৌ। (১০অ - ৯খ—১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§ * §:• ———

সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। 'জিঘ্নতঃ' পদের ভাষ্যার্থ — 'পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ'। ইহা হইতে আমরা ভাব গ্রহণ করিয়াছি অজ্ঞানতা-নাশক। 'তমঃ' পদে এখানে অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অজ্ঞানতাই জগতের প্রগাঢ়-তম অন্ধকার। সেই অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলেই মানুষ আপনার প্রকৃত লক্ষ্য দেখিতে পায়। মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে তাঁহার হৃদয় পরিষ্কার নির্ম্মল হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে তমোনাশক বা অজ্ঞানতানাশক বলা হইয়াছে।

'অজিরশোচিষঃ' পদের ভাষ্যার্থ - 'সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ' অর্থাৎ যাঁহার তেজ সর্ব্বত্র গমন করে। শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানের জ্যোতিঃ সমগ্রবিশ্বে বিকীর্ণ হয়। উক্তপদে শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'হরেঃ' পদে ভাষ্যকার হরিৎবর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ভাবসঙ্গতির দিক দিয়াও উক্তপদের 'পাপহারক' অর্থই নিষ্পন্ন হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, - "এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাহার তেজ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিৎবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হই-তেছে।" অর্থাৎ সোমরসার্থক অর্থই ভাষ্যকারগ্রহণ করিয়াছেন॥ (১০অ ৯খ - ১সূ — ১সা)॥

——§ ০ §——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথীতমঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ নির্ম্মলতমঃ, শ্রেষ্ঠতমঃ বিশুদ্ধিতাদায়কঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'চন্দ্রঃ' (আহ্লাদয়িতা, পরমানন্দদায়কঃ) 'মরুদগণাঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ যস্য সহায়ভূতাঃ, বিবেকজ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং সৎকর্ম্মসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-১খ—১সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিতাদায়ক, পাপহারক, পরমানন্দ-দায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দ-দায়ক সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করি॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' দেবঃ 'রথীতমঃ' অতিশয়েন রথবান্। ইদ্রথিনঃ (৮।২।১৭ বা০)—ইতীকারঃ। তথা 'শুভ্রেভিঃ' শোভাযুক্তৈস্তেজোভিঃ 'শুভ্রশস্তমঃ' অত্যন্তং দীপ্যমানশ্চ। যদ্বা, নির্ম্মলতম-যশোযুক্তঃ। 'হরিশ্চন্দ্রঃ'। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে (৬।১।১৫১)—ইতি সাংহিতিকঃ সুট্। হরিতবর্ণ-দীপ্তিঃ হরিত-ধারা-যুক্তো বা 'মরুদগণঃ' মরুতো যস্য গণাঃ সহায়-ভূতাঃ স তথোক্তঃ তাদৃশঃ সোমঃ সর্ব্বান্ স্বরশ্মিভিঃ ব্যাপ্নোতিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ॥২॥

দ্বিতীয় (১৩০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইঁহার ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা ইঁহার সহায়, ইনি তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।" একই মন্ত্রের মধ্যেই সোমকে হরিৎবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে। সোম তবে কোন্ বর্ণ? এক সময়ে একই বস্তু দুই বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতে পারে না। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস তরলবস্তু। সুতরাং উহা এক সময়ে শুভ্র ও হরিৎবর্ণ হইবে কিরূপে? মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে অধ্যাহার

করায় এবং 'হরিঃ' প্রভৃতি পদে বিকৃত অর্থ করায় এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যার এই অসঙ্গতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

মন্ত্রে যদি সোমরসেরই উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে 'রথীতমঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-পদ প্রয়োগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থে 'রথীতমঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"ইহার তুল্য রথী নাই।" সোমরস সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে এই বিশেষণের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত হইতে পারে তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—১৫ ২সা)॥ ২॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ।
১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বাজসাতমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তি-দায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'ব্যশ্নুহি' (অস্মান্ তথা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ); ত্বং 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাপরায়ণায় জনায়) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেণ সাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্য পরমমঙ্গলদায়কং জ্যোতিঃ লভেম—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ—১৫—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃদ্বারা আমাদিগকে এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ করি।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! ত্বং 'রশ্মিভিঃ' স্ব-দীপ্তিভিঃ 'ব্যশ্নুহি' সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্নুহি। কীদৃশস্ত্বং? 'বাজসাতমঃ' অতিশয়েনান্নস্য দাতা বলস্য দাতা বা তথা 'স্তোত্রে' পবমানং স্তোত্রং কুর্ব্বতে জনায় 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রং ধনং বা 'দধৎ' বিদধৎ প্রযচ্ছৎ ব্যাপ্নুহি। 'পবমানব্যশ্নুহি'—'পবমানোব্যশ্নবৎ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—১খ—১সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন." ইহার পূর্ব্ব-মন্ত্রে সোমকে 'রথীতম' বলা হইয়াছে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। এই একবচনের পরেই বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে,—"ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে।" এখন প্রশ্ন এই যে, এখানে 'ইহার' এবং 'ইহারা' এই পদদ্বয়ে কাহাকে বা কাহাদিগকে বুঝাইতেছে? এই পদদ্বয় এক না বহুকে লক্ষ্য করিতেছে? ব্যাখ্যা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার পুত্র ধনজন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুবীর্য্য—শোভনবীর্য্য কি? যাহা মানুষকে প্রকৃতশক্তি দিতে পারে, তাহাই সুবীর্য্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই শক্তি আত্মশক্তি। বাহির হইতে কেহ এই শক্তি মানুষকে দিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় মানুষের মধ্যে এই শক্তির স্ফুরণ হয়। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মানুষ এই শক্তির বিকাশ করিতে পারে, মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। আর হৃদয়ে সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে॥ (১০অ—১খ ১সূ-৩সা)॥ *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
পরীতো ষিঞ্চতা সুতঁ৺ সোমো য উত্তমঁ৺ হবিঃ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ২উ
দধন্বাঁ৺ যো নর্য্যো অপ্স্বা২ন্ত২রা
৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সুষাব সোমমদ্রিভিঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (দেবপূজোপকরণং) তং 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (ইহ, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিষিঞ্চত' (উৎপাদয়); 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপোসাধনেন) 'সুষাব' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অপ্সু অন্তর' (অমৃতমধ্যে স্থিতঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'নর্য্যো' (নরাণাং হিতকারকঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) তং 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দধন্বান্' (গচ্ছন্, প্রাপয়ন্, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকানাং হিতসাধকং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'ইতঃ' অস্মাৎ কর্ম্মণ ঊর্দ্ধং অথবা অস্মাৎ প্রদেশাদূর্দ্ধং 'পরিষিঞ্চত' বসতীবরীভিঃ। ইতোষিঞ্চতেতি ইত্যত্র সংহিতায়াং ছান্দসং যোক্তং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। 'যঃ' 'সোমঃ' দেবানাং 'উত্তমং' প্রশস্তং 'হবিঃ' ভবতি 'যা' অপিচ 'নর্য্যঃ' মনুষ্য-হিতঃ 'যশ্চ' সোমঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু অন্তরিক্ষে

স্বা 'অস্তরং' 'দধান, গচ্ছন্ ভগন্ ভবতি তং 'সোমং' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ' অধ্বর্য্যুং 'সুষাব' অভিষুতং চকার ; তং পরিষিঞ্চতেতি সমন্বয়ঃ। (১০অ ৯খ—২সূ -১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩১১) সামের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশেই সাধকের নিজ-হৃদয়ে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা—'উত্তমং হবিঃ'। সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে লাভ করা, দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন যদি সেই পূজা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সম্পন্ন করা হয়। সত্ত্বভাবময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সত্ত্বভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া লয়েন। ভগবান্ মানুষের বাহ্য পূজা উপাসনা অথবা প্রার্থনা দেখেন না, তিনি—দেখেন মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দিয়াই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তাই বলা হইয়াছে,—সোমঃ উত্তমং হবিঃ—সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ। তাই বলা হইতেছে, "হে আমার মন! যদি তুমি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, তবে হৃদয় পবিত্র কর, সত্ত্বমার্গের অনুসরণ কর। কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন কর। সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষকে সত্ত্বভাবের অর্ঘ্যই প্রদান করা চাই। তবেই তোমার জীবন সফল হইবে—ধন্য হইবে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। সুতরাং সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ করিবার জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই— মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)। *

——:*:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩১ ২৩ ১ ২৩ ১২ ৩১২ ৩১ ২

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১২

সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা

৩২ ৩ ২ ৩১২

শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ—৫খ ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরভিন্তরঃ' (সুগন্ধিতরঃ, অত্যন্তং সুগন্ধিঃ, পরমপ্রীতিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'অদব্ধঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ ত্বং) 'অভিঃ' (নিত্যৈঃ, নিত্যজ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'সুতে চিৎ' (অভিষুতে সতি, বিশুদ্ধে সতি) 'অন্ধসা' (অন্নেন, শক্ত্যা) তথা 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'অপ্সু' (অমৃতে স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণন্তঃ' (মিশ্রয়ন্তঃ) বয়ং 'মদামঃ' (পরমানন্দং লভেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ ৯খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্ত সুগন্ধি অর্থাৎ পরমপ্রীতিদায়ক, অজাতশত্রু, পবিত্রকারক আপনি নিত্যজ্ঞানের সহিত নিশ্চিতরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশুদ্ধ হইলে শক্তি এবং জ্ঞানকিরণের সহিত শ্রেষ্ঠ অমৃতস্থিত আপনাকে মিশ্রণকারী আমরা যেন পরমানন্দলাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমানন্দ লাভ করি।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অদব্ধঃ' কৈশ্চিদপ্যহিংসিতঃ 'সুরভিতরঃ' অত্যন্তং সুগন্ধি ত্বং 'নূনং' ইদানীং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অবিভিঃ' অবি-বাল-কৃতৈঃ পবিত্রৈঃ 'পরিস্রব' পরিক্ষর 'সুতে চিৎ' অভিষুতে সতি 'অন্ধসা' ভৎক-লক্ষণেনান্নেন 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণন্তঃ' মিশ্রয়ন্তঃ বয়ং 'উত্তরং' উদ্গতভরং 'অপ্সু' বসতীবরীষু স্থিতং 'ত্বা' ত্বাং 'মদামঃ' মদামহে॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩১২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত, এবং আহার-সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।" বা! প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটীর ভাব অতিশয় চমৎকার বলিতে হইবে। এবার আর সোমরসকে ভগবানের নিকট নিবেদন

করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, একেবারে নিজে ভক্ষণ করিবার জন্য যেন বক্তা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর প্রত্যেক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে অনুমান করিয়া হয় তো বা বিরক্তও হইতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যার ভাবদৃষ্টে আমাদের মনে সাধারণ গৃহস্থালীর একটী চিত্র জাগরিত হয়। বাড়ীতে যেন মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতেছে, আর ছেলেমেয়েরা কিরূপে তাহা পূর্ণভাবে উপভোগ করিবে তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতেছে, কেহ কেহ হয়তো বা অধৈর্য্যভাবে রন্ধনগৃহের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতেছে। মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় বক্তা অধীর শিশুর ন্যায়ই আপনার লোভের ও আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মন্ত্রের ভাব তাহাই? ভাষ্যকারও এই ভাব প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! কিসিসে ভী হিংসা ন কিয়া হুআ অত্যন্ত সুগন্ধওয়ালা তূ ইস্ সময় শোধাজাতা হুআ উনকে পবিত্রমেকো সরস; অভিষুত হোনে পর ভাতরূপ অন্নসে আউর গোঘৃতাদিসে মিলাতে হুয়ে হম অত্যন্ত প্রকট হুত্র বসতীবরী জলোঁসে স্থিত তুঝকো প্রসন্ন করতে হ্যায়।"

ভাষ্যকারের সহিতও আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু অনুবাদকারের অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাহাতে নাই। ভাষ্যকার সোমরসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে কোন মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (১০অ—৯খ-২সূ-২সা)।*

—·*·—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ক্রতুরিন্দুর্ব্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানঃ' (সুবানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ ইত্যর্থঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'দেবমাদন (দেবানাং তর্পয়িতা, দেবভাবোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুঃ' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'ইন্দু

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততমসূক্তের দ্বিতীয়া ঋ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'চক্ষসে' (দর্শনায়, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'পরি' (পরিস্রবতু — অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ দেবভাবোৎপাদকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞান-দানায় অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ ৯খ ২সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধকারক, দেবভাবোৎপাদক, সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান দানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবোৎপাদক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানঃ' সুতঃ অভিষূয়মাণঃ সোমঃ 'চক্ষসে' সর্ব্বেষাং দর্শনায় 'পরি' প্রবর্ত্ততি। কীদৃশঃ? 'দেবমাদনঃ' দেবানাং তর্পয়িতা, 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা, 'ইন্দুঃ' পাত্রেষু ক্ষরণশীলঃ দীপ্তো বা, 'বিচক্ষণঃ' 'সর্ব্বস্য' দ্রষ্টা ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১৩১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমরসার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, "সোম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদনকর্ত্তা তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।"

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'স্বানঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সুতঃ, অভিষূয়মাণঃ'। বিবরণকার উক্তপদে অর্থ করিয়াছেন 'সুবানঃ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ। আমরা বিবরণকারের অর্থই অনেকটা সঙ্গত মনে করি। তবে সোম অথবা শুদ্ধসত্ত্ব যে নিজেই কেবল বিশুদ্ধ, তাহা নয়, উহা মানবকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। তাই আমরা 'স্বানঃ' পদে 'বিশুদ্ধকারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন অনৈক্য হয় নাই। 'দেবমাদনঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'দেবানাং তর্পয়িতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—"দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদক।" এখানে 'মত্ততার' কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা, 'দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক' অর্থ হইতে ইহার নিগূঢ়ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেবতা এখানে দেবভাবের দ্যোতক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন সেই দেবভাব জাগরিত হয়, এবং তাহা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, তখন দেবভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাকেই দেবভাবের

অথবা দেবতাদের তৃপ্তি বলা হইয়াছে। 'চক্ষসে' পদের সাধারণ অর্থ 'দর্শনায়' অর্থাৎ দেখিবার জন্য। কাহার দর্শনের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর সাধকের দর্শনের জন্য। সাধক সত্যমিথ্যা দর্শন করিবেন, পাপপুণ্য দর্শন করিবেন। এক কথায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে—এই জন্যই প্রার্থনা। সুতরাং আমরা 'চক্ষসে' পদের 'দর্শনায়', 'পরাজ্ঞানদানায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (১০অ ৯খ—২সূ ৩সা)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪ ২র ৩৪ ৫ ২র র ১ ২ ১র
১। পরা ৩ য়িত্তোবিষ্ণতাস্সুতাস। সোমোযউত্ত ম৬ হবা ২ ৩ য়িহাঁইয়া। দধম্বা৬ -

র র ১ ২১র ২ ১ ২
যোনর্য্যোঅপ্ স্বন্তরা ২ ৩ হোইয়া। স্তুযা্না ২ ৩ পো। মমদ্রা ২ ৩ য়িতা

৫ ৪ ২ ৩র ৫ ১ র র ১
৩ ৪ ৩ য়িঃ॥ স্তুষা ৩ বসোমমদ্রিভ্যায়িঃ। স্তুষাবসোমমদ্রিভা ২ ৩ য়িহোঁ ইয়া।

২র ১র র ১ ২ ১ ২ ১
নৃম্পুনানোঅবিভিঃ পরিস্রবা ২ ৩ হোইয়া। অদব্ধা ২ ৩ঃ স্থ। রভিস্তা ২ ৩

২ ৫ ৪ ২ ৩৪ ৫ ১ ১
রা ৩ ৪ ৩ঃ॥ অদা ৩ ব্ধঃ স্তুরভিস্তরাঃ। অদব্ধ স্তুরভিস্তরা ২ ৩ হোইয়া।

২ ১র র র ১ ১র১ ২ ১
স্তুতেচিত্বাপ্ স্বমদামোঅন্ধসা ২ ৩হোইয়া। শ্রীণন্তো ২ ৩ গো। ভিরুত্তা ২ ৩

২ ১
রা ৩ ৪ ৩ সা। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৫৪ ২ ৪ ৫র ৫র ১র র - ২ র
২। পরা ৩ য়িতো বিষ্ণতা সুতাস্। সোমোযউত্তমা ২ ৬ হোবা ২ ৩ ৪ য়িঃ। দধন্বা৬

র ১ ২ ২ ১ —১ র র ২ ১ ৫
যোনর্য্যোআ। এ হোয়ি। প স্ ২ অন্তরা। স্তুযাবসোম মোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ৫ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ র —
দ্রা ৫ য়িতো ৬ হায়ি॥ স্তুষা ৩ বা ৩ সোমমদ্রিভ্যায়িঃ। স্তুষাবসোমমা ২

১ ২র র র ১ ২ র ১ —১
দ্রায়িভা ২ ৩ ৪ য়িঃ। নূনম্পু নানোঅবায়িভায়িঃ। ঐহোয়ি। পা ২ রিস্রবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ২
অদব্ধাস্সুরভোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদা ৩ ব্ধা ৩ঃ

৪ ৫ ১ ১ ২ র র ১ ২
স্সুরভিস্তুরাঃ। অদব্ধঃ স্সুরভা ২ য়িস্তারা ২ ৩ ৪ ঃ। স্সুতেচিত্বাপ্স্সুমাদা।

১ র —১ র র র ১ ২ ১ ৫
ঐহোয়ি। যো ২ অন্ধসা। শ্রীণন্তোগোভিরোবা ৩ ও ২ ৪ বা।

৪ ৫
ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১ ২র ১র ২ র ১ ১ ১র ২র ১ ২ ১ ২ ১
৩। পরোতোবিষ্ণুতাস্সুতম্। হুবে ২ ৩। সোমোয়উত্তম৺্হবিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র র র ২ ১ ২১র ২১র২১র২১ ২ ১
দধন্বা৺্যোন র্য্যোঅপ্স্ব বন্তুরা। হুবে ২ ৩। স্সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র২১র২১ ২ ১ ২১র২১র২১ ২ ১
স্সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩। স্সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১
নূনস্পুনানোবিভিঃপরিস্রব। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্সুরভিস্তর হুবে ২ ৩।

২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১
অদব্ধঃস্সুরভিস্তরঃ। স্সুরভিস্তরঃ। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্সুরভিস্তরঃ। হুবে

২ ১র ২র ১ ২র র ১ ২র ১ ২র১ ২র ১র ২ ১ র
২ ৩। স্সুতেচিত্বাপ্স্সুমদামোঅন্ধসা। হুবে ২ ৩। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম।

১ ১ ১ ২ ২ ৫র র
হুবে ২ ৩। হুবে ২ ৩। হোবা ৩ হাঁ ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১র র র — ১র ২ —৩ ১ ১ ১ ১
অর্কোদেবানা ২ স্পরমেব্যিবো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন॥

• • •

২র১র র র র র ২ ১র১র১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১
৪। পরীতোষিঞ্চতাস্সুতমোহাওহা ৩ এ। সোমোয় উত্তম৺্হবিঃ। ও ৩ হা। ও ৩

২ ২ ৩২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
হা ৩ এ ৩ ৪। দধা ৩ ৪ ন্বা৺ য়াঃ। নারিয়ঃ। অপ্স্বন্তরা। ও ৬ হা।

১ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৫ ৪
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। স্সুষা ৩ ৪ বসো ৩। মসো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ য়িভো ৬

৫ ১র র র র র ২ ২১র২১র২১ ২ ১
হায়ি॥ (১) স্সুষাবসোমমদ্রিভিরোহা ও হা ৩ এ। স্সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। ও

২ ৪ ২ – ২ ৩র২ ৩ ২ ১ ২ ১
৩ হা। ঔ ৩ হা ৩ এ ৩ ২। নূনা ৩ ৪ স্পুনা। নো অবি। ভিঃপারিস্র-

২ ৪ ২ ৪ ২ ২ ৩২ ৩ ২ র ১ ৫
বা। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। অদা ৩ ৪ ব্ধঃ সু ৩। রস্তো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ২ র র র ১ ১ ২ ১ ২
তা ৫ রো ৬ হায়ি।। (২) অদব্ধঃ সুরভিন্তরওহাওহা ৩ এ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৪ ২ ৪ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ র ১
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। সুতা ৩ ৪ স্নিচিত্বা। আপস্নুম। দাযো

২ ৪ ২ ৪ ২ ২ ৩র২ ৩র ২ ২ ১
অন্ধসা। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। শ্রীণা ৩ ৪ স্তোগো ৩। ভিরো

১ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। তা ৫ রো ৬ হায়ি (৩)।।

* * *

২র র র ১ ২ র ১ ২ —
৫। পরীতোষিঞ্চতাসুতাম। সোমো। যউত্তম৺হবিঃ। দধান্বা৺ ১ যা ২ ঃ।

র র ২ — ১ ২
নর্যো। অপ্সু অন্তরা। সুষাবা ১ সো ২। মদ্রা ২ ৩ য়িত্তা ৩ ৪ ৩ য়িঃ।। (১)

২র র ১ ২ র ১ ২ — ২
সুষাবসোমমদ্রায়ি ত্তায়িঃ। সুষা। বসোমমদ্রিভিঃ। নূনাস্পূ ১ না ২। নো

১ ২ — ১ ২
অবিভিঃপরিস্রব। অদাব্ধা ১ ঃ সু ২। রভিস্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ ঃ।। (২)

২ ১ ২ ১ ২ —
অদব্ধঃসুরভিস্তারাঃ। অদা। ব্ধঃ সুরভিন্তরঃ। সুতাস্নিচা ১ য়িত্বা ২। অপ

র র র র ১ ২ — ১ ২ ১
সুমদাযোঅন্ধসা। শ্রীণাস্তো ১ গো ২। ভিরুত্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ ম্। ও

২ ৩ ৪ ৫ উ। ভা (৩)।।

• • •

২র র র র র ১ ৭ ২ ৩ ৫
৬।। পরীতোষিঞ্চতাসুতস। এ। সোমোযউ ৩ ত্তাম৺হাবিঃ। দা ২ ৩ ৪ ধা।

২ ১র র র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
হায়ি। বা৺যোনর্যো অপ্সু অন্তারা। সু ২৩৪ বা। হায়ি। বাসেমমো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ২র র ২র র ৪ ১ ৭

২r ৩ ৫ ২ ১র র ৭ ২n ৩
ত্রিভায়িঃ। নূ২৩৪নায়। হায়ি। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা। আ২৩৪

৫ ২ ১ ২১ ৫ ৪ ৫ ২
দা। হায়ি। ক্রাঃ স্বরন্তো২৩৪বা। তা৫রো ৬হায়ি।। (২) অদব্ধঃ

৫ ১ ৭ ২n ৩ ৫ ২ ১র
সুরভিন্তর এ। অদব্ধঃ সু৩রাভিন্তারঃ। সূ২৩৪তে। হায়ি। চিত্বাপ্‌ সু-

র ৭ ২n ৩ ৫ ২ ১ র২১ ৫ ৪
মদামোঅন্ধানা। শ্রা২৩৪য়িণ। হা। তোগোভিরো২৩৪বা। তা৫

৫
রো ৬হায়ি (৩)।।

• • •

৩৪র৫র র ২ ৩ ৪র ৫ ৫ ২র১২১ ৩ ৫
৭।। পরীতোষা। হোয়িঃ। চতাসুতা ৬মে। সোমা যউ। তামৎ হা২৩৪বীঃ।

২১র র র ২ ১ ২r ৩র২ ৫র২ ১ ২n ৩র২
দধন্বাৎ যোনর্য্যো অ। প্স্বান্তারা ঔহো৩৪ বাগায়ি সুষাবাসো। ঔহো

৫র২ ১ ২ ১
৩৪ বাহা। মমদ্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২১ ২১র র র ২ ২১
৮। আয়িপরায়ি। তোষায়ি। চতাসুতাম্। সোমোযউ ৩১। তমৎহবায়িঃ।

র ২ ২১র ২১ র ২ ২১
দাধন্বাৎযা ৩১ঃ। নর্য্যো আ। প্স্বন্তরা। সুষাবসো ৩১। মমদ্রা২৩

২ ১ ২১ ২১ র ২
য়িভা৩৪৩ য়িঃ।। (১) আয়িসুষা। বাসো। মমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো

২১ ২ র ২১
৩১। মমদ্রিভায়িঃ। নূনম্পুনা৩১। নো অবিভায়িঃ। পরিস্রবা। আদব্ধঃ

২ ২১ ২ ১২১ ২১
সু৩১। রভিন্তা২৩রা৩৪৩ঃ।। (২) আ অদা। ক্রাঃ সু। রভিন্তরাঃ।

২ ২১ র ২ ২র ১
আদব্ধঃ সু ৩১। রভিন্তরাঃ। সুতেচিত্বা ৩১। প্স্ মদা। মো অন্ধসা।

র র ২১ ২ ১
শ্রায়িণন্তো গো৩১। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও২৩৪৫ঈ। ডা।।

* * *

২১ ৪ র ৫ ১র২র১ ২১ ২১ ২
৯। পরাবিতো ২৩ বিষ্ণুতাসুতঔ হাউ। সোমোযউত্তমঔ হবিঃ। দধন্বাঔ ১ যা২৩ঃ।

১২ ২ ২ ২র ১২ ১২ ২
হোবা ৩ হায়ি। মারিয়োষ। পুবাস্তা ১ রা ২৩। হোবা ৩ হায়ি।

২ ২ ১২ ১ ২ ১ ২
সুষাবা ১ সো ২৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২৩ ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

• • •

২র র র র র ১৭ ২^ ৩ ৫
১০। পরীতোবিষ্ণুতাসুতম এ। এ। সোমোযউহ ৩ ত্তামঔ হাবিঃ। দা২৩৪ধা।

২ ২ র র র ৭ ১^ ৩ ৫ ২ ২
হা৩হায়ি। ম্বাঔ যোনর্যো অপ্স্বস্তারা। সু২৩৪ যা। হা৩হায়ি।

১র ২১র ৫ ৪ ৫ ২র র
বাসোম সো ২৩৪ বা। দ্রা ৫ য়িভো ৬ হায়ি॥ সুষাবসোমমদ্রিভিয়ে। এ।

র র ১৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১রর
সুষাবসো ৩ মামদ্রি। ভাঃ। নূ২৩৪ নান্। হা৩হায়ি। পুনানো

৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১২ ১ ৫
অবিভিঃ পারিস্রাবা। শা২৩৪ দা। হা৩হায়ি। ক্কাঃসুরস্তো ২৩৪ বা।

৪ ৫ ২ ১ ৭ ২^
ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদব্ধঃ সুরভিস্তর এ। এ। অদব্ধঃ সু ৩ রাভিস্তারঃ।

৩ ৫ ২ ২ ১র র ৭ ২^ ৩ ৫
সু২৩৪ তে। হা৩হায়ি। চিত্ত্বাপ্সুমদামোঅন্ধানা। শ্রা২৩৪ য়িণা।

২ ৩ ১র ২১ ৫ ৪ ৫
হা৩হা। ভোগোভিয়ো ২৩৪ বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১২র১র২ ১র২১ র র ২১ ২ ১
১১॥ পরীতোবিষ্ণুতাসুতাৎ। সোমোযউত্তমঔ হবায়িঃ। দধন্বাঔ ২৩ য়াঃ। নারি-

২র ১ ২^ ৩র২ ৩র২ ১ ২
য়োঅ। অপ্সুবাস্তারা। ঔ হো ৩৪ বাহায়ি। সু। ষাবা ২৩ সো৩।

১ ২ ২ ১ ২ ২১র২১র২১ ২১ র
ভো বা ৩ হা। মমদ্রা ২৩ য়িভা ৩৪৩ য়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাব-

২১ ই ২ ১ ২ ১ ২^ ৩র ২
সোংমমদ্রিভায়িঃ। সুনন্পু ২৩ না। সো অবিভিঃ। পরায়িস্রাবা। ঔ হো ৩৪

৩র২ ১ ২ ১২ ২ ১ ২
বাহা য়ি। অ। দাব্ধা ২ ৩ঃ স ৩। হোবা ৩ হা। রভিস্ত্বা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ঃ।

১ ২ ১২১ ২ র ২ ১ ২র
অদব্ধঃ সুরভিস্তরাঃ। অদব্ধঃ সুরভিস্তরাঃ। সুতেচা ২ ৩ য়িবা। আপ্স্ মদা।

র ১ ২ক ৩র২ ৩র২ ১র ২ ১২
যোআব্ধানা। ঔ হো ৩ ৪ বাহায়ি। শ্রী। পান্তো ২ ৩ গো ভ। হোবা-

২ ১ ২ ১
৩ হায়ি। ভিরুস্ত্বা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

৫ র ২ ৪৫৪র ৫ ২র ১১১ ২৩ ২১ ২৩র ২
১২। পরীতো ৩ ষিঞ্চতাসুতম্। সোমোযউ। ত্তম৺ হবা ২ ৩ য়িঃ। দধন্ব৺ যোন-

১ ৩৪র ৫ ২ ২ ১৩২ ২
রো ২ ৩ ৪। রিয়োঅপ্স্ব। ন্তা ৩ রা। সুষাবসো। মা ৩ ৪ ৩ ও

৫ ৪ ৪
-৩ ৪ বা। মমা ৫ দ্রিভায়িঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র র ১ ৫ ১ র র র
১৩॥ পরীতোষিঞ্চা ৩ তাসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোহাসাযউত্তম৺ হবির্দ্দধন্বা ৺ যোন-

র ৩২ ১২ ২ ১র র ২ ১২ ২
র্যোঅপ্স্বা ২ ন্তরা। ওহা ৩ উবা। সুষাবসোমমা ২ ৩ দারি। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ২র র ১ ৫
দ্রিভায়িঃ। ঔ ৩ হোবা। সুষাবসোমা ৩ মদ্র ২ ৩ ৪ য়িভায়িঃ।

১র র র র র ক ৩২ ১২ ২
সুষাবসোমমদ্রিভির্‌ নম্প্ নানোঅবিভিঃপরা ২ য়িস্রবা। ওহা ৩ উবা।

১ ২ ১২ ২ ১ ২ ৩৫
অদব্ধঃসুরভা ২ ৩ য়িহায়ি। ওহা ৩ উবা। ত্তরা। ঔ ৩ হোবা।

২ ১ ৫ ১ র র রর
অদব্ধঃসুরা ৩ ভিস্তা ২ ৩ ৪ রাঃ। আ। দব্ধঃসুরভিস্তরঃসুতেচিত্বাপ্স্ মদা-

ক ৩২ ১২ ২ ১র রর ২ ১২ ২
মোআ ২ন্ধনা। ওহা ৩ উবা। শ্রীণন্তোগোভিরু ২ ৩ ত্তারি। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ৪
ত্তরাম। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১২র১র ২ র ১র২র১র ২ ২ ১র২র১ ২ ১
১৪। পরীতোষিঞ্চতাসুতমৈয়াদো। হো ৩ বা। সোমোযউত্তমম্। হোবা ২৩য়িঃ।

১র ১ ১র র র ২ ১
ঐয়া ২৩৫। ঔ ২ ৩ হোবা। দধন্বাঁযোনর্য্যোঅপ্স্বন্। তারা ২ ৩।

১র ১ র ২ ১র২ ১র২ ১
ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা। সুষাবসোমম। দ্রাদ্রিভা ২ ৩ য়িঃ।

১র ১ র ২৮ ২১র২১র২১২ ১র২র০র
ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরৈয়াদো।

২ ২ ১র২১র২ ২ ১র ১ র ২
হো ৩ বা। সুষাবসোমম। দ্রাদ্রিভা ২ ৩ য়িঃ। ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা।

র১ ২র১র ২ ২ ১র ১ র র
নূনম্পূনানোঽবিভিঃপরি। স্রাবা ২ ৩। ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা।

১ ২ ১ ১র ১ র ২৮
অদব্ধঃসুরভি। তা ২ ৩ ৫। ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩॥

১ ২ ১ ২১র২র১র ২ ২ ১ ২ ১
অদব্ধঃসুরভিন্তরঐয়াদো। হো ৩ বা। অদব্ধঃসুরভি। তারা ২ ৩ঃ।

১র ১ র ২ ১র ২র ১ ২রর ১
ঐয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা। সুতেচিত্বাপ্সুমদামোঅ। ধানা ২ ৩।

১র র১ ২র১র ২ ১ ১র
ঐয়া ২ ৩ হোবা। শ্রীণন্তোগোভিরু। তারা ২ ৩ম্। ঐয়া ২ ৩ ৫।

১ র ২৮ ১
ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

• • •

৩৪র৩র ৪ ৩র৪ ৫ র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
১৫ পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। সোমঃ। যউ ৩ ৪ ঔহোবা। তমঁহবাঃ ২ য়িঃ।

২n ৫ ৩২ ৪র ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। দধা ৩ ন্বাঁযা। ঔহোবাহায়ি।

১ ২র ১ ২ ১২র ২৮ ৫ ৩ ২ ৪ র
নারিয়োঅ। প্সুবন্তারা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। অ ৩ ৪ পা। সুষা ৩ বসো।

৫র৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৪৩র৪৩র৪৩ ৪ ৫
ঔহোবাহায়ি। মমা ৩ দ্রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়ি ঃ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ।

র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
সুষা। বসো ৩ ৪ ঔহোবা। মমাদ্রিভাঃ ২ য়িঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২র　৫　৩র২৲　৪ র　৫র৪　৫　১　২ ১　২ ১ ১
উ ৩ ৪ পা।　নূনা ৩ পুনা।　ঔহোবাহায়ি।　নোঅবিভায়িঃ।　পরিস্রাব।

২৲　৫　৩ ২　৪　৫র ৪　৫
হা ৬ ১ উবা ২ ৩।　উ ৩ ৪ পা।　অদা ৩ ব্ধাস্থ।　ঔহোবাহাবি।

৩ ২　৪　৩ ৪　৩৪ ৫　৩ ২　২র ৪র ৫
রন্তা ৩ রিন্তা ৫ রা ৬ ৫ ৬ঃ।　অদব্ধঃস্থরভিস্তরঃ।　অদ।　ব্ধঃস্থ ৩ ৪ ঔ বোবা।

২ ১　২৲　৫　৩ ২　৪
রভিস্তরাহ ২ ঃ।　হা ৩ ১ উবা ২ ৩।　উ ৩ ৪ পা।　স্থতা ৩ রিচিষা।

৫র৪　৫　১　২১　২র　১২র　২৲　৫
ঔহোবাহায়ি।　আপ্স্থমদা।　মোঅব্ধাসা।　হা ৩ ১ উবা ২ ৩।　উ ৩ ৪ পা।

৩র ২　৪র ৫　৫র৪　৫　৩ ২　৪
শ্রীণা ৩ স্তোগো।　ঔহোবাহায়ি।　ভিব্ধ ৩ স্তা ৫ রা ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২ ২　৪ র　৫　১র২র　১　১১　২ ১　২
১৬। পরায়িতো ২ ৩ বিষ্ণ্বাস্থত ৮্ হাউ।　সোমো য উত্তম৮্ হবিং।　দধাম্বা

১ ২　২　১ ২র　১　২
৮্ ১ যা ২ ৩ ০।　হোবা ৩ হায়ি।　নারিয়োঅ।　প্স্বাস্তা ১ রা ২ ৩।

১ ২　২　১　২　১ ২　২　১　২　১
হোবা ৩ হায়ি।　স্থষা বা ১ সো ২ ৩।　হোবা ৩ হা।　মামদ্রিভিঃ।　ইডা ২ ৩

২ ১　৪র　৫　২১র২১র২১　২　১র ২
স্থষা বা ২ ৩ সোমমাদ্রি'ভইহাউ।　স্থষাবসোমমদ্রিভিঃ।　নূনাম্পূ ১ না ২ ৩।

১ ২　২　১র　২　১　২　১ ২　২
হোবা ৩ হায়ি।　নো অবিভিঃ।　পরায়িস্রা ১ বা ২ ৩।　হোবা ৩ হায়ি।

১　২　১ ২　২　১　২　১　২ ১
অদাব্ধা ১ ঃস্থ ২ ৩।　হোবা ৩ হা।　রাভিস্তরঃ।　ইডা ২ ৩। (২) অদাব্ধা

৪　র ৫　১ ২　১　২　১　২
২ ৩ স্থরভিস্তরোহাউ।　(২) অদব্ধঃস্থরভিস্তরঃ।　স্থতায়িচা ১ য়িত্বা ২ ৩।

১ ২　২　১　২ র　র ১ ২　১ ২　২　১র　২
হোবা ৩ হায়ি।　অপ্স্মদা।　মোআব্ধা ১ সা ২ ৩।　হোবা ৩ হায়ি।　শ্রীণাস্তো

১ ২　২　১　২　১
১ গো ২ ৩।　হোবা ৩ হায়ি।　ভাবিক্লস্তবম্।　ইডা ২ ৩ (৩)।

* * *

৩৪র৩র ৪ ৫ র　২　২　১　৫　১র
১৭। পরীতোবিষ্ণতা।　হা ৩ হা ৩ য়ি।　স্থ ২ ৩ ৪।　ভ৮্স্থতোবা।　সোমোহো ২ য়ি।

১ — ১৭ — ১২র ১ ২ক ৩২ ক
যউহো ২ ভামৎভাবা ২ য়িঃ। দাধষাৎ ব। নরাম্বিযোআ। পঞ্ষাউবা ৩।

২ক ৫ ১ — ১ ‥১ ‥ ১ ক ৫র র
উ ৩ ৪ পা। ভরা ২। পুষা ২ বাগো ২। মম। ভ্রা ২ য়িতা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা॥

৪৩র৪৩র ৫৫র ২ ২ ১ ৫ ১ —
সুষাবসো মমা হা ৩ হায়ি। ভ্রা ২ ৩ ৪ য়ি। ভির্ত্রিভোবাঃ সুষাহো ২ ঈ।

১ — ১৭ — ১ ২ র র ১ ২ন ৩২
বদাহো ২। যামভ্রায়িতাহয়িতা ২ য়িঃ। মনস্পুনা। নোআবায়িজায়িঃ। পরাউপা ৩।

২ক ৫ ১ — ১ — ১ ‥ ১ ক ৩
উ ৩ ৪ পা। স্রবা ২। আদা ২ ন্ধাঃ সূ ২। রভি। তা ২ রা ২ ৩ ৪

৫রর ৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ৫
ঔহোবা। অদন্ধঃ সুরভি। হা ৩ হা ৩ য়ি। তা ২ ৩ ৪। রস্তরোবা।

১ — ১ — ১৭ ১র২র ১২ক
অদাহো ২ য়ি। ন্ধঃসুহো ২। রাভিস্তারা ২ ঃ। সুতেচিত্বা। প্সুমাদা।

৩২ ক ২ক ৫ ১ ‥ ১ ‥ ১ ‥ ১
মআউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। মদা ২। শ্রায়িণা ২ স্তোগো ২। তিক্ত।

ক ৩ ৫র র ২ন ৫
তা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

* * *

৫ ২র১র ২র ১ র
১৮। হাপায়ি। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। হোপায়ি। সোমোযউত্তমম্ হবিঃ।

৭২র ১ ৭ র ২ ৭ ন ৬ ৫ ২ ১ ২
দাধন্বাৎ যঃ। নারিয়োআ ৩ ১ প্সু বা ২ ন্তা ২ ৩ ৪ রা। সুষাবা ২ ৩ সো ৩।

১ ন ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ ২১র২১র২
মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দ্রা ২ ৩ ৪ য়িভীঃ॥ হোপায়ি। সুষাবসোম-

১ ২ ১ র র ৭২র ১ ৭ ২ ৭
মদ্রিভিঃ। হোপায়ি সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নৃঃ প্সুনা। নোঅবিতা ৩ ১ য়িঃ। পরা

ন ৩ ৫ ২১ ২ ১ন ৫রর ৩ ৫
২ য়িস্রা ২ ৩ ৪ বা। অদান্ধা ২ ৩ ঃ সু ৩। রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ রাঃ॥

১ ২ ১ ২ ১ ১
হোবায়ি। অদন্ধঃ সুরভিস্তরঃ। হোবায়ি। আদন্ধঃসুরভিস্তরঃ। হোবায়ি।

৭র ২র ১ ৭ ২ ৭র ২ ৫
আদন্ধঃসুরভিস্তরঃ। সুতেচিত্বা। আপ্সু মদা ৩ ১। মোআ ২ ন্ধা ২ ৩ ৪ সা।

২র ১ ২ ১ ন ৩ ৫র র ৩ ৫
শ্রীণাস্তো ২ ৩ গো ৩। তা ২ য়িরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ৩ ২ ৩ ৪ রাণ॥

* * *

১২ ১২ র ১২ — ১র২ ১ ২
১৯। পরাগ্নি পরাগ্নি। স্তোবিঞ্চা ৩ তা ৭ ১ তা ২ মৃ। সোমোযউ। তমা৬ হা-

— ১ —১ ‥ ১র ২১ ২ ১ ২
১ বা ২ গ্নিঃ। দাধা ২ বা৬ য়া ২ :। মর্বোাপপ স্বুবস্থা ২ ৩ রা। স্বুবাবা ৩

২ ১ ৪ ২ ৫ ১২ ১২ র
সো ৩। মা ২ ৩ মা ৩। ত্রা ৩ ৪ ৫ য়িস্তো ৬ হায়ি॥ স্বুবাস্বুবা। বসোমা-

১২ ‥ ১র২র ১২ ‥ ১ ১
৩ মাত্রা ১ য়িত্তা ২ য়িঃ। স্বুষাবসো। মমাত্রা ১ য়ি ত্তা ২ য়িঃ। নূনা ২ স্পূ-

‥ ১র ২র ২ ১ ২ ২ ১ ৪
না ২। মোঅবিভিঃপরিস্রা ২ ৩ বা। অদাব্ধা ৩ঃ স্থ ৩। রা ২ ৩ ত্তা ৩ য়ি

২ ৫ ১২২২ ১ ২ — ১
ত্তা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ অদাঅদা। ব্ধঃস্থরা ৩ ভায়িস্তা ১ রা ২ :। আদ-

২ ১ ২ ‥ ১ ‥১ ‥ ১ র২র ১
ব্ধঃস্থ। রভায়িস্তা ১ ব্ধা ২ :। স্বতে ২ চায়িত্বা ২। অপ্স্যমঙ্গীমো অব্ধা ২ ৩

২ ১র ২ ২ ১ ৪ ২ ৫
গা। শ্রীণাস্তো ৩ গো ৩। ত্তা ২ ৩ য়িক্ষ ৩। ত্তা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

• • •

৩২ ২ ৪ ৫ ২n৩ ৫ ১২ ১ n
২০। পরা ৩১ য়ি। স্তো ৩ ষি। চ। তাস্থ ২ ৩ ৪ ত্তাম। সোমা ৩। যউ ২।

৩২ ৩ ৫ ২১২র ১ ২ ১র n ৩২
তমা ৩ ৪ ৫ ষ। হা ২ ৩ ৪ বীঃ। দধাম্বা৬ য়াঃ। ন। র্ষোঅ ২। স্বা গা

৩ ৫ ২ ‥ ১ n ৩২ ৩
৩ ৪ ৫। ত্তা ২ ৩ ৪ রা। স্বুষা ২। বাসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪

৫ ৩২ ২ ৪৪ ৫ ২n৩ ৫ ১২
য়িক্তীঃ॥ স্বুষা ৩ ১। বা ৩ সো। মম। আত্রা ২ ৩ ৪ য়িক্তায়িঃ। স্থবা ৩।

১ n ৩২ ৩ ৫ ২র১২১ ২ ২
বসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪ য়িক্তীঃ। নূনাপুনা। নঃ। অভিবা

n ৩২ ৩ ৫ ২ n ১ ‥ ৩২
২ য়িঃ। পরা ৩ ৪ ৫ য়ি। স্রা ২ ৩ ৪ বা। অদা ২। ব্ধাঃস্থ ২। রভা

৩ ৫ ৩২ ২ ৫ ৫ ২৩
৩ ৪ ৫ য়ি। ত্তা ২ ৩ ৪ য়াঃ। অদা ৩১। ব্ধা ৩ঃ স্থ। র। ভিস্তা

৫ ১২ ১ n ৩২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ রা :। আদা ৩। ব্ধাস্থ ২। রভা ৩ ৪ ৫ যি। ত্তা ২ ৩ ৪ রাঃ।

২ ১ ২ ১ ২ ২ n ৩র ২ ৩ ৫ ২র --
স্তুতায়িচিত্ত্বা। অ। প্স মদা ২। মোত্মা ৩ ৪ ৫। ধা ২ ৩ ৪ সা। শ্রীণা ২।

১ n ৩ ২ ৩ ৫
ত্তোগো ২। ভিরূ ৩ ৪ ৫। ত্তা ২ ৩ ৪ রাম্।

• • •

৫ র ২ ৪৫৪র ৫ ১ র ২ ১ ২ n ৩২
২১। পরীতো ৩ বিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। তমা৺ হা ১ না ২ য়িঃ। দধা ৩।

১ ২ ২ ১র র র ৭ -- ১ ১ n ৩
হো ৩ হো ৩ না। যা৺ যোনর্যোঅপ্স অন্তারা ২। সুষা ২। বা ২ সো

৫র র ২ ১ -- ৲ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ র২ ৪র৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত মমা ২ দ্রিভা ২ ৩ ৪ ৫ য়িঃ। সুষাবা ২ সোম

৪ ৫ ১ র২ র ১ ২ ৲ ৩র ২ S ২
মদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো। মমাদ্রা ১ রিভা ২ য়িঃ। নূনা ২ ম্। হো ৩ হো

২ ১ র র ৭ -- ১ ১ ৲ ৩
৩ বা। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা ২। অদা ২ ৩। ব্ধা ২ ঃ সু ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১ -- ৲৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ২ ৪৫ ৪ ৫
ঔহোবা। এত। রভা ২ য়িম্বরা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। অদব্ধা ৩ ঃ সুরভিন্তরাঃ।

১ ২ ১ ২ ৲ ৩ ২ ৪ ২ ২ ১ র
আদব্ধঃ সু। রভারিস্তা ১ রা ২ ঃ। সুতা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ বা। চিত্বা-

র ২ ৭ -- ১র ১ ৲ ৩ ৫র র ২
প্স মদামো অন্ধাসা ২। শ্রীণা ২ ৩। তো ২ গো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত।

৩ -- ৩ ১ ১ ১ ১
ভিরূ ২ স্তুরা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র র ১র ২ ১র১১s ২র ১র ৪ ২ ১ ২ ২
২২। পারীতোবিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। তা ৩ মা ৺ হা ৩ বারি।

২ র র n৩ ৩র ২১র ৫
দধন্বা৺ যোনর্যোঅপ্সু বন্তরা ২ ৩ ৪ ঐহী। সুষাবা ২ ৩ ৪ সো।

২ ২ ২ ৩ ২ রর ১২র ১ ২ ১ ২১র র
মমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। দ্রিভিয়া। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো।

২ ১ ২ ২ র র র n৩ ৫র
মা ৩ মাদ্রা ৩ য়ি ভায়িঃ। নূনম্পুনানোঅবিভিঃপরিস্রবা ২ ৩ ৪ ঐবী।

২ ১ ৫ ২ ২ ২ ৩ ২
আদব্ধা ২ ৩ ৪ ঃ সু। সু। রভা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। তরসা।

র ১ ২ ১২২ ২১ ২ ১ ২ ২ র র
আদব্ধঃসুরভিস্তরাঃ। অদধ্বঃস্থ। রা ৩ ভারিস্থা ৩ রাঃ। সুতেচিত্তাপ্সুম-

র র ন৩ ৫র ২র১ ৫ ২ ১
দামোঅন্ধসা ২ ৩ ৪ ঔহৌ। শ্রীণন্তো ২ ৩ ৪ গো। ভিরু ৩ আউবা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। তরমা (৩)। ১২।৩ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ র ২উ ৩ ২৩ ১ ২
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব

৩ ২ ৩ ১র ২র
দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।

২ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুষঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'রাজেব দস্মঃ' (রাজতুল্যদর্শনীয়ঃ, পরমরমণীয়ঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'অসাবি' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন) 'অভি গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীন্ অভিলক্ষ্য জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, সম্মিলিতঃ ভবতু); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বারমব্যয়ং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অত্যেষি' (অতীত্য গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনবৎ,

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দ্বাবিংশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "পৃষ্ঠং" (২) "কৌল্মলবর্হিষম" (৩) "সর্কপুষ্পাস্তং" (৪) "দৈর্ঘশ্রবসম" (৫) "বাক্ষরোবৈয়শ্বং" (৬) "আভীশবাস্তং" (৭) "মাধুচ্ছন্দসং" (৮) "ঔডমারাস্তং" (৯) "পৃশ্নি" (১০) "অভীশবোত্তরম" (১১) "সম্মতং" (১২) "কালেয়ং" (১৩) "রৌরবং" (১৪) "আষ্টাদংষ্ট্রোত্তরম্" (১৫) "উৎসেদম্" (১৬) "পৃশ্নি" (১৭) "বাস্তম্" (১৮) "মানবোত্তরম্" (১৯) "আনুপং বাভ্রাশ্বং" (২০) "যৌধাজয়ম্" (২১) "বৈগতম্" ও (২২) "কণ্বরথন্তরম্"।

ক্ষিপ্রগতিশীলঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) সত্ত্বভাবঃ 'যোনিং' (উৎপত্তি-স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতবন্তং' (উদকবন্তং, অমৃতময়ং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ ৩হ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হউন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে অমৃতময় করিয়া প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি। (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। কীদৃশঃ সোমঃ? 'অরুষঃ' আরোচমানঃ, 'বৃষা' বর্ষকঃ, 'হরিঃ' হরিৎবর্ণঃ; স চ রাজেব 'দস্মঃ' দর্শনীয়ঃ সন্ 'গাঃ' উদকানি 'অভি' লক্ষ্য 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি স্বরসনির্মোক-সময়ে, পশ্চাৎ পুনানঃ 'অব্যয়ং' অবিময়ং 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'অত্যেষি' হে সোম! অতিক্রম্য গচ্ছসি। ততঃ 'শ্যেনো ন' শ্যেন ইব 'যোনিং' স্বীয়ং স্থানং 'ঘৃতবন্তং' উদকবন্তং 'আসদৎ' প্রবিশতি। 'অত্যেষি'—'পর্য্যেতি'—ইতি পাঠৌ, 'আসদন্'—'আসদৎ'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩হ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নানাভাবাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।

'শ্যেনঃ ন' পদদ্বয়ের দ্বারা আমরা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারার সন্ধান পাই। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্ম্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, 'ঊর্দ্ধগতিশীল সাধক যেমন তাঁহার চরণে শীঘ্রই আত্মবিলীন করেন, তেমনি-ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রগামিতার সহিত, অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক, আমাদিগের হৃদয়কে অমৃত-প্লাবনে অভিষিক্ত করুক' মন্ত্রের প্রার্থনার এই ভাবই

ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয় অমৃতময় হয়। সাধক তখন স্বতঃই ভগবানে আত্মবিলীন করেন।

জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তাহার জন্ম প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অভোষি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং 'অক্রুষঃ' পদে 'অহিংসিত' অর্থ তাঁহারই অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে।। (১০অ-৯খ-৩সূ-১সা)।।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২　৩ ১　২ ৩ ১ ২　৩ ২ ৩　১ ২
পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা

৩ ২　৩ ২ ৩　১ ২
পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।

১ ২ ৩　১　২　৩ ২উ　৩ ১ ২ ৩ ২র
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্ৎসং-

২র　৩　১ ২　৩ ২
গ্রাবভির্ব্বসতে বীতে অধ্বরে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (অমৃতবর্ষকঃ, *মৃতপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'পিতা' (জনয়িতা, উৎপাদকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'মহিষস্য' (মহতঃ) 'পর্ণিনঃ' (পর্ণযুক্তস্য, ঊর্দ্ধগমনশীলস্য, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথিবীবাসিনাং জনানাং, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'নাভা' (নাভৌ, কেন্দ্রশক্তিস্বরূপেষু) 'গিরিষু' (পাষাণসদৃশেষু, কঠোরসাধনেষু) 'ক্ষয়ং' (নিবাসং, আশ্রয়ং) 'দধে' (ধারয়তি, গৃহ্লাতি ইত্যর্থঃ);

---

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (৬প-৫অ-৯খ-৯সা) দ্রষ্টব্য।

'স্বসারঃ' (ভগিন্যঃ, পরস্পরং ভগিনীস্বরূপাঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'আপঃ অভি' (আপঃ অভিলক্ষ্য অপ্সু, অমৃতেষু) 'উদাসরন্' (উদ্গচ্ছন্তি, সম্মিলিতাঃ ভবন্তি) ; 'বীতে' (শ্রেষ্ঠে) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গ্রাবভিঃ' (পাষাণকঠোরসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সংবসতে' (সংগচ্ছতে, উৎপাদিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকানাং পরমমঙ্গলসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ কঠোরসাধনেন উৎপাদিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হয়েন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন)। (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্য 'মহিষস্য' মহতঃ 'পর্ণিনঃ' পর্ণবতঃ পতনবতো বা সোমস্য 'পর্জ্জন্যঃ' 'পিতা' জনকঃ 'সঃ' সোমঃ 'পৃথিব্যাঃ' 'নাভা' নাভৌ নাভিস্থানীয়ে হবির্দ্ধানে 'গিরিষু' গিরিসম্বন্ধিষু গ্রাবসু 'ক্ষয়ং' নিবাসং 'দধে' ধারয়তি অভিষব-সময়ে। তথা 'স্বসারঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'আপঃ' বসতীবর্য্যঃ 'গাঃ' আশিরার্থাঃ স্তুতয়ো বা 'অভি' আভিমুখ্যেন 'উদাসরন্' উদগচ্ছন্তি গচ্ছন্তু, 'বসতে', 'সং' গচ্ছতে চ, 'গ্রাবভিঃ' সাকং। কুত্র? 'বীতে' কান্তে 'অধ্বরে' যজ্ঞে॥ 'উদাসরন্'—'উত্তাসরন্'—ইতি পাঠৌ, 'বীতে'—'বীথে'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা, সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপরে বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল।

তিনি সুন্দর যজ্ঞের মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।" অনুবাদকার ইহার সহিত একটী টীকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"এই স্থানে... পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" বৃষ্টিদ্বারা যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সকলকে যদি পর্জ্জন্যের পুত্র-রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সোমলতা কেন পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদকেই পর্জ্জন্যের পুত্র বলিতে হয়। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ দ্বারা পর্জ্জন্যের সোম-পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সোম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একটা আভাষ পাই। সোম পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতকে পৃথিবীর মধ্যস্থান বলা হইয়াছে, কোন কোনও স্থলে পুরাণাদিতে পর্ব্বতকে পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হয়। কোথায়ও আবার পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল ভাবকে কবিত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে এরূপ কবিত্বের স্থান নাই। 'পৃথিবীর নাভি' বলিতে আমরা পৃথিবীস্থিত জীববৃন্দের কেন্দ্রশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি। জনগণের কেন্দ্র-শক্তি—সৎকর্ম্মসাধন। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত শক্তি লাভ করে। সৎকর্ম্মই শক্তির উৎপত্তিস্থল, শক্তির কেন্দ্র। কঠোর সাধনের দ্বারা মানুষ সেই শক্তিলাভ করে। তাই সেই কঠোর সাধনকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করে। অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন করে তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'গিরিষু ক্ষয়ং দধে'—সেই কঠোর সাধনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

'পর্ণিনঃ' পদের অর্থ যাহার পাখা আছে, অর্থাৎ যে ঊর্দ্ধগমন করিতে সমর্থ। শুদ্ধসত্ত্ব ঊর্দ্ধগমনশীল নিশ্চয়ই। তাহা যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহাকেই ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, তাই 'পর্ণিনঃ' পদে আমরা 'ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'স্বসারঃ' পদের সাধারণ প্রচলিত অর্থ 'ভগিনী'। কিন্তু মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে প্রচলিত করিবার জন্য ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের স্বাভাবিক অর্থেই এখানে ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে, জ্ঞান অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান দ্বারা মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সেই শক্তির স্ফুরণ হইলে, হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। 'আপঃ' শব্দে ভাষ্যকার 'জল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—"অপ্সু ভ্রাতৃরূপঃ"। আমাদের মতে, 'আপঃ অভি' পদদ্বয় একত্রে সপ্তম্যন্ত ভাবই প্রকাশ করে। তাই উক্তপদদ্বয়ে আমরা 'অপ্সু, অমৃতেষু' অর্থ সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতমসূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবির্বেধস্যা পর্য্যেষি মাহিনমত্যো
২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপসেধং দুরিতা সোম নো মৃড়
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতাবসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ৩ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী, পরমজ্ঞানদাতা) ত্বং 'বেধস্যা' (যাগ বিধানেচ্ছয়া, সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছয়া) 'মাহিনং' (মহনীয়ং প্রশংসনীয়ং সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যেষি' (পরিগচ্ছসি প্রাপ্নোষি); 'মৃষ্টঃ' (প্রক্ষালিতঃ শোধিতঃ বিশুদ্ধঃ ত্বং) 'অত্যো ন' (অশ্বঃ ইব, শীঘ্রগামিতয়া শীঘ্রং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্তিং আত্মশক্তিং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রাপ্নোষি); হে দেব! ত্বং অস্মাকং 'দুরিতা' (দুরিতানি, শত্রূন ইত্যর্থঃ) 'অপসেধন' (পরিহরন, বিনাশয়ন ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মৃড়' (অপয় পরমানন্দং প্রযচ্ছ); 'ঘৃতাবসানঃ' (অমৃতযুক্তঃ ত্বং) 'নির্ণিজং' (পবিত্রতাং যথা উজ্জ্বলাং) 'পরিযাসি' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং রিপূন বিনাশয়ন পরমানন্দং প্রযচ্ছতু; আত্মশক্তিদায়কঃ রিপুনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং প্রাপ্নোতি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমজ্ঞানদাতা আপনি সৎকর্ম্মসাধনের ইচ্ছায় প্রশংসনীয় সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; বিশুদ্ধ আপনি শীঘ্র আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন; হে দেব! আপনি আমাদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; অমৃতযুক্ত আপনি পবিত্রতা

(অথবা ঔজ্জ্বল্য) প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের রিপু বিনাশ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করুক; আত্মশক্তিদায়ক রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে প্রাপ্ত হয়)। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সন 'বেধস্যা' যাগবিধানেচ্ছয়া 'মাহিনং' মংহনীয়ং পবিত্রং 'পর্য্যেষি' পরিগচ্ছসি পশ্চাৎ 'মৃষ্টঃ' প্রক্ষালিতঃ 'অত্যোন' অশ্ব ইব 'বাজং' সংগ্রামং 'অভ্যর্ষসি'। সোম! 'দুরিতা' অস্মদীয়ানি দুরিতানি 'অপসেধন্' পরিহরন 'নঃ' অস্মান 'মৃড' সুখয় 'ঘৃতাবসানঃ' ঘৃতানি উদকানি বসানঃ আচ্ছাদয়ন 'পরি যাসি' অভিগচ্ছসি। কিন্তৎ? 'নির্ণিজং' পবিত্রং। •'সোমনোমৃড়ঘৃতা'—'সোমমৃডয়ঘৃতং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ॥ ৯॥

• • •

তৃতীয় (১৩১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—:○○:—

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজাত হইলে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধতার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন তাঁহার হৃদয় হইতে অপবিত্রতা মলিনতা দূরীভূত হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হৃদয় পবিত্র না হইলে, শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়।

প্রার্থনার প্রধান ভাব রিপুনাশ এবং পরমানন্দলাভ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করে। রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরুপদ্রবে, শান্তভাবে সাধক আপনার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে পরাশান্তি বিরাজ করে, তিনি পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন। মন্ত্রে সেই পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ হইতে বুঝা যাইবে; এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পরস্পরের মধ্যে কি অনৈক্য আছে, তাহাও উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অশেষ অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া

নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।" হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে সোম! অমৃতবী তূ যজ্ঞনিধামকো ইচ্ছাসে পবিত্রমে পহুঁচতা হ্যায়। ফির ধোয়ে হুয়ে ঘোড়েকী সমান বেগসে সংগ্রামকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। হে সোম! হমারে পাপকো দূর করতা হুআ হমৈ সুখ দে. জলোকো আচ্ছাদন করতাহুয়া পবিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।" (১ অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥*

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ২ র র S ১ ১ ৪ ২র ৩ ১ ১ ২
১। হাউহোবা ৩ হায়ি। অসাবিসোমো ৩ আ। রুষো ৩ বা ৩। ষাহরা ২ ৩ ৪

১ ২র র র S ১ ২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
৫ য়:। রাজেবদস্মো ৩ আ। ভিগা ৩। আ ৩। চিক্রদা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ।

২ র র র s ১ ২ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২র র
পুনানোধারা ৩ মা। ভিয়া ৩ য়িসী ৩। অ ।য়া ২ ৩ ৪ ৫ গ। শ্যেনোন-

র ১ ২ ৪ ২র ২ ২ ২ ৪ ১
যোনী ৩ ঘা। ভসা ৩ স্থা ৩ ম্। আসদা ৩ দাউ। (১) পর্জ্জন্য: পিতা ৩ মা।

২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র র ৪ ১ র ৪
হিষা ৩ স্যা ৩। পর্ণিনা ২ ৩ ৪ ৫: নাভাপৃথিব্যা ৩ গায়ি। রিষ ৩ ক্ষ ৩।

২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র র র ১ র ৪ ২র ৩
যন্দসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি স্বসার আপো ৩ আ। ভিগা ৩ উ ৩ ৎ। আসরা

১ ১ ১ ২ ২ র ১ ২র ৪ ২
২ ৩ ৪ ৫ ন। সঙ্গাংভির্গ্মা ৩ সা। তেবা ৩ য়িতে ৩। অধ্বরা ৩ ২ উ।

র র s ১ ২ ৪ ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
(২) কবির্ব্বেধস্যা ৩ পা। রিয়া ৩ য়িষী ০ মাহিনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্যোন-

র s ১ ২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ র র ১
মৃষ্টো ৩ আ। ভিসা ৩ জা ৩ ম্। অর্ষসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। অপসেধন্ ৩ রায়ি।

২র ৪ ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ ২ র ১
তাসো ৩ মা ৩। সোমমৃড়া ২ ৩ ৪ ৫। হাউহোবা ৩ হায়ি। ঘৃতাবসানা ৩: পা।

২ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ১
রিয়া ৩ সী ৩। নির্ণিজা ৩ মা উবা ২ ৩ ৪ ৫ (৩)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

৩৪র ৩র৪র ৩র ৪ ৩র৪৫র ৩ ২ ৩ ১ ১ ১ ৩র র
২। অপাবি সোমো অরুষো বৃষোবৃষা। হরারিঃ। হরা ২ ৩ ৪ রিঃ। রাজে ৩ ১

২ র র ১ ২ ১ ২n ৩ ২
২ ৩ ৪। বদস্মো অভিগা অচি। ক্রদাৎ ক্রদাৎ। পুনা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র র র ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ২ র n
নোবারমত্যেষ্য। বায়াং ব্যরাম্। শ্যেনো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নযোনিস্ত্বৃতব।

৩ ২ ৪ ১ ৪ ৩ ৪ ৩র৪ ৩৪ ৫ ৩ ২ ১ ১ ১ ১
ভমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৭। পর্জ্জন্যঃ পিতামহিষস্যপ। পিনা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

৩র ২ ২ র ১ ২ ১রn ৩ ২
নাভা ৩ ১ ২ ৩ ৪। পৃথিব্যাগিরিষুক্ষয়ম্। দধারি দধারি। স্বসা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২ র র ১ র ১২ ১২n ৩ ২ ২ র র
রআপো অগাউদা। সরান্ সরান্। সঙ্গ্ম। ৩ ১ ২ ৩ ৪। বহ্নিবর্চসতেবী।

৩র ২ ৪ ৪ ৩র৪ র৩র ৪৫রর ০ ২ ৩
তেঅা ৩ ধবা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ কাবর্ব্বেধস্যাপরিয়েষিমা। হিনাম্। হিনা

১ ১ ১ ১ ০ ২ ২ র র ১ ২ ১২॥
২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্যো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নমৃষ্টো অভিবাজম। যসায়ি যসায়ি।

৩ ২ ২র র র ১ ২১ ২ ৩ ২
অপা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সেধন্দুরিতাসোমনঃ। মৃডামৃডা। ঘৃতা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র ২n ৩ ২ ৪
বসানঃ পরিয়া। সিনা ৩ য়ির্ণা ৫ রিজা ৬ ৫ ৬ ম্॥

* * *

২ র ১ ২র ১ ২ ২ র ২র র
৩। অপাবায়িসো ২ ৩। সোঅরুষা ২ ৩ ঃ। এ ৩। বৃষাহরিরে ৩। রাজে-

১ ২র ২ ২ ২ ২ র ১
বাদা ২ ৩। যোঅভায়িগা ২ ৩ ঃ। এ ৩। অচিক্রদদে ৩। পুনানোবা ২ ৩।

২ ১ ২ ২ ২র র ১ ২ ১
রমত্যারিয়ে ২ ৩। এ ৩। বিঅব্যয়মে ৩। শ্যেনোনাযো ২ ৩। নিস্বৃত্যাসা

২ ২ র ২ ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। তয়াসদদে ৩ ৪ ৩। পর্জ্জন্যাঃপা ২ ৩ য়ি। তামহায়িষা

২ ২ র ২রর ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। স্যপর্ণিন এ ৩। সাভাপার্থা ২ ৩ য়ি। ব্যাগিরায়িষু ২ ৩।

…ISHNA MISSION INSTI…

২ ২ ২ র ১ ২র ১ ২
এ ৩। ক্ষয়ন্দধ এ ৩। স্বদারাজা ২ ৩। পোঅভারিগা ২ ৩ঃ। এ ৩।

২ র ২ র ৩ ২ ৩ ২
উদাদরম্নে ৩। দম্প্রাবাভা ২ ৩ রিঃ। বদতারিবা ২ ৩ য়ি। এ ৩। পো-

অভারিগা ২ ৩ঃ। এ ৩। উদাদরম্নে ৩। দম্প্রাবাভা ২ ৩ রিঃ। বদতারি-

২র n ২ ২ ২র ১
বা ২ ৩ য়ি। এ ৩। তেঅধ্বরএ ৩ ৪ ৩। কবির্ব্বারিধা ২ ৩। স্তাপরারিয়ে

২ ২র ২ র ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। বিমাহিনমে ৩। অত্যোনামা ২ ৩। ষ্টোঅভারিবা ২ ৩।

২ ২ ১ ২ ১ ২
এ ৩। যমর্ষসি এ ৩। অপদারিধা ২ ৩ ম। ভুরিতানা ২ ৩। এ ৩।

২ র ১ র ১ ২ ১ ২ ২ n
মনোযুড় এ ৩। ঘৃতাবাসা ২ ৩। নঃপরারিয়া ২ ৩। এ ৩। সিনির্গিজমে

১
৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

২ n ৩ ২ ৩র ৪ র ৫ ১ ২ ১ ২n৩৪র
৪। হারি। উহুবারি। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। বিসো। মো ৩ অরু। যোবুবা-

৪ ৩র ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫
হরারিঃ। রাজে ৩ ৪ ঔহোবা। বদা। স্নো ৩ অভি। গাঅচিক্রদাৎ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ২ ২n৩৪ ৫ ৩র ২
পুনা ৩ ৪ ঔহোবা। নোবা। বা ৩ মভি। এবিঅবায়াম্। শ্রেনো ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২১ ২n ৩ ২ ৩ ৩ ২
ঔহোবা। নয়ো। নিযুত। ব। ভমা ৩ সা ৫ দা ৬৫৬৫। পর্জ্জা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪ ৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা। স্তঃপারি। ভা ৩ মহি বস্তপদিনাঃ। নাভা ৩ ৪ ঔহোবা! পৃথারি।

১ ১ ২৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
বা ৩ গিরি। বৃক্ষরন্দধারি। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। রজা। পো ৩ অভি।

২^৩৪র ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২১ র ২n ৩র ২
গাউদাসরান্। দম্প্রা ৩ ৪ ঔহোবা বস্তারিঃ। বদতে। বী। ত্তে আ ৩

৪　　　৩ ২　৩র৪র৫　১র　২　১　২র৩
ধ্বা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি। কবা ৩ ৪ ঔহোবা। বেণা। স্তা ৩ পরি পৃথি-

৪র ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২র৩ ৪ ৫
মাহিনাম্। শতো ৩ ৪ ঔহোবা। নমা। দ্যৌ ৩ অতি। বাজমর্ষণারি।

৩২　৩র৪র৫　১র　২ ১ র　২র৩৪র ৫　২　৩ ২n　৩২
অবা ৩ ৪ ঔহোবা। সেধান্। হুরিতা। সোমসোমৃড়া। হারি। উহুবায়। স্বুতা-

৩র৪র৫　১　২ ১　২n　৩২　৪
৩ ৪ ঔহোবা। বণা। মঃপরি। রা। পিনা ৩ য়িণা ৫ য়িজা ৬ ৫ ৬ম্॥

* * *

২ ১　২　১ র র　২র১ —　১ র র
৫। অসো। বাহায়ি বায়ি সোমো অরুষো। বৃষাহারা ২ য়িঃ। রাজেবদস্মো

২ ১　১　২　১　২　৩ ৪
অভিগাঃ। অচিক্রাদা ২ ৩ ৎ। পূ ২ ৩ না। সো ২ ৩ বা ৩ ৪। রমতি-

র ৫　২　২　১　২　১　২　৩ ৪৫
যেবিশ। ব্যা ৩ রাম্। শ্বা ২ ৩ য়িনো। না ২ ৩ যো ৩ ৪। নিজ্‌বৃত্তব।

৩২　৪　২ ১　২　১ র　২ ১
তমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৎ॥ পর্জ্জা। বাহায়ি। স্যাঃপিতামহিষা। সুপর্ণা-

—　১র　র　২　২ ১　১　২　১
য়িনা ২ ঃ। নাভাপৃথিব্যাগিরিষ্। ক্ষয়ন্দাধা ২ ৩ য়ি। স্বা ২ ৩ দা। রা ২ ৩

২　৩র　৪ ৩ ৪র৫র　২　২　১　২　১　২
স্যা ৩ ৪ পো আভিগাউদা। সা ৩ রাণ্। দা ২ ৩ গ্রা। বা ২ ৩ ভা ৩ ৪ য়িঃ।

৩৪র৫র　৩র ২　৪　২ ১　২　১ র
বদতেবৌ। তেষা ৩ ধ্বা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি। কবী। বাহায়ি। যাবিথস্তা-

২ র ১ —　১ র　র　২ ১
পরিয়ায়ি। বিয়াহায়িনা ২ ম্। আভ্যোসমৃষ্টো অভিবা। অমর্ষাদা ২ ৩ য়ি।

১　২　১　২　৩৪র র ৫　২　২　১
সা ২ ৩ পা। সা ২ ৩ য়িধা ৩ ৪ ন্। হুরিতাসোমমঃ। মা ৩ র্জা। যা ২ ৩

২　১　২　৩ ৪৫র　৩ ২　৪
র্জা। বা ২ ৩ সা ৩ ৪। নঃপরিয়া সনা ৩ য়িণা ৫ য়িজা ৬৫৬ ১।২।৩।*

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে ৩ পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "মহানামরাজম", (২) "বিরজানাদোৎসম", (৩) "ঔড়বারাজম", (৪) "বাসিষ্ঠম" এবং (৫) "দৌরাসাৎ সেবেথম"।

দশমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
১ ২ ২ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি
৩ ১র ২র
ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য, ইন্দ্রদেবস্য) 'বিশ্বেৎ' (বিশ্বানি, সমগ্রাণি) 'বসূনি' (ধনানি, বিভূতীঃ) 'সূর্য্যং শ্রায়ন্ত ইব' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং সমাশ্রিতাঃ জ্ঞানিজনাঃ ইব, যদ্বা—সূর্য্যরশ্ময়ঃ যথা সূর্য্যং সমাশ্রিতা তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) 'ভক্ষত' (ভজত, অনুসরত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিজনা যথা জ্ঞানমুপাসন্তে তদ্বৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য দেবস্য বলৈশ্বর্য্য-রূপাং বিভূতিং উপাধ্বং ইতি ভাবঃ; তেন 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'জাতঃ জনিমানি' (উৎপন্নে, প্রাপ্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'ভাগং ন প্রতিদীধিমঃ' (পিতৃসম্পত্তিং ইব প্রতিধারয়েম, অধিকারিণঃ ভবেম); অয়ং ভাবঃ পিতৃসম্পত্ত্যাং যথা পুত্রস্য অন্যাহতঃ অধিকারঃ অস্তি ভগবদ্বিভূতিষু বয়ং তদধিকারিণঃ ভবেম। (১০অ—১০খ—১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ, ভজনা কর—অনুসরণ কর; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, সেইরূপ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতি-সকলকে ভজনা কর); সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই; (ভাব এই যে,—

পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবদ্বিভূতিসমূহে আমরা যেন সেইরূপ অধিকারী হই।)॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অস্মদীয়া জনাঃ! 'শ্রায়ন্ত ইব' সূর্য্যং যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ সূর্য্যং ভজন্তে, তথা 'ইন্দ্রস্য' 'বিশ্বেৎ' বিশ্বান্যেব ধনানি 'ভক্ষত' ভজত। 'বসুজাতঃ' প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রঃ যানি 'বসূনি' ধনানি 'ওজসা' বলেন 'জনিমা' জনিষ্যমাণানি করোতি অতো 'ভাগং ন' পিত্র্যং ভাগমিব তানি ধনানি 'প্রতি দীধিমঃ' প্রতিধারয়েম। 'জাতোজনিমানি'—'জাতেজনিমানি'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা)॥

• • •

প্রথম (১৩১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:§✲§:•——

এই মন্ত্রটীতে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর। কিরূপে ভজনা করিবে? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইরূপে।' মন্ত্রে 'সূর্য্যং' পদ আছে। আমরা সূর্য্যদেবকে আভ্যন্তর পক্ষে জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। বাহ্যতঃ সূর্য্যদেবতা যেরূপে জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস করিয়া জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানোদয়ে তেমনই, জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া, হৃৎপ্রদেশ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজন্মান্তর জ্ঞানারাধনায় তৎপর, স্বতঃই তাঁহারা জ্ঞানাধারে বিলীন হয়েন। এস্থানে তাই উপদেশ আছে,—জ্ঞানী যেমন অনন্যচিত্ত হইয়া জ্ঞানের আশ্রয়েই আশ্রিত থাকে, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা সেইরূপ বলৈশ্বর্য্য-কামনায় বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার আরাধনাতে তৎপর হও; এবং তাঁহার আশ্রয়ে চিরাশ্রিত হইয়া অপেক্ষা কর। তাহা হইলে, কোনও না কোনও শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার বিভূতিসকল তোমরা অধিকার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে; তোমাদের লক্ষ্য সার্থক হইবে। এই শুভ প্রত্যাশায় সেই পরমদয়াল ইন্দ্রদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাক। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান্ ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়াংশে এই ভাবকে আরও দৃঢ়তর করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুসরণের ফলেই ভগবানের সম্পত্তিতে—তাঁহার বিভূতিতে অধিকারী হইতে পারিবে। (১অ ১০খ—১সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার একোনশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ ৪দ ৩সা) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অলর্ষিরাতিং' (অপাপকদানং, অপাপীজনস্য দাতারং) 'বসুদাং' (পরমধন দাতারং) দেবং 'উপস্তুহি' (সম্যক্‌রূপেণ আরাধয়); যতঃ 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (দানানি) 'ভদ্রাঃ' (ভদ্রাণি, কল্যাণদায়কানি ভবন্তি ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'দানায়' (দানলাভায়, পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) তস্য 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'চোদয়ন্' (চোদয়তি, প্রেরয়তি—ভগবন্তং অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) ভগবান্ 'অস্য' (তস্য) 'বিধতঃ' (পরিচরতঃ, আরাধনাপরায়ণস্য সাধকস্য) 'কামং' (প্রার্থনাং) 'ন রোষতি' (ন হিংসতি, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অপাপীজনের দাতা, পরমধনদাতা দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা কর; কারণ, ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার দান কল্যাণদায়ক হয়; যে সাধক পরমধনপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার অন্তঃকরণকে ভগবানের অভিমুখে প্রেরণ করেন, ভগবান্ সেই আরাধনাপরায়ণ সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'অদর্বিরাতিং' অপাপক-দানং অপাপিষ্ঠস্য দাতার ইত্যর্থঃ। অদর্বি-পদ সমানার্থমনর্শ-পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং—'অনর্শরাতিমনশ্লীল দানমশ্লীলং পাপকং' ইতি (নিরু০ নৈ০ ৬।২৩)। 'বসুদাং' ধনস্য দাতারমিন্দ্রং 'উপ স্তুহি' যতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'রাতয়ঃ' দানানি 'ভদ্রা' কল্যাণানি মহদৈশ্বর্য্যকারীণীত্যর্থঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ স্বকীয়ং 'মনঃ' 'দানায়' অভীষ্ট-প্রদানায় 'চোদয়ন্' প্রেরয়ন 'বিধতঃ' পরিচরতঃ 'অস্য' স্তোতুঃ 'কামং' ইচ্ছাং 'ন রোষতি' ন হিনস্তি। তমিন্দ্রমুপস্তুহীতি সম্বন্ধঃ। 'অদর্বিরাতিং'—ইতি ছন্দোগাঃ পঠন্তি, 'অনর্শরাতিং'-ইতি বহ্বৃচাঃ; 'যো অস্য'—'সো অস্য'-ইতি চ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে। সেই আত্মোদ্বোধনের ভাব এই যে, সাধক আপনার মনকে ভগবদারাধনাপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই উদ্বোধনের মধ্যে যাঁহার আরাধনা করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। কাহাকে আরাধনা করিবে? 'অদর্বিরাতিং' ইহার ভাষ্যার্থ-"অপাপকদানং অপাপিষ্ঠস্য দাতারং"-যে পাপী নয় তাহাকে যিনি দান করেন, অর্থাৎ সাধুসজ্জনকে দানকারী। এই একটা বিশেষণের দ্বারা দেবতার সম্বন্ধে যেমন আমরা কিছু জানিতে পারি, সেইরূপভাবে কে সেই দানের উপযুক্ত পাত্র তৎসম্বন্ধে আমরা আভাষ পাই। দেবতা কাহাকে দান করেন? যিনি নিষ্পাপ, যিনি সৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাহাকেই ভগবান আপনার পরমধনদানে কৃতার্থ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পাপী ব্যক্তি পরমধন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর কি উদ্ধার নাই? আছে বৈ কি! তিনিই তো পতিতপাবন পরম দয়াল! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। হৃদয়ের হীনতা কালিমা দূরীভূত করা চাই, সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা চাই, তবেই ভগবানের কৃপালাভ সম্ভবপর হইবে। নতুবা মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করে বটে, কিন্তু সেইজন্য নিজকেও প্রস্তুত করা চাই। মন্ত্রের এই অংশ যেন মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—মানুষ নিষ্পাপ হও, নিজের হৃদয় হইতে হীন কামনা বাসনা দূরীভূত করিয়া দাও। তুমি যাঁহার উপাসনায় রত হইতে চাও, যাঁহার নিকট হইতে পরমধন লাভ করিতে চাও 'তিনি অদর্বিরাতিং' তিনি নিষ্পাপদিগকে পরমধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি যদি নিষ্পাপ না হও তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—নিষ্পাপ হও, সৎকর্ম্ম-

পরায়ণ হও, ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর—মুক্তিলাভ করিবে, তাঁহার অসীম কৃপার দান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে'।

কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রার্থিত ধনলাভ হইবে? দুর্ব্বল মনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্যই বেদ বলিতেছেন, 'বসুদাং'—যাঁহাকে তুমি আরাধনা করিবে, তিনি পরমধন দাতা। সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ নাই, তুমি সেই পরমপুরুষের অনুগত হও, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাঁহার দান পরম কল্যাণের আধার। যিনি সেই পরমপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েন। তাই বেদ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ভদ্রা"—ভগবানের দান পরমকল্যাণের আকর।

যিনি ভগবানে আপনার হৃদয় মন সমর্পিত করেন, ভগবানও তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার সকল প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং'—"যে আমাকে যেরূপ আরাধনা করে আমি তাহাকে সেইরূপভাবে প্রাপ্ত হই, যে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আমি তাহাকে আত্মস্থ করিয়া লই, তাহার আর নিজের সুখ দুঃখ থাকে না। সে ব্যক্তি পরামুক্তি লাভ করে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোনও কোনও বিষয় সামান্য মতভেদ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই "পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছায় বাধা দেন না।" (১০অ—১০খ—১সূ ২সা)। *

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ ১ — ১ ১ — ১ ২ ২ ২
১॥ প্রায়স্তইবদ্ ১ রাযায়। বিশ্বা ২ য়িদিত্রা ২। স্তুতা ২ ক্ষাতা। বাজনিজ্ঞাতো-

২র ১ ২ — ১ ২র১ — ১ ২
অনিমা। নিযোজা ১ সা ২। প্রতিভাগয়দো ২ ধিমঃ। প্রা ২ ৩ তৌ।

১র ২ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ২ র
ভাগায়া ৩ দা। হুগ। ধিমা ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) প্রতিভাগয়দা ১

২ ১ — ১র — ১ — ১ ২
য়ি ধায়িমাঃ। প্রতা ২ য়ি। ভাগা ২ স। নদা ২ য়ি ধায়িমাঃ। আকুর্বি-

র ১ ২ র ১ ২ ২ ১র ২ র ১ ২ ১ ২
রাতিষণদাণ। উপাস্তু ১ হারি ভদ্রা ইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। ভা ২ ৩ য়াঃ।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ২ ১ ৩২ ১ ৫ ২র
ইন্দ্রাভা ৩ রা। হুম্। ভয়া ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা ॥ (২) ভদ্রাইন্দ্রদারা ১

২ ১ — ১ — ১ — ১ ২র ১ ২ ১ ২
ভায়াঃ। ভদ্রা ২ ইন্দ্রা ২। ভয়া ২ ভায়াঃ। বাজস্যকামধিধতঃ। নরোবা ১

— ১১র১রর ২ র ১২ ১ ২ ১র ২ ২ ১
ভা ২ মি। মনোদানায় চোদয়ন্। মা ২ ৩ নাঃ। দানায়া ৩ চো। হুম্।

৩২ ১ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
দয়া ৩। ও ২ ৩ ৪ মা। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

২র ২র ১ ২ ১ ২ ১ — ১২ ১ ১
২। প্রারস্তইবা ৩ হরিয়াম্। বিশ্বামিন্দ্রা। স্তুভক্তা ২। ইহা ৩। বাহ ৩

৪ ৫ ২ৎ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২র ১ ২ ১২
নাম্নিজা। হাহৌ ২ ৩ ৪ হা। ভো জনিমা। নিবোজা ২ ৩ দা। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ৎ ৩ ৫ ৩২ ৪
প্রাভা ৩ ম্নিভাগাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নদা ৩ রিধা ৫ নি মা ৬ ৫ ৬ঃ।

৩ ১ ১ ১ ১
হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥ ১২ ॥*

—:•:—

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি

১২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'ভয়ামহে' (বয়ং ত্রাসপ্রাপ্তাঃ ভবামহে), 'ততঃ' (তস্মাৎ ত্রাসকারণাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অভয়ং' (ভয়শূন্যং) 'কৃধি' (কুরু), অস্মভ্যং

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "প্রারস্তীয়ম্" এবং (২) "নিবেধম্"।

অমৃতস্বরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হইয়া" ইত্যাদি। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী; সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-২সূ ১সা)।

—:•:—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তে

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অস্য পীত্বা স্বর্ব্বিদঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীৎ

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ইষোঽচ্ছা বাজং ন এতশঃ॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য সাধকস্য) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অস্য' 'বৃষায়তে' (বর্ষয়তি, প্রযচ্ছতি—অভীষ্টং ইতিযাবৎ) হে সত্ত্বভাব! 'স্বর্ব্বিদঃ'

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সাতটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(সর্ব্বজ্ঞস্য) 'তে' (তব—তৎ অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পীত্বা' (লব্ধা) 'সুপ্রকেতঃ' (প্রাজ্ঞঃ, জ্ঞানবান্ সন্) 'এতশঃ ন বাজং' (মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং যথা আত্মশক্তিং লভতে তদ্বৎ) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'ঊর্ব্বঃ' (সিদ্ধিং, আত্মশক্তিং) 'অচ্ছ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'অত্যাক্রমীৎ' (অতিক্রামতি, লভতে ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন মোক্ষং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া অভীষ্টবর্ষক দেব উহার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়।)। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষকঃ ইন্দ্রঃ। হে সোম! 'যস্য' যং 'তে' ত্বাং 'পীত্বা' 'বৃষায়তে' বৃষভ ইবাচরতি কিঞ্চ স্ববিদঃ সর্ব্বং জানতঃ অস্য তব পীত্বা পানে সতি 'সু প্রকেতঃ' শোভন-প্রজ্ঞঃ সঃ ইন্দ্রঃ বৃষভঃ শত্রূণাং ধনানি অত্যাক্রমীৎ অতিক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নঃ' 'এতশঃ'—ইত্যশ্বনাম (নিঘ০ ১।১৪।১০) যথা অশ্বঃ 'বাজং' সংগ্রামং অভি গচ্ছতি তদ্বৎ। 'স্ববিদঃ'—'স্বদৃশঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১অ ৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদদ্বয়ের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎবস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।"

আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। অর্থ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সত্ত্বভাবঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই লুণ্ঠনাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতা শত্রু-

গণের গোমহিষাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন—এরূপ বর্ণনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হইয়া থাকে। অথচ মূলবেদে এই সকল অপকর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। যিনি চুরি প্রভৃতি বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই দেবতাই বা কেমন—আর তাঁহাদিগের উপাসকরাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক? এই সকল ব্যাখ্যা পড়িয়া যদি সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাখ্যাতাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে! একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥*

—— • ——

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১

১। (পৌষ্কলম্)॥ ইন্দ্রমা ৩ চ্ছসু তাঈ ২ ৩ ৪ মাই বৃষাণং যা।

২ ৩ ৫ ২ ১ র ৭ ৩

তুহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ৪ র ৫ ২ ৩ ৫

স্বর্ব্বিদা ২ ৬ ৪ ৫ঃ। (১) অয়াস্মা ৩ রায়া। সানা ২ ৩ ৪ সাইঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র ১ র ৭ A

ইন্দ্রায়পা। বাত্তাইসু ২ ৩ ৪ তাঃ। গোমোদৈ। ত্রা। সুচা ২

৩ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১

ইতা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। যথাবিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১র ২ ৪র ৫ ২A ৩ ৫ ২র ১ ২ ১
(২) অগোদী ৩ ম্রোম। দাইম্ ২ ৩ ৪ বা। গ্রাভত্ত্রুহু ণা।

২A ৩ ৫ ২ ১ ৭ A ৩
ভাইগানা ২ ৩ ৪ সাইম্। বজ্রাঞ্চবা। সণা ছু ভুসা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ৬ ৫ ৬ ৫। সমপ্লু জী ২ ৩ ৪ ৫ ৫ (৩)॥

* . *

২ র ১ ২ ১ —
১॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণংষা ২।

১ ২ র ১ — ১ A ৩ ৫র র
তুহরয়াঃ। শ্রুস্টেজাতা ২। সই। দা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
সুবর্বিদঞ ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (১)॥

* * *

১ ২ ১ ২ ১র র
৩। (রোহিতকূলীয়াদ্যম্)। ইন্দ্রমচ্ছা সুতাইমে। বৃষণংযন্তুহরয়ঃ-

২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ৫
শ্রুষ্টেজা ২ ৩ তা। সা ২ ৩ ঈ দাাঃস্বা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ দঃ।

১ ২ ১ র র র ২র ১র
(১) অরাস্তরা। যসানসিঃ। ইন্দ্রায়পবতেসুতঃসোমোজা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ২ ৫
য়িত্রা। সা ২ ৩ চে। ভাতিসণা ৩ ১ উবা ২ ৩ বা ২ ৩ ৪ দে॥

১ ২র ১ ২ র র ১ ২ ২
(২) অগোদিন্দ্রাঃ। মদেষা। গ্রাভঙ্ভূণভিসানসিংবজ্রকা ২ ৩ বা।

১ ২ ১ ২ ৫
দা ২ ৩ দাম্। ভারৎসমা ৩ ১ উবা ২ ৩। পসৃ ২ ৩ ৪ জাৎ (৩)।

* * *

২ র ১ ২ ১ — ১
॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাংষা ২। তুহরয়াঃ।

২ র ১ — ১ A ৫র র ১ ২
শ্রুস্টেজাতা ২। সই। দা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্বিদঞ ৩॥

২ র ১ ২ র ১ — র ১ ২র র
(১) অয়ন্তরা। যসানেসায়িঃ। ইন্দ্রায়াপা ২ বত্তেস্থতাঃ। সোমো-

১ — ২র A ৩ ৫র র ১ র ২
অায়িত্রা ২। স্যচে। ভা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যথাবিদএ ॥

২ র র ১ ২র ১ — ২ ১
(২) অস্যেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। গ্রাভষ্মার্ভণা ২। ত্তিসান-

২ ১ — ১ A ৩ ৫র র
সায়িম্। বজ্রঞ্চা ২। যণম্। ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ১ ১ ১ ১ ১
সমপ্সুজিদে ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

১ — ৭ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ র ১
৫। (শুদ্ধম্)। ইন্দ্রমচ্ছা ২ সু। তাইসোবা। বৃষণংযা। তুহরয়াঃ

র ২ র ১ র ২ ১ ২ ১ ২ ১র —
শ্রুষ্টেআতাসইন্দবঃসু। বা ২ ৩ঃ। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২ ॥

১ — র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ র ২ ১
(১) অয়ন্তরা ২ য়া। সানসোবা। ইন্দ্রায়পা। বত্তেস্থতাঃ।

র ২র ১র ২ র ১ ২ ১র —
সোমোজৈত্রস্যচেত্তিয়। থা ২ ৩। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২।

১ র — র ১ ২ ২র ১ ২ ১ ২ ৩ র ২
(২) অস্যেদিন্দ্রো ২ ম। দেষুবোবা। গ্রাভঙ্গৃভ্ণা। ত্তিসান-

১ ২ ১ ২ ১ ২
সায়িম্। বজ্রঞ্চবৃষণন্তরংসম্। অা ২ ৩। প্সুজাউবা।

১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া ২। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

১ ২ ১ ২ ১র
৬। (ঐডমায়াস্তম্)॥ আইন্দ্রাম্। অাচ্ছা। সুতাইমায়ি।

২ ২ ১ ২ ২র ১
বার্ষণংযা ৩ ১। তুহরয়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। অাতা।

২ ২ ১ ২
সাইন্দবা ৩ ঃ। সার্ব্বা ২ ঃ য়িদা ৩ ৪ ৩ঃ (১) ॥

* * *

২ ১র ২
৭॥ (ঔপগবাস্তম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাং ২ ৩ য়া।

র ১র ২ ১ ২
তুহয়য়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সইন্দ্রা ২ ৩ বাঃ। সুবর্বা ২ ৩ য়িদাঃ॥

২ ১র র ২ র
(১) অয়ন্তরা। যণানসায়িঃ। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বতেসতঃ

র র ১র র ২ ১র ২
গোমোজৈত্রা। স্যচেতা ২ ৩ তায়ি। মথাবা ২ ৩ য়িদায়ি॥

র ১ র র ২
(২) অস্মেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। গ্রাভণ্ড্গ্রা ২ ৩ র্ভ্ণা।

র ১ ২ ১
তিসানসিংবজ্রঞ্চবা। র্যগন্তা ২ ৩ রাৎ। সমপ্স ২ ৩

২ র ১ — ৩২ ৫র র
জীৎ। ঐ। হিয়া ২ য়ি। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১২ ১ ১ ১ ১
এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৩২ ৩২ ৫র
৮॥ (দৈবোদাসম্)॥ ইন্দ্রা ৩ ১ ম্। অচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুতাঃ।

২ ২^ ৩২ ৩২ ৫ ২
আ ৩ য়িমায়ি। বৃষা ৩ ১। ণংবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুহ। য়া ৩

২A ৩২ ৩র ২ ৫ ২
য়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। জাতা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সই। দ্রা ৩

২ ৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২
বাঃ। সুবা ৩ ১। বিদা ৩ ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) অয়া

৩২ ৫র ২ ২A ৩২
৩ ১ ম্। ভরা ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়সাঃ। না ৩ সায়িঃ। ইন্দ্রা

৩২ ৫র ২ ২^ ৩র ২
৩ ১। য়পা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বতে। সূ ৩ তাঃ। গোমো

৩র ২ ৪ ৫র ২ ২
৩ ১। ত্রৈত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্তুচে। তা ৩ তায়ি।

৩ ২ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২
যথা ৩ ১। বিদা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (২) অস্তো

৩ ২ ৫র ২ ২
৩ ১ ৫। ইন্দ্রো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মদে। য ৩ বা।

৩র ২ ২ ৫র
গ্রাভা ৩ ১ ম্। গৃর্ভ্ণা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তিগা।

২ ২^ ৩ ২ ৩ ২
। ৩ গায়িম্। বজ্রা ৩ ১ ম্। চবা ৩ ১

৫ ২ ৫^ ৩ ২
২ ৩ ৪। যণম্। ভা ৩ রাৎ। সমা

৩ ২ ১
৩ ১। প্নগ্নৌ ৩ ৫। ও ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫
বা। উ ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

২ র ২র
৯। (বিশোবিশীয়ম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছহূম্। সু ৩ তাইমায়ি। বা ৩

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ধাগাং ৩ য়া। তুহর। ষঃ শ্রু ২ ৩ ষ্টায়ি। হুম্মায়ি। আ ৩ তা ৩।

১ ৫ ১ ৩ ২^ ৫ ১
সা ২ ৩ ৪ ইহায়ি। ও। হুবায়ি। দা ২ ৩ ৪ বাঃ। হুম্মায়ি।

১ ২ ১ ৫র ৫:
সু ৩ বা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪ য়িদাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ র র ২র ১ ২
অয়ন্তরাহূম। যা ৩ সানসায়িঃ। আ ৩ য়িন্দ্রায়া ৩

২ ১ র ২ ১ ২
পা। বতেস্থ। তঃ সো ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩

২ ১ র ৫ ১ ৩২৲
গিত্রা ৩। স্থা ২ ৩ ৪ চেহায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ১ ২ ২ ১
ত্তা ২ ৩ ৪ ত্তায়ি। হুম্মায়ি। যা ৩ থা ৩। বা

৫র ৫ ২ র
২ ৩ ৪ য়িদায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) অগ্নে-

র র ২র ১ ২
দিন্দ্রোহুম্মা ৩ দেবুবা। প্রা ৩ ত্তাঙ্গা ৩

২ ১ র ২
র্ভণা। ত্তিসান। দিবা ২ ৩ জ্রাম্।

১ ২ ২ ১
হুম্মায়ি। চা ৩ বা ৩। মা ২ ৩ ৪

৫ ১ ৩২৲ ৩
৫৮হয়ি। ও। হুবায়ি। ত্তা

৫ ১ ২
২ ৩ ৪ রাৎ। হুম্মায়ি। গা ৩

২ ১
মা ৩। প্স ২ ৩ ৪ জীৎ।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা। হো ৫

ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২৲৩র৪র ৫ ২ ১
১০॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রমচ্ছ। সুতাঃ।

র ২র২A৩র২৲ ২ ১ র ২ররA
ইমে। ঐহীয়ৈহী ১। বাম্ণং যস্তুহরয়ঃ শ্রুষ্টায়িজাতা। ঐহী-

৩র২৲ — ১ — — ১ —
য়ৈহী ১। আ ২ য়ি। সাআ ২ য়িন্দাবা ২ ঃ। সুবঃ। বা ২

৩ ৫র র ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রমাহুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (১)॥

* * *

২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১
১১। (জরাবোধীয়ম্) ॥ ইন্দ্রমচ্ছাবা। সুতাইমায়ি। বৃষাণাং ২ ৩

২ র ১র ২ ৪S ৫
য়া। তুহর্য়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সত্মায়িন্দা ১ বা ২ ৩ঃ। সূ। বঃ।

৩ ২ ২ ১ ২ ১ র ২ ১
বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (১) অয়ন্তুরোবা। যাদানমায়িঃ।

২ ১ ২ র র র ১র ২
ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বত্তেসুতঃ গোমোজৈত্রা। শুচায়িতা ১

৪S ৫র ৩ ২
তা ২ ৩ য়িয়া। থা। বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২)

২ র ১ ২ ১ র ২ ১ ২র ১ ২
অশ্বেদিন্দ্রোবা। সাদেষুবা। ওভাজা ২ ৩ ৪ ভ্রণা।

র ১ ২ ৪
তিদানসিংবজ্রকৃবা। যণাম্মা ১ য়া ২ ৩ ৫ সান্।

৫ ৩ ২
অ। প্সুজো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

৫ ৩ ২ ৩র ৪ র ৪
১২। (আক্ষারম্)। ইন্দ্রম্। অচ্ছা ৩ ৪। ঔহো ৫ সুতাইমায়ি।

১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩র ২ ১
বৃষাণংযস্তুহরা ২ ৩ য়া ৩ ৪ঃ। শ্রুষ্টা ৩ ৪ য়িজাতা। সইন্দবাঃ।

২ ৪ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৩২ ৩র ৪
সু ৩ ববি। দা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ (১) অয়ম্। ভরা ৩ ৪। ঔহো ৫

র ৪ ১ র ২ ১র ২ ৩র ২
যদানমায়িঃ। ইন্দ্রায়পবত্তেসু ২ ৩ তা ৩ ৪ঃ। গোমো

৩র ২ র ১ ২ ৪র ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ জৈত্রা। শুচেত্তায়ি। যা ৩ থাবি। দা ২ ৩ ৪ ৫

৫ র ৩ র ৩র ৪
য়ি। (২) অশ্বেৎ। ইন্দ্রো ৩ ৪। ঔহো ৫

র ৪ ১র র ২১র ২
মদেষুবা। গ্রাভঙ্গ্ভ্ণাতিসানা ২ ৩ সা ৩ ৪ য়িম্।

৩ ২ ৩ ২ ১ ৪ ৪ ৫
বজ্রা ৩ ৫ ঞ্চবা। মণস্তুনাৎ। সা ৩ মপস্নু।

৩ ১ ১ ১ ১
ঞী ২ ৩ ৪ ৫ ৎ (৩) ॥ ১।২,৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে জাতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিষুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং, ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ ৫খ ৩সূ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) (১অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম (নিরু০ ৬।১২) ক্ষিপ্রং 'জাতাসঃ' জাতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিসুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারং 'ইন্দ্রং' 'অচ্ছ যন্তু' অভিগচ্ছন্তু। 'শ্রুষ্টে' 'শ্রুষ্টী ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৬৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। কিন্তু সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ

পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য ॥ (১অ—৫খ-৩সূ-১সা) ॥

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২

অয়ং ভরায় সানসিং ইন্দ্রায় পবতে সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে ॥ ২ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভরায়' (সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'সানসি' (ভজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ - সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, ভগবন্তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'যথা বিদে' (লোকঃ যথা বস্তুজ্ঞানং লভতে) তদ্বৎ 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'জৈত্রস্য' (জয়শীলং দেবং, জয়শীলং ভগবন্তং) 'চেততি' (জানাতি) ; বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম, ততঃ সত্ত্বভাবসহায়েন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—৩সূ - ২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫দ-১০খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বাদশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, তারপর সত্ত্বভাব-সহায়ে ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভরায়' সংগ্রামায় 'সানসিঃ' ভজনীয়ঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবতে' ক্ষরতি গ্রহাদিষু ক্ষরতি। ততঃ সোমঃ 'জৈত্রস্য' ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং (১,২,২৭৫ বা০)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানসংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (পা০ ৩।৩।৬৬) জয়শীলমিন্দ্রং 'চেততি জানাতি যথা ইন্দ্রঃ 'বিদে' লোকৈর্জ্ঞায়তে তথা জানাতি॥ (১অ—৫খ-৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৯৫ সামের মর্ম্মার্থ।

— ‡ * ‡ —

সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই সত্ত্বভাব মানবের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে মানুষ রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে—"ভরায় সানসি"। রিপুজয় মানবাকাঙ্ক্ষার একটী অংশ মাত্র। রিপুজয়ই চরম সিদ্ধি নয়। অবশ্য রিপুজয়ের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। সেই রিপুজয় করিবার প্রধান অস্ত্র—সত্ত্বভাব। তাই সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানব তেমনি পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি, মন্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১অ-৫খ-৩—২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অস্যেৎ ইন্দ্রো মদেষা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বজ্রঞ্চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেষু' (মদায়, পরমানন্দদানায়' মোক্ষদানায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'অস্য' (সাধকস্য) 'সানসিং (সম্ভজনীয়ং) 'গ্রাভং' (গ্রহনীয়ং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'আগৃভ্ণাতি' (সম্যকরূপেণ গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অপ্সুজিৎ' (অমৃতস্বামী, অমৃতপ্রাপকঃ সঃ দেবঃ) 'বৃষণং' (অভিষ্টবর্ষকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'সম্ভরৎ' (ধারয়তি—সাধকরক্ষায় ইতি যাবৎ); ভগবান্ সাধকস্য পূজাং গৃহীত্বা তং সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যকরূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভিষ্টবর্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন॥ (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্মেৎ' অস্য সোমস্যেব 'মদেষু', 'সঞ্জাতেষু' 'সানসিং' সর্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'গ্রাভং' গৃহীতব্যং ধনুঃ 'গৃভ্ণাতি' গৃহ্লাতি 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছান্দসি'—ইতি ভত্বং কিঞ্চ 'অপ্সুজিৎ।' উদকার্থং বৃত্রস্য জেতা। যদ্বা, 'আপদন্তান্তরিক্ষনাম (নিঘ০ ১৩৮) অন্তরিক্ষে অহিনামকস্য জেতা 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'বজ্রং চ' স্বকীয়মায়ুধং 'সম্ভরৎ' সম্বিভর্ত্তিং বিভর্ত্তেরড়াগমঃ॥ 'গৃভ্ণাতি—গৃহ্নীত'—ইতি পাঠৌ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

ভগবানের পূজার জন্যই মানবের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধনা জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বভাব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তিনি বাহ্য জপতপে তৃপ্ত নহেন। তিনি চাহেন

— মানবের অন্তরের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।"

তাই যখন তিনি সেই বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করেন, তখনই সাধকের জীবন ধন্য হয়। তখন আর তাঁহার দুঃখ তাপ, কামনাবাসনা কিছুই থাকেনা। কারণ তখন তিনি সিদ্ধার্থ। যিনি আপনাকে ভগবানের চরণে বিলাইয়া দিলেন, তাঁহার তো নিজের বলিতে আর কিছুই রহিল না! তিনি তখন বলিতে পারেন,—

"মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কিরে আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছে সকল ভার।"

তখন ভগবান্ সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা।) ॥ *

———•———

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২　　৩　১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
২ ৩　১ ২　　৩ ১ ২　　৩ক ২র
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৩ ২　২　৪　২ ৫　২　৪
১। (শাবাশ্বম্) ॥ পুরো ৩ ১। জো ৩ তী। বোঅ। ধা ৩ সঃ।
৫　১　র র　২　১　—　১র　—
এহিয়া। সূ। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২।
১র　২　৪　২র　—　১র
অপশ্বানাং শ্না ৩ থী ৩। ষ্টা ২ ৩ ৪ না। ঔহা ২ ই। এহি
—　র ১র　২　৪　২　৫
য়া ২। সখায়োদাইর্ঘা ৩ জী ৩। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই ॥ (১)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিক শততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
সখা ৩ ১। য়ো ৩ দী। ঘজি। হ্বা ৩ য়ম্। এহিয়া।

১ র র ২ ১ — ১র — ১
ষো। ধারয়াপা। ব। কয়া ২। এহিয়া ২। পরিপ্র

২ ৪ ৫ ২র — ১র —
স্রান্দা ৩ তা ৩ ই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ৩২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ কা ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই। (২) ইন্দ্ ৩ ১ ঃ।

২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র
আ ৩ শ্বো। নকু। স্বা ৩ য়ঃ। এহিয়া। তাম্। ভুরোষমা।

২র ১ — ১র — র ১ ২ ৪
ভী। নরা ২ ঃ। এহিয়া ২। গোমংবিশ্বাচী ৩ য়া ৩। ধা-

৫ ২র — ১র — র ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ য়া। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২। যজ্ঞায়দাস্ত্ ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই (৩)॥

* * *

২ র র ২ ১র র
২॥ (আস্কীগবম্)॥ পুরোজিতীবো ১ অন্ধাসঃ। সুতায়। মাদা

২ ১ — ১ র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ য়া। হুম্মা ২ ১ ২ ২। ভুবেশ্বপশ্বানশ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ২ — ১ ২ ১
সাখা ৩ উবা। য়ো ২ দী। ঘা ২ ৩ জো। হ্বিয়াম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ ২ র র র ২ ১র র র
হোবা। (১) সখায়োদীর্ঘজাহ ১ য়িহ্বায়াম্। যোধার। য়াপা-

২ ১ — ১ র ২ ১ ১২র৩২
২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ ২ ২। কয়াপরিপ্রস্যন্দতেসুতা ১ ঃ।

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২
আইন্দা ৩ উবা। আ ২ শ্বো। না ২ ৩ কা। ভিয়া। ঔ ৩

৪ ৫ ২ র ২ ১ র
হোবা॥ (২) ইন্দুরখোনকাহ্ ১ র্ষায়াঃ। তন্দুরো। ষমা

২ — ১ র ২ ১র ৲২র৩২
২ ৩ তৌ। হুম্মা ২ হু ১ ২। নরঃ সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়াহ্ ১।

২ ২ —১ ২ ১ ২ ৪ ৫
যাজ্ঞা ৩ উবা। যা ২ দা। ভূ ২ ৩ বা। ভ্রয়া। ঔ ৩ হোবা।

৪
হোহ্ ৫ ই। ডা (৩)॥

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩২ ৪ ১
॥ (নানন্দম্)॥ পুরোজিতীবোঅ। ধসা ৩ঃ। সূ ২ ৩ ৪।

র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩র৪ ৫ ৩ ৫
তায়মাদয়ি। ত্বাবায়ি। অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৪ ৩র ৪ ৫ ৩ ৫ ১২ ১২ ১
অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি। সাখায়োদী। ঘজো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৩৪র ৫র র ৩ ২
বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সথায়োদীর্ঘজি। হ্বিয়া ৩

১ র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র
ম্। যো ২ ৩ ৪। ধারয়াপাব। কায়া। পারিপ্রস্যন্দতে।

৩ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫র ৩ ৫
সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি। পরিপ্রস্যন্দতে। সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আয়িন্দূরাশ্বাঃ। নকে। ২ ৩ ৪ বা। ষা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২)

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ৩ ২ ১ র ৫ র
ইন্দুরখোনকু। ভিয়া ৩ঃ। তা ২ ৩ ৪ ম্। চুরোষমস্তো।

৪ ৫ ৩র ৪ ৩ ৪র ৫ র ৩ ৫ ৪র ৩র
নারাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমবিশ্বা-

৪৫র ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৫
চিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। যাজ্ঞায়াস। তুবো ২ ৩ ৪

৫ ৪
য়া। ভ্রা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৫ ৩২ ৪র ৫ ১র
৪। (গৌরীবিতম্) পুরঃ। জিতা ৩ য়ি। যোঅন্ধসাঃ। সুতায়-

র ১ র২ ৪
মাদয়িত্ববা ২ ৩ য়ি। আপশ্বানা ৩ ১ ২ ৩ মৃ। শ্নথা ৫ য়িষ্টনা।

১র র২ ৪ ৫ ৪ ৫
সাখায়োদা ৩ ১ ২ ৩ য়ি। ঘ:জাবা। হ্বা ৫ যো ৬ হায়ি। (১)

৫র ৩র২ ৪ ৫ ১রর র
সখা। য়োদা ৩ য়ি। ঘর্জহ্বিয়াম্। যোধারয়াপাবকয়া ২ ৩।

১ ২ ৪ ১ ২
পারিপ্রস্যা ৩ ১ ২ ৩। দতা ৫ য়িসুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ ২ ৩ঃ।

৪ ৫ ৪ ৫ ৩২
নকোনা। ঘা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২) ইন্দুঃ। অশো ৩।

৪ ৫ ১ র র ১ ২
নকুর্ত্তয়াঃ। ভন্দুরাবমতীনরা ২ ৩ঃ। গোঅবিশ্বা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১র ২ ৪ ৫
চিয়া ৫ ধিয়া। যাজ্জায়সা ৩ ১ ২ ৩। ভুবোবা

৩ ৫
হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২রর A ৩ ৫ ২র ১২
৫। (কার্ত্তযশম্)। পুরোহাহাউ। জা ২ ৬ ৪ য়িতী। যোআউ ৩

২ ৪৫ ২১ ২ ৪ ৫ ৫
হো ৩। ধাসাঃ। সুতাঔ ১ হো ৩। যাবা ৬। হাউবা।

২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২ ১২
দমিত্বনে ২। উপা। অপশ্বা ৬ শ্নথা ১ য়িষ্টা ৩ না। সখাঔ ৩।

২ ৪৫ ৫ ২ ১ ৩ ১ ২ ১ ১
হো ৩। যোস ৬। হাউবা ঘর্জহ্বিয়াম্। উপা ২ ৩ ৪ ৫। (১)

২রর A ৩ ৫ ২১২ ২ ৪ ৫
সখাহাহাউ। যো ২ ৩ ৪ দা। মদাঔ ৩ হো ৩। হ্বায়াম্।

২র ১-২ ২ ৫ ৫ ৫ ২র ১ — ১ ২
যোধাউ ৩ হো ৩ ১। য়াম্‌৯। হাউবা। পাবকয়া ২। উপা।

১ ২ ২ ২ ১ র ২ ৪ ৫
পরিপ্রস্যন্দতে ২ রিন্দু ৩ বাঃ। ইন্দুরৌ ৩ হো ৩ রি। আপা ৬ঃ।

৫ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র A
হাউবা। নক্বিয়ঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ (২) ইন্দুর্হাউ।

৩ ৫ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫
আ ২ ৩ ৪ ধাঃনকাউ ৩ হো ৩ ১ য়ায়াঃ। অন্দউ হা ৩ ১ রোধা ৬

৫ ২ র র — ১ ২ ১র র ২
য়া। হাউবা। অক্তনয়া ২ঃ। উপা। সোমংবিশ্বাচিয়া ১

২ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৫
ধা ৩ য়া। যজ্ঞ উ ৬ হো ৩ যাধা ৬। হাউবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১
তুরোয়ঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র ২A ৩র ৪ ৫
৬। (তৃতীয়ং ত্রৈচম্) ॥ পুরোজিতী। হায়ি। বোঅন্ধসা ৬ এ।

১ — ১ A ৩২ ৩ ৫ ১২১র
সুত ২ য়ায়া ২। দয়া ৩ ৪ ৫ য়ি। স্বা ২ ৩ ৪ বে। অপশ্বান-

২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২ ১ ২
ং শ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫। সখায়ো ২ ৩ দী। ঘ ৩ হ্বা ২ ৩ য়া ২ ৩ ৪

৩ ৪৫ ৫র র ২A ৩ ৪ ৫ ৫ ১ —
মা (১) সথায়োদা। হো। যাজিহ্বা ৬ মে। ষোধা ২

১ A ৩র ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র A ৩২
রয়া ২। পাবা ৩ ৪ ৫। কা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা ১ঃ।

২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ র
ইন্দুরা ২ ৩ শ্বাঃ। নক্বা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ (২) ইন্দুরশ্বাঃ।

২A ৩ ৪ ৫ ৫ ১ — ১র A ৩২
হো। নক্বিয়া ৬ এ। অন্দ ২ রোধা ২ য়া। অভা ৩ ৪ ৫

৩ ৫ ১র ২১র ২র৩২ ২১র
য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১। যজ্ঞায়া২৩

২ ১ ২ ১
সা। ভুবত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড(৩)॥

* * *

২ র ২র র ১২১ — ১
৭॥ (উর্দ্ধেড়ত্বাষ্ট্রীসাম)॥ পুরোজিতীবোঅন্ধসাঃ। সূতা২য়মা২।

৩২ ৩ ৫ ১২১র ২ ৩ ১১১১
দয়া৩৪৫য়ি। ত্বা২৩৪বে। অপশ্বানঙশ্নথিষ্টনা২৩৪৫।

৩র২র১ ২১ ২ ১র২র
সাখায়োদায়ি। ঘজিহ্বা২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) সখায়ো-

র১ ২১ — ১ ৩র২ ৩
দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধা২য়ায়া২। পাবা৩৪৫। কা২৩৪

৫ ২ ২ ২৩২ ৩ ২১ ২১
য়া। পরিপ্রস্কন্দতেসূতা১ঃ। ইন্দুরশ্বাঃ। নক্কত্বা২৩

২ ১২১২র১ ২১ — ১র A
য়া৩৪৩ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তান্দ২রোষা২ম্।

৩২ ৩ ৫ ১র ২১র২র৩২
অত্তা৩৪৫য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১।

৩র২১২১ ২ ১
যজ্ঞায়সাভুবত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা(৩)

* * *

২র র র ২ র রS
৮॥ (মধুশ্চুয়ন্নিধনম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসা৩এ। সুতায়মা৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — র
দায়িত্বা৩। হা৩হা। ঔ৩হো বা। আয়িহী২। অপশ্বা-

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
নঙ৩শ্নথিষ্টনা৩। হা৩হায়ি। ঔ৩হো৩বা। আয়িহী২।

১ র র ২　　২ ২　　S ২ ২　　১ —
সাধায়োদা ৩।　হা ৩ হায়ি।　ঔ ৩ হো ৩ বা।　আয়িহী ২।

১　　A ৩　　৫র র　　২ র র র
ষজি।　হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১)　সধায়োদীর্ঘ জহ্বিয়া ৩

২.　র র Sর　১ ২　　২ ২　　S ২ ২
মে।　যোধারয়া ৩ পাবকয়া ৩।　হা ৩ হা।　ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ —　　১ র ৩　　২ ২　　s
আয়িহী ২।　পরিপ্রস্থা ৩ ন্দাস্তেসুতা ঃ।　হা ৩ হা।　ঔ ৩

২ ২　　১ —　　১ ২　　২ ২　　s
হো ৩ বা।　আয়িহী ২।　আয়িন্দুরশ্বা ৩ ঃ।　হা ৩ হায়ি।　ঔ ৩

২ ২　　১　　১　　A ৩　　৫র র
হো ৩ বা।　আয়িহী ২।　নক্ত।　ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

২ র ৫ ২　　র　　১ র ২
(২)　ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ।　তন্দুরোষা ৩ মাস্তীনরাঃ ৩ ঃ।

২ ২　　S S ২　　১ —　　র　　র S
হা ৩ হা।　ঔ ৩ হো ৩ বা।　আয়িহী ২।　গোমৎ বিশ্ব ৩

১২　২　২　S ২ ২　　১ —　১ র ২
চায়াধিয়া ৩।　হা ৩ হা।　ঔ ৩ হো ৩ বা।　অয়াহী ২।　ষাস্তায়সা

২ ২　　S ৩ ২　　১ —　　১　　A ৩
৩।　হা ৩ হায়ি।　ঔ ৩ হো ৩ বা।　আয়িহী ২।　তুণা।　দ্রা ২ য়া

৫র র　　২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা।　মধুশ্চযতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩) ॥

৪ ৩　　৪　　২ ৪ ৫　　১ র
৯। (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্) ॥ পুরোং ৫ জি।　তা ৩ য়িবো ৩ অন্ধাসাঃ।　সুতায়মা।

২ ১ ২ ২　　১ —১র　　২　　১　　২ ২
দা ৩ য়ায়িত্না ৩ বে।　অপা ২ খা।　নশ্নথা ২ ৩ থা।　হুম্মায়ি।　হী ৩ না।

১ র র র　A ৩ ২　　১ ২　১র র　　র র
দাধায়োদীর্ঘজা ২ য়িহ্বয়াউ ॥ (১)　দাধা।　যোদীর্ঘজিহ্বায়োধারয়া।

২ ১২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২ ২
পা ৩ বাকা ৩ য়া। পরা ২ চিএ। জন্মা ২৩ তা। হস্থায়ি। সূ ৩ আঃ।

১ র A ৩২ ১ ২ ১ র র
আয়িমূরখোনকা ২ র্বিরাউ। (২)। আয়িন্দ্। অথোনকব্যজন্দুরোবাণ।

২ ১ ২ ২ ১র — ১ র ২ ১ ২ ২
আ ৩ আয়িনা ৩ আঃ। সোমা ২ বি। যাচা ২৩ য়া। হস্থায়ি। ধা ৩ য়া।

১র A ৩২ A ১ ১ ১
বাজোয়িসত্বয়া ২ ত্রয়াউ। বা ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

২ ১র ২র র ১ ২ ১২১ ২ ১ ২ ১
১০. ৯ (বৃহদাগ্নেয়ম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ। ঔয়ইয়াহায়ি। সুতায়। মা।

২৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১ ২
দায়িত্না ২ ৩ ৪ বায়ি। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। অপশ্বা। সায়।

১ A ৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১২ ২
শ্বথা ২ য়িষ্ঠা ২ ৩ ৪ মা। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। শাখা ৩ উগা।

১ ২৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫
যঃ। দায়ি। যাভিদয়া ২ ৩ ৪ য়াম্। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহা। (১)

১র২রর ১২১ ১২১ ২ ১র২ ১ ২৩ ৫
সখায়োদীর্ঘজীহ্বয়ম্। ঔয়ইয়াহায়ি। যোধায়। বা। পাবকা ২ ৩ ৪ যা।

১২ ৫ ৪ ৫ ১ ১ A ৩ ৫
আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। পরিপ্র। স্য। দতা ২ য়িন্দ্ ২ ৩ ৪ ভাঃ।

১২ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ২ ১ ২৩
আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। আয়িন্দা ৩ উবা। অ। খো। মারুত্ত্ব-

৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১২১২র১ ২
২ ৩ ৪ য়াঃ। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহা। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ।

১২১২ ১ ৩র ১ ২A ৩ ৫ ১ ৫
ঔয়ঔয়াহায়ি। তন্দুরো। বায়। আভায়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ। আওঁ ৩ ৪ হো।

৪ ৫ ২র ১ A ৩ ৫ ১২ ৫
ইয়াহায়ি। দোগ্রংবি। শ্ব। চিয়া ২ বা ২ ৩ ৪ য়া। আওঁ ৩ ৪ হো।

৪ ৫ ১২ ১ ২৩ ৫
ইয়াহায়ি। যাজ্ঞা ৩ উবা। য। না। তুবস্ত্রা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১২ ৫ ৪ ৫ ৪
আওঁ ৩৪ হোবা। ইয়াহা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২২র ১ — ২ ২১র ২ ১২৩
১১। (ঔদলম্)। পুরোজিতীবো। যোঅ। ২ ন্ধসঃ। সুতায়মা ৩। দায়িত্না-

৫ ১২র ১ ১ ২২র, ২ ১
২৩৪ বায়ি। অপশ্বানাম্। শ্নথা ২ যিষ্টন। সথায়ো ২ ৩ দী ৩। ঘা ২ ৩

২ ২ ৫ ১২র ১ —
ঔ ৩ য়ি। হুবা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সথায়োদায়ি। ঘাভা ২

১ ২র১র ২ ১২৩ ৩ ১২১ — ১
য়িহ্বিয়াম্। যোধারয়া ৩। পাবকা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্যা। দান্তা ২ য়িন্দুতাঃ।

২১২ ১ ৪ ২ ৫
ইন্দুরা ২ ৩ শ্বা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ঔ ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২)

১২১ — ১ ২১র২ ১২৮ ৩ ৫
ইন্দুরশ্বাঃ। নাকা ২ য়ি য়াঃ। তন্দয়োষা ৩ ম্। আত্তায়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১র২ ১ — ১ ২১র ২ ২ ৪
সোমংবিশ্বা। চায়া ২ ধিয়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ সা ৩। ভু ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
ঔ ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

১ ২১ ২র ১ র ২
১২। (ঐড়মারাজম্)। আয়িপুরাঃ আয়িতায়ি। যো অন্ধসঃ। সুতায়মা ৩ ১।

২১ ২২ ১২ র র২ ২১
দয়িত্নবায়ি। আপশ্বানা ৩ ১ ম্। শ্নথিষ্টনা। সাখায়োদা ১ য়ি। ধজিহ্বা

২ ১ ২১ ৩১ ২১ র ২
২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ম্। (১) আয়িনথা। যোদায়ি। ধজিহ্বিয়াম্। যোধারয়া

২র১ ২ ২১র ২
৩ ১। পাবকয়া। পারিপ্রস্যা ৩ ১। দন্তেন্দুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ঃ।

২১ ২ ১১১ ১২ র২
নকৃৎ ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩। (২) আইন্দুঃ। আশ্বো। নকৃত্বিয়াঃ। তাস্পুয়োষা

২১র ২ ২১র র ২
৩ ১ ম্। অত্তীনয়াঃ। সোমংবিশ্বা ৩ ১। চিয়াধিয়া। যজ্ঞায়সা ৩ ১।

২১ ২ ১
ভুবয়া ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা (৩)।

২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ —
১৩। (নিষেধম্)॥ পুরোজিতীবো ৩ অন্ধসাঃ। সুতায়মা। দয়িত্নবা ২ য়ি।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২
ইহা ৩। আপা ৩ থানাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্নথিষ্টা ২ ৩ না।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪
ইহা ৩। সাখা ৩ য়োসারি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। যজা ৩ য়িহ্বা ৫

২ র র র ২ র ১ ২ ১ ২র ১ —
য়া ৬ ৫ ৬ ম। (১) সখায়োদীর্ঘা ৩ জিহ্বিয়াম। যোধারয়া। পাবকয়া ২।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২
ইহা ৩। পারা ৩ য়িপ্রাস্থা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। দক্ষেস্থ ২ ৩ তাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪
আয়িন্দ্ ৩ রায়াঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নকা ৩ র্যা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। (২)

২ র ২ ১ ২র ১ ২ র ২ — ১ ২
ইন্দুরখোনা ৩ কৃতিয়াঃ। তন্দুরোথাম্। অত্তীনয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ র ১ ১ ১ ২ ১ ২
সোমান্তংবায়িখা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। চিয়াথা ২ ৩ য়া। ইহা ৩। থাজা ৩

৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১
য়াসা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। তুবা ৩ ত্রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১ ২ ১ ২ র ২র ১ ২ — ১র ২ র
১৪। (আনূপদাপ্রাখ্যম্)॥ পুরাঃপুরাঃ। জিতীবো ৩ আন্ধা ১ সা ২ ঃ। সুতায়মা।

১ ২ — ১ — ৫ — ১ — ১
দয়ায়িত্না ১ বা ২ য়ি। আপা ২ য়ি। আপা ২ থানা ২ ম্। শ্নথিষ্টা ২ ৩

২ ১ ২ র ২ ১ ৪ ২
না। সথায়ো ৩ দীত। যা ২ ৩ আ ৩ বি। হ্বা ৬ ৪ ৫ যো ৬

৫ ১২ ১২ র র ১ ২ — ১ র ২ র
হায়ি। (১) সথাসথা। য়োদীর্ঘা ৩ আয়িহ্বা ১ য়া ২ ম্। যোধারয়া।

র ১ ২ — ১ — ১ — ১র ২ ১ ২
পাবাকা ১ য়া ২। পারা ২ য়িপ্রাস্থা ২। দক্ষেস্থ ২ ৩ তাঃ। ইন্দ্রা ৩

২ ১ ৪ ২A ৫ ১ ২ ১ ২
যা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। যা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি। (২) ইন্দ্রিন্দ্রঃ।

র ১ ২ ⚌ ১ ২র ১ ২ ⚌ ১ ⚌
অগ্নোনা ৩ কার্বা ১ য়া ২ ঃ। ত্বান্নুয়োবম্। অতাম্নিনা ১ য়া ২ ঃ। সোমা ২ ৫

১ — ১র ১ ১ ২ ২ ১ ৪
বারিখা ২। চিরাধা ২ ৩ মা। বজ্ঞায়া ৩ পা ৩। তু ২ ৩ বা ৩।

২A ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩ র ৪ ২ ৪ ৫
১৫॥ (বৈভহবামোকোনিধনম্)। পুং ৫ রোজি। ত্বা ৩ য়িবো ৩ অঙ্গনাঃ।

১র ৭ A ৩ ৫ ১ A ৩ ৫ ২
সুতায়মা। দয়া ২ য়িত্ত্বা ২ ৩ ৪ বায়ি। অপা ২ খা ২ ৩ ৪ নাপ্। শ্লা ৩

১ ২ ২ ১র২র ১ A ৩ ৫র র
খায়িষ্টা ৩ না। দাখায়োদীর্ব্বং। আয়ি। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ২র র A ৩
দাহ ৫ খায়ঃ। দা ৩ য়ির্ঘা ৩ জিহ্বেষাম্। যোধায়ষা। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪

৫ ৭ A ৩ ৫ ২ ১ ২ ২ ১ ২১২র১
য়া। পরা ২ য়িপ্রা ২ ৩ ৪ স্তা। দা ৩ তায়িন ৩ তাঃ। আয়িন্দুরখোম।

১ A ৩ ৫র র ৩ ৪ ২
কা। ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আহ ৫ য়িন্দুর। খো ৩ না ৩

৪ ৫ ১ র ৭ A ৩ ৫ ১র A ৩
কৃত্বিমাঃ। ত্বান্নুয়োবাম্। অভা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ। সোমা ২ ৫ বা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১২ ২ ১র২ ১ A ৩
য়িখা। চা ৩ য়াধা ৩ য়া। বাজ্ঞায়সন্ত। আ। ত্রা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ও ১ বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)॥

* * *

১র — র ১ —১ — ১
১৬॥ (সোমসাম)॥ পুরোজিত্তা ২ য়িবোঅন্ধসাঃ। সুতা ২ য়ামা ২। দয়িত্নবায়ি।

—১ — ১ —১ — ১
আপা ২ খানা ২ প্। শ্নথিষ্টনা। সাখা ২ য়োদা ২ য়ি। র্বজিহ্বা ২ ৩

২A ১রর — ১ —১ —
য়া ৩ ৪ ৩ ম্॥ (১) দখায়োদা ২ য়ির্ঘজিহ্বিয়াম্। বোধা ২ য়ায়া ২।

র ১ — ১ — ১র — ১ —
পাবকয়া। পায়া ২ রিঞাঙা ২। দক্ষেসুতাঃ। আয়িন্দ্‌ ২ য়াথা ২ ঃ।

১ ২A ১ — ৩ — ১ —
সকুথা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। (২) ইন্দুরথো ২ নকুথিয়াঃ। তান্‌ ২ য়োবাহ

১র — ১ — ১র — ১ —
-ম্‌। অভীনয়াঃ। সোমা ২১ যায়িখা ২। চিয়াথিয়া। যাজা ২ য়াসা ২প

১ ২A ১
তুবয়া ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। ও২ ৩৪ ৫ঈ। ডা। (৩)।

* * *

১ ৫ ২A ১
১৭। (আসদন্তবম)। পূ২৩৪। রঃ। জিতারি। বোঅঙ্গা ২ ৩ঃ।

১ র ৫ ২র ১১ ১ র ৫
পূ২৩৪। তা। রয়া। দারিয়ুবা ২ ৩ রি আ ২৩৪। প। খানাম্‌।

২র ১ ১ র র ৫ ২র ১ ২ ১
য়াথিইনা ২৩। সা২৩৪। খা। রোদারি। খাজিহ্বিয়া ৩ মাউ। (১)

১ র র ৫ ২র ১ ১ র
সা২৩৪। খা। য়োদারি। খাজিহ্বিয়া ২৩ম্‌। বো২৩৪। খা।

৫ ২র ১ ১ ৫ ২র১র
য়য়া। পাবকয়া ২৩। পা২৩৪। রি। প্রস্তা। দাক্ষেসুতা ২ ৩ঃ।

১ ৫ ২র ৮ ২ ১
আ২৩৪রি। ন্দুঃ। অথাঃ। নাকুথিয়া ২৩ঃ। তা২৩৪ম্‌। হ।

র ৫ ২র১র ১ ৫ ২র১র
য়োবাম্‌। আভীনয়া ২৩ঃ। সো২৩৪। মন্‌। দিখা। চীয়াথিয়া২৩।

১ র ৫ ২র১ ২ ১১১১
যা২৩৪। জা। বসা। তুনত্রয়া ৩১ উ। বা২৩৪৫ (৩)।

* * *

৪৩র ৪৫র র ৩২ ৪র ৫
১৮। (অনিষ্টোত্তরম)॥ পুরোজিতীবোঅ। ধসা ৩ঃ। সুতায়া। হোরি।

১ র ৭ ১ ১ ৩ ৪৫র ৩২ ৪ ৫ ১র২র
-তোরি। মাদায়ষ্যা২৩৪রি। অপশ্বানম্‌। শ্নথা ২ রিষ্টানা। সাখায়ো-

-র Sর ২ A৩ ৫র র ২৪র৫র র
দীর্ঘো ৩। হো ৩১ রি হ্বা ২ য়া ২৩৪ ঔহোবা। (১) দধায়োদীর্ঘজি।

৩ ২ ৪র্‌র ৫ ১ র ৭ ৩ ৪ ৫

হ্রিয়া ৩ য়্। যোধায়া। হোয়ি। ২। য়াপানকায়া ২৩৪। পরিস্রুত।

৩ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১২র S র ২ ৩ ৫র র

দত্তা ৩ ব্রিশ্বতাঃ। অরিন্দুরথোনকো ৩। হো ৩১। বা ২। য়া ২৩৪ ঔহোবা।

৩ ৪৩৪র ৫ ৩ ২ ৩ ৫র ১ র ২

(১২) ইন্দ্রয়োনক্রমা বিয়া ৩৪। তন্দুরা। হোয়ি। হোয়ি। বাম্রতী।

৩র ৪ ৫ র ৩ ২ ৪ ৫ ১ র ২ S ২

নায়া ২৩৪৫। সোমং বিধা। চিয়া ৩ধারা। যজ্ঞায়নস্তবো ৩। হো

৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১

৩১। য়া ২। য়া ২৩৪ ঔহোবা। অনী ৩ য়া ২৩৪৫ য় (৩)।

* * *

৫ র ২ ৪র ৫র ৩ ৫ ২ র ১ —

১১। (আগন্তর সোমসাম) পুরোজা ৩ বিঠোবো অন্ধসঃ। সুতায়াম ২।

র ১ ৭ র ২ ৩র ২ র ১ ৭ ২

দায়াবিত্নবে। ৩৩৪। হাহোয়ি। অপখানন্ত য়া ৩ থাবিষ্টম। ৩৩৪।

৩র ২ র র র ১ A ৩২A ১র র

হাহোয়ি। নখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ম্। হুয়া ২। ভিয়া ৩৪ ঔহোবা। (১)

৫ র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ র র ১ — র ১ ৮ ২ ৩র ২

নখায়ো ৩ দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধাজায়া ২। পাবাকয়া। ৩৩৪। হাহোয়ি।

১ ৭ ২ ৩র ২ র ১ —

পরিস্রুতা ৩ অভিদ্রুতঃ। ৩৩৪। হাহোয়ি। ইন্দুরথোনক্রবিয়ং। হুয়া ২।

৩২A ৫র র ৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১র — র ১ ৭

ভিয়া ৩৪ ঔহোবা। (২) ইন্দুরা ৩ থোনক্রবিয়াঃ। তন্দুরোবা ২ য় অজ্জায়ি

২ ৩র ২ র ৩ A ৩ ২

নয়াঃ। ৩৩৪। হাহোয়ি। যজ্ঞায়নস্তবঃ। হুয়া ২। ভিয়া ৩৪

৫র র ৩ ৫

ঔহোবা। উ ২৩ পা (৩)।

* * *

২ ১র ২র র ১ ২ ১ র র ৫ ১ ২

১। (অগ্নায়তোদ্ভিদ) পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ। সুতায়মাদয়িত্না ২ ৩ বায়িঃ।

১ র ২ ১ ২ ১র ২ ১ A ৩ ২

অপশ্বানন্ত শ্নথিষ্টা ২ ৩ না। ৩ সখায়ো ২৩ দী ৩। যা ২। ভিয়া ৩৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র২র র১ ২ ১ র র র র ২ ১
ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ ৫ য়্॥ (১) সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধারয়াপাবকা

২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ A ৩ ২
২ ৩ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেস্ ২ ৩ তাঃ। ইন্দুরা ২ ৩ শ্বা ৩ঃ। না ২ কৃথা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১২১২র১ ২ ১ র ২ ১র
৩ ৪ ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তন্দুরোযমতীনা

২ ১র র ১র ২ ১র ২ ১ A ৩ ২
২ ৩ য়াঃ। সোমং বিশ্বচিয়াধা ২ ৩ য়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ না ৩। তু ২। অস্রা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)॥

* * *

২ ১র ৪র ৫ ২ ৩ ৫ ১ —১
২১॥ (আকূপারম্)॥ পুরোজা ২ ৩ ঔত্রাবঃ। অন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। সুতা ২ রমা।

২ ১ ২ ১ — ১ ২ র ১ ১
দরিদ্রবাযি। অপষাসা ২ য়্। শ্রথিষ্টনা। সখায়োদী ২ ৩। র্ঘা ২ ৩

৪ ২ ৫ ২১র ৪র৫ ২ ৩
৪জা ৩ য়ি। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সখায়ো ৩ দীর্ঘ। জিহ্বা ২ ৩ ৪

৫ ১র —১ ২র ১ ২ ১ — র ১ ২
য়াম্। যোধা ২ রয়া। পাবকয়া। পরিপ্রাতা ২। দন্তেসুতাঃ। ইন্দু-

১ ১ ৪ ২ ৫ ২ ১৪র
রাশ্বা ২ ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ত্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দুরা ৩

৫ ২ ৩ ৫ ১ — ১র ২ র ১ ২র
শ্বোন। কৃত্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ। তন্দ ২ রোযাম্। অভীনরাঃ। সোমং-

১ — র ১ ২ র ১ ১ ৪
বায়িশ্বা ২। চিয়াধিয়া। যজ্ঞাবাসা ২ ৩। তু ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
স্রা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪র ৫র৪ ৫ ২ ১ ২ ১ A ৩ ২
২২॥ (সাঞ্জম্)॥ পুরোজা ৩ য়িতীবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা ২। দয়া ৩ ৪ ৫ য়ি।

৩ ৫ ১ ২১র ২ A ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২A৩ ৫
য়া ২ ৩ ৪ বে। অপশ্বাস্ব শ্রথিষ্টনা ২ ৩৪ ৫। সাখা ২ ৩ ৪ বা।

১ ২৲৩ ৫ ৪ ৫ র ২ ৪রু৫ ৪ ৫
যোবাও ২ ৩ ৪ বা। যজা ৫ য়িক্কিয়াম্। (১) সথায়ো ৩ দীর্ঘজিহ্বয়াম্।

২র১ ২১ A ৩র ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র৲৩২
যোধারয়া ২। পাবা ৩ ৪ ৫। কা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা ১ ঃ।

২A৩ ৫ ১ ২A৩ ৫ ৪
আয়িন্দাও ২ ৩ ৪ বা। আখাও ২ ৩ ৪ বা। নকা ৫ ত্তিয়াঃ। (২)

৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২র১ A ৩ ২ ৩
ইন্দুরা ৩ খোমকৃত্বিয়াঃ। ত্তন্দুরোম্ম ২ ম্। অভা ৩ ৪ ৫ য়ি। না ২ ৩ ৪

৫ ১র ২১র ২রA ৩ ২ ২৲৩ ৫ ১২৲৩
যাঃ। লোভংবিশ্বাচিয়া। ধিয়া ১। যাজ্জাও ২ ৩ ৪ বা। যাসাও ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৪
বা। ভুগা ৫ ত্রয়াঃ। হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* . *

২ র র ১ ২ র ১ A ৩
২৩। (ক্ষুল্লককালেয়ম্)। পুরোজিতীবো ১ ন্ধাসাঃ। স্থতায়মাও। দয়া ২ য়িত্নু

৫ ২ ১ ২ — ১র ২ ৲৩ ২ ১ ১ ১
৩ ৩ ৪ বায়ি। অপা। অপা ৩ ১ উ। বা ২। শ্বানিংশ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ২ ১ ২ ১ ২ র র র
সথাহোয়িয়ো ২ ৩ দী। ক্ষজিহ্বিয়ম্। ইডা ২ ৩॥ (১) সথায়োদীর্ঘজ্বা

২ র র ১র ৲ ৩ ৫ ২ ১ ২
১ য়িহ্বায়াম্। যোধারয়া ৩। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪ য়া। পয়ায়ি। পয়া

— ১ ২র৩ ২ ১ ১ ২ ১ ২
৩ ১ উ। বা ২। প্রস্যন্দতেসুতা ১ঃ। ইন্দুর্হোশ্বা ২ ৩ খাঃ। মার্কাবিয়ঃ।

১ ২ র ২ র ১ A
ইডা ২ ৩। (২) ইন্দুরশ্বোনকা ১ ত্বিয়াঃ। ত্তন্দুরোম্মা ৩ ম্। অভা ২

৩ ৫ ২র ১ ২র — ১র ২রA৩২
য়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ। সোমাম্। সোমা ৩ ১ উ। বা ২। বিশ্বাচিয়াধিয়া ১।

২১র ২ ১ ২ ১ ১
যজ্ঞাহোয়িয়া ২ ৩ সা। ভুবত্রয়ঃ। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

২ র ১র ২র ১ ২ র
২৪। (কৌশম্ম)। পুরোজিতোহোয়ি। বোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা ৩।

১ ২ ৪ ২ ১র র ২র ১ ২ র র
দায়া ৩ য়ি হা ৫ ম ৬ ৫ ৬ য়ি। (১) অপশ্বানোহো। শ্নথিষ্টনা। সখায়ো-

১ ২ ৪ ২ র ২র র ২র ১
দা ৩ য়ি। দাদা ৩ য়িহ্বা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম। (১) সখায়োদোহো। দাজিহ্বি-

২রর ১ ২ ৪ ২ ১ র ২র১র
য়াম। বোঅয়য়া ৩। পাবা ৩ কা ৫ য়া ৬ ৫ ৬। পরিপ্রতোহো। দাক্ষে-

২ ১ ২ ৪ ২ ১ র
সুতাঃ। ইন্দুরশ্বো ৩। মাবা ৩ বী ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। (২) ইন্দুরশ্বোহো।

২র১ ২ র ১ ২ ৪ ২র
মাকৃবিয়াঃ। তন্দুরোবা ৩ ম। আভা ৩ য়িনা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। দোষং

১ র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
বিধোহো। চৌয়াধিয়া। যজ্ঞায়দা ৩। তূবা ৩ য়া ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ (৩)।

* * *

৫ র ৩২রn৩র৪৫ ২ ১ ১ ১ ১ ১ A
২৫। (গৌতমম্)। পুরোজিতোবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা। দরিদ্রবা ২ য়ি।

৩২n ৩র ৫ ১র ২ n৩ ১ ১ ১ ১ ৩২n ৩র
আপা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। শ্বানম্প্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫। সখা। ঔহো ২ ৩ ৪

৫ ৩র২n ৩ ২ ৫ ৪ ৫ র৩র র n৩
বা। য়োদা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। যদা ৫ জিহ্বিয়াম্। (১) সখায়োদীর্ঘ-

৫ ২র ১ ২১ ২র ১ n ৩২n ৩র ৫
জিহ্বিয়াম্। বোধায়য়া। পাবকয়া ২। পয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ২র৩২ ৩২n র ৫ ৩২n ৩র
প্রতক্ষসুতা ১ ২। ইন্দা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। অশা। ঔহো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৩২রn৩৪৫ ২ ১ ২র১ ২ র ১ n
বা। সকা ৫ বিয়াঃ। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃবিয়াঃ। তন্দুরোবাম্। অভীনয়া ২ ২।

৩র২n ৩র ৫ ২১র ২রn৩২ ৩২n ৩র
দোষা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বিধাচিয়াধিয়া ১। যজ্ঞা। ঔহো ২ ৩ ৪

৫ ৩২n ৩র ৫ ৪ ৫
বা। য়দা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। তুবা ৫ য়য়াঃ। হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

২ র　র ১　২　১ র২১র
২৬। (আভ্রেয়ম্)। পুরোজিতীয়ি। বোঅন্ধা ২ ৩ সাঃ। সুতায়মা।

২ ১　২ ১　১ র　৭　১ ২ ২
দয়িত্না ২ ৩ বায়ি। আপশ্বানম্। জাবিষ্টানা ২। সখায়ো ৩ দী ৩।

৪ ৫ ৪　৫　২ র র　১　২
ঘজোবা। হুবা ৫ য়া ৬ হায়ি। (১) সখায়োদায়ি। ষাজিহ্বা ২ ৩ য়াম।

১শ্ব২র১র　২ ১　২　১　৭র　—　৬ ২
বোধায়রাপা। ষকা ২ ৩ য়া। পায়ধঙ্গ। দাতেন্দ্রতা ২ঃ। ইন্দ্রা ৩

২　৪ ৫　৪　৫　২　১
থা। ত ঃ। মকোবা। হা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২) ইন্দ্রর্ষাঃ। মক্রুতা ২ ৩

২　১ ২র১　২১র　২　১র　র　৭র —
য়াঃ। তান্দ্রোষম্। অভীনা ২ ৩ য়াঃ। সোমবিশ্বা। চায়াণায়া ২।

১ ২ ২　৪ ৫ ৪　৫
ষজায়া ৩ দা ৩। তুবোণা। য়া ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২ র　র র　২　১র ২
২৭। (ভদ্রাভতীয়াভম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধা ৩ সাঃ। সুতায়মা। দয়ি।

১ —　১ ২ ২　১ ^ ৩　৫　২১র
ত্নাবা ২ য়ি। অপাশ্বা ৩ না ৩ ম্। শ্নথা ২ য়িষ্টা ২ ৩ ৪ না। সখায়ো ২ ৩

২ ১ ২　১　২ র র র　২　র ১র ২
দী। ষাজিহ্বিয়ম্। ইডা ২ ৩। (১) সখায়োদীষজিহ্ব ৩ য়াম্। বোধায়য়া।

র　১ — ১　২ ২　১ • ^ ৩　৫ ২ ১
পাব। ক্বায়া ২। পয়াঘ্রিপ্রা ৩ তা ৩। দক্তা ২ মিন্দ্র ২ ৩ ৪ তাঃ। ইন্দুরা ২ ৩

২　১ ২　১　২ র　২　১ র ২
র্থাঃ। মাক্রুদ্বিয়ঃ। ইডা ২ ৩। (২) ইন্দুরশোমক্রুদ্বা ৩ য়াঃ। তন্দ্রোষাম্।

র ১ — ১র ২ ২　১ ^ ৩ •　৫　২১র
অভী। মায়া ২ঃ। সোমাংবা ৩ য়িখা ৩। চিয়া ২ ষা ২ ৩ ৪ য়া। ষজায়া ২ ৩

২　১ ২　১　২A　১
না। ভুগত্রয়ঃ। ইডা ২ ৭ ভা ৩ ৪ ৩। ঙ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

৫　৩ ২　২ ২র　৩র ২ ১
২৮॥ ষিরন্তাবন্তাত্ত্রীপাব)॥ পুরঃ। জিতা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। বোঅন্ধানা

৫র　৩ ২　২ ২র　৩ ২ ১　৫
২ ৩ ৪ ঃ। সুতা। য়মা ৩। হা ৩ হা। দায়িত্নাবা ২ ৩ ৪ য়ি। অপ।

৩র ২ ২ ২n ৩ ২ ১ ৫র ৩র২ ২
খাম্না ৩ য়্। হা ৩ ন্না। স্থবিষ্টান্না ২ ৩ ৪। সখা। যোদ্বা ৩। হা ৩

২n ৩২ ১ ৫ ৪ ৫ ৫১
হারি। যজ্ঞা ৩ বো ২ ৩ ৪। বা। হ্বা ৫ যো ৬ হায়ি। (১) সখা।

৩র ২ ২ ২n ৩ ২ ১ র৫র ৩২
য়োদ্বা ৩। হা ৩ হারি। যজ্ঞিয়্বায়া ২ ৩ ৪ য়্। যোধা। য়্যা ৩।

২ ২u ৩২২ ১ ৫ ৩২ ২ ২n
হা ৩ হা। পাবকায়া ২ ৩ ৪। পরি। প্রঞ্জা ৩। হা ৩ হা।

৩২র১ ৫ ৩ ২ ২ ২u ৩ ২ ১
দক্তেশুভা ২ ৩ ৪ঃ। ইন্দ্রুঃ। অশ্বা ৩ঃ। হা ৩ হা। নক্তা ৩ বো ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫ ৫ ৩ ২ ২ ২n ৩ ২ ১
বা। হ্বা ৫ যো ৬ হায়ি। (২) ইন্দ্রুঃ। অশ্বা ৩ঃ। হা ৩ হা। নক্তুবায়া

৫ ৩র ২ ২ ২ ৩২র ১
২ ৩ ৪ঃ। বন্দ্রু। য়োধা ৩ য়্। হা ৩ হা রি। অভীনায়া ২ ৩ ৪ঃ।

র ৫ ৩ ২ ২ ২n ৩২র ১ ৫র ৩২
সোমম। বিশ্বা ৩। হা ৩ হা। চিয়াধায়া ২ ৩ ৪। যজ্ঞা। যসা ৩।

২ ২u ৩২ ১ ৫ ৪ ৫
হা ৩ হা। তুবা ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। ব্রা ৫ যো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২১র ২র র ১ ২ ১ ২S ২ ১ ১
। অ৮নিধনস্তাষ্ট্রীসাম্। পুরোজিতীবো অন্ধসঃ। সুতাহাউ। যমা ৩ দায়িত্না-

— ৩২ ১ ১ n ৩ ৫ ২ র ১ ১
বা ২ য়ি। যমা ৩ হো। দয়া ২ য়িত্না ২ ৩ ৪ বায়ি। অপশ্বানা ৩ ৮শ্লাথি-

n ৩র ২ ১ n ৩ ৫ ২ র র রS ৩ ১
ষ্টানা ২। খানা ৩ ৮ হো। সখা ২ য়িষ্টা ২ ৩ ৪ না। সখায়োদী ৩ র্ঘাজি-

n ৩ ২ ২ র ৩ ৫ n ৩
হ্বায়া ২ য়্। সখা ৩ হোয়ি। যোদো ২ ৩ ৪ হায়ি। যা ২ বা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১র ২র ১ ২ ১র
ঔহোবা। হ্বিয়া ৩ মা ২ ৩ ৪ ৫॥ (১) সখায়োদীর্ঘজিহ্বয়ম্। যোধা

২S রS ১ ১ u ৩২ ১ ১ র n ৩ ৫ ২
হাউ। র্য়া ৩ পাবকায়া ২। র্য়া ৩ হো। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্র-

১ ১র n ৩ ২ ১ ১ — ৩ ৫
স্তা ৩ ন্দাক্তেশুভঃ ২ঃ। প্রাজ্ঞা ৩ হো। দক্তা ২ য়িশু ২ ৩ ৪ ভাঃ।

২ রS ১ ৭ ∧ ৩২ ১ ৩ ৫ ১ A ৬
ইন্দ্ রখৌ ৩ মাক্কত্বায়া ২ ঃ। ইন্দু ৩ হোয়ি। অখো ২ ৩ ৪ হায়ি। না ২ কা ২-

৫রর ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১২১২র১ ২ ১ ২
৩ ৪ ঔহোবা। ভিয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫॥ (২) ইন্দ্ রখোনক্কত্বিয়ঃ। ভন্দুহাউ।

র র৫ ১২ A ৩র২ ১ ৭ A ৩ ৫
রো যা ৩ মাভৌ ১ নারা ২ ঃ। রোবা ৩ ৮ হোয়ি। অভা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ রাঃ।

২র র৫ ১৭র ∧ ৩ ২ ১ ৭ A ৩ ৫ ২
সোমংবিশ্বা ৩ চায়াধায়া ২। বিশ্বা ৩ হোয়ি। চি য়া ২ ধা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়সা-

১ ৭ ∧ ৩ ২ ১ ৩ ৫ ১ ∧ ৬
৩ স্তু বগ্রায়া ২ ঃ। যজ্ঞা ৩ হো য়ি। যশো ২ ৩ ৪ হা। ভু ২ বা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। দ্রয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

২ র র র র ১
৩০॥ (ক্রৌঞ্চম্)॥ সখায়োদায়ি। সখায়োদায়ি। ষজিহ্বিয়াম্।

র র ১ — র ১ ১ ১ — ১ ২
যোধারায়া ২। পাবকয়া। পরিপ্রাস্যা ২। ওন্দাতা ১

১ ২ ১ ২ ১
য়িসূতা ২ ঃ। ওইন্দুরা ২ ৩ খাঃ। নাক্কত্বিয়ঃ। ইড় ২ ৩

২ ১
ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (২)॥

* * *

৪ ৩ ৪ ২
৩১॥ (ককুবুত্তরংযজ্ঞাযজ্ঞীয়াম্)॥ পুরোহ ৫ জি। তা ৬ য়িবো ৩

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ ২ ১ — ১র
অন্ধাগাঃ। সুতায়মা। দা ৩ য়ায়িত্বা ৩ বে। অপা ২ খা।

২ ১ ২ ২ ১S র র র A
ন৮ শ্রা ২ ৩ থা। হুম্মায়ি। ষ্টা ৩ না। সখায়ো। দীর্ঘজা ২

৩ ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ২
য়িহ্বিয়াউ॥ (১)॥ যাঃয়াঃ। ধারয়া। পা ৬ বা কা ৬ য়া।

১ — ১ ২ ১ ২ ২
পরা ২ য়িপ্র। ছন্দা ২ ৩ ফা। হুম্মায়ি। সু ৩ তাঃ।

১ র ৩ ১ ২ ১ র ২
আয়িন্দুরাশ্বানকা ১ র্ষিয়াউ। (২) যাস্তাম্। হুবোষাম্। আ ০

১ ২ ২ ১র ১ র ২ ১
ভায়িনা ৩ রাঃ। গোমাং ২ গি। শ্বাচা ৩ য়া। হুম্মায়ি।

২ ২ ১২ র ৩২ ১ ১ ১
ধা ৩ য়া। যাজ্জায়ামল্প্রা ২ দেয়াউ। বা ৩ ৫ (৩)।

*

৪ ৩র ৪ র র ৫ ১
৩২। (অভ্যাসাকূপারম)। পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ। পূ ২ ৩ ৪।

র র র ৪ ৩ ৭ ৪ র ১র ১
রোজিতোহো ৫ য়িবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মাদয়িত্নবে। সূ ২ ৩ ৪।

র র ৪ ৩ ৪ ৩র ৪ ৫ ১
তায়ৌহো ৫ দয়িত্নবায়ি। অপশ্বানশ্‌শ্নথিষ্টনম্। আ ২ ৩ ৪।

র র ৪ ৩ র ৪র র ৫ ১
পশ্বানৌহো ৫ শ্নথিষ্টনা। সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ম্। সা ২ ৩ ৪।

র র র ৪ ৫ ৩ র ১র র
খায়োদৌহো ৫ র্ঘজি। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সখায়োদীর্ঘ-

৫ ১ র র র ৪
জিহ্বিয়াম্। সা ২ ৩ ৪। খায়োদৌহো ৫ র্ঘজিহ্বিয়াম।

৩র র ৪র র ৫র ১ র র র ৪
যোধারয়াপাবকয়া। যো ২ ৩ ৪। ধারয়ৌহো ৫ পাবকয়া।

৩ ৪ ৩ ৪ র ৫ ১ র র ৪
পরিপ্রস্যন্দতেসুতঃ। পা ২ ৩ ৪। রিপ্রস্যৌহো ৫ ন্দতেসুতাঃ।

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ১ ২ র
ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়ি। দুরশ্বৌহো ৫ নকৃ।

৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৪ ৫ ১
ত্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়ি।

র ৪ ৩ ৪ ৩র ৪র ৫ ১ র
স্থরশ্বো হা ৫ নক্ব্রিয়া । ন্দুরোমমজ্জীনবঃ। জ্বা ২৩, ম। স্থরো-

র র ৪ ৩র ৪ ৩র র ৮৫র ১
শৌহো ৫ অজ্জীনরাঃ। সোমংবিশ্বাচ্যাদিয়া। গো ২৩৪।

র র ৪ ৩র ৪ ৫ ১
মংবিশ্বো তা ৫ চিয়াদিয়া। যস্তায়াস্ত্রদযঃ। য ২৩৪।

র র ৪ ৫
জ্জায়গৌহো ৫ স্থব। দ্রো ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩২ ৩র ৪র ৫
৩৩॥ (শ্যৈতম্)॥ পুরোজিতীবোঅ। ধগা ৩৪ ঔ হাবা।

১র ২র ১ ৭ ৫ ৫ ১
সুতায়মা। দয়াইত্নবা ২৩৪ য়ি। ও ৬ হা, অ। পশ্বা ২৩।

৫ ১ A ৩ ৫ ১র র ২
নাম্। শ্নথা ২ য়ি। ষ্ঠা ২৩৪ না। সথায়াদায়র্ঘা ৩

২ ১ ৳ ৩ ৫র র
জা। হুম্মায়ি। হ্বা ২ য়া ২৩৪ ঔহোবা (৩)॥

* * *

১ র ২র র ৪ ৫
৩৪। (নৌধসম্)॥ পূ ২ ৩৪। রোজিতীবোজা। ধাগাঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১র
তায়গা। দা ৩ য়ায়িত্ন ৩ বে। অ ২ ৩ পা। শ্বা। নায়

২ ৩ ৫ ১ ১ ১ ২ ১
শ্নথিষ্টা ২৩৪ না। গা ২ ৩ খা। যোদীর্ঘজো ২৩৪।

৫ ৩ ৫
বা। হ্বা ৩৪ য়াম্ (৩)॥

* * *

১ ২ ১ ২র ১
৩৫॥ (মহাদৈর্ঘতমসম)॥ হাউপুরাঃ। জায়িতা। বো।

২ ১ ২ ১র র র র
অন্ধসা ৩ঃ। অন্ধসাঃ। সুতায়মাদায়িত্নবেঅপশ্বানং শ্নথায়ি ।

২র　র　রর　র　র　র　১ ২　১
মন্তীনরসূসোমংবিশ্বাচ্যাধিয়া। যা। গা। যাজ্ঞা। বগা।

২　S S ৫
তুগন্ত্রয়ঃ। যঃ। যঃ। হাউহাউহাউ। বা। ৩।

১ ১ ১ ১
ঈ২৩৪৫ (৬)

২র র র　১　২
৩৭। (মহাবাৎসপ্রম্)। হাউহাউহাউ। ও। হোহাবা।

১র　২　১ র　র
(এসস্ত্রিঃ)। পুরোজিতায়ি। বো। অন্ধসো। ধসো।

র র ২S ১ র　র　র　র
ধসঃ। সুতায়মা। দা। য়িত্নবে। য়িত্নবে। য়িত্নবে। অপশ্বানম্।

২S　১　র র র ২S ১
শ্না। থিষ্টন। থিষ্টন। থিষ্টন। সখায়োদী। ঘ। জিহ্বিয়ম্।

র র র ২S ১
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্। (১) সখায়োদী ঘা। জিহ্বিয়ম্।

র র র ২S ১ র　র
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্। যোদায়মা। পা। বকয়া। বকয়া।

র　২S ১র　র　র
বকয়া। পরিপ্রস্ত। দা। তেস্নুতঃ। তেস্নুতঃ। তেস্নুতঃ।

২S ১　১
ইন্দুরশ্বঃ। না। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বঃ।

২S ২　র ২S
না। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। তন্দুরোষম্। আ।

১র　র　র　র　র　২S　১র
ভীনরঃ। ভীনরঃ। ভীনরঃ। সোমংবিশ্বা। চা। যাধিয়া।

র　র　র　২S　১ র　র
য়াধিয়া। য়াধিয়া। যজ্ঞায়প তু। অত্রয়ো। ত্রয়ো।

MISSION

বঙ্গানুবাদ ।

ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্মসাধক বিশুদ্ধ যে সত্ত্বভাব পবিত্রকর ধারারূপে সাধকগণের হৃদয়ে উপজাত হয়, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপজাত হউক । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃদয়শুদ্ধিকারক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'কৃৎব্যঃ' কৃত্বীতি কর্ম্মনাম (নিঘ ২১২০) কর্ম্মণি সাধুঃ্যঃ ইন্দ্রঃ সোমঃ 'পাবকয়া' সাধনাং শোধয়িত্র্যা 'ধারয়া' 'পরি প্রস্যন্দতে' পরিতঃ ক্ষরতি । কথমিব 'অশ্বো ন' যথা অশ্বো বেগেন প্রগচ্ছতি তদ্বৎ ॥ (১অ ৫খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৮) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক । সত্ত্বভাব লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয় । যে পবিত্র সত্ত্বভাব সাধকগণ লাভ করেন, হৃদয়বিশুদ্ধকর সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের অন্তরে উপজিত হউক - ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম ।

মন্ত্রে একটী উপমা পরিদৃষ্ট হয় । 'অশ্বঃ ন কৃত্ব্যঃ' অর্থাৎ 'ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্ম-সাধক ।' 'কৃত্ব্যঃ' পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা—'কর্ম্মণি সাধুঃ' । আমরাও ঐ মত পোষণ করি । যাহা সৎকর্ম্মসম্পাদন করে, বা সৎকর্ম্মসম্পাদনে সাহায্য করে, তাহাই 'কৃত্ব্যঃ' । 'কৃত্ব্যঃ' পদের সহিত 'অশ্বঃ' অর্থাৎ ব্যাপকজ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে । ব্যাপকজ্ঞান লাভ করিলে মানুষের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে । সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ঘটিলেও মানুষ সেইরূপ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয় । সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'পাবকয়া ধারয়া'—পবিত্র ধারারূপে হৃদয়ে উপজিত হয় । হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে সদসৎবিবেক জন্মে, সুতরাং পবিত্রহৃদয়ব্যক্তি স্বভাবতঃই সৎপথে চলেন । ব্যাপকজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন সৎকর্ম্মান্বিত হয়, সত্ত্বভাবের প্রভাবেও তেমনি সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে—ইহাই উপমাটীর অর্থ । এবং এই উপমাই মন্ত্রের মূল ভাব প্রকাশ করিতেছে । মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার ভিতর দিয়া সত্ত্বভাবের এই মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে । (১অ—৫খ ৪সূ ২সা) । *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত) ।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তং দুরোষম্ অভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞায় সন্তু অদ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ, সাধকাঃ) 'যজ্ঞায়' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'অদ্রয়ঃ' (পাষাণবৎ-স্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'সন্তু' (ভবন্তি); তে 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'দুরোষং' (দুর্দ্দহং, পাপনাশকং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, লাভায় ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বাচ্যা' (কামান্ প্রাপয়িত্র্যা, অভীষ্টপূরণকারিণ্যা) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, যদ্বা প্রার্থনয়া) ভগবন্তং আরাধয়ন্তি -ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন; তাঁহারা প্রসিদ্ধ পাপনাশক সত্ত্বভাবকে লাভ করিবার জন্য অভীষ্টপূরণকারিণী বুদ্ধি দ্বারা (অথবা প্রার্থনা দ্বারা) ভগবানকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন।) ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নরঃ' কর্ম্মনেতার ঋত্বিজঃ 'দুরোষং' রোষতের্হিংসার্থস্য (ভ্বা০ প০) রেফলোপে দীর্ঘাভাবে, ওষতের্দ্দাহার্থস্য (ভ্বা০ পা০) বা খল রূপমিতি সন্দেহাদনগ্রহঃ 'তন্দুঃ' বধং দুর্দ্দহং বা সোমং অভিলক্ষ্য বিশ্বাচ্যা সর্ব্বান কামানঞ্চিত্র্যা কামান্ প্রাপয়িত্র্যা 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'যজ্ঞায়' যজ্ঞার্থং 'অদ্রয়ঃ সন্তু' অদারণযুক্তা ভবন্তু ॥ "যজ্ঞায়সন্ত্বদ্রয়ঃ" – 'যজ্ঞং হিষন্ত্যদ্রিভিঃ' – ইতি পাঠৌ ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, ভাষ্যের সহিত উক্ত ব্যাখ্যার কিরূপ পার্থক্য জন্মিয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই;—"তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে " ভাষ্যের ব্যাখ্যা পরিষ্কার না হইলেও মূলের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে' কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদটী মূল মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়াই মনে করা কঠিন। 'তিনিই যজ্ঞ' 'প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক' প্রভৃতি বাক্যাংশ কোথা হইতে এই ব্যাখ্যায় আসিল তাহা বুঝা যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অদ্রয়ঃ' পদে 'পাষাণবৎস্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান মন্ত্রেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। অন্যান্য অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যার্থের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। মন্ত্রার্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন॥ (১অ-৫খ—৪সূ-৩সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্দ্ধতে।

১ ২র ৩ ২ ৩২উ ৩
আ সূর্য্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
রথং বিষঞ্চম্ অরুহৎ বিচক্ষণঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্র্যাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বর্গের প্রথম অন্তর্গত)।

পৈয়-গানং।

২ ১ ২ ১র ২ র ১ —
১॥ (কাবম্)॥ অভ্যোবা। প্রিয়াণিপাবতাই। চনোহাইতা ২ ঃ।

২র র র ২ ১ — ১র র
নামানিযহ্বোঅধিয়াই। যুবর্দ্ধাতা ২ ই। আসূর্য্যস্থবৃহতো।

২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ১ ২
বৃহন্নাধী ২ ৩। রাথা ৩ ১ বাইশ্বা। চমরুহা ২ ৩ ৫। বাইচা ৩

৪ ২ ১ র ২
ক্ষাহ ৫ ণা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ (১) ধাত্তোবাস্তজিহ্বাপাবতাই। মধু-

১ — ১ র র ২ র ১ — ১ র
প্রায়া ২ ম্। বক্তাপতির্দ্ধিয়োঅস্যাঃ। অদাভায়া ২ ঃ। দধাতি-

২ র ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ১
পুত্রঃপিত্রোঃ। অপীচায়া ২ ৩ ম্। নামা ৩ তাত্তা। যমধাইরো

১ ২ ৪ ২ ১
২ ৩। চানা ৩ ম্দাহ ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ (২) আবোবা।

র ২ ১ — ১ র র র
দ্যুতানঃকলশাঁ৺। অচিক্রোদা ২ ৫। নৃভির্যোমাণকোশআ।

২ ১ — ১ র র ২ র ১ ২ ২
হিরণ্যায়া ২ ই। অভীঋতস্যদোহনাঃ। অনূষাতা ২ ৩। আদী ৩

৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪
ত্রাইপা। ছউষাগো ২ ৩। বাইরা ৩ জাহ ৫ ণা ৬ ৫ ৬ ই (৩)॥

* * *

৪ ৪ ৫ A ৩৪ ৫ ৪
২। (ঐড়কাবম্)॥ এ ৫। অভিপ্রিয়া ২। ণিপবতায়ি। এ ৫।

৪ র ৫ ৪ ৪র র ৫ ^ ৩র ৪ ৫ ৪
চনোহিতাঃ। এ ৫। নামানিয়া ২। হ্বোঅধিযায়ি। এ ৫।

৪ ৫ ৪ ৪র র ৫ ^ ৩ ৪ ৫ ৪
যুবর্দ্ধতায়ি। এ ৫। আসূরিয়া ২। স্যবৃহতাঃ। এ ৫।

৪ ৫ ৪ ৪ ৫ ^ ৩৫ ৫ ৪ ৪ ৫
বৃহমধী। এ ৫। রথংবিশ্বা ২। চমরুহাৎ। এ ৫। বিচক্ষণাঃ॥

৪ ৫ A ৩র ৪ ৫ ৪ ৫ ৫
(১) ঋতস্থা ২ য়িঃ। হ্বাপবতায়ি। এ ৫। মধুপ্রিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। বক্তাপতা ২ য়িঃ। পিয়োঅস্থাঃ। এ ৫। অদাভিয়াঃ।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। দধাতিপূ ২ ৎ। ত্রঃপিত্রোঃ। এ ৫। অপীচিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩৪ ৫ ৪ ৫
এ ৫। নামতৃতা ২ য়ি। মসদিবা। এ ৫। চনন্দিবাঃ। (২)

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। অবদ্যুতা ২। নঃ কলশাঁ। এ ৫। অচিক্রদাৎ।

৪ ৪ ৫র A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। নৃভির্যেমা ২। ণঃ কোশআ। এ ৫। হিরণ্যয়ায়ি।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। অভিক্ষতা ২। ঋতোহনাঃ। এ ৫। অনূষতা।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। অধিত্রিপা ২। ষ্ঠউষসাঃ। এ ৫। বিরাজসায়ি।

৪
হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
৩। (বৈখানসম্)। অক্রিপ্রী ৩ য়ানিপবতায়ি। চনোহিতাঃ।

২র৩র ২ ১ ২র ৩ ২ ১ ২ ১ ২রA৩ ২ ১
নামানিযা ২ ৩। হ্বো অধিয়ায়ি। যুবার্দ্ধতায়ি। আসুরিয়া

৭ — ১ ২৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ২ ১
অব্ ২ হতো ২ ৩। বৃহন্মধায়ি। রথাংবিষ্বা। চগরুহা ২ ৩ ৫

২৩ ২A ৫ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
বিচক্ষণা ৩ ৪ ৩ ঃ। (১) ঋতস্থা ৩ জিহ্বাপবতায়ি। মধু প্রিয়াম্।

২৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ২ ২ ১ ২৩র ২ ১
বক্তাপতা ২ ৩ য়িঃ। পিয়োঅস্থাঃ। অদাভিয়াঃ। দধাতিপুৎ।

১ — ১ ২৩র ২ র১২১ ২৩২১
ত্রঃ পা ২ য়িত্রো ২ ৩ ৪। অপীচিয়াম্। নামাতৃতায়ি। য়মধিয়ো

২৩ ২^ ৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫
২ ৩। চনন্দিবা ৩ ৪ ৩ঃ॥ (২) অবদ্যু ৩ তানঃ কলশান্।

১ ২১ ২ ৩ ২র১ ২ ৩র ২ ১২১
অচায়িক্রদা৲। নৃভির্য্যেমা ২ ৩ ণঃকোশআ। হিরাণ্যয়ায়ি।

২৩র২১ ১ — ১ ২৩র ২ ১ ২১
অভীঋতা। স্যদো ২ হনা ২ ৩ঃ। অনূষতা। অধায়িত্রিপা।

২৩২১ ২৩র ২^ ১
ষ্ঠউষসো ২ ৩। বিরাজসা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। (৩)॥

* . *

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫
৪॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্) ॥ অভাহ্ ৫ য়িপ্র। য়া ৩ ণা ৩ য়িপবন্তায়ি।

১ র রর র র ২ ১২ ২
চাহ্নোহিতোনামানিযাহ্বোঅধিয়ায়ি। য ৩ বার্দ্ধা ৩ ন্তায়ি।

১র — ১ র ৫ ১ ২
আসূ ২ র্য্যস্যবৃহতোবৃহন্ন। ধিরা ২ ৩ থাম্। হুম্মায়ি। বা ৩

২ ১ A৩২ ১২ ১ র
য়িশ্বা। চ। মরুহ্বিচা ২ ক্ষণাউ॥ (১) পাআ। ঋতস্যজিহ্বা-

র র র ২১২ ২ ১ —
পবতেমধুপ্রিয়ং বক্তাপতির্দ্ধিয়োঅস্যাঃ। আদাভ্যা ৩ য়াঃ। দধা ২

১ র র ২ ১ ২
তি পুত্রঃ পিত্রোরপীচি। যন্না ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। ভা ৩ র্ত্তা।

১ র A .৩২ ১২ ১ র র
যামমিরোচনা ২ ন্দিবাউ॥ (২) বাআ। বদ্যুতানঃ কলশাঁ-

র র র ২ ১২ ২ ১ —
অচিক্রদন্নৃভির্য্যেমাণঃ কোশআ। হা ৩ য়িরাণ্যা ৩ য়ায়ি। অভী ২

১ র র র ২ ১ ২ ২
শাস্তন্তদোহনা অনুম। তআ ২ ০ ধা। ছন্মায়ি। ত্রা ৩ য়িপা।

১ র A ৩ ২ Λ ১ ১ ১ ১
ষ্ঠাউষগোবিরা ২ ৩মাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫ (৬)॥

• • •

২ ১ — ১ Λ
৫ ॥ (বৈধ্বভবাসিষ্ঠম্)॥ অভিপ্রিয়াণী ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ A
চনোহা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ। নামানিয়াহ্বো ২। অ। ধিয়া ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ ৩ ২ ২
যুবর্দ্ধা ২ ৩ ৪ তায়ি। আসূরিয়াগ্যা ২। য়। হতো ২। বৃহমা

৫ ২ ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ ধায়ি। রথং বিশ্বাঞ্চা ২ মৃ। অ। রুহা ২ ৩ ৫। বিচা ৩

৫ ২ ১ — ১ Λ
ক্ষা ৫ ণা ৬ ৫ ৬ঃ। (১) শাতগ্যজায়িহা ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ — ১
মধুথা ২ ৩ ৪ য়াম্। বক্তাপতায়িহ্বা ২। যঃ। অস্যা ২ঃ।

৩ ২ ২ ৫ ২ ১র ২ ১ — ১ V ৩ ২ ৩
অদাভা ২ ৩ ৪ য়াঃ। দধাতিপুত্রা ২ঃ। পি। ত্রো ২ঃ। অপায়িচা

৫ ২র ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ য়াম্। নামতৃতায়িয়া ২ ম্। অ। ধিরো ২ ৩। চনা ৩

৪ ২ ১ — ১ Λ
ন্দা ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২) অবদ্যুতানা ২ঃ। ক। লশাঙ্. ২

৩ ২Λ ৩ ৫ ২ ১ ২র ১ — র ১ Λ ৩ ২ ৩
অচায়িক্রা ২ ৩ ৪ দাৎ। নৃভির্যেমাণা ২ঃ কোশআ ২। হিরণ্যা

৫ ১র ২ ১ — র ১ n ৩ ২Λ ৩
২ ৩ ৪ য়ায়ি। অভীশ্বতান্য ২। দো। হনা ২ঃ। অনুমা

৫ ২ ১ ২ ১ ১ ২
২ ৩ ৪ তা। অধিত্রিপার্ষ্ঠা ২ঃ। উ। ষগো ২ ৩ বিরা ৩

৪
জা ৫ সা ৬ ৫ ৬ য়ি (৩)॥ ১,২,৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চনোহিতঃ' (হিতায়ঃ, শক্তিযুক্তঃ, আত্মশক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'প্রিয়াণি' (সর্ব্বস্য প্রীণয়িতৃণি) 'নামানি' (নমনশীলানি উদকানি, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবতে' (ক্ষরতি) সত্ত্বভাবঃ অমৃতপ্রবাহেন সহঃ মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ; 'যেষু' (অমৃতেষু অমৃতপ্রবাহে) 'যহ্বঃ' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'অধিবর্দ্ধতে' (সম্যকপ্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ ভবতি); 'বৃহন' (মহান) বিচক্ষণঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্য, জ্ঞানমূলকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বঞ্চং (বিশ্বগ্‌গমনং ভগবৎ-প্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'অধ্যারোহৎ' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকঃঅয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ জ্ঞানেন তথা সৎকর্ম্মণা সহ মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ ৫খ-৫সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহ অভিমুখে ক্ষরিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েন); অমৃতপ্রবাহে ঐই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হয়েন; মহান্ সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপযানকে প্রাপ্ত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হয়েন।)॥ (১অ—৫খ—৫সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চনোহিতঃ' চন ইত্যন্ননাম চায়তেরন্সুনি চন ইত্যৌণাদিক-সূত্রেণ নিপাতিতঃ চনসে অন্নায় হিতঃ, যদ্বা আহিতান্নঃ সোমঃ প্রিয়াণি' জগতঃ প্রীণয়িতৄণি নামানি নমনশীলানি তান্যুদকানি 'অভি পবতে' অভিতঃ করোতি। 'যেষু' অন্তরিক্ষস্থিতেষু উদকেষু 'যহ্বঃ' —মহানয়ং সোমঃ 'অধিবর্দ্ধতে' অধিকং প্রবৃদ্ধো ভবতি। অপাং মধ্যে সোমো বসতি হ্যপ্সু। ততঃ 'বৃহৎ' মহান্ সোমঃ 'বৃহতঃ' মহতঃ পরিবৃঢ়স্য 'সূর্য্যস্য' 'বিশ্বঞ্চং' বিষ্বগ্‌গমনং 'অধিরথং' উপরি রথং 'বিচক্ষণঃ' সর্ব্বস্য বিদ্রষ্টা সন 'অরুহৎ আরোহতি অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে (মনু ০ ৩ অ ০ ৭৬) শ্লোক—ইতি। ১॥

• • •

প্রথম (৭০০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

সত্ত্বভাব-অমৃত-প্রাপক। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলেই তিনি অমৃতের সন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করেন। সুতরাং আপনা হইতেই হৃদয় সৎকর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়। অসৎ তাঁহার বাক্য চিন্তা ও কর্ম্মের বাহিরে চলিয়া যায়। সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান

ও কর্ম্ম মিলিত হইলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার মত আর কিছু থাকে না। যাহা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন।" (১অ—৫খ—৫সূ—১সা) ॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২র
বক্তা পতিঃ ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোঃ অপীচ্যাৎন্নাম

৩ ২ ৩ ১ ৩২ ৩২
তৃতীয়ম্ অধি রোচনং দিবঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্যা' (প্রসিদ্ধায়াঃ, ভগবৎপ্রাপিকায়াঃ) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধ্যাঃ, যদ্বা প্রার্থনায়াঃ) 'পতিঃ' (স্বামী, অধিপতিঃ) 'বক্তা' (শব্দকৃৎ, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য জিহ্বা' (সত্যস্য জিহ্বাস্থানীয়ঃ, সত্যপ্রাপকঃ—সত্বভাবঃ—ইতি যাবৎ) 'প্রিয়ং' (প্রিয়করং, কল্যাণকরং) 'মধু' (অমৃতং) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি প্রযচ্ছতু); 'অদাভ্যঃ' (রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ, রিপুজয়ী) 'পুত্রঃ' (যজমানঃ সাধকঃ) 'পিত্রোঃ' (মাতাপিত্রোঃ, পৃথিব্যন্তরীক্ষয়োঃ) তথা 'তৃতীয়ং' (ভূর্ভুবস্বর্লোকানাং মধ্যে তৃতীয়স্থানীয়স্য) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য) 'অপীচ্যং' (অন্তর্নিহিতং,

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ—৯খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

নিগূঢ়ং) 'রোচনং' (দীপ্যমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সামং' (রসং, অমৃতং) 'অধি দধাতি' (ধারয়তি, সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্নোতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অমৃতং লভতে ; ভগবৎ-কৃপয়া বয়ং অপি অমৃতং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-প্রাপিকা বুদ্ধির (অথবা প্রার্থনার অধিপতি), জ্ঞানদায়ক সত্যপ্রাপক সত্ত্বভাব, কল্যাণকর অমৃতকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন ; রিপুজয়ী সাধক পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষের এবং ভূর্ভুবস্বর্লোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় স্বর্লোকের নিগূঢ় জ্যোতির্ম্ময় অমৃত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধক অমৃত লাভ করেন ; ভগবৎ-কৃপায় আমরাও যেন অমৃত প্রাপ্ত হই।)। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'জিহ্বা' মুখত্বেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ 'প্রিয়ং' প্রিয়করং 'মধু' মদকরং রসং 'পবতে' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'বক্তা' শব্দকৃৎ ; যদ্বা, স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতয়ঃ সাধীয়স্য ইতি প্রতিশ্রবণস্য কর্ত্তা 'অস্য ধিয়ঃ' এতস্য কর্ম্মণঃ 'পতিঃ' পালয়িতা 'অদাভ্যঃ' রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ পুত্রঃ যজমানঃ 'পিত্রোঃ' পিতা মাতা উভয়োঃ 'অপীচ্যং' অন্তর্হিতং যৎ 'নাম' তৌ ন জানীতে নাম কর্ম্মবেলায়াং তস্মাত্তয়োরপরিজ্ঞায়মানং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'রোচনং' দীপ্যমানং 'তৃতীয়ং' নাম সোমেঽভিষূয়মাণে 'অধি দধাতি' অত্যন্তং ধারয়তি ; নক্ষত্র-ব্যবহারিক-নাম্নী প্রভাষ্য সোমযাজী তৃতীয়মস্য হিরণ্ময়েতি নাম ইতি ভগবতা বৌধায়নে-নোক্তং। 'অধিরোচনং'—'অধিরোচনে' ইতি পাঠৌ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (৭০১) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য-খ্যাপন পরিদৃষ্ট হয়। সাধকগণ অমৃতলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। কিন্তু দুর্ব্বলাত্মা আমাদিগের উপায় কি? ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও অমৃতের অধিকারী করুন। সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক ; আমরা সত্ত্বভাবজনিত অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ ; সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার

মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটা নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতা মাতা জানিতেন না।" 'পিতামাতা পুত্রের নাম জানিতেন না' ইহার অর্থ কি? 'নূতন' শব্দই বা কোথা হইতে আসিল?

ভাষ্যকার 'নাম' পদে পূর্ব্বে (১অ—৩খ ৩সূ—৩সা; উঃ আঃ) 'পয়োলক্ষণং রসং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহার বিপরীত এক অর্থ করিয়াছেন। 'পিত্রোঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে আমরা অর্থগ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়া সাম।

১ ২ ৩ র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২উ
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদৎ নৃভিঃ
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
অভী ঋতস্য দোহনা অনূষত অধি
৩৩ ৩২ ৩ ১ ২
ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'যেমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, স্তুতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'কলশঃ আ' (হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'অবাচিক্রদৎ' (শব্দায়তে, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য দোহনাঃ' (সত্যস্য দোগ্ধারঃ, সত্যসাধকাঃ) 'হিরণ্যয়ে' (হিরণ্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, বিশুদ্ধে) 'কোশে' (হৃদয়ে) 'অভ্যনূষত' (অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ); হে সত্ত্বভাব! ত্বং 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' (ত্রিলোকাবস্থানঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) ত্বং 'উষসঃ অধি' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ বৃত্তীন অধিকৃত্য,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীন্ উদ্বোধ্য ইত্যর্থঃ) 'বি রাজসি' (বিশেষেণ দীপ্তঃ ভবসি)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। প্রার্থনাপরায়ণঃ সত্যব্রতঃ সাধকঃ সত্ত্বভাবং লভতে; সত্ত্বভাবঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন; সত্যসাধকগণ বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন; হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বব্যাপক আপনি জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীকে উদ্বোধিত করিয়া বিশেষরূপে দীপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সত্যব্রত সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন; সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্যুতানঃ' দ্যুতদীপ্তৌ (ভ্বা॰ আ॰) দীপ্যমানো 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিরণ্যয়ে' হিরণ্ময়কোশে অধিষবণকর্ম্মাণি তস্য হিরণ্ময়ত্বং 'হিরণ্যপাণিভিষুণোতি' ইতি হিরণ্যসম্বন্ধাৎ; তাদৃশে 'কোশে যেমানঃ' (ছান্দসে কর্ম্মণি লিটি কানচ রূপং) নিয়ম্যমানঃ সোমঃ। 'কলশান্' দ্রোণাভিধান্ প্রতি 'অপাচক্রদৎ' অপক্রন্দতি শব্দায়তে। ততঃ 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'দোহনাঃ' দোগ্ধার ঋত্বিজঃ 'ইমং' সোমং 'অত্যানূষতঃ' অভিষ্টুবন্তি (প্রাণাপো বৎসা ঋত্বিজো দুহন্তি ইতি তৈত্তিরীয়ক-ব্রাহ্মণে এবাং দোগ্ধৃত্বমভিহিতং) 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' ত্রীণি সবনানি হ্যস্যৈব পৃষ্ঠানি যস্য স তথোক্তঃ (ত্রিষু চ সবনেষু সোমস্য বিধ্যমানত্বাৎ। ত্রিচক্রাদিবাহুব্রীহিপদাদেঃ দ্যোদাত্তত্বং) হে সোম! তাদৃশস্ত্বং 'উষসঃ অধি' যাগাহনি 'বিরাজসি' অধশীংস্থাসাং (৪।৪৬) ইতি দ্বিতীয়া। তেষহস্সু বিশেষেণ দীপ্যসে। যদ্বা রাজিরস্তমীতপার্থঃ অহানি প্রকাশয়সি। 'যেমানঃ' 'যেমাণ'—ইতি, 'অভীশহস্য'—'অভ্যানূষতঃ' ইতি, 'বিরাজসি'—'বিরাজতি'—ইতি পাঠাঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)।

প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

* * *

তৃতীয় (৭০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § * § ———

নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের হৃদয় বিশুদ্ধ, সুতরাং সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজাত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরাজ্ঞানের জ্যোতিতেও তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষে মানবের সকল উচ্চবৃত্তিগুলি জাগরিত হইয়া উঠে। নব বসন্তের আগমনে যেমন চূতমুকুলের আবির্ভাবে হৃদয়ে নূতন আনন্দ উৎসাহের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি

হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারে মানবের সকল সুপ্ত সদ্বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আপনাদের কর্ত্তব্যের সন্ধান পায়। সেই জাগরণে মানব দিব্যজ্যোতির অধিকারী হয়। সত্ত্বভাবের অধিকারী মানব আপনাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই শক্তি, সেই উদ্দীপনা, মানুষ সত্ত্বভাব হইতেই লাভ করেন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'যেমানঃ' পদের ব্যাখ্যায় আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' পদের ব্যাখ্যায়ও আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। 'অবাচিক্রদৎ' পদে 'শব্দায়তি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'শব্দ' অর্থে জ্ঞান বুঝায়, এবং আমরা সর্ব্বত্রই এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এই মন্ত্রেও তাহার কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হইবে না। (১অ-৫খ-৫সূ—৩সা)। *

—ঃ০ঃ—

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে।

১ ২ ৩২৩১২ ৩ ১ ২ ৩২
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং

৩ ১র ২
মিত্রং ন শ৺সিষং ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৩ ৪ ২ ৫ ৫
১॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ যজ্ঞাহ ৫ য়া। জ্ঞা ৩ গো ৩ য়ায়াই।

১ র ২ ১২ ২ ১ — ১ ৪
আইরাইরা। চা ৩ দাক্ষা ৩ সাই। পপ্রী ২ বয়মমৃতম্। জাতা

২ ১ ২ ২ ১ ৩২
২ ৩ বা। হুম্মাই। দা ৩ সাম্। প্রায়ম্মিত্র৺সুশা ১ ৺সিসাউ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশত্তিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ র ১র
(১) প্রায়াগ্। আইত্রাম্। সূ ৩ শাৎ গী ৩ ষাম্। উর্জ্জো-

— ১ র ২ ১ ২ ২
নপা ২ ত৺সহি। নাম্না ২ ৩ মা। হুম্মাই। স্মা ৩ যুঃ।

১ র A ৩২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
দাশেমহব্যদা ২ ওয়া উ ॥ (২) দাশে। মাহা। ব্যা ৩ দাতা ৩

২ ১ র —১ র ২ ১ ২
য়াই। ভুবদ্বাজে ২ ষ্ব। তাভূ ২ ৩ বাং। হুম্মাই। ব্যা ৩

২ ১ র র A ১ ১ ১
দ্বাই। উতত্রাতানু ২ নাউ। বা ৩ ৭ ৫ (৩) ॥

* *

২র র র ২ ১র
২ ॥ (বিশোবিশীয়ম্) ॥ যজ্ঞাযজ্ঞাহুম্। বো ৩ অগ্নয়ায়ি। ইরাইর্য়া ৩

২ ১ ২ ২ ১ — ১ র ২
চা ৩ দাক্ষা ৩ সায়ি। পপ্রী ২ বয়মমৃতম্। জাতা ২ ৩ বা।

১ ২ ২ ১ ৫ ১ ৩২A
হুম্মায়ি। দা ৩ সা ৩ ম্। প্রো ২ ৩ ৪ য়৺হায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১
মা ২ ৩ ৪ য়িত্রাম্। হুম্মায়ি। সূ ৩ শা ৩। সা ২ ৩ ৪ য়িষাম্।

৫র ৫ ২ র ২
এহিয়া ৬ হা ॥ (১) প্রেয়ম্মিত্রম্। হুম্। সূ ৩ শা৺ম্মিষাম্।

১ ২ ২ ১ র ২ ১ ২
উ ৩ র্জ্জোনা ৩ পা। ত৺সহি। নায়া ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। স্মা ৩

২ ১ র ৫ ১ ৩ ২A ৩ ৫
যূ ৩ঃ। দা ২ ৩ ৪ শেম্হায়ি। ও। হুবায়ি। ম্য ২ ৩ ৪ হ্যা।

১ ২ ২ ১ ৫র ৫
হুম্মায়ি। ব্যা ৩ দা ৩। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। এহিয়া ৬ হা ॥

২র র র র ২র ১ ২ ২
(২) দাশেমহাহুম্। ব্যা ৩ দাতয়ায়ি। ভু ৩ বাদ্বা ৩ জে।

১ র ২ ১ ২ ২ ১
ষ্বি। তাভূ ২ ৩ বাৎ। হুম্মায়ি। বা ৩ র্দ্ধা ৩ য়ি। উ ২ ৩ ৪ ৩

৫ ১ ৩২A ৩ ৫ ১ ২ ৩
হায়ি। ও। হুবায়ি। ত্রা ২ ৩ ৪ তা হুম্মায়ি। তা ৩ নূ ৩ ১

৫র ৫ ৪
৩ ৪ নাম্। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২র র র ১ ২ A ৩
৩। (বারবন্তীয়োত্তরম্)। যজ্ঞাযজ্ঞাঔহোহায়ি। বো অগ্না

৪ ২র র ১ ১ ১র
২ ৩ ৪ য়ায়ি। ইরাইরাচদক্ষাসো ২ ৩ ৪ হায়ি। প্রপ্রীবয়মমৃত-

র র২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
ঞ্জাতবেদা ৩ ৪। ঔহোবা ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
সাম্। প্রিয়ম্মি। ত্রা৺ সুশ৺সা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ৩র ২ ৫র ৫
হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫। হম্। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ র র ১ ২ A ৩ ৫ ২র ১
প্রিয়ম্মিত্রাঔহোহায়ি। সুশ৺সা ২ ৩ ৪ য়িসাম্। উর্জ্জো না ২

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
৩ ৪ হা। পাত৺সহিনায়মস্মা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ ৭ র ২
হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ য়ঃ। দাশেম। হাব্যদাতা ২ ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোহায়ি ৬ হা॥ (২)

২র র র র ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১ ৫
দাশেমহাঔহোহায়ি। হ্যাদাতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। ভুগাব ২ ৩ ৪ হা।

১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
জ্যেষ্ঠবিভাভুবস্বা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২১২র ১ ২ ৩র ৪র ৪
২ ৩ ০ দ্ধায়ি। উত্তত্রা। তাত্তনূ ৩ ৪। ঔহোবা।
১ ২ ৫ ৩র ২ ১ ২ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহে।
৫র ৫
৩ ১ ২ ৩। নাম্‌ এহিয়া ৬ হা (৩)॥

* * *

২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
৪॥ (মহাবৈশ্বামিত্রম্‌)॥ হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি।
৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ১ ৪ ৫ ২ র
হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। যজ্ঞা-
A ৩র ২ ১ — র A ৩ ২ ১ — র
যজ্ঞা। বোহগ্নায়া ২ য়ি। ইরাইরা। চদক্ষাসা ২ য়ি। পপ্রী-
A ৩ ১র ১ — ২ A ৩২ ১ —
বয়মমৃতঞ্জা। তবেদাসা ২ ম্‌। প্রিয়ন্মিত্রাম্‌। সুশংসাসিষা ২
২ A ৩ ২ ১ র
ম্‌॥ (১) প্রিয়ম্মিত্রাম্‌। সুশংসাসিষা ২ ম্‌। উর্জ্জঃ।
১ — ১ — A ৩ ২ ১ — র র A
নাপা ২। নাপা ২। তংসহিনা। যমস্মায়ু ২ঃ। দাশেমহা।
৩২র ১ — র র A ৩২র ১ —
ব্যদাতায়া ২ য়ি॥ (২) দাশেমহা। ব্যদাতায়া ২ য়ি। ভুবৎ।
১ — A ৩ ২ ১ — র র ১ —
বাজা ২ য়ি। ষবিতা। ভুবদ্বার্দ্ধা ২ য়ি। উতত্রাতা। তনুনা ২
A ৩ ২ ১ — ৪ ৫ ৪ ৫
ম্‌। উতত্রা। তাতনুনা ২ ম্‌। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা।
২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫
হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহা
৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
ওহা। হো ৪ ইডা। হো ৪ ইডা।
৩
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (৩)।

* * *

২র র র ররর ২ ১র ২র
৫। (দৈর্ঘশ্রবসম্)॥ যজ্ঞাযজ্ঞাবোঅগ্নয়াওহাওহা ৩ এ। ইরাইর-

১ ২র S ২ S ২ ২ ৩২ ৩২
চদক্ষসে। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। পাগ্নী ৩ ৪ বয়ায়ু।

১S ২ র ১ র ২ ২ S ২ ২
আমৃতম্। জাতাবেদসাম্। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪।

৩২ ৩ ২ ২ ১ ৫ ৪
প্রিয়া ৩ ৪ মিত্র ৩ ম্। সুশো ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ য়িষো ৬

৫ ২ ররর ২ S ১র
হায়ি॥ (১) প্রি স্মরত্‌স্‌শত্‌সিসমোহাওহা ৩ এ। উ.র্জ্জা-

২ S ২ S ২ ২ ৩ ২ ৩২
নপা। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। তত্‌সা ৩ ৪ হিনা।

১ ২ S ২ ১ ২ ২ ৩র ২
যামস্মায়ুঃ। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। দাশা ৩ ৪

৩ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
য়িমহা ৩। ব্যদো ২ ৩ ৪ বা। হো ৫ যো ৬ হায়ি॥ (২)

২র র র ররর ২ ১র২ S ২
দাশেমহব্যদাতয়ওহাওহা ৩ এ। ভুব্দ্ব জায়ি। ও ৩ হা ৩

২ ৩২ ৩২ ১ ২ র S ২ S ২
এ ৩ ৪। যুবা ৩ ৪ বিত্তা। ভুবদ্বৃধ। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩

২ ৩২ ৩ ২ ১ ৫
এ ৩ ৪। উতা ৩ ৪ ত্রাতা ৩। তো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
নূ ৫ নো ৬ হায়ি॥ (৩)॥

* * *

২রর র ২ র ১ ২
৬॥ (কণ্বরথং)। ঔহোযজ্ঞাযজ্ঞা ৩ এ। বোঅগ্না ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ র ২র র ১ ২
য়ি। হাহোয়। আযিরাইরাচদক্ষসে। পাগ্নীবা ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র র ৩ ২ ১ ৫
ম.। হাহো। সুশা ৩। শা ২ ৩ ৪ য়িয়াম্‌। উহুবা ৬

৫ ২র র ২ ১ ২
হাউ। (১) ঔহোপ্রিয়ম্মিত্রা ৩ মে। সুশা৬্সা ১ য়িবা ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ র ২র ১ ২
ম্‌। হাহোয়ি। উর্জ্জোনপা। তও৴ সাহা ১ য়িনা ২ ৩ ৪।

৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ১র ২
হাহোয়ি। যমাস্মা ১ য়ু ২ ৩ ৪ঃ। কাহোয়ি। দাশায়িমা ১

৩র ২A ৩ ২ ১ ৫
হা ২ ৩ ৪। হাহো। ব্যদা ৩। ত্তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। উহুবা ৬

৫ ৩র র র র ২ ১ ২
হাউ। বা। (২) ঔহোদাশেমহা ৩ এ। ব্যদাত্তা ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ ২র র ১ ২
য়ি। হাহোয়। ভুবদ্বাজে। বুবাপা ১ য়িত্তা ২ ৩ ৪।

৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২
হাহোয়ি। ভুবাদ্বা ১ র্জা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। উতাত্রা ১

৩র ২ ৩ ২
তা ২ ৩ ৪। হাহো। তনূ ০ ১ ২ ৩ ৪ নাম্‌।

৫ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা (৩)। ৭২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবতাবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণেতি শেষঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দক্ষসে' (কর্ম্মসামর্থ্যলাভায়) 'অগ্নয়ে চ' (তেজঃস্বরূপজ্ঞানলাভায় চ) 'যজ্ঞা যজ্ঞা' (যজ্ঞে, সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু) 'গিরা গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'অমৃতং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'মিত্রং ন' (মিত্রমিব) 'প্রিয়ং' (অনুকূলং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং দেবং) 'প্র প্র শংসিষং' (প্রশংসামঃ, স্তোতুং সমর্থা ভবামঃ ইত্যর্থঃ) ॥ (১অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবতাবৃন্দ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চ্চনাকারিগণ, কর্ম্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানলাভের জন্য, স্তুতিরূপ

বাক্যদ্বারা নিত্য মিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্ব্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করিতে সমর্থ হই। (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'যজ্ঞাযজ্ঞা' যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু 'দক্ষসে অগ্নয়ে' প্রবৃদ্ধায়ৈ 'গিরা গিরা' স্তুতিরূপয়া—বাচাবাচা স্তোত্রং কুরুতেতি শেষঃ। চ শব্দো ভিন্নক্রমো বঃ ইত্যস্মাৎ পরোদ্রষ্টব্যঃ। যূয়ং চ স্তোত্রং কুরুত। 'বয়ং' অপি 'প্রপ্রশংসিষং' 'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে' (৮।১।৬০)—ইতি প্রশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ পাদপূরণার্থে ব্যত্যয়েনৈকবচনং (৩।৪।২৮); ছান্দসো লুঙ (৩।১।৩৯) প্রশংসাম কীদৃশং? 'অমৃতং' মরণরহিতং 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা 'মিত্রং ন' সখিভূতমিব প্রিয়ং অনুকূলং। যদ্বা, ব্যত্যয়েন (৩।৪।২৮) শমিত্যস্য বসাদেশঃ অয়ম্ তাস্ত চ কর্ম্মণি চতুর্থী 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্য' ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ। চ শব্দশ্চ চন্নিতি নিপাতঃ, চেদর্থে বর্ত্ততে; দক্ষস ইতি চ দক্ষের্বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ (ভ্বা০ আ) অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লুঙি; রূপং; চন-যোগাৎ নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত (৮।১।৩০)—ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তত্রায়মর্থঃ—হে স্তোতঃ! ত্বং যজ্ঞে যজ্ঞে ইমমগ্নিং গিরা গিরা স্তুত্যা স্তুত্যা চ দক্ষসে চ বর্দ্ধয়সি চেৎ বয়মপি অমৃতত্বাদিগুণকং তং প্রশংসাম ॥ (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (৭০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র-মধ্যে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্বয়মুখে 'হে স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং 'দক্ষসে' 'অগ্নয়ে' পদদ্বয়ের অর্থ 'অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তব কর।' মন্ত্রস্থ 'চ' শব্দটিরও ভিন্নক্রম বলিয়া 'বঃ' পদের পরই অন্বয় করিয়াছেন তাহাতে অপরাংশের অর্থ হয়, 'তোমরা স্তব কর এবং আমরাও সেই অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' অন্যান্য পদগুলির যে অর্থ-গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতবিরোধী নহে। ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। তোমরাও স্তব কর এবং আমরাও সেই অমরণধর্ম্ম জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন ও সখার ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি। আমরা বলি, মন্ত্রান্তর্গত 'বঃ' পদটীতে স্তুতিমূহিত দেবতাবকেই বুঝাইতেছে,

সাধক যেন দেবভাব-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'আমার কি সাধ্য যে, আমি দেবতার স্তব করিব! তবে যদি কিছু স্তব করিতে সমর্থ হই, হে অন্তর্নিহিত দেবভাব-সমূহ! তাহা তোমাদেরই অনুগ্রহে।' 'দক্ষসে' পদের অর্থ—কর্ম্মসামর্থ্যলাভের জন্য এবং 'অগ্নয়ে' পদের অর্থ—অগ্নির ন্যায় জ্ঞানলাভের জন্য। মন্ত্রস্থ 'চ' পদেরও এ পক্ষে সার্থক-প্রয়োগ দেখিতে পাই। তাহাতে এ মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে—'হৃদয়ে দেবভাবসমূহ পরিস্ফুট হইলেই সাধক তাঁহার প্রতি কর্ম্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। তৎপ্রভাবে সৎকর্ম্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। তখনই দেবতা, মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম্ম সাধনে অনুকূল হন। (১অ ৬খ ১সূ ১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ২ ৩র
ঊর্জ্জো* নপাত৺ স হিনা অয়ম্
২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অস্ময়ুঃ দাশেম হব্যদাতয়ে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ভুবৎ বাজেষু অবিতা ভুবৎ
৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিনঃ' (হীনশক্তিমনুষ্যাঃ, হীনপ্রজ্ঞাঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'দাশেম' (হবীংষি দদ্যাম, আরাধয়াম—ভগবন্তং ইতি যাবৎ); 'ঊর্জ্জ' (বলকরঃ, শক্তিদায়কঃ) 'অস্ময়ুঃ' (অস্মান্ কাময়মানঃ, অস্মাসু কৃপাপরায়ণঃ) 'অয়ং সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ, সঃ ভগবান্) 'হব্যদাতয়ে' (পূজাকারিণে, প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'নপাতং' (জ্ঞানং) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ; সঃ 'বাজেষু' (শক্তিষু, আত্মশক্তিলাভে—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); 'তনূনাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণীনাং ইত্যর্থঃ) 'ত্রাতা'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (১অ—১প্র ৮দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একসপ্ততিতম সূক্তের নবমী ঋক্। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রে একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(পরিত্রাণদাতা) 'উত' (অপিচ) 'বৃধঃ' (বৰ্দ্ধকঃ, শক্তিদায়কঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ববিপদাৎ রক্ষ, তথা অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হীনপ্রজ্ঞ আমরা ভগবানকে যেন আরাধনা করি; শক্তিদায়ক, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ, সেই ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন; তিনি আমাদিগের আত্মশক্তিলাভে রক্ষক হউন সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণদাতা অপিচ শক্তিদায়ক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঊর্জ্জঃ' অন্নস্য বলস্য 'নপাতং' 'পুত্রং' প্রশংসিষমিত্যানুষজ্যাৎ প্রশংসামেত্যর্থঃ। 'হিনা' (ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়ো হীত্যস্যার্থে), সঃ খলু 'অয়ং' 'অগ্নি' 'অস্ময়ুঃ' অস্মান্ কাময়মানঃ ভবতি। বয়ঞ্চ 'হব্যদাতয়ে' হব্যানাং হবিষাং দেবেভ্যো দাত্রে তস্মা অগ্নয়ে 'দাশেম' হবীংষি দদ্যাম। স চ অগ্নিঃ বাজেষু সংগ্রামেষু রক্ষিতা। বৃধঃ বর্দ্ধকশ্চ রয়াকং ভুবৎ ভবতু 'উত' অপিচ 'তনুনাং' তনয়ানামস্মৎপুত্রাণাঞ্চ 'ত্রাতা' রক্ষিতা 'ভুবৎ' ভবতু। ২।

* * *

দ্বিতীয় (৭০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত দু'একটী পদের ব্যাখ্যার আলোচনা করা প্রয়োজন। 'হিনা' পদকে ভাষ্যকার 'হি' এবং 'ন' এই দুই অব্যয় পদে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকার 'হিনঃ' পদে 'মনুষ্যঃ, হীনশক্তিঃ, হীনপ্রজ্ঞঃ মনুষ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহা সঙ্গত মনে করি। এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। পুনশ্চ বিবরণকার 'তনুনাং' পদের 'শরীরিণাং' অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়াছি। 'নপাতং' পদে আমরা পূর্ব্বাপরই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। যাহা মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করে, তাহাই 'নপাৎ'। সেই 'নপাৎ' পুত্রপৌত্রাদি নয়,—তাহা জ্ঞান। পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা মানুষ পতন হইতে রক্ষা পায়না, তাহারা বরং মায়াজালে মানুষকে জড়াইয়া ধরে, ভগবান্ হইতে দূরে লইয়া যায়। অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে পারে—

জ্ঞান। জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, আপনাকে ভগবৎ-চরণে লইয়া যাইতে পারে। তাই জ্ঞান—'মপাৎ'। 'হব্যদাতয়ে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় নাই। ভাষ্যকার 'হব্যদাতয়ে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করিলেই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। আমরা 'হব্যদাতয়ে' পদে 'প্রার্থনাকারিভ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সমস্ত মন্ত্রটীতেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—কেবল মানুষের জন্য নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য প্রার্থনা উহাতে পরিদৃষ্ট হয়। 'বিশ্ববাসী সকলই যেন শক্তিলাভ করে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়,—সকলেই যেন অন্তিমে ভগবৎচরণ প্রাপ্ত হয়।' তাহার জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (১অ ৬খ—১সূ - ২সা)॥ *

—:•:—

প্রথমং সাম।

২ ৩　১　২র ৩　১　২　৩ ১ ২ ৩　১ ২
এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

৩ ১　২ ৩　১ ২
এভির্বর্দ্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

***

৫র র২　৪র ৫　৫　১　র র　—১　২র　—
১। এহুয়াষ্ ৩ ব্রবাণা ৬ ইভাই। অগ্নইত্থেতরাগা ২ ইরাঃ। এভা। ২

১　২　১　৫　৫　৫ ২
ইর্বর্দ্ধা। সস্না ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। দূ ২ ৩ ৪ ভো ৬ হাই। যজ্ঞেকু ৩

৫ র৫　৫　১　—১　২—১র　৭
বচক্ষেম্না ৬ পাঃ। দক্ষম্মধসউক্তা ২ রায়। ভক্ষ্যা ২ যোনাইস্র। কৃণা

২　১　৪　৫　৫ ১
২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। যা ২ ৩ ৪ সো ৬ হাই॥ (২) মহিষ্ঠা ৩

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

৪র ৫ ৫ ১ র র র —১ ২ —১
ইপূর্ব্বমস্কা ৬ ইপাৎ। ভুবন্নেমানাম্পা ২ তাই। অথা ২ সুবাঃ॥

A ১ ৫ ৫
বন ২ ৩ হা ৩ ৪ ০ ই। বা ২ ৩ ৪ গো ৬ হাই (৩)॥

• • •

২র র র র ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১
॥ এহিয়ূ্যাঔহোহায়ি। ব্রোবাণা ২ ৩ ৪ য়িতায়ি। অগ্না‍আ ২ ৩ ৪

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ১ ৩
য়িহায়ি। থেতরাগা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২র ১ ১ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ৫
২ ৩ ৪ রাঃ। এভির্বর্দ্ধনইন্দ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২ র র ১ ২
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) মত্রকুণাঔহোহায়ি।

A ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ ২
বাতায়িমা ২ ৩ ৪ নাঃ। দক্ষান্দা ২ ৩ ৪ হা। ধসউক্তা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রায়ি। তত্ত্রয়ো।

১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
নায়িক্কণব ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৩
সায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) নহিতেপুঔহোহায়ি। তামক্ষা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
য়িপাৎ। ভুবাম্না ২ ৩ ৪ য়িহায়ি। মানাপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ ৭ ২
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ তায়ি। অথাহু। যোবগচা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৪ ৫। সাঙ্গী।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা (৩)॥ ১।২।৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ, মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'তে' (তুভ্যং, ত্বদর্থোচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, যথোপযুক্তেন) 'সু' (সুষ্ঠু, ত্বদীয় শ্রবণযোগ্যেন স্বরেণ) 'ব্রবাণি' (ব্রুবাণি' বাক্সমর্থঃ ভবানি ইতি আশাস্মহে); 'উ' (যদিচ) 'ইতরাঃ' (উচ্চারণবৈকল্যস্বরূপাঃ দোষযুক্তাঃ) তা অপি কৃপয়া শৃণু ইতি শেষঃ; এবং 'এভিঃ' (অন্তরস্থিতৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (অস্মাকং ভক্তিসুধাভিঃ) 'বর্দ্ধসে' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাসু পরিবৃদ্ধঃ ভবস্ব) ত্বমিতি শেষঃ। মন্ত্রাঃ হি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাঃ, উচ্চারণ-বৈকল্যাৎ যদি ইতরাঃ ভবন্তি, তদপরাধঃ ক্ষমস্ব; অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু; অন্তরস্থিতৈঃ ভক্তিসুধাভিঃ প্রহৃষ্টঃ ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ২সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আসুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হই; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা করিয়া সে স্তব গ্রহণ করুন; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদিগের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; উচ্চারণ-বৈকল্য হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদিগের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হউন (॥ ১অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'এহি' আগচ্ছ। 'তে' তুভ্যং চ তদর্থং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'ইত্থা' ইত্থমনেন প্রকারেণ 'সুব্রবাণি' সুষ্ঠু ব্রবাণীত্যাশাস্মহে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। 'উ'—ইত্যেতৎ পূরকং। 'ইতরাঃ' অন্যৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ। তথাচ ব্রাহ্মণং—'অগ্নিরিথেত্তরাগির ইত্যাহ্বয়াহি বা ইতরাগিরঃ' ইতি। অপি চ আগতস্ত্বং 'এভিঃ' এতৈঃ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ 'বর্দ্ধসে' বর্দ্ধস্ব। (১অ—৬খ—২সূ ১সা)॥

• • •

প্রথম (৭০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা বড়ই উদার উচ্ছ্বাসপূর্ণ। যদিও বিভিন্ন-ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন দিক দিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের জন্য সাধকের, ভক্তের, যাজ্ঞিকের আকুল আহ্বান প্রকাশ পাইয়াছে।

হবিঃ সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রভূত বল প্রদান কর এবং তথায় তুমি অবস্থিতি কর।" এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহ্বান করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি নাই। আমরা ভগবান্ সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১অ ৬খ—২সূ—২সা)॥০

—•—

তৃতীয়ং সাম।

১   ২র   ৩ ১   ২ ৩ ১   ২র

ন হি তে পূর্ত্তম্ অক্ষিপৎ ভুবৎ নেমানাং পতে।

২ ৩   ১ ২

অথা দুবো বনবসে ॥ ৩॥ *

•.•

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নেমানাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণিনাং) 'পতে' (পালক হে দেব!) 'তে' (তব) 'পূর্ত্তং' (পূরকং, পূর্ণত্ববিধায়কং জ্যোতিঃ) 'হি' (নিশ্চয়ং এব) 'ন অক্ষিপৎ' (ন দৃষ্টিবিঘাতকং অপিচ দিব্যদৃষ্টিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ভুবৎ' (ভবতি); 'অথ' খং (অতঃ, দিব্যদৃষ্টিপ্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'দুব' (পরিচরণং, অস্মাকং আরাধনাং, পূজাং) 'বনবসে' (সম্ভজস্ব গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং দিব্যদৃষ্টিঃ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ৬খ ২সূ ৩সা)।

.

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণীদিগের পালক হে দেব! আপনার পূর্ণত্ববিধায়ক জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিদায়ক হয়; সেইজন্য অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রদানের নিমিত্ত, আপনি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—২সূ—৩সা)॥

.

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'তে' ত্বদীয়ং 'পূর্ত্তং' পূরকং তেজঃ 'অক্ষিপৎ' অক্ষ্ণোঃ পাতকং বিনাশকং 'ন হি ভুবৎ' ন ভবতু সর্ব্বদা অস্মাকং দর্শনসামর্থ্যং করোতু হে নেমানাং পতে! নেমশব্দোঽন্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যাচৌ, মনুষ্যাণাং মধ্যে কতিপয়ানাং যজমানানাং পতে পালক! 'অথ' অতঃ কারণাৎ 'ভুবঃ' ভূতয়ঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘ. ৩।৫।৫) অস্মাভির্যজমানৈঃ যুষ্মৎ পরিচরণং 'বনবসে' সম্ভজস্ব ॥ (১অ ৬খ—২সূ—৩সা) ॥

• • •

তৃতীয় (৭০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী দুইটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবৎ জ্যোতির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অপর অংশে সেই দিব্যজ্যোতিঃলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

ভগবানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জগৎ আলোকিত হয়। 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—তাঁহার জ্যোতি-কণা পাইয়াই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিমান হয়, তাঁহার দিব্য আলোকেই মানবের হৃদয় আলোকিত হয়,—গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে সেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তিনি অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া দিগন্তরালস্থিত সুদূরের সেই ধ্রুবতারার দিকে আপনার জীবন-গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টিরোধ হয় না, লক্ষ্য অন্ধকারে ডুবিয়া যায় না। সেই ধ্রুবলক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি শাশ্বতপদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

এই পরম জ্যোতিঃ লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "হে ভগবন্! হে জ্যোতির আধার! আমাদিগকে তোমার অনন্ত জ্ঞানলোকে লইয়া যাও। আমরা যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপযোগী জ্ঞানশক্তি লাভ করি। আমাদিগের চক্ষুর আবরণ ঘুচিয়া যাউক, দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠুক—জীবনের মোহপ্রহেলিকা চিরতরে দূর হউক। "তমসো মা জ্যোতির্গময়",—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১অ ৬খ ২সূ—৩সা)।

—— ० ——

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বয়মু ত্বাম্ অপূর্ব্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তো অবস্যবঃ ।

১ ২ ৩ ১ ২

বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

গেয়-গানং।

৫৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২র১ ৭ ৭ ৭
১। বয়া ৩ মূ ৩ ত্বামপূর্ব্বিয়োবা। স্থূরন্নকচ্ছিদ্ভরা ২ ন্তোঅবা ২ ৩।

১ ৩ ৫ ১ ৪ ২ ১
হো। স্যা ২ ৩ ৪ বঃ। বজ্রিঞ্চিত্রম্। হবা ৩ হা ৩ ই, মা ২

৩ ৫র র ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫
হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) বজ্রা ৩ ইঞ্চা ৩ ইত্রঁ৺ হবামহোবা।

১ র র —১ ৭ ১ ৩ ৫
উপস্থাকর্ম্মন্নূতা ২ য়াইসনা ২ ৩ঃ। হোই। যূ ২ ৩ ৪ বা।

১ র S ২ ১ A ৩ ৫র র
উগ্রশ্চক্রা। মহো ৩ হা ৩ ই। ধা ২ র্ষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

৫৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র —১
(২) উগ্রা ৩ শ্চা ৩ ক্রামহোধৃষোবা। ত্বামিধাবিতা ২ রাংবসা

১ ৩ ৫ ১র S ২
২ ৩। হো। সা ২ ৩ ৪ হাই। সখায়াই। ত্রপা ৩ হা ৩ ই।

১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১
না ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫ (৬॥

* * *

৫ ২ ৪র৫৪র ৫ ২র১২১ ২ ১ ২
২। বয়মু ৩ ত্বামপূর্ব্বিয়া। স্থূরান্নকাৎ, চিদ্ভরা ২ ৩। ন্তা ৩ঃ।

১ ৫ ২ ৫ ১ ৩ ২ A ২A
আ ২ ৩ ৪। ব। স্যা ৩ বঃ। বজ্রায়িঞ্চিত্রো। বা ৩ ৪ ৩ ও

৫ ৫ ৫ ২ ৪ ৫৪র ৫
৩ ৪ বা। হবা ৫ মহায়ি॥ (১) বজ্রিঞ্চা ৩ মিত্রঁ৺ হবামহায়ি।

২১২র১ ২র১ ২ ১ ৫
উপাস্থাকা। মন্নূতা ২ ৩। যা ৩ স্মি। সা ২ ৩ ৪ঃ। নঃ।

২ ২ ১ ৩ ২ A ২A ৫ ৪
যূ ৩ বা। উগ্রাশ্চক্রো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা মহো ৫ ধৃষাৎ॥

৫ ১ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১
(২) উপ্রশ্চ' ০ ক্রামযোম্বাৎ। ভুপানিজ্ঞারি। অবি০।২৩।
২ ১ A ২ ২ ১ ০২ A
রা৩ম্। যা২৩৪। যু। মা৩। হারি। সধাযন্তৈ। মা.
২A ৫ ৪ ৪
৩৪৩ও৩৪বা। ত্রেণা ৫ নণায়িম্। হো ৫ ঈ. ডা (০)। ১২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন' (রক্ষাস্ত্রধারিন, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) 'অপূর্ব্য' (আদিভূত হে দেব) 'স্থূরং ন কশ্চিৎ' (কশ্চিৎ জনঃ, সাধকঃ যথা ত্বাং আহ্বয়তি তদ্বৎ) 'ভরন্তঃ' (রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ) ('বয়ং উ' (বয়মপি) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, বিচিত্রশক্তিযুক্তং) 'ত্বাং' 'অবস্যবঃ' (রক্ষণায়—. রিপুকবলাৎ পরিত্রাণলাভায় ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আরাধয়াম)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনা-মূলকঃ। বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাস্ত্রধারী অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন আপনাকে আহ্বান করেন, সেইরূপ রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত আমরাও যেন বিচিত্র শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদনুসারী হই)। (১অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অপূর্ব্য' ত্রিষু সবনেষু প্রাদুর্ভূততয়াদিজনন! হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'ভরন্তঃ' সোমলক্ষণৈরন্নৈঃ ত্বাং পোষয়ন্তঃ 'বয়ং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং বিবিধরূপং বা 'ত্বামু' ত্বামেব 'অবস্যবঃ' রক্ষণমাত্মন ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'স্থূরং ন' যথা ভরন্তঃ ব্রীহ্যাদিভির্গৃহং পূরয়ন্তো জনানাং স্থূরং স্থূলং গুণাধিকং 'কাঞ্চৎ' কঞ্চিৎ পুরুষং যথা আহ্বয়ন্তি তদ্বৎ। 'বজ্রিণ্' 'বাজঃ'—ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (৭০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § :*: § ———

'হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন, আপনাকে যেন আমরা ঠিক তেমনিভাবে আহ্বান করিতে পারি, তেমনিভাবে যেন আপনার অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারি। রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তোমার কৃপালাভ করিয়া যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। তুমিই মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ হইতে ত্রাণকারী। তুমিই মানুষকে রিপুজয়ের শক্তি

প্রদান কর। আমরা যেন কখনও তোমার চরণ ভুলিয়া না থাকি। আমাদিগের কর্ম্ম চিন্তা ও বাক্য যেন তোমার মঙ্গলনীতির অনুবর্ত্তী হয়। আমাদিগের জীবন যেন তোমার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল, "হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূলব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ যজ্ঞলাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানারূপধারী।" এই ব্যাখ্যায় যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার সার্থকতা কি? সাধক বলিতেছেন তিনি দেবতাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করেন। তার পর, পোষণ করিয়া তাঁহাকেই সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন—অবশ্য তাঁহার কৃপায় রক্ষা পাইবার জন্য। এই সকল ব্যাখ্যা দৃষ্টেই ভিন্ন-দেশবাসী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বেদ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যাও যে পাশ্চাত্যের অনুকারী, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। 'স্থূরং' পদেই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বিবরণকারের মতানুসারে 'স্থূরং' পদে 'ঈশ্বরং' ভগবন্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভাষ্যকার 'ভরন্তঃ' পদে 'ব্রীহ্যাদিভিঃ পুষ্টং পূরয়ন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভর' পদে নিরুক্তানুসারে 'সংগ্রাম' অর্থ প্রকাশ করে। একবিধ বাঙ্গলা ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরাও উক্ত পদে 'রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। (১অ-৬খ-৩সূ-১সা)।*

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
উপ ত্বা কর্ম্মন্ উতয়ে স নো

২ ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২
যুবা উগ্রঃ চক্রাম যো ধৃষৎ।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাম্ ইৎ হি অব্ধবিতারং বব্বমহে

১ ২ ৩ ২
সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৬খ—৬দ ১০সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানগুলির নাম যথাক্রমে 'সৌভরম' এবং 'কালেয়ম্'।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'কর্ম্মন্' (কর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, আরাধয়ামি); যদ্বা 'কর্ম্মন্' (হে সৎকর্ম্মন্) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায় পাপকবলাৎ রক্ষালাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, সম্পাদয়াম ইত্যর্থঃ); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'ধৃষৎ' (ধৃষ্ণোতি, শত্রুনাশকঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, নবজীবনদায়কঃ) 'উগ্রঃ' (উদ্গূর্ণবলঃ, মহাতেজসম্পন্নঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'চক্রাম' (আগচ্ছতু প্রাপ্নোতু); 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ, তব স্নেহকাময়মানাঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সানসিং' (সম্ভজনীয়ং) 'অবিতারং' (সর্ব্বস্য রক্ষিতারং) 'ত্বামিৎ' (ত্বামেব) 'ববৃমহে' (বৃণীমহে, আরাধয়াম) প্রার্থনামূলকোঽয়ং। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ অস্মান্ পরিত্রায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৬খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি (অথবা হে সৎকর্ম্ম! পাপকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেন তোমাকে সম্পাদন করিতে পারি); যে দেবতা শত্রুনাশক নবজীবনদায়ক মহাতেজসম্পন্ন, সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; বলাধিপতি হে দেব! আপনার স্নেহকামী আমরা সম্ভজনীয়, সকলের রক্ষক, আপনাকেই যেন আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

প্রথমপাদঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'কর্ম্মন্' অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মণি 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'ত্বা' ত্বাং 'উপ' গচ্ছামঃ। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ পরোক্ষকৃতঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ধৃষৎ' ধৃষ্ণোতু শত্রূনভিভবতু। 'ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে (স্বা০ প০), 'বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩)'—ইতি শ প্রত্যয়ঃ। 'যুবা' তরুণঃ 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণঃ স ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'চক্রাম' আগচ্ছতু; যদ্বা, চক্রাম অস্মানুৎসাহযুক্তান্ করোতু (ক্রমতেঃ সর্গার্থে ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। পরোঽর্দ্ধর্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ।) 'সখায়ঃ' সমানাখ্যানাঃ বন্ধুভূতাঃ বা বয়ং 'সানসিং' 'বনষণ সম্ভক্তৌ (ভ্বা০ প০) সম্ভজনীয়ং 'অবিতারং' সর্ব্বস্য রক্ষিতারং 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'ববৃমহে' বৃণীমহে সম্ভজামহে। 'ইৎ' প্রাগৃহ্যৌ (নি—প্রয়োগাদ্যনষ্যাতঃ ৮।১।৩৪)॥ ২॥

* * *

৫ ৮— ২ ৩ ৫ ১ ৫
২ ৩ ৪ গী। বা ৩। বৃধ্বা ২ ৩ ৪ ৫ সাম্। চিদদ্রিবে। ২।

৫২ ৩ ৫ ১ ৩র ২ ৩
দিবো। ২ ৩ ৪ য়িবায়ি॥ (২) যুঞ্জন্তিহ। ২। রীআয়িষা ২ ৩ ৪

৫ ১র ৩ ২ ৩ ৫ ১
য়িরা। স্থগাথয়া ২। উরৌরা ২ ৩ ৪ থায়ি। উরুযুগে ২।

৩ ২ ৩ ৫ ১ র ৩ ২ ৩ ৫
বচোয়ু। ২ ৩ ৪ জা। ইন্দ্রবাহা ২। সুবর্ব্বা ২ ৩ ৪ য়িদা।

২ S ২ S ২ ২ ৫র র
হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। হা ৩৪। ঔহোবা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
আঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। ১৭।৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গীর্ব্বণঃ' (স্তবনীয়, আরাধনীয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'অধা হি' (সম্প্রতি) 'কামঃ' (কামো নিমিত্তে, পরমধনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); 'উদেন' (সত্ত্বভাবেন যুক্তাঃ) 'গ্মন্তঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলাঃ, সাধকাঃ) যথা 'উদভিঃ' (সত্ত্বভাবপ্রবাহৈঃ ত্বাং সংযোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ) তথা বয়ং ত্বাং 'উপ সস্থৃগ্মহে' (সম্যক্-প্রকারেণ সংযোজয়াম, প্রাপ্নুযাম ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আরাধনীয় পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; সত্ত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্ত্বভাব প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গির্ব্বণঃ'! গীর্ভিঃ বননীয় ইন্দ্র! 'অধা হি' সম্প্রতি হি 'ত্বা' ত্বাং 'কামে' কামমভিলষন্তমর্থং 'ঈমহে'। যদ্বা 'কামে' কামান্ কমনীয়ান্ স্তোমান্ 'উপসস্থৃগ্মহে' উপসৃজামঃ ত্বাং প্রাপয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—'উদেব' যথা উদকেন 'গ্মন্তঃ' গচ্ছন্তঃ পুরুষাঃ 'উদভিঃ' অঞ্জলিনোৎক্ষিপ্তোদকৈঃ সমীপস্থান্ পুরুষান্ ক্রীড়ার্থং সংসৃজন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ 'কাম

ঈমহে সস্থগ্মহে'—'কামাম্মচস্‌সস্থগ মহে' - ইতি চ পাঠাঃ। 'উদেবগ্মস্তঃ'—উদেপক্ষুঃ - ইতি চ পাঠৌ। (১অ ৬খ ৪সূ ১সা)।

* • *

প্রথম (৭১০) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡ • ‡——

শুদ্ধসত্ত্বভাবময় ভগবানকে লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষণ প্রয়োজন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমদেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়। হৃদয় যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ না হয়, কর্ম্মে বাক্যে চিন্তায় সাধক যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভাবে না চলিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় না। সমত্বই পরস্পর মিলনের মধ্যে যোগসূত্র। অসম কখনও অসমের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। তাই মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সর্ব্বপ্রকার অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্ম্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল নিস্থৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার সহিত মিলিত হইব।" এই উপমার মর্ম্মগ্রহণে আমরা অসমর্থ। 'জলে গমনকারী ক্রীড়ার্থ যে জল বিসৃষ্ট করে'—এ বাক্যের সহিত 'তোমার সহিত মিলিত হইব' বাক্যের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রার্থনার অর্থই বা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। উপমা হিসাবেও এই বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত করা হইয়াছে। (১. ৬খ ৪সূ—১সা)।৷৷০

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

বার্ণ ত্বা যব্যাভিঃ বর্দ্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বাবৃধ্বাংসং চিৎ অদ্রিবো দিবে দিবে॥ ২॥

উত্তরার্চ্চিকের এই কয়টী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ ৬খ ৬দ—৮সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব) 'বার্ণং' (সমুদ্রং ইব অসীমং) 'ত্বা' (ত্বাং) সাধকাঃ 'যব্যাভিঃ' (বেগবতীভিঃ, ঐকান্তিকাভিঃ) 'ব্রহ্মাণি' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'বর্দ্ধন্তি' (তব মহিমানং প্রখ্যাপয়ন্তি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণ-কঠোর হে দেব) ত্বং 'দিবে দিবে' (প্রত্যহং, নিত্যকালং) 'চিৎ' (এব, নিশ্চিতং) 'বাবৃধ্বাংসং' (প্রবর্দ্ধয় - অস্মান্ ইতি শেষঃ); সাধকাঃ প্রার্থনয়া ভগবন্তং লভন্তে ; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ - ৬খ - ৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব! সমুদ্রতুল্য অসীম আপনাকে সাধকগণ ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! আপনি নিত্যকাল আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রিন্! 'শূর' ইন্দ্র! 'বার্ণং' যথোদকমুদকস্থানং 'যব্যাভিঃ' নদীভিঃ, 'অবনয়ঃ' 'যব্যা'—ইতি (নিঘ০ ১।১৩।১-২) নদীনামসু পঠাৎ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি, তথা 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধ্বাংসং' 'চিৎ' যথা নিরুদকং দেশং নদীভিঃ তথা ন কিন্তু প্রবৃদ্ধমেব 'ত্বা' ত্বাং 'দিবেদিবে' অহরহং বর্দ্ধয়ন্তি স্তোতারঃ॥ (১অ—৬খ—৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৭১১) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আপনাদিগের হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রার্থনার বলেই ভগবান সাধকের নিকট আগমন করেন—অবশ্য সেই প্রার্থনা আন্তরিক হওয়া চাই। অন্তরের অন্তর হইতে উদ্ভূত না হইলে সেই প্রার্থনা, প্রার্থনাই নয়। শুধু মুখের কয়টা কথায় কোনও কাজই হয় না। অন্তর যখন ভগবানের অভাব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, তাঁহার অভাবে যখন হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাঁহার দর্শন না পাইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তখন স্বতঃই হৃদয় হইতে প্রকৃত প্রার্থনা উত্থিত হয়। সাধক আপনাকে প্রার্থনার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রার্থনামাঝে পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রার্থনা দ্বারাই সাধক ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ধ্রুবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে আপনার কোলে স্থান দিয়াছিলেন।

তাঁহার কৃপায় মানুষের রিপুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ভববন্ধন টুটিয়া যায়। কাঠার হস্তে তিনি মানুষের রিপুনাশ করেন, মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান বিতরণ করিয়া চিরদিনের জন্য রিপু-আক্রমণের ভয় নিবারণ করেন। তাই সেই পরাজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১অ—৬খ ৪সূ-২সা)।*

— :০: —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ৩   ১ ২
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়া

৩ ১   ২র ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
উরৌ রথ উরুযুগে বচোযুজা।

৩   ১ ২   ৩ ১ ২
ইন্দ্রবাহা স্বর্বিদা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষিরস্য' (সিদ্ধিপ্রদাতুঃ, অভীষ্টসাধকে ইত্যর্থঃ) 'উরৌ' (মহতে) 'রথে' (সৎকর্ম্মরূপযানে, সৎকর্ম্মণি) সাধকাঃ 'উরুযুগে' (মহাকালে, সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'বচযুজা' (প্রার্থনাসমন্বিতে) 'স্বর্বিদা' (স্বর্গং জানন্তৌ, স্বর্গপ্রাপকে) 'ইন্দ্রবাহা' (ইন্দ্রস্য বাহনভূতে ভগবৎপ্রাপকে) 'হরী' (পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে) 'উরুযুগে' (সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'গাথয়া' (স্তোত্রেণ) 'যুঞ্জন্তি' (যোজয়ন্তি, সম্মিলিতে কুর্ব্বন্তি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। সাধকাঃ কর্ম্মভক্তিজ্ঞানৈঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসাধক মহৎ সৎকর্ম্মে, সাধকগণ প্রার্থনাসমন্বিত স্বর্গপ্রাপক ভগবৎপ্রাপক পাপহারক ভক্তিজ্ঞানকে নিত্যকাল স্তোত্রের দ্বারা সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'ইবিরস্য' গমনশীলস্যেন্দ্রস্য 'উরুযুগে' মহাযুগে 'উরৌ' মহতি 'রথে' 'ইন্দ্রবাহা' ইন্দ্রস্য বাহনভূতৌ 'বচোযুজা' বচনমাত্রেণৈব যুজ্যমানৌ 'স্বর্বিদা' স্বর্গাখ্যমিন্দ্রস্য স্থানং জানন্তৌ 'হরী' এতন্নামকাবশ্বৌ 'গাথয়া' স্তোত্রেণ স্তোতারঃ 'যুঞ্জন্তি' যোজয়ন্তি। 'উরুযুগে বচোযুজাইন্দ্রস্য বাহা স্বর্বিদা' 'ইন্দ্রবাহা বচোযুজা' ইতি পাঠৌ ॥ ৩ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরার্চ্চিকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি উত্তরার্চ্চিকে প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ খণ্ডঃ প্রথমাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ।

—:•:—

তৃতীয় (৭১২) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

ভগবৎ-প্রাপ্তির তিনটী পন্থা অথবা সাধনোপায় আছে। তাহারা—কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান। এই তিনটীর যে কোন একটীর অবলম্বনে সাধক সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। একটীর উপস্থিতিতে, উপযুক্ত সাধনায়, অন্য দুইটীর আবির্ভাব অনুমান করা যায়। প্রার্থনাপরায়ণ সাধক এই তিনের সম্মিলন সাধন করতঃ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। "গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রেযোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।" স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা অশ্বদ্বয়কে ইন্দ্রের রথে যোজিত করেন—এই বাক্যদ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয়? ইন্দ্রের রথই বা কি, আর অশ্বদ্বয়ই বা কি? স্তোতাগণই বা তাহাদিগকে রথে স্তোত্রদ্বারা কিরূপে যোজনা করিবেন? 'রথ' শব্দে পূর্ব্বানুসারে এখানেও আমরা 'সৎকর্ম্ম' অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করি। 'হরী'—পাপহারক জ্ঞানভক্তি, সাধক প্রার্থনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সমন্বয় সাধন করেন। জ্ঞানভক্তি ভগবৎপ্রাপক—জ্ঞানভক্তির সাহায্যেই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভবপর। মন্ত্রে প্রার্থনাপরায়ণ সাধকের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সাহায্যে মোক্ষলাভের কথাই মন্ত্রমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। (১অ—৬খ—৪প ৩সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, অষ্টানবতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:§*§:—

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

১ ৩২ ৩ ১২৩ ১২ ৩ ১র ২র
পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রম্ অভি প্র গায়ত।
৩ ১২ ৩১২৩ ১ ২ ৩২
বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং কর্ম্ম বা) 'আ পান্তং' (সর্ব্বতোভাবেন পানশীলং, গ্রহণকারিণং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বাসাহং' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং অভিভবিতারং) 'শতক্রতুং' (অশেষকর্ম্মকারিণং, অশেষজ্ঞানসম্পন্নং) 'চর্ষণীনাং মংহিষ্ঠং' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং সর্ব্বথা হিতসাধকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'প্র গায়ত' (সম্পূজয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; পুনঃ চিত্তবৃত্তীঃ ভগবতি সংন্যস্তায় সঙ্কল্পঃ প্রকাশয়তি। (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্ম্মকে) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল প্রকার শত্রুর অভিভবকারী, অশেষপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন, সাধকগণের সর্ব্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যুষ্মদীয়ং 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'আ পাতুং' আভিমুখ্যেন পিবন্তং পা পানে (ভ্বা০ প০); ছান্দসঃ শপোলুক্ (২।৪।৭৩); সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে,—ইতি 'ন লোকাব্যয় (১।২।৬৯) ইতি ষষ্ঠী প্রতিষেধাভাবঃ; ততোঽন্ধস ইত্যস্য কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ (২।৩।৬৫) ইতি ষষ্ঠী। সোমমাভিমুখ্যেন পিবন্তমেতাদৃশং 'ইন্দ্রং' 'অভি প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ অভিষ্টুত। কীদৃশং? 'বিশ্বাসাহং' সর্ব্বেষাং শত্রূণামভিভবিতারং সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং বা, অতএব 'শতক্রতুং' বহুবিধপ্রজ্ঞানং বহুবিধকর্ম্মাণং বা 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'মংহিষ্ঠং' ধনস্য দাতৃতমং। যদ্বা, যজমানানাং যষ্টব্যত্বেন পূজনীয়মিন্দ্রং প্রগায়তেত্যর্থঃ॥ ১॥

• • •

প্রথম (৭১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে ঋত্বিগ্‌গণকে বলা হইতেছে,—'হে ঋত্বিগ্‌গণ! সোমলক্ষণ অন্নকে আভিমুখ্যে যিনি পান করেন, এতাদৃশ ইন্দ্রকে তোমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। সে ইন্দ্র কেমন? তিনি সকল শত্রুর বা সকল ভূতজাতের অভিভবকারী, বহুবিধ-প্রজ্ঞান বা বহুবিধ কর্ম্মকারী এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ ধনদাতা অথবা যজমানগণের যষ্টব্য-হেতু পূজনীয়; সেই ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর।' এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ' পদ সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তাহা পানের জন্য একান্ত আসক্ত,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত।

আমরা 'অন্ধসঃ' পদে পূর্ব্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। দেবগণ বা ভগবান গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার রস মাদক-দ্রব্য—অশরীরী দেবগণের কখনই পানীয় হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রহণ করেন—সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তাহা—'দ্রব্য'—পদার্থ নহে—'ভাব'—পদার্থ।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উদ্দেশে আপনাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বা সৎকর্ম্মকে সমর্পণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মে বা সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; আর, সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ কর। তাহাই শ্রেয়ঃসাধকঃ॥ (২অ—২খ—১সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ২ ২ ১ ২

পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাহ৩২ং৩ সনশ্রুতম্।

২ ৩ ১ ২

ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'পুরুহূতং' (বহুভিঃ আহূতং, সর্ব্বারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'পুরুষ্টুতং' (বহুভিঃ স্তুতং, সর্ব্বলোকস্মরণীয়ং) 'গাথান্যং' (গানযোগ্যং, যশস্বিনং ইত্যর্থঃ) 'সনশ্রুতং' (সনাতনরূপা প্রসিদ্ধং, সনাতনং) 'ইন্দ্র ইতি' (ইন্দ্রাখ্যং, বলাধিপতিদেবং) যূয়ং 'ব্রবীতন' (ব্রূতাস্তং প্রার্থয়ত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ—১খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বলোকস্মরণীয় যশস্বী সনাতন বলাধিপতি দেবতাকে তোমরা আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই।)॥ (২অ—১খ—১সূ—২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৫খ—৫দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'পুরুহূতং' যজ্ঞেষু বহুভিরাহূতং 'পুরুষ্টুতং' বহুভিঃ স্তোত্রশস্ত্রাদিভিঃ স্তুতং অতএব 'গাথান্যং গানযোগ্যং গাতব্যং 'সনশ্রুতং' সনাতনম্বা প্রসিদ্ধং এবম্বিধং দেবং ইন্দ্র ইতি যূয়ং 'ব্রবীতন' ব্রুবীধ্বং ব্রূঞ ব্যক্তায়াং বাচি (অদা০ উ০) ইত্যস্ম লটি ব্যত্যয়েন (৩।৪।৯৮) ধ্বমস্তনবাদেশঃ, অতএব গুণঃ॥ ২।

* * *

দ্বিতীয় (৭১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— §:•:§ ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ চারিটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষণগুলি প্রায় একার্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। আর একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিলেও পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। উহাদ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে মাত্র।

মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, সকলেই সেই নিত্য নিরঞ্জন ভগবানের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু হে আমার মন! তুমিই কি একাকী মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে? তোমার কি কখনও চৈতন্য হইবে না?

"পশুপাখী তারা তাঁরে, ডাকে প্রহরে প্রহরে,
তুমি মানব হয়ে এমন করে রৈলে অচেতন?"

তুমি কি পশুর অপেক্ষাও হেয় নিকৃষ্ট? ভগবানের প্রদত্ত মহাদানের কি তুমি এই সদ্ব্যবহার করিলে? জাগো মন, সময় বহিয়া যায়—জীবনের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হও, ভগবানের দেওয়া শক্তির সদ্ব্যবহার কর। হেলায় সুযোগ নষ্ট করিও না! পরম আরাধ্য দেবতার শরণ গ্রহণ কর। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' (২অ—১খ—১সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্র ইন্দ্রো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহাঁ অভিজ্ঞু আ যমৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদ দিলে একাশীতিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিদেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মঘোনাং' (মঘোনাং পরমধনসমন্বিতানাং) 'বাজানাং' (আত্মশক্তীনাং) 'দাতা' (প্রদাতা, ভবতি ইতি শেষঃ); ভগবান্ হি লোকেভ্যঃ আত্মশক্তিং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ ; 'নৃতুঃ' (নৃভ্যঃ হিতঃ, লোকানাং হিতকারকঃ) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্ন,) 'অভিজ্ঞুঃ (সর্ব্বস্য জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ দেবঃ 'আযমং' (প্রযচ্ছতু—অস্মভ্যং পরমধনম্—ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতিদেবতাই আমাদিগের পরমধনসমন্বিত আত্মশক্তির প্রদাতা হয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করেন); লোকদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) (২অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দ্র ইৎ' পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্র এব 'নঃ' অস্মভ্যং 'মঘোনাং' মঘবানাং ধনবতাং পশ্বাদিলক্ষণ ধনযুক্তানাং 'বাজানাং অন্নানাং 'দাতা' ভবতু। কীদৃশঃ ? 'নৃতুঃ' ('নৃতিপ্রোঃ কুঃ' ইতি কুপ্রত্যয়ঃ, ছন্দসঃ) সর্ব্বস্য নর্ত্তয়িতা, যদ্বা নৃ নয়ে, (ক্র্যা০ প০) ঔণাদিক তু প্রত্যয়ঃ, ধাতোর্দীর্ঘশ্ছান্দসঃ স্তোতৃভ্যো ধনানাং নেতা; অতএব 'মহান্' স ইন্দ্রঃ 'অভিজ্ঞু' অভিগত-জানুকং অস্মভ্যং 'আ যমং' আযচ্ছতু দদাতু। যদ্বা স ইন্দ্রঃ অভিজ্ঞু অস্মদভিমুখমাগচ্ছত ধনং স্বহস্তয়োঃ পরিগৃহ্য অস্মান্ নয়তু, ধনং গৃহীত্বা অস্মভ্যং দদাতিত্যর্থঃ। 'মঘোনাং'—'মঘোনাং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৭১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের যাহা কিছু আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানের নিকট হইতেই সকলে শক্তি লাভ করে। তাই তাঁহার নিকটেই পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'ইৎ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পদদ্বারা কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে॥

একমাত্র তিনিই ধনপ্রদানে সমর্থ। তিনি ব্যতীত অন্ত কাহারও কোন শক্তি নাই। 'ইৎ' পদদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় সেই পরম দেবতাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'নৃতুঃ' পদে বিবরণকার 'নৃভ্যঃ হিতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিয়াছি। 'সর্বজ্ঞঃ' পদেও আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। "ইন্দ্রই আমাদিগের মহাধনের দাতা। তিনিই নর্ত্তনকারী। মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।" "ভাষার বৈষম্য হইলেও মূলভাবের বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। 'নর্ত্তনকারী' দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি ভাব আনয়ন করিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের মত প্রকাশিত হইয়াছে ॥ (২অ—১৭—১সূ—৩সা)।০

—— • ——

প্রথমসূক্তস্য গেয়-গানং।

১ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ৭ =
।হি ৫ স্তম্। আ ৩ বো ৩ অন্ধপাঃ। আইন্দ্রায়মন্তাই। প্রগা ২

৩ ৫ ১ A ৩ ৫ ২ ১ ২ ২
য়া২৩৪তা। বিশ্বা২গা২৩৪হায়্। শা ৩ তাক্রা ৩ তুম্।

১ ২ ১২ ১ A ৩ ৫র র ৩ র
সভ্যর্হিষ্ঠকর্ষ। নাই। না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (১) পুহ ৫ রুহূ।

৪ ২ ৪ ৫ ১ র ৭ A ৩ ৫
তা ৩ স্পূ ৩ রুষ্টুতাম্। পুরুহূতাম্। পুরু ২ ষ্টু ২ ৩ ৪ তাম্।

১র A ৩ ৫ ২ ১ ২ র ১ ২ ১ ১ ২
ধাথা ২ না ২ ৩ ৪ য়াম্। সা ৩ নাশ্রু ৩ তাম্। আইন্দ্রইত্বি।

২ A ৩ ৫র র ৩ ৪
।ই। তা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (২) আহ ৫ ইন্দ্রইৎ। নো ৩

২ ৪ ৫ ১ A ৩ ৫ ১র A
মা ৩ হোনাম্। আইন্দ্রইয়ো। মা ২ হো ২ ৩ ৪ নাম্। দাতা ২

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (বালখিল্য সূক্ত বাদে একাশীতিতম) সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ ৫ ১২ ২ ২ ১২র ১২ ১র
যা২৩৪কা। না৩১মা তর্হ্রেঃ। মা৩া৬ অভিস্তু। আ।

১ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১
যা২মা২৩৪ঔহোবা। ও৩কা২৩৪৫ঃ॥ ১২৩॥ *

* . *

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্য্যশ্বায় গায়ত।

১ ২ ৩ ২
সখায়ঃ সোমপাবনে ॥ ১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়' (হে মম সহচারিণঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং- সম্বন্ধিনং ইতি যাবৎ) 'মাদনং' (আনন্দপ্রদং স্তোত্রং) 'হর্য্যশ্বায়' (জ্ঞানরশ্মিসম্পন্নায়, জ্ঞানদিতরকায় ইতি ভাবঃ) 'সোমপাবে' (শুদ্ধসত্ত্বানাং সৎকর্ম্মণাং বা পাত্রে গ্রহণকারিণে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'প্র গায়ত' (সর্ব্বথা উচ্চারয়ত, সমর্পয়ত)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধক। আত্মনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাঃ স্তোত্রমন্ত্রাঃ চ ভগবতি সংন্যস্তা ভবন্তু— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানদিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্ব্বথা সমর্পণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনার সকল কর্ম্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সংন্যস্ত হউক। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'হর্য্যশ্বায়' হরিনামকাশ্বোপেতায় 'সোমপাবনে সোমানাং পাত্রে 'মাদনং' মদকরং হর্ষকরং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' প্রপঠত। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী সাম-মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈতহব্যমোকোনিধনম্।"

প্রথম (৭১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও সাধারণতঃ ঋত্বিগ্‌গণের বা পুরোহিতগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখায়' পদ 'হে সখাগণ' এই অর্থে তাঁহাদিগের সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে সখাগণ! তোমরা হরিনামক-অশ্বযুক্ত, সোমরসসমূহের পানকারী, ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র পাঠ কর।'

মন্ত্রের তিনটী অনুবাদ (একটী ইংরাজী, একটী বাঙ্গালা ও একটি হিন্দি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম বোধগম্য হইবে। যথা;—

(১) "হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।"

(2) "Sing ye a song, to make him glad, to Indra, Lord of tawny steeds, the Soma-drinker, O my friends!"

(৩) "হে সখাও তুম হরিনামক অশ্ববালে সোমপানকরনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ প্রসন্ন-করনেবালা স্তোত্র গাও।"

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি যে মানুষের প্রধান সখা, চিরসহচর—নিত্য সহচর, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। তাহারা যখন সৎপথাবলম্বী হয়, তখনই তাহারা সুবন্ধু সুমিত্র। আবার যখন তাহারা বিপথে গমন করে, অসৎকার্য্যের পরিপোষক হয়, তখনই তাহারা কপট-বন্ধু বা কুমিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এ সংসারে সখা দুই অবস্থার, দুই প্রকারের আছে। চিত্তবৃত্তিতে সখিত্বের সেই দুই আদর্শই দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তবৃত্তি সম্বোধনে 'সখায়ঃ' পদ এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ কর।' সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তিনি যে কেমন, তাহারই পরিচয়-স্বরূপ "হর্য্যশ্বায়" এবং "সোমপাব্নে" পদদ্বয় দেখিতে পাই। ঐ দুই পদের তাৎপর্য্যার্থের বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। অশ্বের সহিত অথবা সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্যের সহিত ঐ দুই পদের সম্বন্ধের বিষয় আমরা স্বীকার করি না। তিনি যে জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত এবং সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী ঐ দুই পদ সেই ভাবই খ্যাপন করে। অবশিষ্ট 'মাদনং প্রগায়ত' পদদ্বয়ে স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কর,—এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, সকল বাক্য ও কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত করার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত॥ (২অ-১খ—২সূ—১সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২প্র ৫অ—৫দ—২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

২উ　৩　২　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ২উ　৩　১ ২
শꣳস ইৎ উক্‌থꣳ সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ ।
৩　২　৩ ১ ২
চকৃমা সত্যরাধসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম মন ! 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'দ্যুক্ষং' (দীপ্তিমন্তং, ঐকান্তিকাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাং উচ্চারয়ন্তি ইতি যাবৎ, তদ্বৎ ত্বং 'সুদানবে' (শোভনদানায়, পরমধনদাত্রে) 'উত' (তথা) 'সত্যরাধসে' (সত্যধনায়, সত্যপ্রাপকায় সত্যপ্রাপকদেবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (এব) ত্বং 'উক্‌থং' (প্রার্থনাং) 'শংস' (উচ্চারয়); ভগবৎপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণঃ ভব ইত্যর্থঃ ; 'চকৃম' (প্রার্থয়াম—বয়ং ভগবন্তং আরাধয়াম ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ । ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (২অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার মন ! সৎকর্ম্মসাধকগণ যেমন ঐকান্তিক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, সেইরূপভাবে পরমধনদাতা এবং সত্যপ্রাপক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্যই তুমি প্রার্থনা উচ্চারণ কর অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ হও ; আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই ।) (২অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'উত' অপিচ হে স্তোতঃ ! 'সুদানবে' শোভনদানায় 'সত্যরাধসে' সত্যধনায়েন্দ্রায় 'উক্‌থং' স্তোমং 'যথা নরঃ' অন্যেস্তোতারঃ 'দ্যুক্ষং' দীপ্তেঃ সাধনভূতং স্তোত্রং শংসন্তি, তদ্বৎ ত্বমপি 'শংস' উচ্চারয় । ইদিতি পূরণঃ বয়মপি 'চকৃম' স্তোত্রং করবাম । ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৭১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনা পরিলক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ অনৈক্য লক্ষিত হইবে না। তবে আত্মোদ্বোধনা অর্থেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষিত হয়। আমরা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার স্তোতাকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক ভাষ্যাদিতেও প্রার্থনার মূল অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। 'শোভনদানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, আমরাও করিব।"

ভগবান সত্যপ্রাপক, সত্যধনযুক্ত। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'। তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যজ্ঞান, সত্যধন তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হয়। তিনিই সত্যপ্রাপক। তিনি কেবলমাত্র সত্যধনের উৎস নহেন, জগতে তিনি সেই পরমধন বিতরণও করেন। তিনি শোভনদানযুক্ত। জগতের অজ্ঞানতান্ধকারাবৃত জনগণের জন্য, তাহাদিগকে অনন্ত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য, তিনি জগতে সত্যালোক বিতরণ করেন। সেই পরম দেবতাকে লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (২অ-১খ ২সূ—২সা)॥ *

———•———

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২উ ৩১ ২

ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুঃ ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো।

১ ২ ৩১ ২

ত্বꣳ হিরণ্যয়ুঃ বসো ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজয়ুঃ' (শক্তিকামঃ, আত্মশক্তিদাতা—ভব ইতি শেষঃ); 'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন, যদ্বা বহুপ্রজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমন, সর্ব্বজ্ঞ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'গব্যুঃ' (জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ—ভব ইতি শেষঃ); 'বসো' (পরমধনরূপ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'হিরণ্যয়ুঃ' (হিরণ্যকামঃ, পরমধনদাতা—ভব ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ-১খ-২সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগের আত্মশক্তিদাতা হউন; সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরাজ্ঞানদায়ক হউন; পরমধনবান্ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরমধন দাতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন।)। (২অ—.খ—২সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'বাজয়ুঃ' অন্নকামো ভব। হে শতক্রতো বহুবিধ কর্ম্ম-বন্নিন্দ্র! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'গব্যুঃ' গোকামো ভব। হে 'বসো' বাসয়িতরিন্দ্র। ত্বং 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যকামোঽপি ভব। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি দৃশ্যতে (বা৮ ৩.৩।৮) ইতি ক্যচ্। ৩॥

তৃতীয় (৭১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভগবানের ত্রিবিধা শক্তিকে সম্বোধন করিয়া ত্রিবিধ দান পাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি বলাধিপতি, শক্তির উৎস। তাই তাঁহার নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ আত্মশক্তি দান করিবেন কিরূপে? আত্মশক্তি তো সাধক আপনার সাধনার দ্বারা লাভ করিবেন! সত্য কথা। কিন্তু সেই সাধনার শক্তিই যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত লাভ করা যায় না! অপিচ, সাধনার সিদ্ধিও তো নির্ভর করে—ভগবানেরই কৃপার উপর! তাই সেই পরমশক্তিদাতার চরণেই শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি পরমজ্ঞানদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। মানুষ তাঁহার নিকট হইতেই জ্ঞান লাভ করে। তাই সেই জ্ঞানময়ের নিকটে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তিনি পরমধনদাতা। মানুষ যে ধনের জন্য ব্যাকুল, যাহা লাভ করিলে জীবনের সকল কামনা-বাসনার অবসান হয়, 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মানুষ সেই পরম ধন ভগবানের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়। তাই সেই পরম দেবতার নিকটেই মানুষ আপনার প্রার্থনা নিবেদন করে। মন্ত্রে প্রার্থনার ভিতর দিয়া এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। (২অ ১খ ২সূ—৩সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় সূক্তস্য গেয়-গানং।

১ ৳ ৩২৳৩ ৫ ১ —১ ২ ২৳ ৩
প্রবইন্দ্রা২। যমাদা২৩৪নায়্। প্রবা২ইন্দ্রা। ঔ৩হো। য়া

৫ ২ ২ —১ ২ ২৳ ৩
২৩৪মা। দা৩নায়্। হরা২অশ্বা। ঔ৩হো। য়া২৩৪

২ ২ ২ —১ ২ ২ ১
পা। য়া৩তা। সখা২য়াস্মা। ঔ৩হো৩। মায়ো

৫ ৪ ৫ ১ ২ ৳
২৩৪বা। আহ্৫বো৬হাই॥ (১) শঙ্গেদুক্থা২মু।

৩২৳৩ ৫ ২ —১ ২ ২ ৩
সুদানা২৩৪নাই। শঙ্গসা২ইদুক্থা। ঔ৩হোই। সু২

৫ ২ ২ —১ ২ ২৳ ৩
৩৪দা। না৩বাই। উক্তা২দ্রাক্ষা। ঔ৩হোঈ। বা২৩

৫ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১
৪থা। না৩রা:। চক্রুশ। সা। ঔ৩হো৩। ত্যায়ো২৩

৫ ৫ ৫ ১ ৳ ৩২৳৩
৪বা। ধা২৫গো৬হাই॥ (২) তুগ্রম্মা২ই। ইবাজা

৫ ২ —১ ১ ২৳ ৩ ৫ ২
২৩৪য়ূ:। তুগা২ন্ন অ। ঔ৩হোই। ভ্রা২৩৪বা। জা

২ —১ ২ ২৳ ৩ ৫ ২
৪য়ূ:। তুগা২দবূ:। ঔ৩হোই। শা২৩৪ত। ক্রা৩

২ — ১ ২ ২ ১ ৫
তাউ। তুবা২ঙ্গিরা। ঔ৩হো৩। প্যায়ো২৩৪বা।

৪ ৫
বাহ৫গো৬হাই (৩)। ১২৩॥*

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী সাম-মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়গান আছে। উহার নাম, "শাক্বর।"

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সখায়ঃ' (অস্মদঙ্গীভূতাঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ; অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ ভগবৎ-পরায়ণাঃ সন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'কণ্বাঃ' (অকিঞ্চনাঃ, অতিক্ষুদ্রাঃ) 'বয়ং' (ইমে প্রার্থনাকারিণঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তদুদ্দেশ্যপরায়ণাঃ, তস্মিন্ সংন্যস্তপ্রাণাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উক্থেভিঃ' (স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তে); চিত্তবৃত্তীঃ ভগবদনুসারিণীঃ করণায় ইমাং প্রার্থনাং জ্ঞাপয়ামঃ—ইতি ভাবঃ। (২অ ১খ ৩সূ—১সা)॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং আত্মন ইচ্ছন্তঃ, ত্বাং কাময়মানাঃ 'তদিদর্থাঃ' (তব স্তোত্রপরায়ণাঃ, কেবলং তব সম্বন্ধিনং বাক্যং উচ্চারয়মাণাঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ) যদা 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বলাভসমর্থাঃ, কর্ম্মণা সালোক্যাদেঃ অবস্থাপ্রাপ্তাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ; তদা 'কণ্বাঃ' (বয়মিব অকিঞ্চনাঃ) 'উক্থেভিঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ, বেদমার্গানুসরণৈঃ) 'জরন্তে' (জীর্ণাঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তাঃ বা মোক্ষসাধকারিণঃ ভবন্তি)। স্তোত্রেণ কর্ম্মণা চ ভগবতঃ সখিত্বলাভে সমর্থে সতি স্বতএব মুক্তিঃ আয়ত্তা ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (২অ-১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের অঙ্গীভূত সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ আপনাকে কাময়মান হউক; (ভাব এই যে,—আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবৎপরায়ণ হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); অকিঞ্চন অতি-ক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তব করিতেছে। (ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবদনুসারিণী করিবার জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি।)॥ (২অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন!) বিধর্ম্মণি' (বিশিষ্টফলসাধকে, মোক্ষফলপ্রাপকে ইত্যর্থঃ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ত্বাং' (মোক্ষদায়কং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (ভগবৎকর্ম্মসাধকৈঃ সদ্ভাবাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'অবীবৃধন' (প্রবর্দ্ধয়েম হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইত্যর্থঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবাঃ হি ভগবৎপ্রাপকাঃ। সদ্ভাবেন সাধকঃ মোক্ষং অধিগচ্ছতি। তত ভাবঃ—মোক্ষলাভায় সদ্ভাবসঞ্চয়িতুং প্রবুদ্ধঃ ভবানি॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্ম্মে আমরা আপনাকে (আপনারসম্বন্ধি কর্ম্মসাধক) সদ্ভাবসমূহের দ্বারা প্রবৰ্দ্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অনন্তর (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক। সদ্ভাবপ্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের নিমিত্ত সদ্ভাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম! ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিবিধ ফলস্য ধারকে যজ্ঞে 'যজ্ঞৈঃ' যজ্ঞসাধনৈঃ 'স্তোত্রৈঃ' 'অবীবৃধন্' যজমানা বর্দ্ধয়ন্তি। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১০৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্ম সদ্ভাব মোক্ষপ্রাপক। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবৎ-প্রীতিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। মানুষ কর্ম্মগুণে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎকর্ম্মের কুফল—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে, শাস্ত্রানুমোদিত সৎপথে চলিয়া যিনি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়।

বড় গোলের কথা আসিয়া পড়ে—শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের নির্ব্বাচন লইয়া। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মে

এবং অসৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখি না। তাই অনেক সময় সৎ ও অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া, মোহান্ধ মানব বিষম বিভ্রমে পতিত হয়। বিচার-বুদ্ধির বৈষম্য-বশতঃ মানুষ তাই সৎকর্ম্ম করিতে যাইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সদসৎ বিচারবুদ্ধির উন্মেষণে তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান-লাভে বিচারশক্তির পরিস্ফুরণ হইলে তখন সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ মানুষ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া, সেই কর্ম্মের সাধন-উদ্‌যাপনে সাধক আপনার পরম কল্যাণ বিধান করেন। ভগবৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধনে ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই সংস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব সঞ্চারের প্রথম প্রয়োজনীয়তার বিষয় মন্ত্রের 'বিধর্ম্মণি' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

'যজ্ঞৈঃ' পদে যজ্ঞ সাধনভূত উপাদান সদ্ভাব প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র উপাদান। ঐ দুইটীর সাহায্যেই কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আকর্ষণে ভগবানের আসন টলে। তিনি তখন জ্ঞানভক্তিরূপ অশ্ব সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে অধিরোহণ করিয়া ভক্তের পূজায় আগমন করেন। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের অধিষ্ঠান; ভক্তের সাহচর্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তি-সংযুত কর্ম্মই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। মন্ত্রে সেই ভক্তিসংযুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন, —"হে ভগবন! আমায় সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন; আমার কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত হউক। আর আপনি সেই কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন: আপনার অনুগ্রহে আমি মোক্ষধনে সমৃদ্ধ হই।"

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন কর।" এ ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। * (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)।

—•—

দশমং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।]

৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বায়ুং' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনং' (জ্ঞানময়ং, অক্ষয়ং ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, মোক্ষসাধকং ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, পরমধনং বিধায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। (৭অ—২খ ১সূ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন)॥ (৭অ—২খ—১সূ—১০সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! যাগেষু ক্লিদ্যমান সোম! ত্বং 'চিত্রং' নানাবিধং 'অশ্বিনং' অশ্ববন্তং চ 'বিশ্বায়ুং' সর্ব্বগামিনং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। গতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (১০৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡•‡×——

সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মায় আত্মসম্মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কহিতেছেন,—'হে দেব আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি চাই—মোক্ষ। এখন চাই—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি! পার্থিব ধনজনসম্পদে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এমন ধন চাই, যে ধন পাইলে চাহিবার আশা মিটিয়া যায়—সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দেব! দয়া করিয়া আমাকে সেই পরম ধন মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রার্থনারও অবধি নাই। পর্য্যাপ্তেরও অতীত বিবিধ বিচিত্র ধনের অধিকারী হইলেও তাহার পাইবার আশা আর মিটে না। যতই

তাহার কামনার পূরণ হয়, নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। মানুষের কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে! শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—নিঃস্ব যিনি, তিনি শতপতি হইতে কামনা করেন; শতপতি সহস্রপতি, সহস্রপতি লক্ষপতি, লক্ষপতি কোটীপতি হইতে বাসনা করেন। যিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনি রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে চাহেন; যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, তিনি ইন্দ্রত্ব পাইবার কামনা করেন; যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন। এইরূপে উচ্চাবচক্রমে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। তাই, বিচিত্র পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তের অতীত ধনের অধিকারী হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না;—তাই সেই পর্য্যাপ্তেরও অনেক অতীত ধন পাইবার জন্য মানুষ নিযুক্ত হয়। যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকে না, সকল বাসনা কামনার অবসান হয়, সকল তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন সেই ধনের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি; সকল ধনই তাঁহার নিকট বর্ত্তমান। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট; যাচ্ঞা কর—তাঁহার দ্বারে; তিনি সকল কামনার অবসান করিয়া দিবেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া—ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন যে তাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সে যত ধনই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া যায়। আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া যে ভোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য ভোগের এই এক দিক। আর একদিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মন্ত্রে শেষোক্ত রূপ কর্ম্মাচরণেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ, একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে, এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার সেই সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। তবে প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট, প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার পর্য্যাপ্তের অতীত যে ধন, তাহাও তাঁহার নিকট পাইবে। এখানে একটা পর্য্যায়ের ভাব মনে আসে। এখানে, চাহিতে চাহিতে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইবার ইঙ্গিত আছে। মন্ত্র কহিতেছে যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনা পূরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের 'অশ্বিনং' পদে ভাষ্যকার 'অশ্ববন্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর 'বিশ্বায়ু' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বগামিনং।' * আমাদের পরিগৃহীত অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নানাবিধ অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন প্রদা কর।" যাহা হউক, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র, পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রে লক্ষ্য পরম-ধন বা মোক্ষ ধন লাভ। সাধকের সেই আকুল প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটি উঠিয়াছে। † (৭অ-২খ-১সূ ১০সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং প্রথমং সাম।)

২৩ ২ ১ ২ ১ ১২ ৩ ১র ২র
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতি তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপ তারয়ন্ তেষাং হৃদি প্রবহতি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄং পাপনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-১সূ—সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদিগকে পা হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবা

---

* এই 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোন্নতির নি বুঝিতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছি যে, তাহাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হইতেন। 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' বলি সর্ব্বদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ অশ্ব সংবাহনের ভাব উপলব্ধ করিতে পারি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের তৃত সূক্তে (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, দশম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

[স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দী' দেবানাং হর্ষকরঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন্ পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরতি। তদেব দর্শয়তি। 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'অন্ধসঃ' দেবানামন্নাত্মকস্য সোমস্য ধারা ধাবতীতি। পুনরপি তদেবাহাত্যন্তাদরার্থং 'তরৎস মন্দী ধাবতি'-ইতি। যদ্বাস্যা ঋচো যাস্কেনোক্তোঽর্থো দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—তরতি স পাপং সর্ব্বং মন্দীয়ং স্তৌতি ধাবতি গচ্ছত্যূর্দ্ধাং গতিং ধারা সুতস্যান্ধসো ধারাভিষুতস্য সোমস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্য (নিরু০ ১৩।৬) ইতি॥ (৭অ ২খ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেইখানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় পরমানন্দ লাভ করে। (৭অ-২খ-২সূ—১সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২৩ ১২৩ ১২ ৩১২
উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ।
২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত প্রথম ঋক)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ-৪খ—৪সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় (৮৬ পৃষ্ঠা)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসূনাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'উস্রা' (প্রদাত্রী) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ইত্যর্থঃ—ভক্তিরূপিণী দেবী ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলস্য অর্চ্চনাকারিণঃ—মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইত্যর্থঃ)। 'স' (সা ভক্তি ইতি ভাবঃ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্ ইতি যাবৎ) 'মন্দী' (অস্মাকং পরমানন্দদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং ভক্তি সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ভবতু ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

অথবা,

'উস্রা' (পয়স্বিনী গাভী যথা পয়ঃনিঃসারকং লোকরক্ষাকরং স্তনং ধারয়তি তদ্বৎ) অথবা 'উস্রা' (জ্ঞানকিরণঃ যথা পাপনিঃসারকং বলং ধারয়তি তদ্বৎ) 'দেবী' (দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী) 'বসূনাং' (ধনানাং, লোকহিতকরং শুদ্ধসত্ত্বং সজ্‌জ্ঞানং চ, অথবা সজ্‌জ্ঞানসত্ত্বাবরূপৌ পরমধনৌ ইতি ভাবঃ) ধারয়তি ইতি শেষঃ। 'স' (সা দেবী ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্তস্য' (মরণশীলস্য শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (সা দেবী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকা পরিত্রাণসাধিকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু ভক্তিপ্রবাহাঃ প্রবহন্তু। তেন বয়ং পরমধন প্রাপ্নুয়াম। (৭অ ২খ—২সূ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সজ্‌জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণধর্ম্মশীল অর্চ্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদিগের পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদিগকে সজ্‌জ্ঞান প্রদান করুন) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

অথবা,

পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেইরূপ দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সজ্‌জ্ঞান অথবা সত্ত্বভাব-সজ্‌জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা

সেই দেবী আমাদিগের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হউক। আর তাহাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—৫সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বস্বনাং' ধনানাং 'উস্রা' উৎসরণশীলা প্রদাত্রী 'দেবী' দ্যোতমানা স্তূয়মানা বা যত্ত সোমস্ত ধারা 'মর্ত্তম্' মনুষ্যং' যজমানং 'অবসঃ' রক্ষিতুং 'বেদ' জানাতি। সিদ্ধমন্তৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় অর্থের একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা এই,—"সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" এইরূপ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হইতে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,—সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়াইয়া যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়া, সদ্ভাবের অধিকারী হইতে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোম মাদক-দ্রব্য হইতে পারে কি? আর যে সোম মাদকতা উৎপন্ন করে, তাহাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করা চলে কি? সে ভ্রান্ত ভাব অজ্ঞ-জনের হৃদয়েই উদয় হয়। কিন্তু বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করা বলিতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জনের ভাবই বুঝাইয়া থাকে। মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, মাদকদ্রব্য উন্মত্ততা জন্মাইয়া তাহার অনিষ্টই অধিক করিয়া থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী হয় তো, আপনার অজ্ঞতানিবন্ধন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু যত প্রমাণই প্রদর্শন করুন না কেন, বেদের সোম কখনই তথাকথিত মাদক দ্রব্য নহে। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভৃতি।

মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন ভগবৎসম্মিলন লাভে সমর্থ হই। আর সেই জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাদিগের

পরমার্থসাধক হয়।' এখানে 'উস্রা' পদে দ্বিতীয় অন্বয়ে আমরা একটী উপমার ভাব লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিকে সদ্ভাব-প্রদানে সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। এই ভাবে ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়—'পয়স্বিনী গাভী যেমন লোকরক্ষার নিমিত্ত পয়নিঃসারক স্তন ধারণ করেন, সেইরূপ ভক্তিরূপিণী দেবী ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হিতের জন্য সদ্ভাব প্রদান করেন।' আবার জ্ঞানকিরণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিলে, ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়,—'জ্ঞানকিরণ যেমন পাপ-তমোনিঃসারক বল ধারণ করে, ভক্তিরূপিণী দেবীও—হৃদয়ে সত্ত্বাদি সঞ্চারে সেইরূপ অন্তরের পাপরূপ অন্ধকারকে সবলে নিঃসারণ করেন। 'উস্রা' পদের উপমার এই অভিন্ন ভাববোধক দ্বিবিধ সঙ্গত অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্যে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি—অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করে অনুসারী জনকে আশ্রয় দেয়। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কি অনুপম অত্যুত্তম সামগ্রী লাভ করিয়াছেন। যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সৎসরতা রূপ আনন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়—আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে মিলনের মধুরতা, জীবন জনম মধুময় করিয়া তুলে। তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হইয়া থাকে।

মানুষের পাপের অন্ত নাই। জ্ঞানবুদ্ধির ইতর বিশেষ জন্য সে জ্ঞানে অজ্ঞানে বিবিধ পাপাচরণ করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরে যদি বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়ে যদি ভক্তির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। তখন, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে সে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইয়া, পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার 'তরৎ' অর্থাৎ পাপসমুদ্র উত্তরণের অবস্থা। ভক্তি যখন অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হয়, আর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে যখন ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হই, তখনই সে ভক্তির পাপনাশিকা শক্তি প্রকাশ পায়। ভাব এই যে,—মানুষ যখন ভগবদনুসারী হয়, তাহার চিত্ত যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া সে পাপ পথ পরিহার করে। ভক্তির ইহাই পাপনাশিকা শক্তি। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। মানুষ জন্মজরামৃত্যুর অধীন। যাহাতে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন না হইতে হয়, যাহাতে জন্মগতি রোধ হইতে পারে এবং পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে 'মর্ত্তং' পদে এই ভাব দ্যোতনা করে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপধ্বংসকরেণ জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (বহূনি ধনানি ইতি যাবৎ) 'আদদ্মহে' (প্রাপ্নুয়াম, বিন্দাম বয়ং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (সহস্র-সংখ্যাকানি, বহূনি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আদদ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রগচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। অনন্তর 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (জ্ঞানভক্তী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকে পরমার্থদায়িকে ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। জ্ঞানভক্তী পরমার্থদায়িকে ভবতাং ইতি ভাবঃ॥ (১অ-২খ-২সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে বহু ধন প্রদান করুন। অনন্তর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই)॥ (১অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' ধ্বস্রঃ কশ্চিদ্রাজা তথা পুরুষন্তিশ্চ। তয়োরুভয়োরন্যেতরযোগ-বিবক্ষয়া দ্বিবচনং দ্রষ্টব্যং। 'সহস্রাণি' ধনানাং সহস্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং প্রতিগৃহ্ণীমঃ। তদস্মাভিঃ প্রতিগৃহীতং ধনমুত্তমমস্মিতি ঋষিঃ সোমং প্রার্থয়ত ইতি সোমস্য স্তুতিঃ। সিদ্ধমন্যৎ

যথাবৎসারং এতয়োর্দ্ধনানি প্রতিজগ্রাহ এবং তরন্ত-পুরুমীঢ়ৌ প্রতিজগৃহতুঃ। তথা শাট্যায়নকং - "অথ হ বৈ তরন্তপুরুমীঢ়ৌ বৈদশ্বী ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ বহু প্রতিগৃ গরগিরাবিব মেনাতে তৌ হ আঙ্গুল্যা সাতং প্রতিমৃশাতে তাবকাময়েতামসাতন্নাবিবে দাতং স্থাদাত্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতমিতি ভাবে তচ্চতুর্থং চমসঞ্জুতাস্তরেণ প্রত্যৈতাং তয়োর্কৈ তয়োরসাতংসাতমভবদাত্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতং স যঃ প্রতিগৃহ্য কাময়েত" - ইত্যাদি। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রের ভাব সরল। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা দেখি। ব্যাখ্যার ভা এই - "ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট আমঃ সহস্র ধন গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।' ভাষ্যে ধ্বস্র এবং পুরুষন্তি নামক রাজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রাজার সহিত সোমে সম্বন্ধ খ্যাপনে এই বুঝিতে পারি যে, সোমরূপ মাদকদ্রব্য ভক্ষণে রাজাদের মত্ত জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইয়াছে। আর সেই উত্তম ধনপ্রাপ্তি নিমিত্ত ঋষি সোমের স্তুতি করিতেছেন। অথবা ঋষিরা রাজাদিগের উত্তম মদ্য যোগাইতেন আর সেই মদ্যের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা আমঃ গ্রহণ করি না। বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্যসম্বন্ধ খ্যাপন শাস্ত্র-নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃত হিন্দু যিনি তিনি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পার্থিব-সামগ্রীর সম্বন্ধ-সংশ্রব কদাচ অনুমোদ করিবেন না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিল।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্তামূলক পদ দুইটী - 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ'। ঐ দুই পদের বিবরণ কার 'পাপধ্বংসকরয়োঃ।' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহারই পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক যে জ্ঞানভক্তি, যে জ্ঞানভ প্রভাবে পাপ ধ্বংস হয়, প্রার্থনায় বলা হইয়াছে, - সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পা ধ্বংস করিয়া, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন। 'সহস্রাণি' পদে ধনের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও ঐ পদে সংখ্যার বহুত্ব বুঝায়; কিন্তু তথাপি ঐ বহু হইতেই শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে। জ্ঞান-ভক্তি শুদ্ধসত্বই যে পাপনাশের প্রধান সহা তদ্বিষয় অনেকত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাপ আর কি? অজ্ঞানতাই মানুষের পাপ-পদবাচ্য অজ্ঞানতা নষ্ট হইলেই সকল পাপ-প্রবৃত্তি তিরোধান হয়। এখানে পাপ বলিতে সে অজ্ঞানতার প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে, - জ্ঞানভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হউক। অজ্ঞান রূপ মূল শত্রুনাশে কামনা-বাসনাদি রূপ অন্তরের হীন প্রবৃত্তিগুলি তিরোহিত হউক নির্ম্মল হৃদয়ে পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিচন্দন মিশ্রিত কুসুমাঞ্জ

প্রদান করি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগের পাপমোচন করুন। তাঁহারই করুণায় তাঁহারই চরণে চিরতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই।০ (৭অ—২খ-২সূ—৩সা)।

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২র ৩ ২৩ ১২ ৩১২ ৩ ১২
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।

২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পাপপ্রভাবেন বয়ং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' (অশেষাণি, বহূনি ইতি ভাবঃ) 'তনা' (জন্মানি ইত্যর্থঃ) 'আ দদ্মহে' (প্রতিগৃহ্নীমঃ, ধারিতবন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যয়োঃ' (পাপক্ষালনেন—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) তানি জন্মানি অস্মাভিঃ অপ্রতিগৃহীতানি ভবন্তু, যদ্বা—জন্মগতিনিরোধঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকে) 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতাং—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মাকং জন্মগতিং নিরোধয়ন ইতি ভাবঃ) 'মন্দী' (পরমানন্দহেতুভূতে) 'ধাবতি' (ভবতাং ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জন্মগতিরোধায় প্রার্থনাকারিণঃ সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। নরাঃ যদা জ্ঞানভক্ত্যনুসারিণঃ ভবন্তি তদা তেষাং পুনর্জ্জন্মং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন বয়ং পুনর্জ্জন্মানিরোধং সাধয়াম ইতি ভাবঃ (৭অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপপ্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে পাপক্ষালন দ্বারা আমাদিগের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হউক অর্থাৎ আমাদিগের জন্মগতি রোধ হউক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তী আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হউন। অথবা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল একোনষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)।

সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের জন্মগতি-নিরোধ করিয়া পরমানন্দহেতু-ভূত হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের নিমিত্ত এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জ্জন্ম-নিরোধে সমর্থ হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যয়োঃ' ধ্বস্রপুরুষন্ত্যোঃ 'ত্রিংশতং' ত্রীণি শতানি 'সহস্রাণি' চ 'তনা' বস্ত্রাণি 'আদদ্মহে' বয়ং 'প্রতিগৃহ্ণীমঃ' তয়োরস্মাভিঃ প্রতিগৃহীতং তৎ সর্ব্বং অপ্রতিগৃহীতমস্ত্বিতি সোমং ঋষিঃ প্রার্থয়ত ইতি সোমস্যৈব স্তুতিঃ। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—৩স্ব—৪সা)॥

* . *

চতুর্থ (১০৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও বিশেষ জটিলতা সম্পন্ন। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-খ্যাপনেই সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সহিত বস্ত্রাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখিতে পাই। সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা সোমরস পান করাইয়া অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এক আধ খানি বস্ত্র নহে; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র বস্ত্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এইরূপ উপাখ্যানের অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণস্বরূপ। যিনি যে চিত্র দেখিবার সাধ করিবেন, সে দর্পণে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইবে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখিতে পাইলাম না। আমাদের মতে মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। মন্ত্রে জন্মগতি রোধের প্রার্থনা রহিয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা কয়েকটী পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়েও বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদ্বয় সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'তনা' পদে আমরা 'জন্মানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনু' বা 'তনা' পদের অপভ্রংশে ঐ 'তনা' পদ সিদ্ধ বলিয়া মনে

করি। 'আদদ্মহে' ক্রিয়াপদের যে অর্থ ভাষ্যে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া পদের সহিত 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি'। তাহার সহিত 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি।' 'যয়োঃ' পদের লক্ষ্য, ভাষ্যানুসারে, 'ধ্বস্র' ও 'পুরুষন্তি'। তাঁহারা নর—জন্মজরামরণশীল। মানুষ অনন্ত পাপের আধার। পুনরাবর্ত্তন সেই পাপের প্রতিক্রিয়া। পুনর্জ্জন্ম-রোধ করিতে হইলে—জন্মগতি নিবারণ করিতে হইলে, পাপের উৎসকে সমূলে নাশ করিতে হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিতে সেই পাপ ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' পদদ্বয়ের এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের 'যয়োঃ' পদের অর্থ এইভাবেই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হইয়াছে এই যে,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তির সহায়তায় আমরা সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া জন্মগতি রোধে উদবুদ্ধ হইতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ফলতঃ কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত হইলেই কর্ম্মবন্ধন - ভববন্ধন ছিন্ন হয়; সেই কর্ম্মই জন্মগতি-রোধে সহায় হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই সাধনার সামগ্রী, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। তাহাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। সেই কর্ম্মসাধনে, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনে, সংসারে গতাগতি নিরোধের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ ২খ ৩সূ ৪সা)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ২র ৩ ২

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহ।

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২

মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তমস্য' (পরমানন্দদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'এতে' (অস্মাভিঃ আকাঙ্ক্ষিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) গৃণানাঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ শরণাগতানাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত, চতুর্থ ঋক)।

—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'মহে' (মহতে) 'শ্রবসে' (বলপ্রাণসংরক্ষণায়, সংস্বরূপেণ সহ সম্মিলনায়, যদ্বা—অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'অসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু—ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ অস্মান্ পরমার্থসাধনসমর্থান্ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদিগের বলপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্ত (অথবা সংস্বরূপের সহিত মিলনসাধনোদ্দেশ্যে) অথবা আমাদিগের পূজা সর্ব্ব-দেবগণকে প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত (আমাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমূহ আমাদিগকে পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদিন্তমস্য' দেবানাং মাদয়িতৃতমস্য রসস্য সম্বন্ধিন এতে সোমা অভিষুতাঃ স্বরূপাঃ 'গৃণানাঃ' স্তূয়মানাঃ 'মহে' মহতে 'শ্রবসে' অস্মাকং বলায় 'ধারয়া' 'অসৃক্ষত' গচ্ছন্তি॥ ১।

* * *

প্রথম (১০৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সরল প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাবপ্রভাবে সৎস্বরূপে আত্মসম্মিলন জন্য উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত সদ্ভাব-সমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেন আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, এবং আনন্দময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ আছে, তাহা এই,—"ঋত্বিকগণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যায় ভাষ্য সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত হয় নাই।* (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্ত, দ্বাবিংশ ঋক)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ১ ৩
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি ।
৩১২ ৩ ১ ২
সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'নৃম্ণা' (বলেন, কর্ম্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) তথা 'গব্যানি' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'পুনানঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বীতয়ে' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, যদ্বা—কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি সংপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ) । অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'সনদ্বাজঃ' (সত্ভাবজনকঃ ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'স্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা সমুদ্ভব) । মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি ভবন্তু । অপিচ তানি কর্ম্মাণি অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু । (৭অ-২খ-৩সূ—২ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! কর্ম্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন । অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! সদ্ভাবজনক আপনি, দেবগণ-সমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সমুদ্ভূত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব ! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হউক ; অপিচ, সেই কর্ম্ম আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক) । (৭অ—২খ—৩সূ—২ম) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি ধনবৎ প্রিয়তরাণি 'গব্যানি' গো-সম্বন্ধীনি ক্ষীরাদীনি 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অভ্যর্ষসি' অভিগচ্ছসি। হে সোম! 'সনদ্বাজঃ' দীয়মানান্নঃ ত্বং 'পরি' পরিতঃ 'স্রব' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষর॥ (১অ ২খ—৩সূ - ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি - এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রেই ব্যক্ত করা যায় আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক---তিন ভাব সমষ্টিভাবে ও পৃথকরূপে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় আমরা তাই ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের সহিত মত-পার্থক্যেরও তাহাই একমাত্র কারণ। শাস্ত্রবাক্যানুসরণে আমরা বেদমন্ত্রকে নিত্য অপৌরুষেয় মানিয়া লইয়া এবং বেদমন্ত্র পরমার্থ-সাধক তাহাই উপলব্ধি করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াছি। তাই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরুষসম্বন্ধখ্যাপক অনিত্য সামগ্রীর সমাবেশ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহা আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীরাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইয়াছে,—"হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক। সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।"

আমরা কোনও ব্যাখ্যাই অনুমোদন করি না। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞ পক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করাইবার নিমিত্ত যেন তাঁহাদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সনদ্বাজ' পদেও ঐরূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করে। আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, আবার প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন,

এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই। তিনিই কর্ম্মের প্রেরক, মানুষকে তিনিই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনিই সে কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। আবার তাঁহার কর্ত্তৃকই কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে; তিনি কর্ম্মের প্রেরণা দেন, আবার তিনিই সেই কর্ম্মকে গ্রহণ করেন। সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এস, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর। আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। নির্ভর তোমারই উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ সদ্ভাবরূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করি। মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাব-সমন্বিত হইলে তাহাই পরমার্থসাধক হয়। সেই দেবভাব সঞ্চিত হইয়া ভগবৎকর্ম্মের সাধনে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনায় এখানে সাধক অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৭অ—২থ ৩স্থ ২সা)॥

* —

তৃতীয় সাম।

৩ ২ ৭ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে ভগবন্! 'জমদগ্নিনা' (জাজ্বল্যৎকর্ম্মসম্পন্নেন সাধকেন ইতি ভাবঃ অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমানেন তন্নাম্না ঋষিণা ইতি যাবৎ) 'গৃণানঃ' (সম্পূজ্যমানঃ, অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোমতীঃ' (বিশুদ্ধজ্ঞানসমন্বিতানি) 'পরিষ্টুভঃ' (স্তোত্রাণি—গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বং) 'ইষঃ' (অভীষ্টং) সম্পূরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ ভগবান অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—২থ—৩স্থ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ হে ভগবন্! জাজ্বল্যৎকর্ম্মসম্পন্ন সাধক কর্ত্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্ত্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুসৃত আপনি, আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানসহযুত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, [illegible]তম সূক্ত, ত্রয়োবিংশী ঋক)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)। (১অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে সোম! 'জমদগ্নিনা' জমদগ্নিনাম্না ঋষিণা ময়া 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তানি 'পরিষ্ণুতঃ' পরিতঃ স্রোতব্যানি সর্ব্বাণি 'ইষঃ' অন্নানি দেহীত্যর্থঃ। (১অ-২খ ৩সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী জটিলতা-সম্পন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই অনিত্যবস্তুর সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—জমদগ্নি ঋষিই যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তিনিই যেন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আর তিনিই যেন অন্ন-ধনাদি প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহারই প্রসঙ্গে এই মন্ত্র উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সহিত জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত করিয়া যেন কহিতেছেন,—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে অন্ন এবং গোধন প্রদান কর।' ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ভাব হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যাখ্যাকারের সে ব্যাখ্যা এই,—"হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।"

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রমধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্ন ভাবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ নাই, নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্ত কাল হইতে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন, মন্ত্রে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। দুই একটী পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আমাদিগের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রথমেই 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু হইতে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তাহা হইতে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাহাকেই 'জমদগ্নি' বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্নি কি ভক্ষণ করেন?' লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নহে। এখানে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কলুষ-ক্লেদ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু। যাঁহারা

সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভস্মণের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে — তাঁহাদের হৃদয়াগ্নিই কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছে। ফলতঃ, যিনি আত্মদর্শী — যাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 'জমদগ্নি' পদে সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন আত্মদর্শী সাধককেই বুঝাইতেছে। আত্মদর্শী যিনি, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাঁহার হৃদয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের পূজায় সমর্থ। তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদ্বয়ে* তাই 'আত্মদর্শীদিগের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। ভাব এই যে, — 'আত্মদর্শী যাঁহারা, ভগবান যখন তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন, সুতরাং সদ্‌জ্ঞান-লাভে আমরাও যেন তাঁহার পূজায় সমর্থ হই।'

ফলতঃ, সূক্ত-শেষে, মন্ত্র এক উচ্চ আদর্শ লক্ষ্যে ধারণ করিয়া আছে। সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ, সদ্বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি, এবং সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলন, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবার এবং গুণ শুনিতে শুনিতে সেই গুণে গুণান্বিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অন্তরে উপজিত হয়, মন্ত্র সেই আদর্শই ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে করি — 'হে ভগবন! আমাদিগকে আত্মদর্শনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া, আপনার সামীপ্য সাযুজ্য লাভের অধিকার প্রদান করুন। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক।' * (৭অ-২খ-৩সূ-৩সা)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব

১ ২ ৩ ১ ২
সং মহেমা মনীষয়া।

২ ২উ ৩ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১র
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল দ্বিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজ্যায়, সদৈব অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসে' (জাতপ্রজ্ঞায় দেবায়, জ্ঞানদেবায় ইত্যর্থঃ) 'রথমিব' (পরিত্রাণোপায়স্বরূপং, যদ্বা—ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব) 'ইমং' (বক্ষ্যমাণং শ্রেষ্ঠং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'মনীষয়া' (বুদ্ধ্যা সহ, বিচারপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সং মহেম' (সম্যক্ পূজয়াম, হৃদি অনুধ্যায়েম) ; জ্ঞানলাভায় বেদমন্ত্রানুধ্যানং অবশ্যকর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ ; 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সংসদি' (সখ্যতায়াং, জ্ঞানানুসারিতায়াং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িকা) ভবতি ইতি শেষঃ ; জ্ঞানানুসারিতায়াং কল্যাণং অবশ্যম্ভাবিনং—ইতি ভাবঃ ; 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে, ত্বদ্ভাবসম্পন্নে সতি, ত্বদনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অনুসারিণঃ, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'মা রিষাম' (কেনাপি হিংসিতা মা ভবাম, সর্ব্বত্রমেব রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া জ্ঞানং হি অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—১সা।) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক আমরা সম্যক্ পূজা করিব—হৃদয়ে অনুধ্যান করিব ; (ভাব এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রানুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িকা হয় ; (ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী) ; হে জ্ঞানদেব ! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চ্চনাকারী আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—সর্ব্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই ; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানানুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাত-প্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং স্তোমং রথমিব যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সম্মহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্যাগ্নেঃ 'সংসদি' সম্ভজনে 'নঃ' অস্মাকং

'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা হি' কল্যাণী সমর্থা খলু অতস্তয়া বুদ্ধ্যা স্তুম ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' 'তব সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবামঃ অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ। অর্হতে—অর্হ পূজায়াং, (ভ্বাদি) অর্হঃ প্রশংসায়ামিতি (৩।২।১৩৩) লটঃ শত্রাদেশঃ, শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১।৪) শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৮৬)। মহে মহ পূজায়াং (ভ্বা০ প০)। রিষাম রিষ হিংসায়াং (ভ্বাঃ প০)। ব্যত্যয়েন শঃ (৩।১।৮৫)। তব যুষ্মদস্মদোর্ঙসি (৬।১।২১১) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়ব-সমূহের একীকরণ-কার্যে এই ঋকটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটীতে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশমান। উহার প্রথম চরণটী সঙ্কল্পমূলক—আত্মোদ্বোধনা চক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশমান; এবং ঐ চরণের দ্বিতীয় পাদে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত জ্ঞানের অনুসরণে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানানুসারিতার শুভফল প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক, জ্ঞানসংযোগে রিপুনাশের আত্মরক্ষার প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, তৎপক্ষে কি প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি প্রকারে সে অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথমিব' উপমা উপলক্ষে নানা জনের নানারূপ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ ঐ উপমার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—'তক্ষণকারী সূত্রধার যেমন রথের সংস্কার করে, সেইরূপে আমরা অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'রথের ন্যায়' মাত্র প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। * অপিচ, ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলের ব্যাখ্যাতেই 'রথের ন্যায়' এই

* গ্রিফিথ্স লিখিয়াছেন "We frame with our mind their eulogy as it were a car." তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—"As it were a car :—as a carpenter constructs a car or wain." রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—"রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি।" ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে প্রকাশ,—"We have sent forward with thoughtful mind this song of praise like a chariot to the worthy Jatavedas." ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Let us build up this hymn of praise." কিন্তু সোণলিঙ রোথ মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন কল্পনা করেন। তাঁহার মতে—'সংমহেমা' স্থলে 'সম্যক' 'সপ-অহেমা' পাঠ হওয়াই সমীচীন। এই উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ পূর্ব্বের একটী মন্ত্র। (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার

মন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি* এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের রচনা-উপলক্ষেই যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, এখানকার এই 'রথমিব' উপমায় 'পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপমা, এই ভাবে, এই অর্থেই পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৪খ) প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। 'সংমহেম' পদে, 'সম্যক্ পূজা করিব সর্ব্বথা অনুসরণ করিব' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানলাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিব;—মন্ত্রের প্রথমাংশে ঐ বাক্যাংশে, এইরূপ সঙ্কল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু ঐ 'রথমিব' পদের আরও এক সুষ্ঠু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব' পদ গ্রহণ করা যায়। চরণার্থ গ্রহণের যুক্তি এই যে, শব্দমাত্রেই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তোত্রে তাঁহারই পাদবন্দনাভিব্যঞ্জক। স্তব, মন্ত্র, জপ, পূজা ও ধ্যানাদির দ্বারা মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়। দেবভাব প্রাপ্ত হইলে, মানবের আর হিংসার ভয় থাকে না অর্থাৎ কেহ তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রটী ভগবদুপাসনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত ও হিংসাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনামূলক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনীষয়া', 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'মনীষয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক' অর্থ প্রাপ্ত হই। উহার ভাব এই যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল না; মন্ত্রোচ্চারণে আমরা যে সুফল প্রাপ্ত হই না, তাহার কারণ এই যে, মনীষার দ্বারা আমরা মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত নহি। এখানে তাই স্মরণ করান হইয়াছে,—মনীষার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক গুরূপদেশক্রমে বেদমন্ত্র অনুধ্যান করিবে। উহা হৃদয়ের সামগ্রী; উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই 'মনীষয়া' পদের তাৎপর্য্য। 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' পদদ্বয়ে, একই ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানের 'সংসদি' এবং 'সখ্যে' বলিতে, জ্ঞানের সহিত সখিত্ব আত্মীয়তা স্থাপনের ভাব আসে। সে আত্মীয়তা—সে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের সমাবেশে সমর্থ হইলে, সর্ব্বথা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন, কোনও শত্রুই আর হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; কামক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয়,—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমরা যেন মন্ত্রমাহাত্ম্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, এবং তাহার ফলে আমাদিগের শত্রুগণ যেন পর্য্যুদস্ত হয়। * (৭অ - ৩খ - ১সূ - ১সা)।

অর্থে লিখিয়াছেন, "To him I send forward a song of praise as a carpenter (fits out) a chariot." যাহা হউক, 'এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেখানে (১ম—৬৪সূ—৪খ) এবং এখানে উভয়ত্র আমরা 'রথমিব' উপমায় একই ভাব গ্রহণ করি। রথ যে পরিত্রাণোপায় অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বথা তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত (প্রথম মণ্ডল, ৯৪ সূক্ত, প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৪ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীꣳষি তে চিতয়ন্তঃ

২ ২ ৩ ২
পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
জীবাতবে প্রতরাꣳ সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব॥ ২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ইধ্মং' (ইন্ধনসাধনং জ্ঞানোদ্দীপকং উপকরণং ইত্যর্থঃ) 'ভরাম' (হৃদি সম্পাদয়াম, সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); 'পর্ব্বণাপর্ব্বণা' (প্রতিকর্ম্মানুষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ উদ্বোধয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং যেন) 'তে' (তুভ্যং) 'হবীংষি' (কর্ম্মাণি) 'কৃণবাম' (করবাম); 'জীবাতবে' (অস্মাকং জীবনৌষধায়, অস্মাসু চিরকালাবস্থানায়) 'ধিয়ঃ' (অস্মাকং কর্ম্মাণি) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং) 'সাধয়' (নিষ্পাদয়); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে সতি, জ্ঞানসংসর্গলাভে) 'বয়ং মা রিষাম' (কদাচ বয়ং শত্রুভিঃ হিংসিতা ন ভবাম, সদৈব রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্পপ্রার্থনামূলকঃ। ভাবঃ হি—বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় জ্ঞানানুমোদিতস্য কর্ম্মণঃ সম্পাদনায় চ প্রতিজ্ঞাবদ্ধাঃ ভবাম; সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (৭অ—৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞানোদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন করি—উৎপাদন করি; প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্ঞাপিত করিয়া—উদ্বোধিত করিয়া উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করি; আমাদিগের জীবনৌষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদিগের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিয়া দিউন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গ-

সাতে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই,—হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদন জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (১অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে! 'ত্বদ্যাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একাবিংশতিদ্রব্যাত্মকং সমিৎসমূহং 'ভরাম' সম্ভরাম সম্পাদয়াম, তদনু 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদিলক্ষণান্যন্নানি বয়ং 'কৃণবাম' করবাম। কিং কুর্ব্বন্তঃ? 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতিপক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং॥ চিতয়ন্তঃ—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা° পা°) সংজ্ঞাপূর্ব্বস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। পর্ব্বণা—'নিত্য-বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)' ইতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)'—ইতি পরস্যাম্রেড়িত-সংজ্ঞায়াং অনুদাত্তত্বং (৮।১।৩)। প্রতরাং তরবন্তাৎ প্রশব্দাৎ ক্রিয়া-প্রকর্ষে বর্ত্তমানাৎ 'কিমেত্তিঙব্যয়াদাম্বদ্রব্যে (৫।৪।১১)'—ইত্যামুপ্রত্যয়ঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এইবারকেরও 'ইধ্ম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আনয়ন করিয়াছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মন্ত্রটীতে যুগপৎ আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে পক্ষে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ "পর্ব্বণাপর্ব্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবাম" বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া জ্ঞানানুসারী কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখি এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুইটী অংশে সম্পূর্ণরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুই অংশ প্রার্থনা বা কামনা-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম প্রার্থনার মধ্যে 'জীবাতবে' পদ প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের প্রতিবাক্য -'জীবনৌষধায়।' ভাব এই যে,—জ্ঞান যেন আমাদিগের জীবনের ঔষধ-স্বরূপ হয়, জ্ঞান যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া থাকে, আমরা যেন কখনও জ্ঞানহারা হইয়া বিপথে বিভ্রান্ত না হই। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ধিয়ঃ'। ঐ পদে কর্ম্মসমূহকে বা বুদ্ধিসকলকে বুঝায়। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক, বুদ্ধি জ্ঞানহারা না হয়—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

উপসংহারে যথাপূর্ব্ব সেই একই কামনা—জ্ঞানাধিকারী হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই—শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * (৭অ-৩থ-১সূ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২৩ ১
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়াধিয়স্ত্বে

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২র ৩ ১
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্হ্যূ৩ৎশ্মস্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধং' (সম্যক্‌প্রদীপ্তং কর্ত্তুং, হৃদি উদ্বোধয়িতুং ইত্যর্থঃ) শকেম' (বয়ং সমর্থাঃ ভবেম); হে দেব! 'ধিয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা) 'সাধয়' (সম্পাদয়, প্রবুদ্ধয় বা); 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'আহুতং' (প্রদত্তং সম্মিলিতং ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং কর্ম্ম, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দীপ্তিদানাদিগুণাঃ দেবভাবাঃ বা) 'অদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি, তৎকর্ম্ম সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সকাশাৎ উৎপন্নান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্, সকলান্ সদ্গুণান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (ত্বং অস্মান্ প্রাপয়, অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়); 'তান্' (দেবান্) 'হি' (সদৈব) 'উশ্মসি' (বয়ং কাময়েমহি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণি সতি) 'বয়ং মা রিষামা' (বয়ং কেনাপি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

হিংসিতা ন ভবাম, সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারী জনঃ সকলদেবভাবস্ত অধিকারী ভবতি সর্ব্বথা রক্ষাং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যেন আমরা সমর্থ হই; হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে আপনি সম্পাদন করিয়া দিউন অথবা আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া দিউন; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্ম্মকে—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হউক; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হইতে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সদ্‌গুণকে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্ব্বদা কামনা করি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানানুসারী হইয়া, আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হয়েন এবং সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সমাগিন্ধং কর্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বঞ্চ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয়। ত্বয়া হি সর্ব্বে নিষ্পদ্যন্তে যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্নাবাহুতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ দেবা 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি, তস্মাত্ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপি চ ত্বং 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ দেবান্ 'আবহ' অস্মদ্ যজ্ঞার্থমানয়। তান্ হি ইদানীং বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ শকেম শক্লৃ শক্তৌ—(স্বা০ প০) লিঙি। শকাদ্য (৩।১।৮৬) অঙ্পাদেশ স্লোঃ বিধা ভুকালুলাস্তবে (৬।১।৮৬) অত্র এব স্বরঃ শিষ্যতে সাময়ং—এ 'স্কা দীপ্তৌ' (রু০ আ০) অস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণকর্ম্মাণ কিপ্। ত্বে—সুপাংসুলুক্ (৭।১।৩৯) সপ্তম্যেকবচনস্য শে-আদেশ। উশ্মসি—বশ কান্তৌ (অদা০ প০), ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬) অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্ (২।৪।৭২), গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং (৬।১।১৬)। (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রটীর সহিত সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

সাধারণ অগ্নির উপলক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। তদনুসারে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমাকে যেন আমরা প্রজ্বলিত করিতে পারি; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেও; কেন-না, তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দেবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অদিতির পুত্র দেবগণকে তুমি আনিয়া দেও; আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করায়, শত্রুগণ রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে।' এই মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য পথে প্রধাবিত। মন্ত্রে আছে—'ত্বা সমিধং শকেম।' অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিলে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়; অতএব, ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'হে অগ্নি, আপনাতে যেন সমিধ নিক্ষেপ করিতে পারি।' কিন্তু এ কি আর প্রার্থনা? সমিধ জ্বালানই কি প্রকৃষ্ট কার্য্য হইল? কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি, এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। 'সমিধং' পদে অগ্নি জ্বালাইবার ইন্ধন অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করার উপকরণ-পক্ষেই মন্ত্রার্থে আমরা সঙ্গতি দেখি। এইরূপে "ত্বা সমিধং শকেম" বাক্যাংশে ভাব পাই এই যে, 'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ জাগরূক করিতে পারি।' তবে 'ধিয়ঃ সাধয়' পদদ্বয়ের ভাব-বিষয়ে ভাষ্যাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কোনই মতান্তর প্রকাশ করি না। কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে দেবতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিউন—ইহাই ঐ অংশের মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে "ত্বয়ি আহুতং হবিঃ দেবাঃ অদন্তি" এবং "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দুই বাক্যাংশে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মত পোষণ করি। ঐ দুই অংশ রূপকে দেবতত্ত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানের সহিত মিলিত জ্ঞানে উৎসৃষ্ট—কর্ম্মই দেবগণ গ্রহণ করেন; সেইরূপ কর্ম্মই সকল দেবভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মই সকল সদ্গুণের প্রাপক হইয়া থাকে। তার পর, অদিতিই বা কে আর আদিত্যই বা কে—তাহা বুঝিলেই "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুভূত হয়। 'অদিতি' ও 'আদিত্য' শব্দের মর্ম্ম আমরা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মস্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার অঙ্গীভূত বিভূতিনিচয় যথাক্রমে অদিতি ও আদিত্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত কর্ম্ম সেই বিভূতি-সমূহকে দেবভাবনিবহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই মর্ম্মার্থ * (৭অ ৩খ ১সূ—৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম—৯৪সূ—৩ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সুক্তের গেয়-গান *

২ ১ র ২ ১ ২র র ১ র ২ ১ ৩ র র র
ইন্দ্রঁ স্তোমমর্হতে জাতবেদসায়ি । রথমিবসম্মহে মামনীষয়া ।

র ২ ১ ২ ১
ভদ্রাহা ২ ৩ য়িনাঃ । প্রামতিরস্য সঁ স । স্তগ্নায়ি ॥ (১)

১ র২র ২ ২ ১ র২র ১র ২ ১ র
ভরামেধ্মঙ্কৃণবামাহবীঁ ষিতায়ি । চিত্তয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণাবয়াম্ ।

র র ২ ১ ২র র র ১
জীবাতা ২ ৩ বায়ি । প্রাতরাঁ সাধয়াধি । যোগ্নায়ি ॥

২ ১র ২র ২র ১ র ৩ ১ ১রর র র
(২) শকেমত্বাসমিধঁ সাধয়াধিয়াঃ । ত্বদেবাহবিরদন্ত্যাহুতাম্ ।

২ ১ র ২ র ১ ২A ৫র ২
ভুবমা ২ ৩ দী । ত্যাঁ আবহত্বানুহ্যাশ্ম । স্তগ্নায়ি সাখ্যাং । ঔহো

৩র ২ ১র ২ ১ ২ ২
৩ ৪ বাহায়ি । মা । রায়িষা ২ ৩ মা ৩ । হোবা ৩ হায়ি ।

১ ২n ১
ষ্যাস্তা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩ । ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই । ড (৩) ॥ ১।২।৩ ॥

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সুক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩
প্রতি বাঁ স্যূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম।

৩ ১২ ২ ১২
অর্য্যমণঁ রিশাদসম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তী! 'স্যূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদিতে প্রকাশিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং, মিত্রবৎপরমহিতাকাঙ্ক্ষিণং ইত্যর্থঃ) 'রিশাদসং'

---

* প্রথম সুক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। সেই গেয়-গানটীর নাম—'সমন্তং'।

(শত্রূণাং অভিভবিতারং.) 'বরুণং' (স্নেহকারুণ্যসম্পন্নং, পরমদয়ালং—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ইতি ভাবঃ) 'অর্য্যমণং' (শ্রেষ্ঠং—আত্মোৎকর্ষসাধকং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রত্যেকং (উভৌ ইত্যর্থঃ) 'গৃণীষে' (প্রার্থয়তং প্রতিষ্ঠাপয়তং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। যদা জ্ঞানসম্পন্নঃ ভবতি তদা নরঃ ভগবৎপূজায়াং সমর্থঃ ভবতি। জ্ঞানং বিনা ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং জ্ঞানলাভায় যতামহ। (৭অ - ৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদ্ভাসিতে সতি) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং' (বরুণদেবং) 'বাং' (যুবাং) তথা 'অর্য্যমণং' (অর্য্যমাদেবং) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'গৃণীষে' (স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবৎপূজনায় বয়ং জ্ঞানসমন্বিতাঃ ভবাম। তেন ভগবৎকরুণালাভঃ সুগমঃ ভবতি। (৭অ ৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সদসৎচিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত হইলে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদিগের অভিভবকারী স্নেহ-করুণাসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও আত্মোদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবৎপূজাসম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! মিত্রদেব আপনি এবং শত্রুনাশক বরুণ দেব—আপনাদিগের উভয়কে এবং অর্য্যমা দেবতাকে প্রত্যেককে স্তুতি করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাহাতে যেন ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারি)। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'মিত্রং' ত্বাং 'বরুণং' চ 'বাং' যুবাং 'রিশাদসং' শত্রূণামত্তারং 'অর্য্যমণং' চ 'প্রতি' প্রত্যেকং 'গৃণীষে' স্তবে। কদা? ইতি উচ্যতে 'সূরে' সূর্য্যে দেবে 'উদিতে' সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। (৭অ—৩খ—২সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে ইহার অর্থ নিষ্কাশন করিবেন, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকার কর্তৃক আর এক দৃষ্টিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে; আর ভক্ত সাধক মন্ত্রের মধ্যে অন্য ভাব প্রতিভাত দেখিবেন। ফলতঃ, অধিকারী ভেদে মন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে মিত্রের খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘসঞ্চার প্রতিভাত হইবে। আর সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুকর্ষণে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইতেছে। লৌকিক হিসাবে, মিত্র ও বরুণ উভয়ের সাহায্যে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়; আর অর্য্যমার প্রভাবে কর্ষণ ও শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিক যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি প্রদানে তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; ফলে, আকাশে মেঘসঞ্চারে সুবর্ষণ সুকর্ষণে ধরিত্রী ফলশস্য-সমন্বিতা হয়েন; তাঁহাদেরই কৃপায় যথাকালে বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে। পশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকারও ইহার অধিক উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুইজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয়লাভ করে।"

কিন্তু ভক্ত সাধক এ মন্ত্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে—মন্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হইলেই মানুষ ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের সকল চেষ্টাই নাশ হইয়া যায়।' তাই জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করিতে পারিলে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দেবতা ও দেবতাবসমূহ সকলেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি মাত্র। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ—প্রথম অন্বয়ে সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মিত্ররূপে, বরুণরূপে, অর্য্যমারূপে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতি জগতে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইয়াছে—"হে মিত্রদেব ও বরুণদেব আপনারা উভয়েই প্রভূত বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুনাশক। আপনারা অর্য্যমা দেবতার সহিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন।' ভাব এই যে,—'আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ ভগবানের অনুধ্যানে নিরত থাকি।' ফলতঃ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের স্বরূপ; তাই মিত্রের সহিত জ্ঞানের, বরুণের সহিত ভক্তির এবং অর্য্যমার সহিত কর্ম্মের উপমার ভাব আমরা মন্ত্রে প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সেই উপমা সঙ্গ্য

করিবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যরশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্য্যের উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব ও হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে সুবর্ষণের দ্বারা আপনারা যেমন জন-সমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার (ভগবানের)' সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি দানে সহায় হউন।'

মন্ত্রের 'সূরে উদিতে' পদের 'জ্ঞানোদয়ে' অর্থ হয়। তাহা হইতে 'জানা বুঝা' প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে (ভগবানকে) জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা কেমন জানা? আর সে বুঝাই বা কেমন বুঝা? তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর সদস্তু; এমনই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে, আর এমনি ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহার পূজায় অধিকার আসিবে। এখন বুঝিতে হইবে—সেই যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অন্তঃশত্রু নাশের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি অজ্ঞানতা-প্রসূত আসুরবৃত্তিসমূহ। সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া, ক্ষমা সত্য সরলতা, সদ্‌গুরুপরায়ণতা, বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি, স্থিরচিত্ততা, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, পুত্রকলত্রাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্মজরামৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি দুঃখে দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারিলেই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। ফলতঃ, নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ আত্মযোগ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই ভগবানের প্রতি অচঞ্চলভাবে ভক্তিকে (কর্ম্মকে) ন্যস্ত করা সম্ভবপর হয়। এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানও অধিগম্য হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি পরিহারে অনন্যনিষ্ঠার দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর অনুধ্যানে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন; আর বুঝিতে পারেন—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারেন—তিনিই পর—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ফলতঃ, তিনিই জ্ঞাতব্য; তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য কিছুই জানিবার নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১।৬) তাই বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধি-

পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই -তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' গীতায়ও এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার প্রসঙ্গে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশে সমর্থ হই। আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করুন-যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন যাহাতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'

'সূরে উদিতে' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"সূরে সূর্য্যদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ"; অর্থাৎ,—প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইলে। এ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। রজনীর অন্ধকারে ধরণীর ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন থাকে। উষাকালে সূর্য্যোদয়ে রজনীর অন্ধকার-বিনাশের ন্যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকারসমূহ বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উদয়ে ধরণী যেমন প্রফুল্লিতা মুখরিতা হয়েন, তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অন্তরের মলিনতা নাশ পাইয়া অন্তর প্রফুল্ল হয়। সূর্য্যের উদয়ে সুপ্ত ধরণী যেমন জাগ্রত হয়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ও তেমনি জাগরিত হইয়া উঠে। অন্তঃশত্রুর নাশও এইরূপেই সাধিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রিশাদসং' পদের এই অর্থেই সার্থকতা। 'অর্য্যমণ' পদে আমরা আত্মোৎকর্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে, যে উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কৃষিকার্য্য প্রাপ্ত হয়—সেই অর্য্যমা। ধাতু নানা অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ঋ' ধাতু কর্ষণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ষণের দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়; তেমনি কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সাধনা উপাসনা-রূপ কর্ম্মই সেই কর্ষণ-পদবাচ্য। সাধনার দ্বারা-সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা যিনি আত্মার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'অর্য্যমণ' বা 'অর্য্যমা'। আমরা এই ভাবে 'অর্য্যমণং' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায়ই প্রকাশ

পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভগবৎপ্রেরণায় ভগবৎকর্ম্মে নিরত হইবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে বর্ত্তমান। * (৭অ—৩খ ২সূ—১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ২
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।

৩ ১ ১ ২র ৩ ১ ২
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'মতিঃ' (কর্ম্মং) রায়া (পরমধনলাভায়) 'অবৃকায়' (শত্রুনাশেন ইতি ভাবঃ) 'শবসে' (বলায়, কর্ম্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ভগবতি সমর্পয়ন্তি ইতি শেষঃ। অতএব 'ইয়ং' (অস্মাভি-রনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'মেধসাতয়ে' (যজ্ঞফললাভায়, যদ্বা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায়) বিনিযুক্তং ভবতু, ভবিতুমর্হতি বা ইতি ভাবঃ। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য সাধকস্য কর্ম্মফলং ভগবন্তং প্রতি স্বয়মেব গচ্ছতি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণেন বয়মপি ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণসামর্থ্যলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (৭অ ৩খ—২সূ—২সা॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম, পরমধনলাভের নিমিত্ত, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হউক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের কর্ম্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গে দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্)।

আমরাও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণের সামর্থ্যলাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছি)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিরণ্যয়া' হিতরমণীয়েন 'রথা' রথেন সহিতয়া 'অবৃকায়' অহিংস্রায় 'শবসে' অস্মাকং বলায় 'ইয়ং' ইদানীং ক্রিয়মাণা 'মতিঃ' স্তুতির্ভবান্বাভ শেষঃ। হিরণ্যয়া—ইত্যত্র সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ৈকবচনস্য যাজাদেশঃ॥ কিঞ্চ হে 'নিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ! 'ইয়ং' অব স্তুতিঃ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞলাভায় চ ভবতু। (৭অ—৩খ ২সূ ২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১০৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আপনাদিগের সাধনা প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবান আপনিই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ মোক্ষধন তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরেও যাহাতে সদ্ভাব-সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে।' মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে, -'আমরাই বা কেন পারিব না? আমরাই বা সে আদর্শের অনুবর্ত্তনে কেন সমর্থ হইব না? সম্মুখে এমন উচ্চ আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে; পরম দয়াল ভগবান আমাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, এমন উজ্জ্বল আলেখ্য সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার অনুবর্ত্তনে কেনই বা সমর্থ হইব না? আমরাও তো সেই মানুষ! মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের পক্ষেই বা তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন?' এইরূপ উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগের সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে

ভাষ্যের ভাব একরূপ, ব্যাখ্যার ভাব একরূপ, আর আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবা দিবা) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।" কি হইতে কি ভাবে যে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু ভাষ্য হইতে ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি,—সম্ভবতঃ অন্য কোনও মন্ত্রের অর্থ ভ্রমবশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রার্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা

ব্যাখ্যাকারের—কাহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের ভাব 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদে পরিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক যাঁহারা—সাধনা প্রভাবে যাঁহাদের অন্তর কলুষ কালিমা পরিশূন্য তাঁহাদের কর্ম্ম তো স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন প্রকৃতি যাহারা তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি তবে ভগবদনুগ্রহলাভে কদাচ সমর্থ হইবে না! তাহারা কি চিরকালই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়া যাইবে? কিন্তু তাহা তো নহে। আদর্শ তো সম্মুখেই বর্ত্তমান! সাধকগণই তো আপনাদের সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন করিয়া থাকেন। তাহারা যদি সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সত্ত্বানন্দিতচিত্তে সৎকর্ম্মের উদযাপনে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার উদ্বোধনা ও সঙ্কল্প দেখিতে পাই। মন্ত্র এই ভাবেই অনুপ্রাণিত। * (৭অ-৩খ ২সূ ২সা)।

—— • ——

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয় সূক্তং। তৃতীয় সাম।)

৫ ২　　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।
২ ৩ক ২র
ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'বরুণ' (হে করুণাময় ভগবন্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তঃ, বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ); তথা হে 'মিত্র' (মিত্রদেব, অথবা পরমমঙ্গলময় ভগবান্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সমুদ্ভাসিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম)। হে ভগবন্! বয়ং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'স্বশ্চ' (পরাগতিং চ) 'ধীমহি' (যাচামহে)। প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন (অথবা হে বরুণদেব)! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। অপিচ, হে মিত্রদেব অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমকল্যাণময় হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পরাগতি বিধান করুন)। (৭অ—৩খ—৬সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব বরুণ'! 'তে' বয়ং তব স্তোতারঃ 'ত্বাং' সমৃদ্ধা ভবেম। ন কেবলং বয়মেব যজমানাঃ কিন্তু 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ; তথা 'মিত্র' দেব! 'তে' বয়ং 'সূরিভিঃ' সহ 'ত্বাং' ভবেম। কিঞ্চ ইষং অন্নং 'স্বশ্চ' ... 'ধীমহি' ধারয়ামহে। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন করিয়া আমাদিগকে পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভে একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্র তাহা প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—যদি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, জ্ঞানধনে ধনী হও; যদি মোক্ষলাভের কামনা কর, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন, তিনি স্বয়ংই তো বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।"

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সে বিচার না করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লইলে তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিলে তাঁহাকেই যে পাওয়া যায়,—ভগবান প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিয়া, শেষ কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ (তাঁহাকে সমর্পণ) করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে। ভগবান স্বয়ং তাহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পরমস্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ভাবে শরণ গ্রহণের বিষয়ই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।
১ ২ ৩ ১ ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (বৈরী, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান্) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং ত্বদীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমাহর, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞাননবৃত্তৌ সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোঽজ্ঞানং সংপ্রকাশতে।' (৭অ-৩খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে নিদূরিত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। (ভাব এই—

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তার পর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়।)॥ (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ 'দ্বিষ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয়। তথা 'বাধঃ' হিংসকান 'মৃধঃ' সংগ্রামান ত্বং 'পরি জহি' পরিভাবয়। হে সোম বাসকেন্দ্র! 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং দ্বেষ্ট্রীণাং 'বসু' ধনং যদস্তি 'তৎ' 'আভর'। (৭অ—৩খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের বৃত্তিসমূহ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক ধরিয়া মন্ত্রার্থ নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বহির্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটি বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের "দ্বেষ্ট্রীঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ'

(হিংসিত্রোঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান্) 'জহী' (হিন্ধি); অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয়? আমরা এক্ষেত্রে 'জহী মৃধঃ' স্থলে 'জহি ই-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম সংগ্রাম-সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর; আবার বলা হইল সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ, একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন্' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহা জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে সংগতিও সঙ্গত মনে হয়। "বসু" সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয়? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা "বসু" পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি * (৭অ ৩খ ২সূ ১সা)।

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের এক-চত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ছন্দ আর্চ্চিকেও (২অ ২প্র ২দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি (৬।৩।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত; যথা,—'অপ উপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহ্রিয়তে, অপেতা অস্মত্তঃ অপনীয়েত্যর্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধঃ' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ বেধকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমেঁ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ০ ২ ৩ ১ ২

যস্য তে বিশ্বমানুষগ্‌ভূরের্দত্তস্য বেদতি।

২ ৩ ১র ২র

বসুস্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব, ভবতঃ) 'দত্তস্য' (দত্তং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যদ্ধনং) 'বিশ্বং' (বিশ্বে সর্ব্বে) 'আনুষক্' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'বেদতি' (লভন্তে) তৎ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) বসু (ধনং) 'আভর' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং মোক্ষধনং চ প্রদেহি। (৭অ ৩খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠ ধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং। বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'দদেস্য' দত্তং 'ভূরি' বহু 'যস্য' যৎ ধনং সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বেদিতব্যা 'বিশ্বং' সর্ব্বং জনং 'আনুষক্' ইতি আনুপূর্ব্ব্যা সন্ততং সর্ব্বো মনুষ্যো 'বেদতি' জানাতি তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব সরল সহজবোধ্য। সুতরাং ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাটী এই,—'হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।"

ভগবদনুসারী যাঁহারা, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে কি ধন লাভ করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়ই বা কি সামগ্রী হইয়া থাকে ?' ইহলৌকিক ধনসম্পৎ কখনই তাঁহাদের প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—বন্ধনমোচন। সুতরাং যে অনিত্য ইহলৌকিক ধনসম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা বন্ধনমোচনের হেতুভূত সেই পরমার্থ ধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলোচ্যে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য ঐহিক সুখে সারা জীবন প্রমত্ত রহিলাম। তথাপি ভোগসুখের অবসান হইল না। এখন পারের উপায় কি ? তাই ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি। কাতরকণ্ঠে তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে ভগবন্। ঐহিক সুখসাধক পরিণামবিরস অনিত্য ধনের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নাই! আপনার ভক্ত সাধক আপনার নিকট হইতে যে শ্রেষ্ঠধন লাভ করিয়া থাকেন, যে ধন পাইলে তাঁহাদের চাহিবার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়, হে ভগবন্! আমায় সেই পরমধন প্রদান করুন। আমার ভোগসুখের অবসান হউক—আমার জন্মগতি নিরোধ হইয়া যাউক।' মন্ত্র এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে ভগবন! আপনি সকল ধনের অধিকারী। সে ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন! আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অনিত্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না। আপনি সেই মোক্ষ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে আপনার পাদ-পদ্মে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণে আমরা নানা স্থানে মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। 'বেদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ, আমাদের মতে হইয়াছে —'লভতে।' 'বিদ' ধাতু বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'লাভ' অর্থ অন্যতম। আমরা এখানে সেই অর্থেই সুসঙ্গতি দেখি। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে,—তাহা আমাদিগের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'আনুষক্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'সর্ব্বো মনুষ্যো' বলিয়াছেন। আমরা ঐ পদের 'ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ' অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান পাইবার অধিকারী হয়েন, 'আনুষক্ বেদতি' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করে, আর এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবান যে অশেষ ধনশালী, মানুষ তাহা জানিলে কি লাভ হইল — যদি সে ধন পাইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত না হয়! সেই ধন লাভের চেষ্টায়ই—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী এবং তাঁহার শরণপরায়ণ ব্যক্তিই সে ধন লাভ করে—বলিবার তাৎপর্য্য। * (৭অ-৩খ-৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ বর্গের পঞ্চম ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিচত্বারিংশ ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্।

১ ২ ৩ ১র ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং' (নিক্ষিপ্তং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শাক্ষমে, অজ্ঞাত প্রদেশে) পরাভৃতং' 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি, অস্মভ্যং তৎ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ়-স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ে পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিসৃষ্টং 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্বয়মচলে পরাভৃতং, 'যৎ' চ 'বিপর্শানে' বিমর্শনক্ষমে পরাভৃতং তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আ ভর' আহর। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এইরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিপর্শানে'—এইরূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আপনি ভিন্ন অন্তে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা বাঞ্ছা করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (বিপর্শানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন একমাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (৭অ—৩খ ৩সূ—৩সা)।

—*—

প্রথমং সাম*।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজা' (প্রজ্ঞাপকৌ, সম্পাদকৌ বা) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অতঃ 'সস্নী' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ যুবাং) 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফলদাতার,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একোনপঞ্চাশৎ বর্গে ষষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত একচত্বারিংশ ঋক্) ছন্দ আর্চ্চিকেও (প্রথম ভাগে ৩প্র—১প—১০সূ পরিদৃষ্ট হয়)।

অথবা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ কর্ম্মশক্তিং দিব্যজ্ঞানং চ প্রদেহি; অস্মাকং কর্ম্মক্ষয়ং ভবতু। (৭অ-৩খ-৫সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের প্রজ্ঞাপক বা সম্পাদক হয়েন। অতএব সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্ম্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হউক)। (৭অ—৩খ—৫সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! যুবাং 'যজ্ঞস্য' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ঋত্বিজা স্থঃ' ঋত্বিজৌ ঋতৌ কালে কালে যষ্টব্যৌ ভবথঃ। অতো 'বাজেষু' সংগ্রামেষু কর্ম্মসু যজ্ঞাখ্যেষু চ 'সস্নী' সম্ভক্তৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ 'তস্য' তং মাং হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বোধতং' অথবা তস্য মম স্তুতিং জানীতং ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১০৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মার উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন! আপনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগের কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।" বলা বাহুল্য এ অর্থ ভাষ্য হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রের কয়েকটি পদের অর্থ ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'সস্নী' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'সম্ভক্তৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ' অর্থাৎ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।' কিন্তু বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সাধয়ন্তৌ বা'। আমরা তাহা হইতে 'সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি জ্ঞান এবং শক্তি—সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করে। তাদের সাহায্যে কর্ম্মের সম্যক্ নিষ্পত্তি

করিবার শক্তির উন্মেষ হয়। আর সেই শক্তিতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। * (১অ ৩খ—৪সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র
তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'তোশাসা' (বহিঃশত্রুনাশকৌ, পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ ইতি ভাবঃ) বৃত্রহনা' (অন্তঃশত্রুনাশকৌ) 'অপরাজিত' (সর্ব্বজয়যুক্তৌ) 'রথযাবানা' (কর্ম্মরূপে যানে সঞ্চারৌ) যুবাং 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায় কিঞ্চ ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সদ্বৃত্তিক্রমোন্মেষণায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন্ নাশয়। শত্রুনাশেন জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং সমুদ্ভাসয়ন্ অস্মান্ পরাগতিং বিধেহি। (১অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন বহিরন্তঃশত্রু-নাশক সর্ব্বজয়যুক্ত কর্ম্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সদ্বৃত্তিক্রমোন্মেষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগকে পরাগতি প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—৮সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের প্রথম সূক্তে (ষষ্ঠ মণ্ডলে ষষ্টত্রিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'তোশাসা' শত্রূন্ হিংসন্তৌ, 'রথপ্রাবনা' রথেন গচ্ছন্তৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য হন্তারৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যপরাজিতৌ 'তৎ' তং মাং 'বোধতং'। (৭অ-৩খ ৪সূ—২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়—নির্গুণ গুণাতীত যিনি, তাঁহাকে এ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার আবশ্যক হয় কেন? গুণাতীত যিনি, অনন্ত যিনি গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, অনর্থের সূচনা হয়। কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষগণ অনন্তের রূপগুণ-অবয়বের নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। তাই আমরা মনে করি, অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা নহে। তাঁহার রূপ অনন্ত; তাই তিনি অরূপ। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, তাহা নহে। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও—তাঁহাকে অনন্তরূপ অনন্তগুণ জানিয়াও তাঁহাতে যে রূপ বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য; তাই আবশ্যক অনুসারে অনন্তে গুণ-রূপের আরোপ। লক্ষ্য যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক সময় সেই অরূপে রূপের আরোপে, নির্গুণে গুণের সমাবেশে অনর্থের সূচনা হয় বলিয়া সাধক তাঁহাকে রূপগুণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোদূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

অর্থাৎ,—রূপবিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; তবে তোমায় গুণস্তব করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার কৃপায় বিকলতাসম্পাদন বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ নিরাকৃত হউক। তুমি ক্ষমা কর।

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—'যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই

তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীর মধ্য দিয়াই তোমায় আবদ্ধ দেখি। তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিকসমূহ, কি তরুলতা ফলমূল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।' ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন, এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে তাঁহাতেই ন্যস্তচিত্ত হন। অরূপে রূপের আরোপ নির্গুণে গুণের সমাবেশ—তাহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্নাথজগদ্ধাত্রী-কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই অনন্তকে সান্তরূপগুণে বিভূষিত করিয়া সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে সীমাবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা - এই কারণেই বিহিত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে 'তোশাসা', 'রথযাবানা' 'বৃত্রহণা' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সরল ও সহজবোধ্য হইয়া আসিবে। 'বৃত্রহণা' পদের বিশ্লেষণে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। অজ্ঞানতারূপ বৃত্রকে হনন করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রতিভাত করিয়া দেন—এই জন্যই ইন্দ্র ও অগ্নি 'বৃত্রহণা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের শত্রুনাশ-সামর্থ্যের বিচিত্রতা লোকপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনাশে সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে অজ্ঞানতা-রূপ বৃত্রের বধকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই 'বৃত্রহণা' পদের সার্থকতা। তার পর 'রথযাবানা' পদে 'যিনি রথে গমন করেন' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করেন। আমরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের সে রথ স্বতন্ত্র প্রকারের। 'তোশাসা' পদের সহিত 'রথযাবানা' পদের সংযোগে ভাষ্যকার সাধারণ লোকপ্রচলিত রথের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'রথযাবানা' পদে 'কর্ম্মরূপ যানে যিনি বা যাঁহারা গমন করেন'—এই ভাব উপলব্ধি করি। 'তোশাসা' পদের অর্থ, বিবরণকারের অনুসরণে, 'কর্ম্মরূপযানে গন্তারৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহণের সার্থকতাও আছে। জ্ঞান ভক্তি - কর্ম্মের প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয় হয়। সেই সদ্ভাবেই জ্ঞান-ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানভক্তি সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়মন্দিরে ভগবান আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 'তোশাসা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কথঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। বিবরণগ্রন্থে ঐ পদের

অর্থ হইয়াছে 'দীপ্তিসম্পন্নৌ' তাহা হইতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা 'শত্রূন্ হিংসন্তৌ' হইতেও আমাদিগের এই অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি এবং রিপুশত্রু বিদূরিত হইলেই তাঁহাদের (কর্ম্মের ও ভক্তির) জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে অথবা তাঁহাদের বিমল জ্যোতিতে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়। 'বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়' বলিতে বিশ্বপ্রীতির উদয়ে শত্রু মিত্র সব সমান হইয়া যায়, তখন আর ভেদাভেদ কিছুই থাকে না এই ভাবই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক; বিশ্বপ্রীতির উদয় হউক। সৎকর্ম্মের শুভফলাতে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় সমুদ্ভাসিত হউক। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।* (১অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী!' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারৌ সৎকর্ম্মণি নিয়োজকৌ বা নরান ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। যুবয়োঃ অনুগ্রহেণ 'অদ্রিভিঃ' (অদ্রিবৎপাপকঠোরহৃদয়াদপি ইতি ভাবঃ) 'মদিরং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'অধুক্ষন' (ক্ষরতি)। অতঃ যুবাং 'ইদং তস্য' (পাপকলুষপূর্ণং বজ্রকঠোরহৃদয়ং মাং ইতি ভাবঃ) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সত্ত্বভাবসম্পন্নায় ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া পাপাত্মানঃ অপি সাধুত্বেব মন্যন্তে। অতঃ প্রার্থনা - হে ভগবান! পাপকলুষপূর্ণং মম বজ্রকঠোরহৃদয়ং উদ্ভিন্নং কৃত্বা মাং সত্ত্বাবসম্বিতং কুরু ইতি ভাবঃ। (১অ—৩খ—৪সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্ম-সমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক হও। তোমাদিগের অনুগ্রহে অদ্রিবৎ পাপ-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গে দ্বিতীয় ঋক্কের অন্তর্গত। (ষষ্ঠ মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)।

কঠোর হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সদ্ভাব-জনন জন্য) উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। ভগবৎকৃপায় পাপাত্মাও সাধু বলিয়া পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন করিয়া আমাকে সদ্ভাব-সমন্বিত করুন। (৭অ—৩খ—৪সূ—৩ম) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'বাং যুবাং উদ্দিশ্য 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমাত্মকং অমৃতং 'অধুক্ষন্' অপূরয়ন। সিদ্ধমন্যৎ ॥ (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা) ॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। মানুষ যদি নিতান্ত পাপাত্মাও হয়, আর সে যদি একবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ-লাভে তাহার পাপকলুষিত পাষাণ হৃদয়েও সদ্ভাবের অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই। তিনি সাধক ভক্ত অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥"
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥"

অর্থাৎ,—ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহ নাই। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি ভক্তি সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তাঁহাতেই থাকেন, ভগবানও সেই সকল ব্যক্তিতেই অবস্থান করেন। এমন কি, অতি কঠোরচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। ভগবানকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও।' ফলতঃ,

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে যে কেহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। কস্তুরী মৃগ যেমন আপনার নাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই গন্ধের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সাধনাহীন অজ্ঞান ব্যক্তি আপনার অন্তরেই ভগবান অবস্থিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করে। কিন্তু অনন্যভাক্ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিতে পারিলে, ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রত্নাকর এবং বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অতি দুরাচার হইলেও যে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের একনিষ্ঠতার প্রভাবে। সেইরূপ একনিষ্ঠ - সেইরূপ অনন্যভাক্ হইবার উপদেশই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা 'নরঃ' 'অদ্রিভিঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তিব্যত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি—সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের সাহায্যতায়ই মানুষ ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদে পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আছে। পর্ব্বত যেমন সুকঠিন দুর্ভেদ্য; পাপকলুষিত হৃদয়ও তেমনি দুর্ভেদ্য। সারাজীবন যে পাপরত, তাহার অন্তর হইতে দয়া মায়া ভক্তি সরলতা প্রভৃতি চিরতরে নির্ব্বাসিত;—পর্ব্বতের ন্যায় তাহার হৃদয় কঠিনতাপ্রাপ্ত। তাই সেই হৃদয় বা অন্তর 'অদ্রি' বা পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হয়। পাষাণ হইতে যেমন বারিধারা সময় সময় নির্ঝররূপে নির্গত হয়; সেইরূপ পাপকঠোর হৃদয় হইতে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষও অসম্ভব নহে। তবে তৎপক্ষে ভগবানের করুণা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি দয়াপরবশ হইলে—অসাধুও সাধুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্। জানি আমি—আপনি সব; জানি আমি—আপনার কৃপায় পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়; শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাই জানিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রকৃতি অধম আমরা; সারাজীবন পাপাচরণে অন্তরের স্নেহসদ্ভাবরাশি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর পর্ব্বতবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে। আপনি দয়া করুন; কৃপা করিয়া পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিউন; হৃদয়ে সদ্ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হউক। আর সেই অমৃতধারা-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করি; এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই। * (৭অ—৩খ ৪সূ ৩সা।)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হইবে। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

এই মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তর দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমারা আমাকে অবগত হও।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　　　　৩ ১ ২ ৩　১ ২ ২　১ ২
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।
৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিঃ' (উৎপত্তিমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভীষ্টবর্ষকঃ সন ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎপ্রাপ্তায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; অপিন ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্ট-পূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক)। (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ ত্বং 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ-৪খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয়ই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থানীয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন

করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চলিবার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" * (৭প-৪খ-১সূ-১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২
সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তং' (শরণাগতপালকং) 'ধর্ত্তারং' (জগতাং ধারকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'বচোবিদঃ' (ভগবৎপূজায়াং অভিজ্ঞাঃ,-যদ্বা স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' (পরিচরন্তি, পূজায়াং শক্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। 'আয়বঃ' (অকিঞ্চনাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং-ভবতাং অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সম্মৃজন্তি' (কাময়ামহে ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ-বয়ং ভগবদনুগ্রহলাভায় সমুৎসুকাঃ ভবাম। (৭প-৩খ-১সূ-২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রাভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ, প্রার্থনা করিতেছি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ-১খ ৬সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অয়ং ভাবঃ—আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের জন্য যেন সুমুখ হই)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

•
• •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তং' পবমানং 'ত্বা' ত্বাং 'ধর্ণসিং' ধর্তারং 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'বচোবিদঃ' স্তোতারঃ 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' অলঙ্কুর্বন্তি। অপিচ 'ত্বা' ত্বাং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'সম্মৃজন্তি' সম্যক্ শোধয়ন্তি॥ (৭অ-৩খ-১সূ—২স)॥

•
• •

দ্বিতীয় (১০৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রও আত্মোদ্বোধক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, যাঁহারা সেজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবৎপূজায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। ভগবানের পূজা করিতে হইলে, তাঁহার পূজায় সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, কি বলিয়া ডাকিলে ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহাতে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই। আমাদিগের ডাক তাঁহার নিকট যাহাতে পৌঁছিতে পারে,—আমরা সেই সামর্থ্য লাভে যেন উদ্‌বুদ্ধ হই। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অর্থাৎ,—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার পূজার সামর্থ্য লাভ করিয়া, আমরা যেন তাঁহারই সাযুজ্য লাভ করি,—এইরূপ কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ব্যাখ্যায় ভাষ্যের ভাবের একটু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। প্রথমে ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।' ব্যাখ্যার ভাবে স্তোত্র-মন্ত্র রচনার ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যে সে ভাব পরিব্যক্ত নহে। তাই আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসারী হয় নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে—ভাষ্যমতে 'স্তোতারঃ' এবং বিবরণমতে 'ঋত্বিজঃ' অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি—এই পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই' বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা ডাকার মত তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, আমাদিগের মতে 'বচোবিদঃ' তাঁহারাই। কি ভাবে ডাকিলে, কি বলিয়া ডাকিলে কিরূপ স্তবস্তুতি করিলে—সে ডাক, সে স্তবস্তুতি তিনি শুনিতে পান,—ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনিই তাহা অবগত আছেন, এখানে 'বচোবিদঃ' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সেই ভাবেই

আমাদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিপ্রাঃ' পদে আমরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্রান্তপ্রজ্ঞদিগকেই বুঝি। কারণ, ভগবানের নিকট ডাক বা কর্ম্ম পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ যদি না বুঝিতে পারি, তিনি কেমন যদি না জানিতে পারি, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? যদি বুঝি, তাঁহার এই রূপ—এই গুণ, তবে তাঁহাকে সেই রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সেই ভাবে ডাকিতে সমর্থ হইব। তবেই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে। তাই দেবদেবীর পূজায় ধ্যানে রূপগুণের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে যদি না বুঝিলাম, তাঁহার স্বরূপ যদি অবগত না হইলাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে পারা যায় কি? আমাদের মতে তাই 'বিপ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ।' অর্থাৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'বিপ্রাঃ' নামে অভিহিত। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মরণধর্ম্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ ঐ 'আয়বঃ' পদে আমরা গ্রহণ করি।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমরা; আমরা ভজনপূজন কিছুই জানি না। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—সকলই আমাদের অবিদিত। তাই ডাকি, হে দেব! কৃপা করিয়া শিখাইয়া দেও—তোমাকে কি বলিয়া কেমন করিয়া ডাকিব? শিখাইয়া দেও প্রভু—কি দিয়া কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিব? সম্বল কিছুই নাই। আছে মাত্র তোমার শ্রীচরণ ভরসা। তাই কাতরে জানাইতেছি,—হে দেব! শিখাইয়া দেও, বুঝাইয়া দেও—দেখাইয়া দেও! তুমি তো দেব—সকলই জান! তুমি তো দেব সকলই দেখিতেছ! আর মোহঘোরে নিমজ্জিত রাখিও না—প্রভু! অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ কর দেব! আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' * (৭অ ৪খ ১সূ-২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে।

১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, বিশ্বকর্ম্মন্ ইত্যর্থঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানস্য' (সদ্ভাবসঞ্চারকস্য) 'তে' (তব) রসং' (অমৃতধারাং) 'মিত্রঃ' (পরমমঙ্গলদায়কঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (আত্মোৎকর্ষসাধকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যসঞ্চারকঃ বরুণদেবঃ) 'মরুতঃ' (বলপ্রাণসঞ্চারকঃ মরুদ্দেবঃ) সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা ইতি ভাবঃ 'পিবন্তু' (গৃহ্নন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মান্ অনুগৃহ্নান্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ - ৪খ - ১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক্রান্তকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্ভাব-সঞ্চারক আপনার অমৃত-ধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্মোৎকর্ষসাধক অর্য্যমাদেবতা, স্নেহ-কারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুদ্দেবতা—সর্ব্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব রসং মিত্রঃ 'অর্য্যমা' চ 'বরুণঃ' চ 'মরুতঃ' চ এতে সর্ব্বে দেবাঃ 'পিবন্তু'। (৭অ—৪খ - ১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম প্রস্তুত হইলে সকল দেবতারা আসিয়া সেই সোমরস পান করুন',—মন্ত্রের সেইরূপ অর্থই দেখিতে পাই। 'সোম' বলিতে সোমলতার রসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থই তদনুসারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে—বেদমন্ত্র এমনই দর্পণ স্বরূপ। আমরা তাহা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রসরূপ মাদকদ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মন্ত্রের উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মত্ত রসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরসে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার কেই ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন্

রূপ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারেরই প্রয়াস পান। 'সোম' শব্দে যে মাদক-দ্রব্য অর্থ প্রচলিত আছে, অসুরকুলের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার অপর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যিনি অধঃপাতের—ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হইতে চাহেন, 'সোম' শব্দে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অনুবর্তন করেন; আর যিনি শ্রেয়ঃ-অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, 'সোম' বলিতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহারই আহরণে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবগণ দেহধারী নহেন। তাঁহারা স্থূল উপাদানভূত তোমার আমার প্রদত্ত অন্নজল অথবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন না। অথবা উপস্থিত হয়েন না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন! তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপাবিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান বড়ই কঠিন। এক কথায়ও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। আবার যতই অধিক কথা কহিবে, ভাবগ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের মনে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্যে নহে—অনুধ্যানে—অনুভাবনায়; ভাষায় নহে—চিন্তায়।

দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণুরূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে। কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তোমার দেহ মন প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাববিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই সেই দেবাধিষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে সেই মাদক-দ্রব্য উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কখনই আসিতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ়জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন,—মাদক দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। তীর্থবিশেষে দ্রব্য-বিশেষ প্রদানে, সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়। মাদকদ্রব্য ভগবানকে দেওয়া বলিতে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। সেই দানই 'আত্যন্তিক দান।' তত্ত্বসাধক সেইরূপ দানের আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। দেবগণ অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সহিত স্থূলেরই মিলন সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? সেখানে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, বহির্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। যে কার্য্যে দৈহিক বলের প্রয়োজন, তাহাতে মানসিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না; আবার, যে কার্য্যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক হয় না। তাই মানসিক বলের দ্বারা সূক্ষ্ম সামগ্রী এবং দৈহিক বলের দ্বারা স্থূল সামগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রখ্যাপিত। স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য প্রধানতঃ এই ভাবেই বোধগম্য হয়। অতএব সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব কদাচ লাভ করিতে পারা যায় না। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া,—সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধা ভক্তি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী। হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে ভাবে ভাবিত এবং তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের অন্বেষণই সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন। সোম যে সেই সৎস্বরূপেরই বিভূতি-বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন,—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" অর্থাৎ রসময় সোমরূপে তিনি ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করেন। সুতরাং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সোমস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্ত্বভাব-সমূহেরই আবশ্যক হয়। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের মধ্যে মিত্রাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাহাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বুঝিতে পারি, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝিতে পারি,—তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। মিত্ররূপে, অর্য্যমারূপে, বরুণরূপে, মরুৎরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত।

সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। মন্ত্রে তাঁহারই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধ হয়; ভক্তসাধক সেই ভাবেই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন,—"হে ভগবন! আপনি আমার অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' * (৭অ—৪খ—১সূ - ৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ —
১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতারি। পবস্বামা ২। ধুমত্তমাঃ। অর্কস্তায়ো ২।

১ র ১ A ৩ ৫ র র ২ র র ১
নিমা। স্যা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔ.হাবা। (১) তস্বাবিপ্রাঃ। বচোবিদাঃ।

২ ১ — ১ ২ র ১ — ১ র n ৩
পরিষ্কার্যা ২। ভিধর্ণসারিন্। দস্বামার্জা ২। তিস্যা। যা ২ বা ২ ৩ ৪

৫ র র ২ র র ১ ২ ১ — ১
ঔহোবা। (২) রসস্তেমারি। ত্রোঅর্যামা। পিসত্থ্বা ২। রুণঃকবারি।

২ ১ — ১ n ৩ ৫ র র ৩ র ২
পবস্বাবা ২। স্তম। রূ ২ ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ইষোবৃথে ১ (৩)।

* * *

২ র র ২ S ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ s ২n
২। ইন্দ্রায়েন্দা ১ ঔ হো। মা ৩ রুত্বা ২ ৩ ৪ তারি। পাবস্বামা। ধ ৩ ম।

৩ ৫ ১ s ^ ৩ ৫ ১ র
ত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। মাঃ। পবস্বমধুমা ৩ ২। ত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্যযোনা

৪ ৫ ১ ৫র ৫
২ ৩ য়িম। স্য। বাহারি। সা ২ ৩ ৪ দাম্। এহিয়া ৬ হা। (১)

২ র ২ s ২n ৩ ৫ ১ ২ ১ ২
স্তস্থবিপ্রা ১ ঔ হো। বা ৩। চো। বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পারিষ্কার্যা।

২n ৩ ৫ ১ s ৩ ৫
ভা ৩ য়িধা। পা ২ ৩ ৪ সারিম্। পরিষ্কর্ণ্বধা ৩ ২। পা ২ ৩ ৪ সারিন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলে চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক)। এ মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ,—"হে কার্যাকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন মিত্র অর্যামা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।"

১ র ৪ ৫ ১ ৫র ৫
সম্রাসৃজস্তা ২ ৩ রি। অ। বাহায়ি। বা ২ ৩ ৪ বাঃ। এভিয়া ৬ ভা॥ (২)

২ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ২ ৪ ২র
রসস্তোমা ১ ঔ হো। স্রো ৩ অর্যা ২ ৩ ৪ মা। পায়িবস্তবা। স্ত ৩ নঃ।

৩ ৫ ১ ৪ র ৩ ৫ ১ র
কা ২ ৩ ৪ বায়ি। পিবস্তবরুণা ৩ ২ঃ কা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমানস্যা ২ ৩।

৪ ৫ ১ ৫র ৫ ৪
ম। বাহায়ি। স্ত ২ ৩ ৪ ভাঃ। এভিয়া ৬ ভা। হো ৫ ঈ ডা (৩)॥

* * *

২ র ৩ ১ র ৩ ৫ ১ র ৩ ৫ ২ ১ —
৩। ইন্দ্র'য়েন্দাউ। মরু ২ স্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবা ২ স্বা ২ ৩ ৪ মা। খুমত্তা ২

১ ২ —১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
মাঃ। অা ২ ৩ র্ক। স্বা ২ যো। নিমো ২ ৩ ৪ ব। সা ৫ দো ৬ হায়ি॥

২ র ১ ^ ৩ ৫ ১ র ৩ ৫
(১) তস্মা বিপ্রাঃ। বচো ২ বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরা ২ য়িক্ষা ২ ৩ ৪ এর্ষা।

২ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪
ভিধর্না ২ দায়িম্। সা ২ ৩ স্বা। মা ২ র্জ্জা। ভিয়ো ২ ২ ৪ বা। যা ৫

৫ ২ র ১র র ৩ ৫ ১ র ৩
বো ৬ হায়ি॥ (২) রসস্তেমায়ি। স্রোপা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবা ২ স্তু

৫ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ ণা। রুণঃ কা ২ বায়ি। পা ২ ৩ বা। মা ২ না। স্তমো ২ ৩ ৪ গা।

৪ ৫
স্ত ৫ ভো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২র৩র ৪ ৫ র র ২ ১ র ২রর৩রর২ ২
৪। আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু। স্বতে। ঐহীয়েহী ১। পাবম-

১ ৩ র র২র১ — — ১ — ১ র
মধুমাত্তমঃ। ঐহীহৈয়হী ১। আ ২ রি। আর্কা ২ স্বাযো ২। নিমা।

র ৩ ৫র র ২র৩র ৪ ৫ র ২ ১
দা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (১) আঔহোবাহায়ি। তস্মাবিপ্রাঃ। বচো।

২রর৩রর২ ২ ১ ২র র ২ র —
বিদঃ। ঐহীহৈয়হী ১। পারিক্ষুপস্তিধর্ণসম্। ঐহীহৈয়হী ১। আ ২ রি।

১ — ১ = ১র n ৩ ৫র র ২৲৩র ৪
পাষা ২ মার্জা ২। তিআ। বা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আঔহোবা-

৫ র ২ র ১ র ২রর৩র২ ১ ২ ১
হায়ি। রসস্তেমায়ি। ত্রোণা। র্যাসা। ঐহীয়হী ১। পায়িবস্তুবরুণাঃ

র ২রর৩র২ — ১ — ১ — ১ ^
কবে। ঐহীহৈহী ১। আ ২ য়ি। পাবা ২ মানা ২। স্পস্ব। রু ২

৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রমাহৃতা ২ ৩ ৪ ৫ : (৩)।

• • •

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ৩ -- ১ ১ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায়া ৩ য়িন্দোমরুত্বতায়ি। পবাবা ১ সা ২। ধুবা ২ ৩ ত্তমাঃ। অর্কসাবো॥

২ ২র ২ ১ ১ ১
নিমা ২ ৩ সদাউ। বা ৩। স্তোবে ৩ ৪ ৫ (১)॥

• • •

২ ১ র র — ১ ২ ১ --
৬। ইন্দ্রো। ইহা। যেন্দোমরু ২ ত্বতায়ি। ইহা। পবা। ইহা। স্বমধুমা ২

১ ২ ১ র — ১ ২
ত্তমাঃ। ইহা। অর্কা। ইহা। স্যোনিমা ২ সদাম্। ইহা ১॥

২ ১ র -- ১ ২ ২ ১ --
তস্বা। ইহা। বিপ্রাবচো ২ বিদাঃ। ইহা। পরায়ি। ইহা। কুৎস্তিপা ২

১ ২ ১ -- ১ ২
র্যাসায়িষ্। ইহা। সস্ত্বা। ইহা। মৃজাস্ত আ ২ য়বাঃ। ইহা ১॥

২ ১ র র -- ১ ৩ ১ --
রূপাম্। ইহা। তেমিন্দ্রো আ ২ র্যামা। ইহা। পিবা। ইহা। ভুবরুণা ২ ঃ

১ ২ ১ র -- ১ ২
কবায়ি। ইহা। পবা। ইহা। মানস্তমা ২ রুতাঃ। ইহা ১॥

• • •

২ র র র র ১ ২ n৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দা ঔহোহায়ি। সাবধা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবাবা ২ ৩ ৪ হায়ি। মধুমত্তা

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্য।

১ ৭ র ২　৩র৪র৫　১ ৩　৫　৩র ২
যোনিমাসা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি । ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্ ।

৫র　৫　২ র র র ১ ২　৯ ৩　৫　২ ১
এহিয়া ৬ হা ॥ তন্থাবিপ্রাঔহোহায়ি । গাচোগী ২ ৩ ৪ দাঃ । পরায়িক্ষা

৫　১　২　৩র৪র৫　১ ৩　৫　২ ৩
২ ৩ ৪ হা । পৃষ্ঠিস্পর্না ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি । উত্থা ২ ৩ ৪

৫　২ ১ ২　১ ৭ র ২　৩র৪র৫　১ ৩　৫　৩র ২
সীম্ । সন্থায় । জায়িঅম্মা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি । ঔহো

৫র　৫　২ র র　র ১ ২　৩
৩ ১ ২ ৩ ৪ । বাঃ । এহিয়া ৬ হা । রসস্থেমা । ঔহোহায়ি । ত্রোঅর্ঘা ।

৫　২ ১　৫　১　২　৩র৪র৫　১ ৩
২ ৩ ৪ মা । পিবাতু ২ ৩ ৪ হায়ি । বরুণঃ কা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ ৪

৫　২ ৩　৫　২১১র　১ ৭ ২　৩র৪র৫　১ ৩
হায়ি । উত্থা ২ ৩ ৪ বায়ি । পবম্মা । নাঙ্গমরু ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা

৫　৩র ২　৫র　৫　৪
২ ৩ ৪ হায়ি । ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ । তাঃ । এহিয়া ৬ হা । হো ৫ ঈ । ডা ॥

* * *

১ ২র১ র ২ র ১ ২　১　—　১ ২　১ র
৮। তন্থাবিপ্রাবচোবিদঃ । ইহা । পরিস্তুণ্ণ্স্থবর্ণসা ২ য়িম্ । ইহা । সন্থামুজন্ত ২

১ ২　১　৫　৫
য়ি । ইহা ৩ । বা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি ॥

* * *

২ র ১ ২　১　৩র　২ ৩　৫　১ ১　১ ২
৯। রসোহোবা । তেমা ২ য়ি । ত্রো অর্ঘা ২ ৩ ৪ মা । পিবস্তু । রুণঃ কা ১

—　১ র　২　২n　৩　৫　১ ৯ ৩　৫র র
বা ২ য়ি । পব । ঐ ৩ হোয়ি । মা ২ ৩ ৪ না । গা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ।

২　১　১ ১ ১ ১
এ ৩ । রুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ১।২।৩ ॥ *

* সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। সেই গানকয়টীর নাম,—'ইহোবৃধীয়ং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবর্দাবাম্রং', 'অশ্বসূক্তং', 'আমহীয়বম্রং', দাঢ়চ্যুতং, 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামদেব্যং', এবং সাপৌম্রবাস্তং'।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ১র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সৎকর্ম্মণাং আধার হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাসাধকঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইন্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি); 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব!) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং, (শ্রেষ্ঠং) রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণে সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুহস্ত্যা'—হস্তে ভবা হস্ত্যা অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং 'ইন্বসি' প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' 'পূয়মান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্যৈঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষসি' স্তোতৃণামভি ক্ষরসি প্রযচ্ছসি। ১।

* * *

প্রথম (১০৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা। তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ　৩　১　২　৩　১　২　৩
পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে

১　২　৩　১　২
বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

৩　১　২　৩　১র
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং

২র　৩　১　২
গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৫খ—৭সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অয়ং' (হৃদ্গতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যয়ে বারে' (সদ্ভাবাবরোধকানাং শত্রূণাং হৃদয়েঽপি) অপিচ 'বনে' (অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েঽপি) 'পবমানঃ' (ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (অত্যাড়্যৎ, যদ্বা তান্ পরিত্রায়তি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকে সদ্ভাবসমন্বিতে হৃদয়েঽপি স্বতঃ-ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (পরিত্রায়তি, রক্ষতি ইতি যাবৎ)। অথবা সদ্ভাবপ্রভাবেন অতিপাষাণ-কঠোরহৃদয়েঽপি 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অচিক্রদৎ' (প্রক্ষরতি, প্রবহতি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'পবমান' (পবিত্রতাসাধক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ তথা ভক্তিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'অঞ্জানঃ' (মিশ্রণকারকঃ সম্মিলনসাধকঃ বা, যদ্বা—সঙ্গতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (নিত্যং, শাশ্বতং স্থানং) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অতিকঠিনহৃদয়ং অপি সদ্ভাবপ্রভাবেন বিগলিতং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং সদ্ভাবং সঞ্চয়েম ॥ (৭অ ৪খ-২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদগত শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাব-অবরোধক শত্রু-গণের হৃদয়েও এবং অরণ্যবৎশুষ্কহৃদয়েও ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। অপিচ, উদকবৎদ্রাবক সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। (অথবা সদ্ভাবপ্রভাবে অতিপাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকবৎদ্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অতি কঠিন হৃদয়ও সদ্ভাবে বিগলিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চারে সমর্থ হই) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'বৃষঃ' বৃষভসদৃশঃ সন্ 'পুনানঃ' অভিষূয়মাণঃ সর্ব্বং শোধয়ন্তু 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'বারে' বালে পবিত্রে 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বনে' বননীয়ে 'উদকে' কাষ্ঠে কলশে বা 'অচিক্রদৎ' শব্দম করোৎ। অথ প্রত্যক্ষবাদঃ। হে 'সোম'! পবমান! ত্বং 'গোভিঃ' গব্যৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সন্ 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'দেবানাং' স্থানং 'অর্ষসি' গচ্ছসি। (৭অ ৪খ-২সূ ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে একটু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহা এই,—"মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রসবর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর " জলের মধ্যে যে সোম শব্দ করেন, তিনি আবার দুগ্ধের সহিত দেবতাদিগের ভবনে গমন করেন। এই যে সোম, সে কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারে? তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দেবতা ও সোম এতদুভয়ের সম্বন্ধ খ্যাপনে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তদ্বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়, পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্ম্মলতা ধারণ করিতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অরণ্যবৎ নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম স্থানে লইয়া যায়। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে পরম-স্থান প্রদান করুন।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ, মানুষ হইয়াও দেবত্ব—অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৭অ—৪খ—২সূ-২সা)॥

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র   ১২   ৪ ৫   ২   ১ ২
১। মৃশামামাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামৃ ৩ দ্রাম্নিবা। চামম্বসা ৩ ম্নি। রায়ী ৩
৪ ৫   ২   ১ ^ ৩   ৫   ১২র   ১
স্পায়িশা। পবহুলা ৩ য়' পূরু ২ স্প ৫ ২ ৩ ৪ হায়। পবমা। না।
২   ২   ৩   ৪   ৫   ২ র
ঔ ৩ হো। ভিবো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ ডারি। পবমানা।

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক)।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫
ভির্র্ষ্বণা ৩ য়ি। পাবা ৩ মানা। ভির্র্ষ্বণা ৩ য়ি। পূনা ৩ মোবা।

২র ১র ^ ৩ ৫ ১র২ ১ ২ ২
রেপবমা ৩। মোআ ২ ব্যা ২ ৩ ৪ য়ারি। বৃষোঅ। চা। ঔ ৩ হো।

^ ৫ ৪ ৫ ২র
ক্রন্দো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি। বৃষোঅচায়ি। ক্রন্দমনা ৩ য়ি।

১ ২ ৪৫ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২
বার্ষো ৩ আচায়ি। ক্রন্দষনা ৩ য়ি। দায়িবা ৩ না৬্গো। মপবমা ৩।

১ ^ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ২
৫। অনা ২ য়ি ক্ষা ২ ৩ ৪ ত্তাপ্। গোভির। অা। ঔ ৩ হো।

১ ৫ ৪ ৫
অও ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ গো ৬ হায়ি॥

* * *

২১রর র র ১২ ১ ২১ ১ ২ ২ ২
২। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিষণি। রায়িম্পিশা ৩। হা ৩ হা।

১ ২র ২১২ ১ ২ ২ ২ ১
গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। পবমানা ৩। হা ৩ হা। ভির্র্ষ্বা ২ ৩ ৪ য়ি।

১২রর ১ ২ র ১২ ১২ ১র র২ ২ ২র
পবমানাভির্র্ষ্বণি। পবমানোবা। ভার্র্ষ্বণি। পূনামোবা ৩। হা ৩ হা।

র ২র র ১৩র ১র ২ ২ ২ ১ ৩
রেপবমানোঅব্যয়ে। বার্ষোঅচা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। ক্রন্দষা ২ ৩ মা

১র২ ১র ২র ১২ ১ ২র ১ রর ২
৩ ৪ ৩ রি॥ বৃষোঅচিক্রন্দদ্বনে। বৃষোঅচোবা। ক্রন্দদ্বনে। দায়িবানা৬্গো ৩।

২ ২ ১২র ১ র ২ ২ ২ র৫
হা ৩ হা। মপবমানশিক্ষভম্। গোভায়িরস্মা ৩। হা ৩ হা। মোঅর্ষা

২ ২
২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২১র২ ১ — ১ -- ১ র -- ১
৩। মৃজ্যমানঃসহ। ভির্য়া ২। দমূ ২ হো। দ্রেবা ২ হো।

২র১ — ১ — ১ ২১
চামিষসায়ি। রয়া ২ য়ি৬্হোয়ি। পিশা ২ হো। গম্বহুলাম্।

২র১ -- ১ র -- ১ ২র১৩২
পুরুস্পৃহাম্। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীর্র্ষ্বণা ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ ২র র ১ — ১ — ১ র ২র১
পবমা নামিয়া। বমা ২ য়ি। পবা ২ হো। মানা ২ হো। তীরর্ষণায়ি। পুনা

— ১ র — ১ ২র১ ২র ১ — ১
২ হো। নোবা ২ হো। য়েপবমা। নো অধারায়ি। বৃষো ২ হোয়ি।

— ১ ২র১ ২ ১ র ২ ১ —
অচা ২ য়িহোয়ি। ক্রন্দদনা ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃষোঅচিক্রদাৎ। বমা ২ য়ি।

১ — ১ — ১ ২র১ ২ র — ১ র
বৃষো ২ হোয়ি। অচা ২ য়িহোয়ি। ক্রন্দদনায়ি। দেবা ২ হো। মা৺

— ১ ২১ ২র১ র ১ — ১
সো ২ হো। মপবমা। নানিষ্কৃতাম্। গোভা ২ য়িহোয়ি। অণ্ণা ২ হো।

২র ১ ২ ২র১র ২ ২
নোঅর্ষণা ৩ ১ উবা ২ ৩। বাজীজিগী ৩ বা৺ ১॥

* * *

২ র ১ ২ ১২ ১ ২রর ১ ২ — ১ ২
৪। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যোবা। ওবা। সমুদ্রেবা। চমায়িবা ১ দী ২। রা ২ ৩ য়ীণ-

১ ২ ১ ২১ ২ ১ ৪ ২ ১ ২রর১ ২
পা ২ ৩ য়িশা। গধ্বহুলম্। পুরু ২ ৩ হায়ি। স্পৃহা ৩ মা। পবমানাভির-

১ ২ ১ র ২ ৪ ২ ৫ ৪
র্ষসি। পা ২৩ বা। মানাভ্যর্যো ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫

৫ ২ র র ১ ২ ১ ২ ১ ২র র ১ ২ —
সো ৬ হায়ি। পবমানাভ্যর্ষসোবা। ওবা। পাবমানা। ভ্যর্ষা ১ সা ২ য়ি।

১ ২ ১ ২ ১র ২ র ১র ২ ১ ৪
পূ ২ ৩ মা। সো ২ ৩ বা। য়েপবমা। নো অ ২ ৩ হায়ি। বায়া ৩

২ ১র ২ ১২ র ১ ২ ১ ২ ৪ ২
অ। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। বা ২ ৩ র্ষো। অচিক্রদো ৩। হো ৩ ১

৫ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১২ ১র
২ ৩ ৪। বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি। বৃষো অচিক্রদদ্বনোবা। ওবা। বার্ষো

২ ১২ — ১ ২ ১ ২ ১ ২র
অচি। ক্রদাবা ১ না ২ য়ি। দা ২ ৩ য়িবা। না ২ ৩ ৺ সা। মপবমা।

১ ২ ১ ৪ ২ র ২ র ১র ২ ১ ২
মজা ২ ৩ হায়ি। কৃত্ত ৩ মা। গোভি রঞ্জানো অর্ষসি। সো ২ ৩ আয়িঃ ৮

১ র ২ ৪ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আয়ান ঔ ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫ গো ৬ হায়ি।

* * *

২s s s ১ র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১ ২১ র
৫। হাউহাউহাউবা। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। সমুদ্রে

র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২১ ২ ১ ২ ১
বাচমিন্বসি। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। রয়িম্পিশঙ্গম্বহুলং পুরুস্পৃহম্। ইহা।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ২র র ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র র ১ ২
উপা ২ ৩ ৪ ৫। পবমানাভ্যর্ষসি। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥ পবমানাভ্যর্ষসি।

১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র২ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। পবমানাভ্যর্ষসি। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫।

২ র ১র র র A ২র র ১ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২ ১২ র
পুনানোবারে পবমানো অব্যয়ে। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২ ১২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষো অচিক্রদদ্বনে। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫।

১ র ২ ১ ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১রর ২র র ১
বৃষো অচিক্রদদ্বনে। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। দেবানাং৬ সোমপবমাননিষ্কৃতম্।

৩ ১ ১ ১ ১ ২উ s ৩ ১র ২ র ২র ২
ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। হাউহাউহাউবা। গোভিরঞ্জানো অর্ষসি।

১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ২
৬। মৃজ্যমানঃ সুহস্তিয়া। সমুদ্রেবাহচমিন্বসায়ি। রয়িম্পা ২ ৩ য়িশা। গাম্বহুলম্।

২ ১ ২র ৩৩ ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ ২
পুরুস্পাহাম। ঔহো ৩ ৪ বাহায়ি। প। বাম ২ ৩ না ৩। হোবা ৩ বা।

১ ২ ১১২রর ১ ২১ র ২
ভিয়র্ষা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ য়ি। পবমানাভিয়র্ষসায়ি। পুনানো ২ ৩ বা।

১ ২ র র ১ ২ ৩র ২ ৪৩র ২ ১ ২
রেপবমা। নো আব্যায়া। ঔহো ৩ বাহায়ি। বৃ। ষো অা ২ ৩ চা ৩ য়ি।

১ ২ ২ ১ ২ র ২ ১২ ১
হোবা ৩ হায়ি। ক্রদদ্বা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ য়ি। বৃষো অচিক্রদদ্বনায়ি।

র ২ ১ র র ২ ১ ২র ১ ৩
বৃষো অচায়িক্রদদ্বনায়ি। দেবানা ২ ৩ ৬ সো। মাপবমা। নমায়িষ্কৃতাম্।

৩র ২ ৩র ২ ১র ২ ১ ২ ২ র ১
ঔহো ৩ ৪ বাহায়ি। গো। ভায়িরা ২ ৩ ঞ্জা ৩। হোবা ৩ হা। নোঅর্ষা

২ ১
২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

২ র　র র ১ ২　১ ২n৩　৫　১র n　৩ ২
৭। মৃজ্যমানঃ সুহাহাউহোবা। স্তাস্যা ২ ৩ ৪ মু। দ্রেবা ২। চমা ৩ ৪ ৫ য়ি।
৩　১ ২　৩র৪র৫　১　n　৩
ষা ২ ৩ ৪ সী। রয়া ৩ ৪। ঔহোবা। পিশঙ্গবহুলা ২ ম। পুরু ৩ ৪ ৫।
৩　৫　১ ২　৩র৪র৫　১　n　৩ ২
স্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্। পবা ৩ ৪। ঔহোবা। মানা ২। ভিয়া ৩ ৪ ৫।
৫　৫　২ র র র র　১ ২　১২n ৩　৫
ষা ২ ৩ ৪ সী॥ পবমানাভিয়াহাউ হোবা। ষানায়িপা ২ ৩ ৪ বা।
১র　n　৩　৩　৫　১ ২　৩র৪র৫　১র র র
মানা ২। ভিয়া ৩ ৪ ৫। ষা ২ ৩ ৪ সী। পুনা ৩ ৪। ঔহোবা। নোবারে
n　৩র ২　৩　৫　১ ২　৩র ৪ ৫
পবমা ২। নোত্মা ৩ ৪ ৫। ষা ২ ৩ ৪ রে। বৃষো ৩ ৪। ঔহোবা।
১　n　৩ ২　৩　৫　২ র　র　১ ২
অচা ৩ য়ি। ক্রদা ৩ ৪ ৫ ৎ। বা ২ ৩ ৪ নে। বৃষো অচিক্রদহাউহোবা।
১　২n ৩　৫　১　n　৩ ২　৩　৫
বা। বানায়িবা ২ ৩ ষঁ। অচা ২ য়ি। ক্রদা ৩ ৪ ৫ ৎ। বা ২ ৩ ৪ নে॥
৪ ২　৩র৪র৫　১এ র　— ৩ ২　৩
দেবা ৩ ৪। ঔহোবা। নাঙসোমপবমা ২। নবা ৩ ৪ ৫ য়িঃ। কা ২ ৩ ৪
৫　১র ২　৩র৪র৫　১　n　৩ ২
ঋম্। গোভা ৩ ৪। ঔহোবা। অশ্ব ২। নৃভা ৩ ৪ ৫।
৩　৫
ষা ৩ ৪ ৫। ষা ২ ৩ ৪ সী॥

* * *

৫৪　২　৪　৫ ৪ ৫　১ ২র র　১ ২　—　১ র র ২
৮। পবা ৩ মা ৩ নাহভিয়র্ষসোবা। পাবমানা। ভিয়ার্ষা ১ সা ২ য়া। পূ। নোবা।
৩র ৪৫র　২র ১ ২　—　১ ২　n
৩ ১ ২ ৩ ৪। রেপবমা। নোভাযা ১ য়া ২ য়ি। বৃষোঅ ১ চা ২ য়ি।
৩ ২　১　৩ ১ ১ ১ ১
ক্রদা ৩ ৎ। বা ২ ৩ ৪ ৫। না ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥

* * *

৫র　২　৪ ৫৪　৫　২ ১　২ ১　২ ৩২ ১　২র৩রর
৯। বৃষো অ ৩ চিক্রদদ্বনায়ি। বৃষো অচায়ি। ক্রদদ্বনা ২ ৩ য়ি। দেবানঙ
২　১　৩৪র ৫　২　২　১র　৩ ২
দো ৩। মা ২ ৩ ৪। পবমানানঃ। ক্রা ৩ র্ভ্রম্। গোভায়িরজো।
২　৫　৪র　৪
বা, ৩ ৪ ৩। ভু ৩ ৪ বা। মোজা ৫ র্ষনায়ি। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৫৪৫র ৩র২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ১ ২র র ১ ২
১০। পবমা। নাভা ৩ ৪ ঔ হো বা। আর্ষসি। পবমানা। ভিয়র্ষা ২ ৩ দাহিঃ।

১র র র ২ র ১ র ২
পুনানোবা।. রে পবা ২ ৩ মা। নো অবায়াহি। সুবো আ ২ ৩ চাহি।

১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১
ক্রন্দবা ২ ৩ ৪ ৫ না ৬ ৫ ৬ যি। দক্ষা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২S S র ১র র ২র ১ ২র র ১ ২র ১ ৩ ১ ১
১১। হাউ হাউ হাউ বা। পুনানো অরে পবমানো অগাহে। ইড়া। উপা ২ ৩.

১ ১ ১ র ২ ১ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১রর ২র
৪ ৫। সুবো অচিক্রদদ্বনে। ইড়া। উপা ২ ৩ ৪ ৫। দেবানাম্: সোম

র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২S S S
পবমাননিষ্কৃতম্। ইড়া। উপা ২ ৩ ৪ ৫। হাউহাউহাউ বা।

১র ২র ১র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
গোভিরঞ্জানো অর্ষসি। ইড়া। উপা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র২র ১২১ ২১ র ২ ১ ২ ২ র র র র
১২। পাবমানাভিয়র্ষসাহি। পবমানা। অভা ৩ য়ার্ষা ৩ সাহি। পুনানোবারেঃ

র র ১ ৩ ৫র ২১র ৫ ২
পবমানোঅব্যয়া ২ ৩ ৪ ঔহো। বৃষোআ ২ ৩ ৪ চাহি। ক্রন্দা ৩ ১

২ ২৩ ২
উবা ২ ৩। এ ৩। বন আ।

* * *

২র ১র২ ১ ২১ ২১ র ২ ১ ২ ২
১৩। মার্জ্জ্যমানঃ সুহস্তিয়া। সমুদ্রে বা। চা ৩ মাহিবা ৩ সাহি। রয়িম্পিশঙ্গং

৩ ৫র ২১ ৫ ২
বহুলম্পুরুস্পৃহা ২ ৩ ৪ ঔহো। পবমা ২ ৩ ৪ না। ভিয়া

২ ২৩ ২
৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। বন আ।

* * *

২ ১ র ২ ১র ২র ১ — ১র র ২ ১
১৪। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। হবাহি। ঔহোবা ২। সমুদ্রেবাচমিষসি। হবাহি।

২র ১ — ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ — ১ ২রর
ঔহোবা ২। রয়িম্পিশঙ্গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। হবাহি। ঔহোবা ২। পবমানা-

১ ২ ১ ২র র — ৩ ৫র র ১ ২র র
ভিয়র্ষসি। হবাহি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। পবমানা-

১ ২ ১ ২র১ — র ১ররর২র১ ২র র ১ ৩র ১
ভিরর্ষসি। হুবায়ি। ঔহোবা ২। পুনানোবারেপবমানোঅবায়ে। হুবায়ি।

২র১ — ১র২ ১২র ১ ২র ১ন ৩
ঔহোবা ২। বৃষাঅচিক্রন্দবনে। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২র১ — ১র২ ১২র
ঔহোবা। বৃষোঅচিক্রন্দবনে। হুবায়ি। ঔহোবা ২। বৃষোঅচিক্রন্দবনে।

১ ২র১ — র১রর ২র র ১ ২র১ —
হুবায়ি। ঔহোবা ২। দেবানাꣳ সোমপবমানিষ্কৃতম্। হুবায়ি। ঔহোবা ২।

১র ২র১র ২ ১ ২র ১ ৩ ৫র র
গোভিরঞ্জানোঅর্ষসি। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২ র১র ২ ১র — ৩ ১ ১ ১ ১
অর্কꣳ সুদেবাঃ পরমেষ্ঠিয়ো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ ॥ ৫

—•—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।

১ ২ ৩ ১ ২
সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (তং) 'প্রত্নং' (মহামহিমান্বিতং সত্ত্বভাবপ্রেরকং ইতি ভাবঃ ভগবন্তং ইতি শেষঃ) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (পরিচরন্তি—অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। অপিচ, তং ভগবন্তং 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমখ্যত' (আত্মনা সহ সম্যক্ যোজয়ন্তি—তে অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সদ্ভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংমিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৪খ ৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চতুর্দ্দশটী-গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "ঔক্ষোরন্ধ্রম্" (২) "স্বারৈড়মৌক্ষোরন্ধ্রম্" (৩) "বাজজিৎ" (৪) "বরুণসাম" (৫) "অভিরথাঙ্গোষ্ঠম্" (৬) "সপ্তহম্" (৭) "ত্রিণিধনমায়াস্যম্" (৮) "অভীবর্ত্তম্" (৯) "কালেয়ম্" (১০) "পৌরুমীঢ়ম্" (১১) "আঙ্গিরসাঙ্গোষ্ঠম্" (১২) "কথরথন্তরম্" (১৩) "কথরথন্তরম্" এবং (১৪) "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

অথবা

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' 'এতং' (মহামহিমান্বিতঃ সদ্ভাবপ্রেরকঃ সঃ ভগবান) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বভুবনং ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (সদ্ভাবেন পরিব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। স ভগবান্ 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমধ্যত' (সমুদ্ভাসয়তি—শরণাগতান ইতি ভাবঃ)। অথবা সঃ ভগবান 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'সমধ্যত' (সজ্জ্যোতি—সাধকৈঃ সহ ইতি ভাবঃ)। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সদ্ভাবপ্রেরক ভগবানকে অর্চ্চনাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করেন। অপিচ সেই অর্চ্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই ভগবানকে আপনাদিগের সহিত সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-নিত্যসত্যখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানপ্রভাবে ভগবানের সহিত আত্মসম্মিলন সাধন করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

অথবা

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সদ্ভাবপ্রেরক সেই ভগবান আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন; এবং সেই ভগবান জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা শরণপরায়ণদিগকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সিন্ধুমাতরং' যস্য সোমস্য সিন্ধবো নব মাতরো ভবন্তি। 'ত্যং' তং 'এতং' ইমং সোমং 'দশক্ষিপঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। অপি চ সোহয়ং 'আদিত্যেভিঃ' আদিত্যৈঃ 'সমধ্যত' সংগচ্ছতে॥ (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সোম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—"নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি আদিত্যের সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যার

অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তবে 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'অদিতির সন্তান' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। পরন্তু উহা যে ব্যাখ্যাকারেরই কল্পিত অর্থ; ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন্ পক্ষে মন্ত্রের কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পদ—'সিন্ধুমাতরং' এবং দ্বিতীয় পদ 'দশক্ষিপঃ'। 'দশক্ষিপঃ' পদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বভুবন।' 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অর্থ উপলক্ষে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিঘণ্টু নিরুক্তে 'সিন্ধু' পদ নদী-সমূহের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে সিন্ধু পদে স্যন্দমান নদী-সমূহকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যানুসারে 'সিন্ধুমাতরং' পদে 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, আর্জ্জিকীয়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যের ভাবেই তাহাই উপলব্ধ হয়। নদীর স্যন্দমান জলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই 'সিন্ধুমাতরং' বলা হইয়াছে। অথবা জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, তদর্থেই উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নদীগণ সোমের মাতা' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের কি অর্থ সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন'—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বুঝাইতেছে। জননী যেমন স্নেহধারা-দানে সন্তানকে পালন করেন; সেইরূপ 'সিন্ধুমাতরং' পদে সেই স্নেহধারা-প্রদানের ভাব আসে। ভগবান, মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে পালন করেন ও রক্ষা করেন; 'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বভুবনাত্মক প্রাণিপর্য্যায়কে—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ জড় অজড় সকলকেই ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন,—'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদদ্বয়ে এই ভাবই উপলব্ধ করি। আর 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'জ্ঞানজ্যোতিভিঃ' অর্থই আমাদিগের মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বহুবচনান্ত পদ বলিয়াই বোধ হয় ব্যাখ্যাকার 'অদিতির পুত্র দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় অনুধাবন করিলে ঐ 'আদিত্যোভিঃ' পদে 'সপ্তরশ্মিসমন্বিত সূর্য্যদেবকে' এবং তাহা হইতে 'অশেষশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন সংঘটন করিতে হইলে, জ্ঞানই তাহার একমাত্র অবলম্বন; জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই-জ্ঞানবিমিশ্র সৎকর্ম্মই সে অঘটন-সংঘটনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সদ্ভাবই যে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত, মন্ত্রে তাহাই উপলব্ধ হয়। তাই 'সমাদিত্যোভিরক্ষত' অংশের অর্থ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন,—নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রের যে দ্বিবিধ অন্বয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্র একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। আমরা মনে করি—সেই জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা। * (৭অ ৪খ–৩সূ–১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩২ ১২৩ ৩১ ২ ৩২৩ ২
অগ্নিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।
১ ২র ৩১ ২
সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতঃ' (অভিষুত, পবিত্রশুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (বিশুদ্ধে হৃদ্রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রেণ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'আ এতি' (সঙ্গচ্ছতে, সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বায়ুনা' (পাবকত্বকারকেন জীবনস্বরূপেণ বায়ুদেবেন সহেতি যাবৎ) তথা 'সূর্য্যস্য' (স্বপ্রকাশস্য সূর্য্যদেবস্য) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ সহ,—যদ্বা, জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) সঙ্গচ্ছতু ইতি শেষঃ। (৭অ–৪খ–৩সূ–২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদ্রূপ আধারে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে সম্মিলিত হয় বা হউক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেবের কিরণসমূহের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির সহিত সঙ্গত হউক। (৭অ–৪খ–৩সূ–২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'পবিত্রে' 'ইন্দ্রেণ' 'সম্ এতি' সংগচ্ছতে। 'উত' অপিচ 'বায়ুনা' সমেতি 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' কিরণৈরপি সমেতি। (৭অ–৪খ–৩সূ–২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ঊনাবিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, সপ্তম ঋক্)।

দ্বিতীয় (১০৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্তা এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের মিলন—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই হইয়া থাকে। আর সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিভূতিসমূহ-ক্রমে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত মিলাইয়া দিউক, এই ভাবেই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মিলনের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া চন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।"

এস্থলে 'পবিত্র' শব্দে কুশ অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎসাম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান। ইহাই আমাদের অর্থের তাৎপর্য্য। এখানে মানস-পূজার মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৪খ—৩য় ২সা)।

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।

১ ২ ৩ ২র

চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মধুমান্' (পরমানন্দময়ঃ) 'চারুঃ' (পরমকল্যাণসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। তথাবিধঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলায় ইতি ভাবঃ) 'ভগায়' (সৌভাগ্যবিধাতার ভগদেবায়) 'বায়বে' (জীবনস্বরূপায় বায়ুদেবায়) 'পূষ্ণে' (পুষ্টিসাধকায় পূষাদেবতায়) 'মিত্রে' (মিত্রবৎ পরমোপকারিণে মিত্রদেবায়) 'বরুণায়' (স্নেহকারুণ্যায় পণে বরুণদেবায়) সর্ব্বদেবপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকর্ষেণ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইতি ভাবঃ)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, অষ্টম ঋক্)।

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতয়ে বয়ং সদ্ভাবসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণদায়ক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্য-বিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পূষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরমোপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্যস্বরূপ বরুণদেবতার—সর্ব্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত, আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সদ্ভাবসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমান্' মধুররসঃ 'চারুঃ' কল্যাণ-রূপশ্চ সোঽভিষুতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ভগায়' ভগাখ্যায় দেবায় 'বায়বে' 'পূষ্ণে' চ 'মিত্রে' মিত্রায় দেবায় 'বরুণায়' চ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দেবতা ও ভগবদ্বিভূতি যে অভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বিশেষে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি—সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির বিকাশ। বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে সেই একেরই বিভিন্ন রূপের এবং তাঁহারই বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অনন্ত রূপগুণের আধার গুণাতীত রূপাতীত ভগবানের ধারণা সান্ত হৃদয়ে অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপগুণে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, যিনিই ভগ, যিনিই বায়ু, যিনিই বরুণ, যিনিই মিত্র, যিনিই পূষা—তিনিই সেই বিশ্বদেবময় ভগবান।

দেবগণ অশরীরী—সূক্ষ্ম। তাঁহাদিগকে পাইতে হইলে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবানকে যদি পাইতে চাও—সদ্ভাব সঞ্চয় কর। সদ্ভাব প্রদানে স্বস্বরূপের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত কর—মন্ত্রে এই উপদেশই প্রদত্ত

হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'ভগবানের অনুগ্রহে শরণাগত প্রার্থী আমরা যেন সত্ত্বা-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই।' * (১৭—৪খ—৩২ ৩সা)।

— * —

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২র১২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র — ১ ২ ১ র র
১। এতমুত্যান্দশক্ষিপঃ। ইহা। মৃজন্তি'দশুমাতরা ২ স্ম। ইহা। সমাবিতো-

— ১২ ১ ৫ ৫ ১ র র ২র১২র১২র ১
ভিরা ২। ইহা ৩। খা ২ ৩ ৪ ৩ৌ ৬ হায়ি। সমিন্দ্রোপোতবায়ুনা। ইহা।

২ ১ র — ১২ ১ র — ১ ২ ১
সুতপ্রতিপবিত্রআ ২। ইহা। সভ সূর্য্যাস্মা ২। ইহা ৩। খা ২ ৩ ৪

৫ ৫ ১ ২র১ র ২র১২র ১ ২র র — ১ ২
য়িত্তো ৬ হায়ি। সনোভগায়বায়ব। ইহা। পূষ্ণপবস্বমধুমা ২ন। ইহা।

১র র — ১ ২ ১ ৫ ৫
চারুর্মিত্রেবরুণে ২। ইহা ৩। খা ২ ৩ ৪ য়িভো ৬ হায়ি॥

* *

৩র ৪ ২ ৪ ৫ ২ ১ ৭ ৮
২। এতা ৩ মু ৩ ত্যান্দশক্ষিপঃ। মৃজন্তিসাপ্তি। ধুমা ২ ত ২ ৩ ৪ রাপা।

১২র ১ ২ ৪ ৫ ৪ ২ ৪র ৫র
দামাদিন্দ্রা ২ ৩ য়ি ভিরা ৩ খা। ৫ তা ৬ ৫ ৬। সমা ৩ য়িন্দ্রে ৩ পোতবায়ুনা।

২ ১ র ৭ ৮ ৩ ৫ ১ ২র১ ২ ৪
সুতপ্রতারি। পবা ২ য়িত্রা ২ ৩ ৪ খা। সাভ সূরিমা ২ ৩। সুমা ২ খা ৫

৫ ৪ ২ ৫র ৫র ২র১র ৭ ৮
ঘিস্তা ৬ ৫ ৬য়িঃ। সনো ৩ ভা ৩ গায়বায়বায়ি। পূষ্ণ পবা। স্বমা ২

৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৪
ধু ২ ৩ ৪ মান। চারুর্মিত্রা ২ ৩ য়ি। বরুণা ৩ প ৫ য়িচা ৬ ৫ ৬। ১ ২ ৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক প্রথম অধ্যায় উনবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের নবম ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে। সে বঙ্গানুবাদটী এই,—'হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দর রূপ ধারণপূর্ব্বক ভগনামক দেবতার জন্য এবং পূষা, বায়ু, মিত্র ও বরুণের জন্য ক্ষরিত হও।'

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথা;—(১) "ইহবদ্বামদেব্যং" এবং (২) "শ্যাবাশ্বম্।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে, পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিমন্তঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দং অনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং) তাঃ ভাবাঃ 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমানাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামহে, তে সর্ব্বে সত্ত্বভাবাঃ ভগবতি বিনিযুক্তাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ-১সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ যাভিঃ গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'॥ রেবতীঃ রয়ি-শব্দাৎ মতুপি রয়ের্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৪ বা০) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং 'বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ, রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০) ইতি রে-শব্দাদুত্তরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে মদ তৃপ্তি যোগে চৌরাদিকঃ, সহ মাদয়ন্তীতি

সধমাদঃ, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬) ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, থাথাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে, পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তুবিবাজাঃ—বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১)। ক্ষুমন্তঃ—টু ক্ষু রু কু শব্দে (অদা॰ প॰), অস্মাৎ ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ, হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্ (৬।১।১৭৬) ইত্যস্য উদাত্তত্বং। মদেম—মদী হর্ষে (দি॰ প॰) ব্যত্যয়েন শপ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। (৭অ-২খ-১সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের ত্রিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আনয়ন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রায়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি-বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রায়' শব্দ ধনার্থ-বাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ' পদ। ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতি-যুক্ত' 'শ্রদ্ধাসমন্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে একসঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত)

যখন ঐ পদ ব্যুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সংহত—শক্তির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'সুমন্তুঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'তান্তঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে—ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সাধকগণের হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির বিদ্যমান রহুক ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূচিত হইয়াছে। * (৭অ-৫খ—১সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ ঘ ত্বাবাং ত্মনা যুক্তস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র

ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব!) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ; 'চক্র্যোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধাংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তদ্বৎ, হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধার্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতি শেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুয়াসয়ে)। মন্ত্রান্তরে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেনৈব ভূমিং স্পৃশতি, তদ্বৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডল ত্রিংশৎ সূক্ত, ত্রয়োদশ ঋক্)।

স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালক সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, সেইরূপ ভগবানের অনুকম্পায় সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ধৃষ্ণো! ধার্ষ্ট্যযুক্তেন্দ্র! 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশো দেবতাবিশেষঃ, 'ত্মনা' আত্মনা অস্মদনুগ্রহবুদ্ধ্যা যুক্তঃ 'ঈয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৃণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'ধ' অবশ্যং 'আ ধ্বণোঃ' আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'চক্র্যোঃ' রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ॥ ত্বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্' (৫।২।৯৪ বা) ইতি বতুপ্ 'প্রত্যয়োত্তর-পদয়োশ্চ (৭।২।৯৮) ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ; আ সর্বনাম্নঃ (৬।৩।৯১) ইতি দকারস্যাত্বং বতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে (৩।১।৪) প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে। ত্মনা 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ (৬।৪।১৪১)—ইত্যাকার লোপঃ। ধৃষ্ণো – ঞি ধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে 'ত্রসিগৃধি ধৃ ষ ক্ষিপেঃ ক্নুঃ, অমে'ন্ত্রতাসুদাত্তত্বং। ঈয়ানঃ—ঈং গতৌ (দি, আ) ছন্দসি লিট্ (৩।২।১০৫) তস্য লিটঃ কানজ্বা (৩।২।১০৭)—ইতি কানজাদেশঃ অভিশ্র ধাতু (৬।৪।৭৭) ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ চিতঃ (৬।১।১৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, ধ্বণোঃ—ধ্বণ-গতৌ (তনা-উ) লঙি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপ (৩।১।৮৫) ইতশ্চ (৩।৪।৯৭)—ইতীকারলোপঃ তনাদি-কৃঞ্ভ্যঃ উঃ (৩।১।৭৯) সর্ব্বধাতুকগুণঃ (৭।৩।৮৫) বহুলংছন্দস্যমাংযোগেঽপি' ইত্যডাগমাভাবঃ, বিকরণস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। অক্ষং অক্ষস্যাদেবনস্য (ফি ২১২)—ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যোঃ—অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ (৩।১।৮৫)। (৭অ ৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জীব নিরন্ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কিরূপে সুখ, কিরূপে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিরন্তই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষার তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবান! এই সংসাররূপ চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ কচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গম্ভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশ পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয় প্রাপ্ত অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত। আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্মগতি রোধ করিয়া দেন।* আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (৭অ—৫খ—১সূ ২সা)॥ †

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাম্।

৩ ২উ ৩ ১র ২র

ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ॥ ৩॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন লিখিয়াছেন,—

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolution of the wheels of a car turn upon the axle."—Wilson. ষ্টিভেন্সন লিখিয়াছেন, "That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোয়ার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—Roer. এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, চতুর্দ্দশী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'যং' (ত্বৎসামীপ্যলাভরূপং) 'ধনং' (ধনং) 'জরিতৃণাং' (প্রার্থনাকারিণাং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামনাযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণ্যমানং মাং) 'আ ভগো' (ত্বাং প্রাপয়)। হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিমিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ-৫খ-১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কার্য্যের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র! 'যং' 'ভগঃ' ধনং কামিতার্থরূপং স্তোতৃভিঃ আপ্তব্যমস্তি তং কামং 'জরিতৃণাং' স্তোতৃণামনুগ্রহায় 'আ ভগোঃ' আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত-ব্যাপার-বিশেষৈঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। শচীভিঃ—শচী-শব্দঃ শার্ঙ্গরবাদিত্বাৎ (৪।১।৭৩) ঙীব্‌জাদাত্মাদাত্তঃ (৩।১৪)।৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। তত্ত্ব-সাধক তাই জানাইতেছেন,—'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম তোমাতে সংযুক্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি

KRISHNA MISSION INSTITUTE

মান যশ প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই - পরম-ধন—তোমার সামীপ্যলাভরূপ পরম ধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো জ্ঞানাধার! আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্যলাভ পক্ষে আমার সহায় হউন।' * (১অ ৫খ—১২ ঋ)॥

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ ৪র র র র ১ ২ n ৩ ৫ ২ ২ ১ ৫ ১
রেবতীর্ন ঔহোহারি। সাধামা ২ ৩ ৪ দারি। ইন্দ্রা য়ুলা ২ ৩ ৪ হা। ভূভু

২ ৩র৪র৫ ৩ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
বিবা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হারি উহবা ২ ৩ ৪ আঃ। ক্ষুমন্তঃ॥

১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র২
যাভির্মদ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হারি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মা॥

৫র ৫ ২র র র র১২ ৯ ৩ ৫ ২র ১
এহিয়া ৬ হা। আঘহাবাঘ ঔহাহারি। আনায়ু ২ ৩ ৪ তাঃ। স্তোতৃভ্যো

৫ ১ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হারি। ধৃষ্ণবীয়া ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হারি। উহবা

৫ ২ ১র ২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ সাঃ। খণোর। আয়চক্রা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হারি।

৩র ২ ৫র ৫ ২র র র ১ ২ ৯ ৩
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বোঃ। এহিয়া ৬ হা। আযদ্‌ সাঔহোহারি। শতক্রা

৫ ২র ১ ৫ ১ ১ ৩র৪র৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ তাউ। আকামা ২ ৩ ৪ ৬ হারি। অরিত্থ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২ ১ ৭ ২ ৩র২র৫
২ ৩ ৪ হারি। উহবা ২ ৩ ৪ পাম। খণোর। আয়ুণচা ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ৩ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হারি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১।২৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, পঞ্চদশী ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা:— "ঐন্দ্রবত্যোজসম্"।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

২ ৩ ২ ৩ ২

জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবি-দ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভন-কর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মশ্রেষ্ঠতমকর্ত্তারং বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরত্নপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোক-তৃপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তথৈব ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব। (৭অ ৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহ্যা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্র কিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।)॥ (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'সুরূপকৃত্নুং' শোভন-রূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রং 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ॥ দ্যে-শব্দঃ প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ (ফি° ১।১), 'নত্তাঃ দ্বীণ্যুয়োঃ (৮।২।৪)'—ইতি দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২) 'অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩)'

—ইতি দ্বিতীয়স্যানুদাত্তত্বং। জুহূমসি—ইত্যত্র 'ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬)'—ইতি ইকার আগমঃ, প্রত্যয়-স্বরেণ (৩।১।৩) ইকার উদাত্তঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'গোদুহে' গোধুগর্থং। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্; সংস্থ দ্বিষেত্যাদিনা (৩।২।৬১) ক্বিপ্, কৃদুত্তরপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। 'সুদুঘাং ইব' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব যথা লোকে যো দোগ্ধা তদর্থং তস্য আভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম্ হ্বয়ন্ত তদ্বৎ। সুষ্ঠু দুগ্ধে ইতি সুদুঘা, 'দুহঃ কপ্ ঘশ্চ (৩।২।৭০)'—ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ হকারস্য চ ঘকারঃ, কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), কপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ (৬।১।১৬২)। (৭অ—৫খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই মন্ত্রের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥

অর্থাৎ,—'দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং এ মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গোদোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'হে দেব! তুমি আপনিই করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি। পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সর্ব্বনির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'।

তিনি স্বতঃস্নেহশীল। তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন ;— আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। * (৫অ—৫খ—২সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনাঃ' (সবনানি, ত্রিসবনানি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রিকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ) ; 'সোমস্য' (ভক্তিসুধায়াঃ, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) ইত্যর্থঃ শেষঃ ; 'রেবতঃ' (রয়িধনং অস্যাস্তীতি রেবান্ তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু ; অস্মভ্যং পরমার্থদানেন তব প্রীতিঃ ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৫অ-৫খ—২সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)। আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)। (৫অ—৫খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতরিন্দ্র! সোমং পাতুং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'সবনা' সবনানি ত্রীণি 'উপ' সমীপে 'আ গহি' আগচ্ছ। সবনা—সূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি সুপো ডাদেশঃ (৭।১।৩৯) টিলোপশ্চ (৬।৪।১৪৩), 'লিতি' (৬।১।১৯৩)—ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্য উদাত্তত্বং। গহি—ইত্যত্র গমেঃ 'বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্, হেঃ 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (৬।৪।৩৭) মকার-লোপঃ, 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)' ইত্যাভীয়-শাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)' ইতি আভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকার-লোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। আগত্য চ 'সোমস্য' সোমং 'পিব', 'রেবতঃ' ধনবতঃ তব 'মদঃ' হর্ষঃ 'গোদা ইৎ' গোপ্রদ 'এব' ত্বয় হৃষ্টে সতি অস্মাকং গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। (১ম-৫থ ২খ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ মন্ত্র কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও রুষ্ট বৈ তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অমৃত-পায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনামূলক এই এক অর্থ এ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ মন্ত্রে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন 'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তি-সুধা তোমার চরণে চির-সমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য

আমার সম্বন্ধে 'উৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন।* (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা নো অতিখ্য আগহি ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্বা—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা ভবদনুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক্ লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যাঃ' (মা খ্যাতো ভব, তৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ); 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মৎসমীপ ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয়; সকাশং আগচ্ছ; মোক্ষঞ্চ দেহি,—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত, দ্বিতীয়া ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অথ' সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র! তে' তব 'অন্তমানাং' অন্তিকতমানামতিশয়েন তব সমীপবর্ত্তিনাং 'সুমতীনাং' শোভন-মতি-যুক্তানাং শোভন-প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা 'বিদ্যাম' বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা, সুমতীনাং শোভন-বুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং তাভ্যোঽপিমিত্যাধ্যাহারঃ বহুব্রীহিপক্ষে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদো 'নঞ্-সুভ্যাম্ (৬।২।১৭২)' ইত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়-পক্ষেঽপি অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরাপবাদ-কৃৎস্বরেণান্তো-দাত্তত্বেন (৬।২।১৩৯)। অতো মতুপ হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতি-শব্দাৎ পরস্য নামো 'নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)'—ইত্যুদাত্তত্বং। ত্বমপি 'নঃ' অস্মান্ 'অতি' অতিক্রম্য 'মা খ্যঃ' অন্যেষাং ত্বৎস্বরূপং মা প্রকথয়ঃ। খ্যা প্রকথনে (অদা০ প০)—ইত্যস্য লুঙ্ 'অস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙ্ (৩।১।৫২)।' আগমহ—ণয়োঃ শপো লুকি ভিন্নাদপ্যন্তোদাত্তোপদেশোত (৬।৪।৩৭) মকার লোপস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিতি (৬।৪।২২) অসিদ্ধত্বাৎ 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)'—ইতি লুক্ ন ভবতি। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———— * ————

পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সোমপানানন্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজাত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবতাকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অসদ্ভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ

'অথ' পদ পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সত্ত্বর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসার-

ভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি জ্ঞানাকাশে সজ্জন রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রবাহিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত "অন্তমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধিযুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন;—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মন্ত্রে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্য"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ-শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চিরজর্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্যশালী—তুমি। জানি আমি ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে প্রভু। জ্ঞানী যাহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস-এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-সুধা-স্রোতে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। * (৭অ ৫খ-২সূ ৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, তৃতীয়া ঋক,) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি তদ্বৎ) 'যৎ' (যঃ, ত্বং) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি); ততঃ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ ইতি শেষঃ ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি - লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ) ; 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) । সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ । (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব ! জ্ঞানোন্মেষিক বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন ; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধক-দিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে ; দেবভাবোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন ; মঙ্গলোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন । (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরম-মঙ্গল প্রদান করেন) । (৭অ—৫খ—৩সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং ।

হে 'ইন্দ্র' ! 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'যৎ' যঃ ত্বং 'আ পপ্রাথ' স্বতেজসা আপূরয়সি । প্রা পূরণে, আদাদিকঃ (৫০) ছান্দসো লিট্ (৩।২।১০৫) । 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ ত্বং 'মহীনাং' মহতাং দেবতানামপি । 'মহান্তং' অধিকং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধু জনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা 'জাতা' । জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন (৩।২।১৩৪), 'জনিতা মন্ত্রে (৬।৪।৫৩)'-ইতি ইড়াদৌ ণিলোপো নিপাত্যতে, ঋন্নেভ্যা ইতি ঙীপ্ (৪।১।৫) । (৭অ ৫খ ৩সূ-১সা) ।

* * *

প্রথম (১০৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্বের মন্ত্রে (৪অ ২খ—২দ ২সা) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন—তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান, যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য, জগতের আদিশক্তি যাহা, মূলীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান জ্যোতিও ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন,—এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবভাবের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই। তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং।'

দেবভাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবভাবের উৎপাদিকা শক্তিও তেমনি ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। (৭অ ৫খ ৩সূ ১সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (৪প্র—৩অ—৩দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দীর্ঘ৺ হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ ।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'মন্তুমঃ' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন ইন্দ্রদেব !) 'দীর্ঘং' (আয়তং, বিস্তীর্ণং - দৃঢ়ং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্কুশং' (শাসকং—নিয়ামকং দণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) শক্তিং ধারয়তি, তদ্বৎ ত্বং 'শক্তিং' (পরাশক্তিং) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি) ; অথবা 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' সুদৃঢ়ং অঙ্কুশং যথা মত্তবারণস্য নিয়ামকং শক্তিং ধারয়তি তদ্বৎ) হে ইন্দ্র ! ত্বং 'শক্তিং' মত্তবারণসদৃশস্য দুর্দ্দমনীয়স্য মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারকং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিভর্ষি' ধারয়সি) । অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ ইত্যর্থঃ হে 'মঘবন্' (প্রভূতধনবান ইন্দ্রদেব ।) পূর্ব্বেণ' (দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন ইত্যর্থঃ) 'পদা' (পাদেন) 'অজঃ' (ছাগঃ) 'যথা' যদ্বৎ) 'বয়াং' (শাখাং) 'যম' (আকর্ষতি), তদ্বৎ বয়ং হৃদাং পুরতঃ বর্ত্তমানেন জ্ঞানভক্তি-রূপেণ আকর্ষণী-সাহায্যেন ত্বাং আক্রমাম ইতি ভাবঃ । অপিচ, হে ভগবন ইন্দ্রদেব ! দেবী' (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু—তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ, অস্মাসু ইতি যাবৎ) ; অপিচ, 'ভদ্রা' মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (শক্তেরুৎপাদিকা সা তব পরাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু—সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । মনশ্চাঞ্চল্যং হি সর্ব্বানিষ্টানাং মূলং । অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ জ্ঞানভক্তিরূপেষণেন ভগবতঃ প্রীতিসম্পাদনায় লক্ষ্যঃ অত্র বর্ত্ততে । অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন ! অস্মান্ দেবভাবসমন্বিতান্ হিতপ্রজ্ঞাংশ্চ কুরু ইতি ভাবঃ । (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব ! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন ।

অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ নিয়ামক শক্তি ধারণ করে; সেই-রূপ, আপনি মত্তবারণ-সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূতধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনশ্চাঞ্চল্য-পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষ শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি। অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবভাব উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)। ('৭অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দীর্ঘং' আয়তং 'অঙ্কুশং' সৃণিং 'যথা বিভর্ষি' এবমায়তাং 'শক্তিং' হে 'মন্তুমঃ' মন্তু জ্ঞানে, তদ্বন্। 'মতুপসো রুঃ (৮।৩।১)'—ইতি সম্বুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। ঈদৃশেন্দ্র! বিভর্ষি ধারয়সি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ জৌহোত্যাদিকঃ, শ্লৌ 'ভৃঞামিৎ (৭।৪।৭৬)' ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! যথা 'পূর্বেণ' দেহস্য পূর্বভাগে বর্ত্তমানেন 'পদা' পাদেন 'অজঃ' ছাগঃ 'বয়াং' শাখাং আকর্ষতি তথা পূর্বোক্তয়া শক্ত্যা আকৃষ্যামঃ শত্রূন্॥ নিযচ্ছি—যমেলেট্যাডাগমঃ, বহুলং ছন্দসি (১।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্। গতমন্যৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটীর বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যানুসারী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখাবৃত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব

করিয়াছেন।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করি নাই। 'তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—ভাষ্যেও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের লক্ষ্য যদি ইন্দ্রদেব হয়েন, তাহা হইলে 'কল্যাণময়ী' বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে এ বিশেষণ প্রযুক্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—এরূপ অর্থেরই বা তাৎপর্য্য কি? তাই এক বিষম সমস্যার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে সত্ত্বসঞ্চয়ে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। মনশ্চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপস্যাই সম্ভবপর নহে। সত্ত্বই বল আর যাহাই বল, মনশ্চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত কিছুই সম্ভবপর হয় না। মত্তহস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি মানুষ নিয়ত বিপথগামী হইতেছে। মনশ্চাঞ্চল্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? সাধারণ মানুষ বলিয়া নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষেও এক দিন সেই মনশ্চাঞ্চল্য নিরোধ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও একদিন মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

অর্থাৎ,—হে ভগবন্! আমি চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। মন অতীব চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ। বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে বশ করিতে পারিতেছি না। যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি? কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুকে যেমন নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যখন চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত এতাদৃশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রারব্ধের কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের কল্মষসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না। অর্জ্জুনের এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

মন চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য—তাহা স্বীকার করিয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণার

দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য-প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে, যোগলাভে সক্ষম হন।' সুতরাং বুঝা গেল,—অভ্যাস-সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধি দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনকে বশীভূত করার নামই—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মানুষের সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মন্ত্রে সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সত্ত্বাবলম্বনে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়েই প্রথমতঃ উপদেশ দেখিতে পাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমায় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মত্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত করিতে হয় সেইরূপ মনকেও বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ শক্তির সাহায্যে, বশীভূত করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গকে সংযত করিবার শক্তি যেমন অঙ্কুশে বর্তমান, সেইরূপ ভগবানও মানুষের চিত্ত বশীভূতকারী শক্তি ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট সেই শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে শক্তির দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়, সকল শক্তির আধার ভগবানের নিকট সেই শক্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমা বাক্যের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

তার পর দ্বিতীয় উপমার (পূর্ব্বেণ পদা বয়াসজো যথা প্রভৃতি) সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করুন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব এই যে—ছাগ যেমন সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিবা। আমাদিগের অর্থে স্থূলতঃ এই ভাব ব্যক্ত হইলেও মূলতঃ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এখানে অজের সম্মুখভাগস্থ দুইটী পদ বলিতে আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীদ্বয়কে উপলব্ধি করি। ভগবানকে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। আবার 'অজঃ' পদে যদি 'আত্মাকে' লক্ষ্য করি, আর 'বয়াং' পদে যদি 'ভগবানকে' বুঝি, তাহা হইলেও উপমার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং।" 'অজঃ' বলিতে সেই অনাদি আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বয়াং' বলিতে আমরা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করি। নদী বা সমুদ্রে 'বয়া' যেমন পোতাদির আশ্রয়, পরমাত্মা সেই আত্মার 'পদ'-স্বরূপ। এইরূপে উপমার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে! একবিধ অর্থে উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—'অজ যেমন তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা বৃক্ষ-শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্যবিধ অর্থে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আত্মা যেন পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারে।

তার পর মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে সত্ত্ব প্রাপ্তির কামনা এবং সেই সত্ত্বের দ্বারা, তাহার পরমমঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে পর পর দুই

পর্য্যায়ে উচ্চাবচক্রমে এইরূপ বিভিন্ন ভাবের কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অব স্ম দুর্হ্ণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'দুর্হ্ণায়তঃ' (উপক্ষয়িতৃণাং সত্ত্বাবহারকানাং ইতি ভাবঃ বহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'স্থিরং' (সুদৃঢ়ং বলং) 'অব তনুহি স্ম' (নিঃশেষেণ বিনাশয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, যঃ' (সত্ত্বাববোধকঃ যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিভূতান করোতি ইতি ভাবঃ) 'অধস্পদং' (নীচীনং পরাভূতং) 'কৃধি' (কুরু)। হে দেব! 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা—সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ—অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্ত্বোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু, সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সত্ত্বাদিসংজননায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান কুরু। সৎপথং চ প্রদর্শয়। (৭অ ৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের (আমাদিগের) উপক্ষয়িতা সত্ত্বাবহারক বাহিরন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্)।

অপিচ, সদ্ভাবাবরোধক যে শত্রু আমাদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বহিরন্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদানাদিযুক্ত দেবভাবোৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সদ্ভাবজনয়িত্রী শক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দুর্হণায়তঃ' দুঃখপ্রদহরণমাচরতঃ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য শত্রোঃ 'স্থিরং' দৃঢ়ং বলং 'অব তনুহি' অবততং নীচীনং কুরু। 'স্ম'—ইতি পূরকঃ। 'তং' শত্রুং 'ঈং' এনং 'অধস্পদং' পাদয়োরধস্তাদ্বর্ত্তমানং 'কৃধি' কুরু। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান্' 'অভিদাসতি' উপক্ষপতি। সমানমন্যৎ। (৭অ ৫খ ৩সূ—৩সা)।

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাব অবরোধ করে; তাহাদের বর্ত্তমানে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করিয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া দিউন। আর সেই সদ্ভাবের সাহায্যে যাহাতে আমরা আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্য্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিই তাহার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্যাদি দর্শনে, তাহা পাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তাহা অধিগত না হইলে তৎসহ যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হইলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রে সেই কামনা—সেই প্রার্থনাই বর্ত্তমান।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে অনুবাদটী এই,—"যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক হইলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দেও; যে আমাদিগের অনিষ্ট

চেষ্টা করে, তাহাকে যথাশায়ী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।" * (৭অ ৫খ–৩সূ ৩সা)।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।

১ ২ ৩ ১ ২

মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃসঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধুনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব স্বতএব সঞ্চায়তে অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামহে; এবাম্বিধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু—ইতি ভাবঃ। (৭অ-৬খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুর্দ্দশ শতাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' দশাপবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। কীদৃশঃ সন্? 'স্বানঃ' শব্দায়মানঃ। 'সুবানঃ'—ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ। সূয়মানঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী গ্রাবসু বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে সোম! স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু সোতৃষু 'সর্ব্বধা অসি' সর্ব্বস্ব ধাতা দাতা চ ভবসি। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* • *

প্রথম (১০৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (৭অ-৬খ—১সূ—১সা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ২ ॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ ১খ- ৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিপ্রঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, জ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (কর্ম্মকুশলঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'অন্ধসঃ প্রজাতং' (সদ্ভাবসঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (পরমানন্দং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। অপিচ, ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্য ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সদ্ভাবপ্রভাবেন পরমানন্দলাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতান কুরু পরমানন্দং চ বিধেহি। (৭অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্ম্মকুশল হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সদ্ভাবপ্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। (৭অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' বিপ্রঃ' বিবিধং প্রীণয়িতা বিপ্রসদৃশো বা তথা 'কবিঃ' মেধাবী, অতস্ত্বং 'অন্ধসঃ' অন্নাৎ জাতং 'মধু' মধুরসং প্রযচ্ছসীতি শেষঃ। (৭অ-৬খ—১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ প্রজাতং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উহার অর্থ হইয়াছে—'অন্ন হইতে সঞ্জাত।' সেই অন্ন হইতে উৎপন্ন 'মধু' মধুরস সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তার পরই বলা হইয়াছে—'মদেষু সর্ব্বধা অসি' অর্থাৎ মাদক পদার্থের মধ্যে সোম সকলের ধারক। অন্ন হইতে সোম সহযোগে মধুরসযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর সেই মাদক-দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সোমের যে সকল বিশেষণ পদ—'কবিঃ' 'বিপ্রঃ' প্রভৃতি—মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং 'অন্ধসঃ প্রজাতং মধু' মন্ত্রাংশে অন্ন হইতে

উৎপন্ন মধুরস অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে না। 'কবিঃ' এবং 'বিপ্রঃ' পদদ্বয়ের সহিত অর্থসঙ্গতি রক্ষায়, আমাদের মতে উহার অর্থ হয়—সত্ত্বভাবসঞ্জাত পরমানন্দ। 'অন্ধসঃ' পদের অন্ন অর্থ নিরুক্তসম্মত। কিন্তু যে অন্ন সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন সে অন্ন সত্ত্বভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিয়াছি তো—দেবগণ সূক্ষ্ম অশরীরী স্থূল অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম অশরীরী, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য সেইরূপ সূক্ষ্ম সত্ত্বভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানেরই আবশ্যক হয়। এখানে 'অন্ধসঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবাদির প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'মধু' পদের পরমানন্দ অর্থই সমীচীন। সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে—হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সমাবেশ হয়। এখানে সেই আনন্দই 'মধু' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর সোমের বিশেষণ পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। সোমকে 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল বলা হইয়াছে। সোম যে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সে কোন্ কর্ম্ম? আমরা মনে করি, সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। দুর্দ্দম অশ্বকে যেমন রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয় তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয় সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মের দ্বারাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। যিনি অন্তরের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার নাই, যিনি আত্মায় আত্মসংস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থ তত্ত্বরূপ আত্মসংস্থাপনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। 'বিপ্রঃ' পদের 'জ্ঞানদাতা' অর্থও এই ভাবেই সুসঙ্গত। জ্ঞানী যিনি ভক্ত যিনি, তিনিই 'কবি' হইবার অধিকারী। ভগবান ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান, জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন; সত্ত্বের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত; জ্ঞানের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিপ্রঃ' বলা হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, 'হে দেব! আপনি কর্ম্মকুশল, আপনি জ্ঞানদাতা আপনি আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। সর্ব্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আপনি একটু কৃপা করুন, একটু জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন একটু কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন। ঊষার আলোকের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশ পাইয়া পাইয়া, সদ্ভাব উন্মেষের সহায়ক হউক। সদ্ভাবের উন্মেষণে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।' (৭অ-৬খ-১২ সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই—"হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।"

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বে' (ত্বাং) 'পীতি' (পালনং গ্রহণং বা ইত্যর্থঃ) 'আশত' (কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন-অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব-ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবাঃ অস্মাকং রক্ষন্তু, অভীষ্টং পূরয়ন্তু ইতি প্রার্থনা। (৭অ—৬খ—১সূ ৩সা।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাব-সমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বে' ত্বয়ি 'পীতং' পানং 'বিশ্বেদেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'সজোষসঃ' সমান-প্রীতয়ঃ সন্ত 'আশত' প্রাপ্নুবন্। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাব-সমূহ আমাদিগের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ হউক।

'পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। উহাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু আমরা পান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গ্রহণ' বা পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। আর সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"সকল দেবগণ সমান-প্রী তযুক্ত হইয়া তোমাকে পালন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।" * (৭অ ৬খ-১সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৩ র ৪ ২ ৫ ২ ১ ২র১র ১র৩২১ ২ ১২র

১। পাহ ৫ রি। স্বানো ৩ গা ৩ য়িরিষ্ঠাঃ। পাবত্রেণো। মোসক্ষরাৎ। পবিত্রে।

১ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২১২১

সোমো ২ ৩। ক্ষারাৎ॥ তুহ ৫ বম্। বিপ্রা ৩ তু ৩ সক্ষায়িঃ। মধুপ্রজা।

২৩২১ ২১র ৪৫ ২ র ৪ ২

তমন্ধনাঃ। মধুপ্রজা। তমা ২ ৩। সাসাঃ॥ তুহ ৫ বে। বিশ্বে ৩ না ৩

৪র ৫ ২র১র২১ ২৩র২১ ২রর র ১ ৪ ৫

জোষসাঃ। দেবানঃপায়ি। তিমাসতা। দেবেসঃপী। তিমা ২ ৩। সাতা।

১ ২ ২ ৫ ২১ ৩ ১র

ওায়। মদো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। যুবা। সম্বধাঃ। অসায়। মা ২ঃ

৩ ৫রর ২ ২ ১র ৩ ১১১১

দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। যুসম্বধা অসী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১২ র র র ১ ৩ ৫ ২র ১ —

২। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা ২ য়িত্রে ২ ৩ ৪ সো। মোঅক্ষারা ২ ৫॥

১২ ১ ৩ ৫ ২ ১ — ১২

তুবাম্। বিপ্রস্তকবিঃ। মধু ২ প্রা ২ ৩ ৪ জা। তমন্ধামাসা ২ঃ॥ তুবে।

র র ১র ৩ ৫ ২র১ — ১ ২

বিশ্বেসজোষসঃ। দেবা ২ সা ২ ৩ ৪ঃ পী। তিমাসাতা ২। মদায়িষ্মসা ৩।

২ ২১ ৫ ৪ ৫

ঈ ৩ য়া ৩। বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

s ২ ১৩৩র২১ n ৩ ৫ ২ ৩ ৫
৩। ঔ৩হোয়ি। হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪বা। পরাদিম্বা২৩৪গো।

২৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
।গরা২৩৪য়িষ্ঠাঃ। পবিত্রে২৩৪গো। গোঅক্ষা২৩৪রাঃ।

২৴৩ ৫ ২n৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩
ভুবংবা২৩৪য়িপ্রঃ। ভুবক্কা২৩৪বীঃ। মধুপ্রা২৩৪জ। ৩মক্ষা

৫ ২ n৩ ৫ ২ n৩ ৫ ২রn৩ ৫
২৩৪সাঃ। ভুবেবা২৩৪য়িখে। নজোমা২৩৪সাঃ। দেবানা২৩৪ঃপী।

২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ S ২
ত্তিমাশা২৩৪তা। মদায়িষ২৩৪মা। ঋধাআ২৩৪মী। ঔ৩হোয়ি।

১২৩র২১ n ৩ ২ ১৩।১১১
হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪৫বা৬৫৬। এ৩। উপা২৩৪৫।

* * *

২ র১ ২র১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ র
৪। পারস্থবাইহা। নোগায়ি। বায়িষ্ঠাও২৩৪বা। ঈ২৩৪ঠা॥ পবিত্রে-

র র S ১ ২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ১
গোমো৩আ। ক্ষারাদো২৩৪বা। ঈ২৩৪হ। ভুবংবিপ্রইঠা।

২ ১ ২৴৩ ৫ ৩ ৫ ২ র ৪ ১ ২n৩
ভুবাপ। কাবাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। মধুপ্রজাতা৩মা। ধাসাও

৫ ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২n৩ ৫
২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ভুবেবিশ্বঠা। নজো। মাসাও২৩৪বা।

৩ ৫ ২রর র ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫
ঈ২৩৪হা। দেবাস পীতো৩মা। শাতাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হঃ।

২ ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ১ ৭ n
মদায়ি। ষ্ণাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ঋধাঃ। ঋধা২

৩ ৩ ৫
আ২৩৪৫পা৬৫৬য়ি। ঈ২৩৪ঠা।

* * *

২ ২র — ১ ২ — ১ ২ ১র
৫। পরিস্থানঃ। গা২য়িরিষ্ঠাঃ। পবা২থি। ত্রে২৩সো। মোআ২

১ ২ — ১ ২ — ১ ২ ১ —
ক্ষারাৎ। ভুবংবিপ্রস্ত। বাজ২কবায়ি। মধ২। প্রা২৩জা। তথা২

১ ১র২র ১ ২র — ১ ২ ১ —
কালাঃ। ভুর্বোবখেন। জো ২ বণাঃ। দেবা ২। পা ২ ৩ঃ পী। ত্তিমা ২

১ ২ —১ ৭ ২ ৫
শাস্তা। মা ২ ৩ দাগি। বৃ ২ দা। বধা ২ ৩ঃ। হাউবা ৩। অা ২ ৩ ৪ দী॥

* * *

২ ১ ২ ১ ২১ ২১ ২ র র ২
৬। পরিপ্রবোকা। মোগিরিষ্ঠাঃ। পবাত্রিক্রে ২ ৩ গো। মোঅক্ষারাৎ॥ ভুবৎ-

১২ ১২ ২১ ২ ১ ২র ১২
বিপ্রোবা। ভুবক্ষবারিঃ। মধুপ্রা ২ ৩ জা। ভমক্ষাসাঃ। ভুবেবিখোবা।

১ র২১ ২র১ ২ র১ ২ ৪
নাজোবনাঃ। দেবানা ২ ৩ঃ পী। ত্তিমাশাস্তা। মদারিষু ১ মা ২ ৩ কা।

৫র ৩২
খাঃ। অসো ৩ ৪ ৫ ঔ। ডা।

* * *

২ ১ — ১ ২র ১ — ১র —
৭। পরিপ্রবোহো ২। ইয়া। নোগিরাষ্ঠা ২ঃ। পবিত্রেণোহো ২। ইয়া

১ ২র১ — ২ — ১ ২১ — ১
মোঅক্ষারা ২ ৎ। ভুবংবিপ্রোহো ২। ইয়া। ভুবক্ষাবা ২ রিঃ। মধুপ্রজো-

— ১ ২১ - ২র১ — ১ ২র১ —
হো ২। ইয়া। ভমক্ষাসা ২ঃ। ভুবেবিখোহো ২। ইয়া। সজোষাসা ২ঃ।

র র১ — ১ ২র১ — র১ — ১ ২১৪
দেবাসঃপোহো ২। ইয়া। ত্তিমাশাস্তা ২। মদেষুপাহো ২। ইয়া। কমাজ্ঞ

২ ১
২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ ম্রি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র র র ১র২ ১২৩ ৫ ২র
৮। হাউপরিপ্রাসোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবত্রেণো ৩। মোঅক্ষা ২ ৩ ৪ রাৎ। হাউ

১ ২ ১২৩ ৫ ২র র র
ভুবংবিপ্রস্তবক্ষবিহাউ। মধুপ্রজা ৩। তামক্ষা ২ ৩ ৪ সাঃ। হাউভুবেবিখে-

র র   ২র১র ২   ১ ২u ৩   ৫ —
সজোষসোহাই। দেবাসঃপীত। ভারিমাশা ২ ৩ ৪ ভা। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১র u ৩ ৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িহী। মদায়িষু ৩ সা। স্বধাঃ। আ ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবিষ্মন্তে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৩ ৪ ৫ র র ২ u ৩ ৫ ১ — — ১ s ২ ১ র র র
৯। পরিসুবানঐ। হৌঐহৌ ২ ৩ ৪ য়া। গিরিষ্ঠাঐ ২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া পবিত্রে সোমো

— ১ s ২ ৩ ৪ ৫ র ২ ৩ ৫ ১
অক্ষরদৈ ২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া। ভুবংবিপ্রস্তুঐ। হৌঐহৌ ২ ৩ ৪ য়া। বক্ষাবৈর

— ১ s ২ ১ র — ১ ২ ৩ ৪ র ৫ র র ২ u
২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া। মধুপ্রজাতমন্ধসঐ ২ হৌ ৩ য়া। ভুবেবিশ্বেসঐ। হৌঐ

৩ ৫ ১র s ২ ১র র র র — ১ s
হৌ ২ ৩ ৩ য়া। জোষসঐ ২ হৌ ৩ য়া। দেবাসঃপীতিমাশতঐ ২ হৌঐ ২ হৌ

২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪
৩ য়া। মাদায়িষুসা ৩ ১ ২ ৩। স্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ গো ৬ হায়ি॥

* * *

২ ১ ৪র র ৫ ১ ২র র র ১ ২
১০। পরিসুবা ২ ৩ নোগিরিষ্ঠাগাউ। পাবিত্রেসো। মোআক্ষা ১ য়া ২ ৩ ৎ।

১ ২ ২ ১ ৪ ৫ ১ ২ র ১ ২
হোবা ৩ হায়ি। ভুবংবা ২ ৩ য়িপ্রস্তাঙ্ক্ষাৎহাউ। মাধুপ্রজা। তমাক্ষা ১

১ ২ ২ ২ ১র ৪র র ১ র ২ র
সা ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। ভুবেবা ২ ৩ য়িশ্বেসজোহাই। দায়িবাসঃপী।

১ র ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
তিমাশা ১ তা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। মদায়িষু ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হা।

১র ^ ৩ ৫র র ২ ২র১৩১ ১ ১ ১
স্বধাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবহ ২ ৩ ২ ৫।

* * *

১ ২ র — ১ ২র র র ৬ ৭ ৩র ২
১১। পরিসুবানঃ। গা ২ য়িরিষ্টাঃ পাবিত্রেসো। মোআক্ষরা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি।

১ ২ — ১ ২ র ১ ৭ ৫র ২
ভুববিপ্রস্ত। বা ২ ক্ষায়িঃ। মাধুপ্রজা। তমান্ধসা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি॥

১ র ২ র — ১ র ২ র ১ ৭ ৩ র ২
তুবেবিশ্বপ। জো২ বপাঃ। দায়গ্নণঃপী। তিমাশস্তা২৩৪। হাহোম্নি।

১ র ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
মদেষু্যাগ্ন ৩ খাঃ। অসা। ঔ৩হোবা। ঈডা (৩)॥

* * *

২ র র র র ১ ২ ১ র র ২
১২। পরিস্বানোগাওউরায়িষ্ঠাঃ। পবিত্রেসো। মোআক্ষা২৩রাৎ॥ তুবং

র ১ ২ ১ ২ ২ র র র র
বিপ্রস্ত ৬ ওউকাবায়ঃ মধুপ্রজা। তমক্ষা২৩সাঃ॥ তুবেবিশ্বেসজোহাউ-

১ ২ ২ ১ র র ২ ১ -- ২
ষাসাঃ। দেবানঃপায়। ভিমাপা২৩৩া। মদা২হো১য়ি। যু২৩দা।

১র ৩ ৫ র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ক্ষসাঃ। আ২পা২৩৪ঔহোবা। হাবিষ্কৃতে২৩৪৫॥

* * *

১ ২ র ৫ র র ২ ১ র র ২ — ১
১৩। পরিস্বানোগো। হোহোবাহায়ি। রিষ্ঠাঃ। পবিত্রেসোমঔ২। হুবায়ি।

১ — ১ ৩ ১ র র ২ ২
হুবা২য়ি। ক্ষারা২৭। তুবিপ্রস্তবো। হোহোবাহায়ি। কবায়িঃ।

র ১ -- ১ -- ১ -- ১ র ৩ র ১ র
মধুপ্রজাতমো২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। ধাসা২ঃ। তুবোবিশ্বেসজো।

র ২ ১ র র র ২ -- ১ — ১
হোহোবাহায়ি। যসাঃ। দেবানাপীতমো২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাস্তা

- র ২ ১ — ১ -- ১ র ২ —
২। মদেষুসর্ব্বধো২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাস্তা২। মদেষুসর্ব্বধো২।

১ -- ১ -- ১ র ২ -- ১ — ১
হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাস্তা২। মদেষুসর্ব্বধো২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। আসা

১ ৷৷৩ ৫ র র ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২৩বি তো২বা২৩৪ঔহোবা। অগ্নিরাকৃতা২৩৪৫ঃ(৩)॥১॥২॥৩॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ত্রয়োদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "তৃতীয়ং বৈদম্বতম্" (২) "বৈদম্বতাদ্যম্" (৩) "চতুর্থবৈদম্বতম্" (৪) "ঐধ্মবাহাদ্যম্" (৫) "সপ্তহতম্" (৬) "অরাবোধীয়ম্" (৭) "স্বরণোত্তরম্" (৮) "গাবিমতম্" (৯) "শাম্মনম্" (১০) "দানস্তুনিধনম্" (১১) "প্রত্যাচীনেড়কাশীতম্" (১২) "হাবিষ্কৃতম্" এবং (১৩) "গোষূক্তম্"।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।

১　২　৩　১র　২র৩　২
স সুম্বে যো বসূনাং যো
৩　১　২　১　১র　২১
রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।
২　৩　১　২　৩২
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইড়ানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুম্বে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ ৬খ-২সূ-১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।) ॥ (৭অ—৬খ—২সূ—১সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'সুম্বে' অভিষূয়তে ঋত্বিগ্ভিঃ, যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা', যশ্চ 'রায়াং' রাতিঃ প্রযচ্ছন্তি ক্ষীরাদিকমিতি রায়ো গাবঃ তেষামানেতা, যশ্চ 'ইড়ানাং' অন্নানাঞ্চ, যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' সুনিবাসানাং শোভনমনুষ্যযুক্তানাং গৃহাণাং আনেতা বিদ্যতে, সোঽভিষূয়তেঽভূদিতি। (৭অ-৬খ-২সূ-১সা) ॥

প্রথম (১০৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সত্ত্বভাব ধন প্রদান করেন, জ্ঞান দান করেন এবং সাধকদিগের রক্ষক হয়েন। এতদ্বারা কি ভাব বুঝিতে পারি? যে সোম এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, তিনি কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ গুণশক্তিসম্পন্ন সোমকে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার মাদকদ্রব্য রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্যাখ্যাকার ঠিক সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"যে সোম অন্ন, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থের কোনও সার্থকতা আমরা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহা হউক, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক. মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধনপ্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার জন্য যেন আত্ম-নিয়োগ করি। দস্যু তস্কর আর কি? সেই অজ্ঞানতাই—অজ্ঞানতা-সহচর সেই রিপু-শত্রুই তো অন্তরের মূল্যবান বিত্ত-সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়! তাহারাই তো যত কিছু অসৎকার্য্যের, যত কিছু পাপানুষ্ঠানের জনয়িতা। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে সেই সকল দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে। ভগবদধিষ্ঠানে অন্তর উপদ্রবহীন হয়।

ভাষ্যকার 'ইড়ানাং' পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। * (৭অ ৬খ ২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য বার্য্যমণা ভগঃ ।

১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যস্য' (সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুভূতং, গ্রহণীয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'পিবাৎ' (গৃহ্লাতি) ; অপিচ 'যস্য' (ত্বাং) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) গৃহ্লন্তি ইতি শেষঃ । 'অর্য্যমণা' (তন্নামকেন দেবেন সহেতি ভাবঃ) 'ভগঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'যস্য' (ত্বাং) গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ । 'যেন' (তথাবিধস্য তব প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) বাং 'মিত্রাবরুণৌ' (তন্নামকৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রভূতং স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অকরামহে' (আকৃষ্যাম) । অপিচ, 'মহে' (মহতে) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরমাশ্রয়-লাভায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ । মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । সদ্ভাবপ্রভাবেন দেববিভূতিলাভায় তথা ভগবতি আত্মসম্মিলনায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে । (৭অ ৬খ—২সূ—২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান গ্রহণ করেন । অপিচ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন । অর্য্যমাদেবের সাহচর্য্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন । অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি, এবং পরমাশ্রয়-লাভের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই । (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক । সদ্ভাবপ্রভাবে দেববিভূতিলাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান) । (৭অ—৬খ—২সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'যস্য' প্রসিদ্ধস্য 'তে' তব রসং 'ইন্দ্রঃ' 'পিবাৎ' পিবতি। পা পানে (ভ্বা° প°), লেটাডাগমঃ। 'যস্য' যস্য সোমং 'মরুতঃ' পিবন্তি, 'বা' অপিচ 'অর্য্যমণা' এতন্নামকেন দেবেন সহ 'ভগঃ' দেবঃ 'যং' যং সোমং পিবতি, 'যেন' সোমেন 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ বয়ং 'আকরামহে' অভিমুখীকুর্ম্মহে। তথা 'মহে' মহতে 'অবসে' রক্ষণায় যেন চ সোমেন 'ইন্দ্রং' অভিমুখীকুর্ম্মহে, তং আমাভিষুণোমীত্যর্থঃ। (১৭-৬খ-২স্থ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১০৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। প্রথমে নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্র কহিতেছেন,—'সদ্ভাব সকল দেবতারই গ্রহণীয়। সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের সদ্ভাবগ্রহণে ভগবান যেন প্রীতি লাভ করেন; আর প্রীত হইয়া তিনি যেন আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন মিশাইয়া লন।' সঙ্কল্প-সদ্ভাব সঞ্চয়; সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিণতি —তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে, মিত্র, বরুণ, ভগ, অর্য্যমা, মরুত প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। তাঁহারা সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। দৃশ্যতঃ তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন পার্থক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন নামে যে সকল দেবতার উল্লেখ বেদমন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলেই সেই একেরই বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশ। ব্যষ্টি যে বিভিন্ন দেবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও সমষ্টিভাবে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুদ্গণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায়, মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। বেদ-মন্ত্রে বৃহস্পতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্ত্তী

কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সংস্থাপিত হইল। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য, তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম;— বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ভগ ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিক্রম বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।" কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অনুরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা। পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা-সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ড বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে ভবেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পুরাণের যথাক্রম পার্থক্য যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে

নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাহার আভাষ দিয়া লিখিয়াছেন,—"আদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিন দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, put the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky". Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, enternity or the enternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable principle......is the celestial light." —Roth, translated by Muir, "Sanskrit Texts" vol. V (1884) P. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনীসকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম-সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংখ্যার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয় প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়;—কুহেলিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে মন্ত্রের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে

প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাষ দেয়। অপিচ, তিনিই একত্র যে বহু, তাহাও বুঝা যায়। * (৭অ—৮খ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১রর ২ ১ -- ১ -- রর ১ ২
১। সায়। ষেযোবসূ ২৩ নায়। যোরা ২ য়ামা ২। নেতায়ইডা ২ ৩ নায়।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১
সো ২ ৩ মাঃ। যঃ সুক্ষিতা ২ ৩ ৪ য়িনো ৬ হায়ি। সোমাঃ। যঃসুক্ষিতা

২ ১ — ১ -- র ১ ২ ১ — ১ —
২ ৩ য়িনায়। যাস্থা ২ তাঈ ২। দ্রঃপিবাস্থস্থমন্ধ ২ ৩ তাঃ। যাস্থা ২ তাঈ ২।

র ১ ২ ১ ২ ১র ২১র ৫
দ্রঃপিবাস্থস্থমন্ধ ২ ৩ তাঃ। যা ২ ৩ স্থা। বার্য্যামণাভা ২ ৩ ৪ গো ৬

৫ ১২ ১র র ২ ১ -- ১ — ১র র
হায়ি। যাস্থা। বার্য্যামণাভা ২ ৩ গাঃ। আযে ২ নামী ২। ত্রাবরুণা

২ র ২ ১ ২ ১২র১ ৫ ৫
করামা ২ ৩ হায়ি। আ ২ ৩ য়িগ্রাম্। অবসেমা ২ ৩ ৪ হো ৬ হায়ি।

* * *

২১ ২ ৪ ২ⁿ৩ ৫ ২র ১ -- র ১ ২ ২
২। সস্থযে ৩ যঃ। বাসূ ২ ৩ ৪ নায়। যোরায়া ২ য়। আনায়িতা ৩ য়া ৩ঃ।

২n ৫ ২র ১ ২ ৪
ইডা ৩ ২ ৩ ৪ নায়। সোনাঃ। যাঃ সূ ৩ ক্ষী ৩।

২n ৫
তা ৩ ৪ ৫ য়িনো ৬ হায়ি॥ ১২॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"দৌর্ঘম্" এবং "সফম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ); 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্ষীরাদিভিঃ তৃপ্যন্তি তদ্বৎ) 'হব্যৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ন্ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনা-পরায়ণ হই।) (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং তং সোমং 'অভিগায়ত' অভিষ্টুত। 'তং' ইমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিব অলঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ স্বাদূকুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ 'হব্যৈ' হবির্ভিঃ মিশ্রণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ন্ত' স্বাদূকুর্ব্বন্তি। ১।

• • •

প্রথম (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে, শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন্ স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্য আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৩সূ - ১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২　৩　১　২　৩ ২ ৩ ১ ২　৩　১　২

সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।

৩　১র　২র　৩ ২ ৩　১ ২

দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাবীঃ' (দেবভাবানাং সংরক্ষকঃ, উৎপাদকঃ বা) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'হিন্বানঃ' (উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্ত্তুং কাময়মানঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মতিভিঃ' (মনীষিভিঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সমজ্যতে' (সম্যক্ যোজিতঃ ভবতি মনীষিভিঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সাধবঃ এব সত্ত্বাধিকারিণঃ। আত্মোৎকর্ষেণ সাধকাঃ সত্ত্বাদান্ সমধিগচ্ছন্তি। তে সাধকাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবন্তি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়মপি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ - ২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসকদিগের শৌর্য্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া, বৎসগণ যেরূপ তাহাদের মাতার সহিত সঙ্গত হয় সেইরূপভাবে, মনীষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্প্রকারে যোজিত

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—১০খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণই সদ্ভাবের অধিকারী। আত্মোৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সদ্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—৬খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিন্বানঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ বসতীবরীভিঃ 'সমজ্যতে' সম্যক্ সিক্তো ভবতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎস ইব' বৎসো যথা 'মাতৃভিঃ' গোভিঃ সমক্তো ভবতি, তদ্বৎ। কীদৃশঃ? দেবাবীঃ' দেবানাং রক্ষকঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'পরিস্কৃতঃ।' অলঙ্কৃতঃ। ভূষণার্থে সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬।১।৩৭) ইতি সুড়াগমঃ, পরিনির্বিভ্যঃ (৮৩।৭০) ইতি ষুটঃ ষত্বং॥ (৭অ - ৬খ—৩সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১০৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা তাহা অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন। প্রথমে সেই ব্যাখ্যাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্য-সহকারে উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় জলের প্রসঙ্গ নাই। দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিবার উল্লেখও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যায় সে ভাব টানিয়া আনা হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার - কাহারও অনুসরণ করি নাই। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিলে এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সামগ্রী বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, আর দেবতাকে মাদক-দ্রব্য-প্রদানের প্রবৃত্তি আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দুঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'সোমঃ।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য। 'মদঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মদকঃ' অর্থাৎ মত্ততাজনক। সুতরাং সোমরূপ মাদকদ্রব্য যে দেবগণের মত্ততা উৎপাদনের জন্য গমন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ 'ইন্দুঃ' পদের যে সকল বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অধ্যাহৃত অর্থ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আমরা মনে করি,—ঐ 'ইন্দুঃ' পদে বিবিধ প্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ। দেবগণ—ভগবান সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন, আর সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি

সাধিত হয়, - এরূপ অর্থ লইয়া ভ্রান্ত যাঁহারা, তাঁহারাই পরিতুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ অর্থ লইয়া জ্ঞানিগণ কখনই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দের 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। 'সোম' বা 'ইন্দু' বলিতে—জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সোম সুধা - সেই সুধা।

সোমের এইরূপ অর্থে বিশেষণ-পদগুলিরও সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আবার মন্ত্রান্তর্গত উপমা অংশের সুষ্ঠু অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে অনুপম অমৃতের উৎস ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সদ্ভাব-সমূহ সংরক্ষিত হয়; তাহাতেই অন্তরে বিমল আনন্দ জন্মে,—হৃদয় নির্ম্মলতা ধারণ করে। এই ভাবেই বিশেষণ-পদ-সমূহের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এইবার মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' উপমা অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বৎসগণ যেমন গাভীদিগের সহিত সঙ্গত হয়, গাভীগণ যেমন স্তন্যাদি দানে বৎসের লালন-পালন করে; সেইরূপ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে সমুদ্ভূত সেই অনুপম সুধা, সাধকগণ ভগবানে ন্যস্ত করিয়া থাকেন। আর সেই সুধা-গ্রহণে অশেষ-কল্যাণ-সাধনে ভগবান সাধকগণকে রক্ষা করেন। ফলতঃ, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ সাধনেই 'ইন্দুঃ' ভগবানে সমর্পিত হয়। এখানে সেই সম্বন্ধনিশ্চয়েরই উদ্বোধনা আছে। (৭অ ৬খ ৩সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র   ২র ৩   ১ ২ ৩   ১   ২র   ৩ ১   ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্দ্ধায় বীতয়ে।
৩ ১   ৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ২
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ॥ ৩॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'দক্ষায়' (বলায়, কর্ম্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'সাধনঃ' (সাধকঃ, বিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। তথা 'অয়ং' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'শর্দ্ধায়' (বলায়, শত্রুনাশসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) তথা 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়—যদ্বা, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইতি ভাবঃ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ। 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অয়ং'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, ষড়ধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

(সঃ শুদ্ধসত্ত্ব) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং প্রীতয়ে) 'মধুমত্তরঃ'। (তেষাং পরমানন্দবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। সত্ত্বাবদানেন ভগবতঃ প্রীতিং সম্পাদয়াম ইতি ভাবঃ। (১অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্ম্মশক্তি-বিধায়ক হউক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)। জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরমানন্দ-বিধায়ক হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, সত্ত্বভাব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হই। (১অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'দক্ষায়' বলায় বর্দ্ধনায় বা 'সাধনঃ' সাধয়িতা ভবতি, তথা 'অয়ং' সোমঃ 'শর্দ্ধায়' বলায় 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণার্থং চ ভবতি, 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ মধুমত্তরঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যযুক্তো ভবতি, অত্যন্তং মদকরো ভবতীতি বা। (১অ-৬খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। সহজভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য্যাদির বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। কেহ আবার তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তি-সুধা-পান করাইবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্ম-সকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার জন্যই এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক দীনতা জানাইয়া, ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! এস; আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। জানি—তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমি অনন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই—তুমি অসংখ্য অনন্তরূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও একমাত্র তুমিই

প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ সদ্ভাব-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' ফলতঃ, কর্ম্মশক্তি লাভের কামনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাবমণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।" ব্যাখ্যাকারের গভীর গবেষণার বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। * (৭অ—৬খ—৩সূ—৩ম)।

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৩ ৫ ৩ ৫ ২র১ ২ ১র২
১। ত্তাং২৩৪বঃ। দা২৩৪খা। সা২৩৪খা। সোমদা২৩য়া। পুনানম।

র ২ ১ ২১২৯ ৩র ২১ ২৩র২
হিগায়া২৩তা। শায়িশুন্নহ। বাঃস্বদয়া২৩। তগূর্ত্তিভা৩৪৩য়িঃ॥

৩ ৫ ৩ ৫ ২১র ২ ১ ২র
সা২৩৪ব। ৎসা২৩৪ঈ। বমাতৃ২৩ভায়িঃ। আয়িন্দূর্হিয়া

র১ ২ ১ ২র১র ২র৩২১ ২৩২
গোঅজ্যা২৩তায়ি। দায়িবাবীর্য্যা। সোমতিজা২৩রিঃ। পরিক্তৃতা৩৪৩ঃ॥

৩ ৫ ৩ ৫ ৩১র ২ ১ ২র ১র
আ২৩৪য়গ্। দা২৩৪ক্ষা। য়সাধা২৩নাঃ। আয়৬শুদ্ধাং। যবীত্তা

২ ৩ ২র১র ২র৩২১২৩ ২
২৩য়ায়ি। আয়ন্দেবে। ভোমধুমাধতরঃস্মুতা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * •

১ র ১র ২র১ — র১ ২১ —
২। তংবঃ সখা। য়োমদায়া। পুনানামা২। ভিগায়তা। শিশুন্নাহাহা২।

র ১ n ৫রর ১র২ ১ ১ ১ ১ ১
বৈ্যঃস্ব। দা২য়া২৩৪ঔহোবা। তগূর্ত্তিভরে৩উপা২৩৪৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, পঞ্চাশিক শততম সূক্ত, তৃতীয় সূক্ত)।

২ র ১ ২ র ১র ২
৩। ভাংবঃসখা। য়োমদা ২ ৩ য়া ৩ ৪। পুনানমা। ভিগায়া ২ ৩ তা ৩ ৪।

২ র ১র n ৩
শিশুন্নহা। বৈাঃস্বদয়ন্তগূ। তা ২ যি। ভা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা।। ১।২।৩।। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ, সন্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ — সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু হৃদি ইতি যাবৎ) ; 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'স্বানাঃ (অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ - ভবন্তি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধন-প্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ - ৪সূ — ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন ; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপাবদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধন-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "কার্ণশ্রবসম্", (২) "সুজ্ঞানম্" এবং (৩) "কাশীতম্।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাঃ' 'পবন্তে অস্মভ্যং' অস্মদর্থং ক্ষরন্তি আগচ্ছন্তি বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ, 'স্বানাঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ, অতএব 'স্বাধ্যঃ' শোভনধ্যানাঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ স্বর্গপ্রাপকা বা॥ (৭অ—৬খ-৪সূ—১সা)॥

*

প্রথম (১১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সোম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না। তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সমধর্ম্মীলাভেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' - সন্মার্গপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
সূরাসো না দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (জ্ঞানভক্তি-সহযুতেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং 'পূতাঃ' (সম্যক্ বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তো,—হৃদি উদ্দীপয়ন্তি ইতি ভাবঃ); এবম্প্রকারেণ প্রবুদ্ধঃ সন্ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ঘৃতে' (স্নেহসত্ত্বসমন্বিতে, জ্ঞানভক্তিসহযুতে ইতি ভাবঃ—হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জিগত্নবঃ' (গমনশীলঃ সন্ গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবাঃ' (স্থিরঃ অবিচলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। তদা 'তে' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়াঃ তে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'সুরাসঃ ন' (সূর্য্য ইব, সূর্য্যবৎ তেজঃসম্পন্ন ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'দর্শতাসঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং দ্রষ্টাবঃ ইতি ভাবঃ পরমার্থ-প্রকাশকাঃ যদ্বা—জ্ঞানদায়কাঃ মুক্তিহেতবঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি সমুদিতঃ সন্ নরান্ জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসয়তি মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৬খ ৪সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্বকে সম্যক্‌প্রকারে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানভক্তিসহযুত হৃদয়ে গমন করিয়া স্থির অবিচলিত হয়েন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের দর্শনীয় বা সকলের দ্রষ্টা ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হইয়া মানুষকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূতাঃ' পবিত্রেণ পরিপূতাঃ 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ, 'দধ্যাশিরঃ' দধ্যামিশ্রণাঃ, 'ঘৃতে' বসতীবর্য্যাখ্যে উদকে 'জিগত্নবঃ' গমনশীলাঃ 'ধ্রুবাঃ' তত্র স্থৈর্য্যেণ বর্ত্তমানাঃ 'তে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'সুরাসঃ ন' সূর্য্যা ইব 'দর্শতাসঃ' পাত্রেষু সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়া ভবন্তি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এই, "ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না।" এ অর্থ হইতে কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। 'ইহারা'

শব্দে ব্যাখ্যাকার কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। ভাষ্যেও যে অর্থ প্রকাশ আছে, ব্যাখ্যায় সে ভাবও পরিগৃহীত হয় নাই। সোম-সম্পর্ক মন্ত্র-প্রযুক্ত। সুতরাং সোমই মন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু বহুবচন প্রয়োগে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবে, সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং আত্মোদ্বোধনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব—মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, সদ্ভাবের বীজ তাঁহার মধ্যে তাদৃশ প্রবর্দ্ধমান হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সংসারের মোহবন্ধন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁহার হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান পূর্ণ-রূপে বিরাজিত হন। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি তোমরা পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হও, তোমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও, সজ্জ্ঞান-লাভে প্রবুদ্ধ হও, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও। সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান, সত্ত্বভাবে সদ্ভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বন্ধযুত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্বভাবের উন্মেষণে উৎসৃষ্ট প্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদেরই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত। ভগবান্ তাঁহাদেরই প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎস্বরূপের সাযুজ্য লাভই পরম শ্রেয়ঃসাধক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত নানা বিষয়ে আমাদিগের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধ্যাশিরঃ' পদের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'দধ্যাম্রিশ্রণাঃ' অর্থাৎ দধির সহিত মিশ্রিত। আমরা এই দধি পদে সেই সত্ত্বসমন্বিত জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎপ্রাপক হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধক ভগবানকে প্রদান করেন, ভগবানও তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'দধ্যাশিরঃ' পদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, সোম যেন কোনও নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মাদক দ্রব্য-বিশেষ। তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি ও অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সেই সুপ্রাচীন কালে মাদকাদির তীব্রতা হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায়

RAMAKRISHNA INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, একটু আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দধি' ও আশির পদদ্বয়ে, আমাদের মতে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ' এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম।' সোম বা ভক্তি-সুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে দেবতার 'আশীষঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর করিয়া না দেন, তিনি যদি ভববন্ধন মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে 'সোম' 'দধিমিশ্রিত' হইতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তি অনন্যা হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ 'দধ্যাশিরঃ' পদের অর্থ—ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির হেতু স্নেহার্দ্র যে ভক্তিসুধা।' ভাব এই যে,—ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসুধা সমর্পণ কর। অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, প্রাণমন তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রখর-দীপ্তিসম্পন্ন এবং পরমার্থপ্রকাশক হইবে।'

এই ভাবেই 'ঘৃত' পদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘৃত' পদে আমরা তাই সদ্ভাবসহযুত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বসতীবরি' প্রভৃতি স্থূল পদার্থের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনই সংশ্রব নাই। সূক্ষ্ম অপার্থিব সামগ্রী তদনুরূপ সামগ্রীর সহিতই সঙ্গত হইয়া থাকে। আর দধি বা ঘৃত প্রভৃতি বেদমন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও আমরা মনে করি না। 'দর্শতাসঃ' পদের 'সকলের প্রকাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—সকলের দর্শনীয়। প্রকাশিত না হইলে কোনও সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকাশক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্ব্বপ্রকাশক। পরমার্থ-পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ; শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই মন্ত্রে 'দর্শিতাসঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।* (৭অ-৬খ-৪সূ-২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতে' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অধিত্বচি' (হৃদ্রূপে অভিষবণক্ষেত্রে ইতি ভাবঃ) 'গো' (জ্ঞানকিরণানাং ইতি যাবৎ) 'চিতানা' (চেতয়িতারঃ উদ্দীপকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। তস্মিন্ হৃদ্রূপে আধারে 'অদ্রিভিঃ (স্থিরাভিঃ জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুষাণাসঃ' (পরিস্রুতাঃ ভগবৎসম্বযুতাঃ সন্তঃ) তে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'বসুবিদঃ' (বসূনাং শ্রেষ্ঠধনানাং লম্ভকাঃ প্রাপকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু; অপিচ, অস্মান্ 'সমস্বরন্' (পরমানন্দদানেন উন্মাদয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ অস্মাকং পরমার্থলাভায় সহায়কাঃ ভবন্তু। (৭অ—৬খ—৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের হৃদ্রূপ অভিষবণক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণ-সমূহের উদ্দীপক হউন। আর সেই হৃদরূপ আধারক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তিপ্রভৃতির দ্বারা পরিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রাপক হউন। অপিচ, আমাদিগকে পরমানন্দদানে উন্মাদিত করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের পরমার্থ-লাভের সহায় হউক)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গোঃ' অনুডুহঃ 'অধিত্বচি' অভিষবণ-চর্ম্মণি 'চিতানা' জ্ঞায়মানা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ বিবিধৈঃ 'সুষাণাসঃ' স্তূয়মানাঃ 'বসুবিদঃ' বসুনো লম্ভকাঃ 'এতে' সোমাঃ অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং অভিতঃ 'সমস্বরন্' সম্যক্ শব্দয়ন্তি প্রযচ্ছন্তীতি যাবৎ॥ (৭অ-৬খ-৪সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মন্ত্রার্থে বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যায় প্রকাশ—"প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে। ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদের অন্ন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বুঝা যায়, 'সোমলতাকে প্রস্তরে ছেঁচরে রস বাহির করা হইতেছে। আর

সেই প্রস্তর গোচর্ম্মের উপর স্থাপিত আছে। একটী প্রস্তরের উপরিভাগে সোমলতা রাখি অপর আর একটী প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আর সেই আঘাতে লতা হইতে রস নির্গত হইয়া সেই গোচর্ম্মের উপর পতিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হইল,—"ধন কোথায় আছে তাহা ইহা জানে" এবং "ইহাদের ঐ যে মধুর শব্দ তাহাই আমাদের অন্ন"; অমনি গোল বাধি গেল। পূর্ব্বের অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, এরূপ ব্যাখ্যা প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কুব্যাখ্যায়ই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ অপব্যাখ্যার ফলেই বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। সোম বলিতে আম সোমলতা উপলব্ধি করি না। সোম' শব্দে যেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে সুধার সঞ্চার হয়, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করি। তাহাই দেবতার উপভোগ্য। মন্ত্রে সহিত গোচর্ম্মের বা সোমলতার কোনই সংশ্রব নাই। ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। 'গো' এবং 'অধিত্বচি' শব্দদ্বয় হইতে ঐ গোচর্ম্ম অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মতে দুই পদে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অ নিরুক্ত-সম্মত। আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐরূ অর্থ পরিগ্রহের যুক্তি-পরম্পরাও প্রদর্শন করিয়াছি। 'অধিত্বচি' পদে আমরা 'হৃদয়রূ অভিষবণক্ষেত্রে' অর্থ গ্রহণ করি। 'গোঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ হৃদয়ের সামগ্রী; শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চৈতন্যের সাড়া পড়ি থাকে। এইরূপ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করি থাকেন। 'চষ্কাম' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকে উদ্দীপিত ও বিশুদ্ধীকৃ করেন।' অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের জনয়িতা, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরি হইয়া থাকে। 'অদ্রিভিঃ' পদের 'অভিষবণ-ফলক প্রস্তর' অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিগৃহী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অদ্রিভিঃ' পদে স্থির অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহারা অদ্রির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া থাকে। তখনই সাধ শ্রেষ্ঠধন পরমধন লাভের অধিকারী হন।

এই ভাবে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগে অন্তরে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত হউক, আর কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনের সংমিশ্রণে সেই শুদ্ধস আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ফলে, আমাদের অভীষ্ট-পূরণ রূপ পরমা প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (৭অ-৬খ-৪সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গে প্রথ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্ত, একাদশ ঋক)।

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫র র   ৩২   ৪ ৫   ১ র   ১   ১ র
১। সোমাঃ। পবা ৩। ন্তইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গাতুবিত্তমা ২ ৩ঃ। মাগ্নিত্রাসৃ-

র ২   ৪   ১র ২   ৪ ৫
স্বানা ৩ ১ ২ ৩ঃ। অরে ৫ পসাঃ। স্বাধিয়া ৩ ১ ২ ৩ঃ। স্বর্বোবা।

৫   ৫র র   ৩র ২ ৪   ৫   ১র র র
বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি। ন্তেপূ। ন্তাসো ৩। বিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসো-

র   ১ র র ২   ৪ র   ১ ২
দধ্যাশিরা ২ ৩ঃ। স্বরাসোমা ৩ ১ ২ ৩। দশা ৫ ত্তাসাঃ। আগ্নিগত্বরা

৪ ৫ ৪   ৫   ৫ র ৩র ২   ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবোবা। ষা ৫ র্ষ্ণো ৬ হায়ি॥ সুষা। ণাসো ৩। বিম্রিত্রি-

১ র র র   ১ ২   ৪
ত্তায়িঃ। চিত্তানাগোরধিত্বচা ২ ৩ য়ি। আগ্নিষমশ্বা ৩ ১ ২ ৩। ত্তামা ৫ ত্তিত্তাঃ।

১   ৪ ৪
দামস্বরা ৩ ১ ২ ৩ ন্। বসোবা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

২র র   ২   রs ১ ২   ২ ২ s
২। সোমাঃপবন্তইন্দবা ৩ এ। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ তুবিত্তমা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --   র র রs ১র ২   ২ ২ S
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। মিত্রাসৃস্বানা ৩ আরেপসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ -- র র ২   ২ ২   s ২ ২
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। স্বাধিয়া ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ -- ১ n ৩   ৫র র   র র র র   ২
আগ্নিহী ২। স্বরঃ। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্তেপূত্তাসোবিপশ্চিত্তা ৩ এ।

র র র ১ র ২   ২ ২ s ২ ২ ১ --
সোমাসোদা ৩ ধ্যাশিরা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২।

র র র ১ র২   ২ ২ s ২ ২ ১ --
স্বরাসোমা ৩ দাশত্তাসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২।

১ ২   ২ ২ s ২ ২ ১ -- ১র
আগ্নিগত্বরা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। ধ্রুবাঃ।

n ৩   ৫র র   ২র র র   ২   র র র n ১
ষা ২ র্ষ্ণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুষাণাসোবিম্রিত্রিত্তা ৩ য়িয়ে। চিত্তানাগো ৩ র।

১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১
বিশ্বচা ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। ইষমশ্বা ৩ ভ্যাম-

২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ ·· ১ ২
ভিতা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। সামবরা ৩ ন্।

২ ২ ৪ ২ ২ ১ ·· ১ n ৩
হা ৩ হাগ্নি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। বসু। বা ২ গ্নিদা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। মধুশ্চ্যুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র১ ২ ৫ ৩২ ২১১২ ৫
৩। সোমাঃপাবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তই। দবা ৩। অস্মভ্যাগ্না ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুবি।

৩২ ২১ ২ ৫র ৩২ ২১ ২
স্তমা ৩ঃ। মিত্রাণ্‌স্বানা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ঃ। অয়ে। পসা ৩ঃ। সুবাদীয়া

৪ ২র১ ২ ৫ ৩২
৩ ১ ২ ৩ঃ। সুবা ৫ র্বিদাউ। তেপূতাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বিপঃ। চিতা ৩ঃ।

২র১র র২ ৫র ৩২ ২র১ ২ ৫
সোমাসোদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দিয়া। শিরা ৩ঃ। সুরাসোনা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দর্শ।

৩র২ ২১ ২ ৪ ২১ ২
তাদা ৩ঃ। জিগাত্মাবা ৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবা ৫ সৃতাউ॥ সুষাণাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৩২ ২১রর২ ৫ ৩২ ২১
বিয়। ত্রিতা ৩ য়িঃ। চিতানাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অপি। স্বচা ৩ গ্নি। ইষা-

২ ৫ ৩২ ২১ ২ ৪
মাশ্বা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভ্যাম। ভিতা ৩ঃ। সমাস্বারা ৩ ১ ২ ৩ ন্। বসু ৫ বিদাউ॥

* *

৫র র ৩২৩৪ ৫ ২১২১ ২৩২১ ২৮ ৩ ৫
৪। সোমাঃপবন্তইন্দবাঃ। অস্মাভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মাগ্নিত্রাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১র ২র১২ ১ ১ ১ ১ ৩র২১ ২১ ২
স্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সুবাধিয়াঃ। সুবর্ব্বা ২ ৩ গ্নিদা ৩ ৪ ৬ ঃ॥

৫রর৩র২র ৩ ৪ ৫ ২র১ ২র ১ ২৩র২ ১ ৩n ৩ ৫
তেপূতাসোবিপশ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরাঃ। সুরাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ২১র ২ ৫ র৩র
সোনদর্শতাদা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। জিগত্নবাঃ। ধ্রুবাষা ২ ৩ র্ত্তা ৩ ৪ ৩ গ্নি। সুষাণা-

২র ৩৪ ৫　২ ১২র ১　২ ৩ ২১　২৯০　৫　২ ১
সোবিন্নস্ত্রিশ্রাহিঃ। চিন্তানাগোঃ। অধিবচাম্নি। আস্নিবাও ২ ৩ ৪ বা। অম-

২　১ ৩ ১ ১ ১ ১　৩ ২ ১　২ ১　২
ত্যামক্তিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সমস্বয়ান্। বস্তুবা ২ ৩ যিদা ৩ ৪ ৩ ঃ।

২
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ঈ। ডা॥

* * *

৩র ২　২ ৪১　৫　২　৫　১　র
৫। সোমা ৩ ১ ঃ। পা ৩ ব। তই। দা ৩ বঃ। এহিয়া। আ। স্বভাঙ্গাতু।

২　১ —　১র —　র ১র ২　৪　৫
বি। তমা ২ ঃ। এহিয়া ২। মিত্রাস্বানাআ ৩ রে ৩। পা ২ ৩ ৪ পাঃ।

২র —　১র --　র ১ ২　৪　২　৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সুবাধিয়াঃসু ৩ বা ৩ ঃ। বা ৩ ৪ ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

৩র১　২　৪১　৫　২　৪　৫　১　র র
তেপূ ৩ ১। তা ৩ সো। বিপঃ। চ ৩ য়িতঃ। এহিয়া। সো। মাসো-

২র　১ —　১র --　র র১র ২　৪
দধায়ি। আ। শিরা ২ ঃ। এহিয়া ২। সুরাসোনাদা ৩ শা ৩। তা ২ ৩ ৪

৫　২র --　১র —　১ ২　৪　২
পাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। জিগত্নবোঞ ৩ বা ৩ ঃ। বা ৩ ৪ ৫ স্তো-

৫　৩ ২　২　৪১　৫　২　৪　৫　১
৬ হায়ি॥ সুষা ৩ ১। পা ৩ সো। বিয়। দ্রা ৩ য়িভিঃ। এহিয়া। চায়ি।

র র র　২　১ —　১র —　১　২　৪
তানাগোরা। ধি। বচা ২ য়ি। এহিয়া ২। ইবমস্মাত্যা ৩ মা ৩। তা-

৫　২র —　১র —　১ ২　২
২ ৩ ৪ য়িতাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সমস্বরাস্বা ৩ সু ৩। বা ৩ ৪ ৫

৫
য়িদো ৬ হায়ি॥

• • •

২র র　২　১　র　২　১
৬। সোমাঃ পবন্ত আ ১ মিন্দাবাঃ। অস্মভ্যম্। গাতু ২ ৩ থা। হুর্ম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১র ২র১র ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১　১২　২　— ১
তমামিত্রাস্বানাআরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সুবা ৩ উবা। ধী ২ য়াঃ। সু ২ ৩

২　১　২　৪ ৫　২র র র　র　২　১র র
বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥ তেপূতাসোবিপা ১ শ্চায়িতাঃ। সোমাসঃ।

২ ১ — ১ র র২র১২ ১র৩১১১১
দধা ২ ৩ আ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। শিরঃ সুরাসোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

১ ২ ২ —১ ২ ১ ২ ৪৫
জাম্নিগা ৩ উবা। ত্বা ২ বো। ক্র ২ ৩ পাঃ। ঘৃতা। ঔ ৩ হোবা॥

২র র র ২ ১রর র ২ ১ —
সুষাণাসোবিরা ১ দ্রাম্নিভাম্নিঃ। চিতানাঃ। গোরা ২ ৩ ধা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১২ ১৩১১১১ ২২ ২ —১ ২
ষচীবমম্বত্যামণ্ডিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। পাথা ৩ উবা। স্বা ২ রান্। বা ২ ৩ সূ।

১ ২ ৪৫
বিদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ২ ১২১ ২ ১ — ১২ ১
৭। সোমাঃপবন্তা ৩ ইন্দবাঃ। অস্মাভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমা ২ ঃ। ইহা ৩। মান্নিত্রা ৩

৪৫ ২^৩ ৩ ২র১ ২ ১২ ১২ ৪৫
স্বানাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। অরেপা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। স্বা ৩ দীয়াঃ।

২n৩ ৫ ৩২ ৪ ২র র র র ২
হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্ববা ৩ র্বা ৫ রিদা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ তেপূতাসোবা ৩ ম্নিপ-

র১২র১ ২র১ — ১২ ১২ ৪৫ ২^৩
শ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিম্নাশিরা ২ ঃ। ইহা ৩। সূরা ৩ সোন'। হাহো

৫ ২১ ২ ১২ ১ ২ ৪৫ ২^৩
২ ৩ ৪ হা। দর্শতা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। জাম্নিগা ৩ ত্বাবাঃ। হাহো ২ ৩ ৪

৫ ৬২ ৪ ২র র র ২ ১২র১
হা। ধ্রুবা ৩ ষা ৫ র্ত্তা ৬ ৫ ৬ ম্নি॥ সুষাণাসোবা ৩ ম্নদ্রিভাম্নিঃ। চিতানাগোঃ।

২ ১ — ১২ ১ ২ ৪৫ ২n৩ ৫ ২ ১
অধিত্বচা ২ ম্নি। ইহা ৩। আম্নিষা ৩ মাম্মা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। আমন্তা

২ ১২ ১২ ৪৫ ২n৩ ৫ ৩২ ৪
২ ৩ ম্নিতাঃ। ইহা ৩। পামা ৩ স্বরান্। হাহো ২ ৩ ৪ হা বসূ ৩ বা ৫

৩১১১১
ম্নিদা ৬ ৫ ৬ ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ১ র ২র১ ১ ১২ ৪
৮। সোমাঃপবোহো। তাইন্দবাঃ। অস্মত্যাঙ্গা ৩। তুবা ৩ ম্নিতা ৫ মা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২র ১ব র ২র১র ২ র ১২ ৪
মিত্রাঃ স্বানোহো। আরেপসাঃ। সুবাধিয়া ৩ ঃ। সূবা ৩ ম্নির্বা ৫ ম্নিদা

৮৮৬

২র২১র র ২র১ ২র র ১ ২

৬ ৫ ৬ঃ॥ তেপূতাসোহো। [illegible] সোমাসোম ৩। ধাআ ৩

৪ ১ ২

শা ৫ য়িরা ৬ ৫ ৬ ঃ। হুরাসোনোহো। দর্শতাসাঃ। ভিগন্থবো ৩। ক্ষ্যা ৩

৪

ঘা ৫ র্তা ৬ ৫ ৬ রি। শুম্বাণাসোহো। বীয়স্ত্রিতয়িঃ। চিঃৱানিগো ৩ঃ।

১ ২ ৪ ২

আধা ৩ য়িয়া ৫ চা ৬ ৫ ৬ রি। ইষম্‌সোহো। ভামিঙতাঃ। সমস্বরা ৩ন।

১ ২ ৪

বাস্থ ৩ বা ৫ য়িদাভি ৫ ৬ঃ।

* * *

৪র ৩ ৪ ২ ৪ ২

৯। সোমাঃ ৫ ঃ প। বা ৩ স্তা ৩ ইন্দাবাঃ। আসতঃসা। তুবাষিত্তা ৩ মাঃ।

১ — ১র র ২ ১ র ৩

সিন্ধা ২ স্মা। নাম্বা ২ ৩ রেব। তুস্মাগ্নি। পা ৩ সাঃ। সুবাষিয়ঃসুসা ২ ষি

২ ১ ২ ২র র

দাভী। দাভীয়ি।

২ ২ ১ র

সুরা ২ সঃ। নদা ২ ৩ শা। তুস্মাগ্নি। ভা ৩ সা। ভাবিগন্থবৌধুসা ২

শা ৩ সাযিয়া ৩ চায়ি।

ইষা ২ ম। স্বস্তা ২ ৩ মা। তুস্মাগ্নি। ভা ৩ য়িতাঃ। সাসস্বরস্বস্থ ২

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "গৌরীবিতম্‌" (২) "মধুশ্চ্যুন্নিধনম্‌" (৩) ... (৪) "ঔড়লোমম্‌" (৫) "শ্যাবম্‌" (৬) ... (৭) ... এবং (৯) "উত্তরবাসিন্ধবম্‌"।

* * *

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ২র ৩ ১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাꣳশ্চত্ব

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সরসি প্রধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
ব্রধ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া, ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এনানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (সর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ - ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ); 'প্রধন্বঃ' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'পুরুমেধাশ্চিৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ নঃ' (বায়ুতুল্যঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি) 'ব্রধ্নশ্চিৎ' (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি – ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ – ৬খ – ৫সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও; (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।) ॥ (১অ—৬খ—৫স—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর॥ পবা পূঞ্ পবনে (ক্র্যা০ প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে: (৩।২।১৭৮) ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ, আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮)—ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং॥ তথা হে 'ইন্দো' ... 'মাংশ্চত্বে' মন্দমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বলতীর্বর্ধাথো 'প্রধন্ব' প্রগচ্ছ। 'যস্ত' সোমস্য শোধনে সতি 'ব্রধ্নশ্চিৎ' সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকো মূলভূতো বা আদিত্যোঽপি 'বাতঃ ন' বায়ুরিব 'জূতিং' বেগং প্রাপ্তঃ সন্ কিঞ্চ 'পুরুমেধশ্চিৎ' বহুবিধযজ্ঞ ইন্দ্রোঽপি 'তকবে'। তকতির্গতিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘ০ ২।১৪।৬৯), অস্মাদৌণাদিক উন্-প্রত্যয়ঃ। সোমং গচ্ছত; মহ্যং 'নরং' কর্ম্মনেতারং পুত্রং 'ধাৎ' দদাতু প্রযচ্ছতু। স ত্বং প্রধন্বেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'যস্ত' 'অত্র' ইতি পাঠৌ, 'জূতিং'—'জূতঃ' ইতি, 'ধাৎ' 'দাৎ'—ইতি চ। (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। তাছাড়া মন্ত্রের শেষাংশের 'নরং ধাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্ত' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্নশ্চিৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতিং' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)।*

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৭দ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে

শ্রবায্যস্য তীর্থে।

ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পক্কং ধূনবদ্রণায় ॥ ২ ॥

'উত' (অপিচ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'শ্রবায্যস্য' (পরমধনস্য দাতুঃ—দাতা বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বং' (ত্বং, হে) 'শ্রুতে' (শ্রুতিপ্রসিদ্ধে, সত্ত্বসমন্বিতে ইত্যর্থঃ) 'তীর্থে' (পবিত্রে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং মানসমধ্যে) 'এনা' (প্রসিদ্ধেন, মোক্ষদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'পবয়া' (পবিত্রকারকেন, পাপহারকেন বা) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'অধি' 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকটো ভব)। [illegible] শুদ্ধসত্ত্বঃ হৃদি উপজিতঃ সন্ অস্মাকং কর্ম্মফলসমন্বিতং ভগবৎপ্রাপকং চ করোতু ইতি ভাবঃ। ততঃ—'নৈগুতঃ' (শত্রূণাং ধ্বংসকঃ ইতি ভাবঃ) [illegible] 'রণায়' (অস্মাকং [illegible] ইত্যর্থঃ) 'বৃক্ষং ন পক্কং' (বৃক্ষঃ যথা [illegible] প্রযচ্ছতি, যথা—[illegible] ফলপ্রদানেন [illegible] অভীষ্টং পূরয়তি বা তদ্বৎ, অথবা বৃক্ষস্য পক্কফলদানবৎ) 'ষষ্টিং' 'সহস্রা' (প্রভূতানি অনন্তানি—শ্রেষ্ঠানি ইতি ভাবঃ) 'বসূনি' (ধনানি, পরমধনরূপাণি ইতি যাবৎ) দানেন ফলকম্পনঃ অস্মান 'ধূনবৎ' (প্রকম্পয়তু) করোতু ইতি শেষঃ। [illegible] প্রার্থনামূলকঃ। অথং ভাবঃ—হে [illegible] যথা পূর্ণফলেন [illegible] অভীষ্টং পূরয়তি তদ্বৎ ত্বং অস্মান ধর্ম্মার্থ[illegible] প্রদেহি ইতি প্রার্থনা। (১৭—৬৭—৫৭—২৭)।

* ॥ ([illegible]) * [illegible]

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রদাতা আপনি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ [illegible] পবিত্র হৃদয়ে [illegible] আমাদিগের [illegible] মোক্ষদায়ক পাপহারক প্রবাহে ক্ষরিত হউন—প্রকটিত হউন। [illegible] এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইয়া আমাদিগের কর্ম্মকে ফলসমন্বিত

এবং ভগবৎপ্রাপ্তির হেতুভূত করুন)। তদনন্তর, শত্রুগণের ধ্বংসকারী হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা, বৃক্ষের [illegible] যেমন ফলার্থী ব্যক্তিকে সুপক্ব ফল প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করে, [illegible] অভীষ্ট পূরণ করে—সেইরূপ [illegible] ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ 'ধন' প্রদান করিয়া [illegible] ধনযুক্ত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! বৃক্ষ যেমন পূর্ণফল দান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষী জনের অভীষ্ট পূরণ করে, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করুন।) [illegible]

হে সোম! [illegible] শ্রবণীয়স্য [illegible] শ্রূয়তে' [illegible] ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী শ্রুত-নির্দ্দেশ)। 'তীর্থে' স্থানে [illegible] অস্মাকং [illegible] 'প্রযায়' পূর্য্যমানয়া 'ধারয়া' অভিষিক্তং 'পবস্ব' [illegible] 'নৈগুত্তঃ' নীচীনং গন্তব্যে [illegible] নিগুতঃ শত্রবঃ, তৈর্বধি হন্তব্যেন [illegible] সোঃ বৃষ্টি-[illegible] 'সহস্রা' শতস্রাণি 'বস্তূনি' ধনানি 'বনয়' [illegible] বৃক্ষং যথা [illegible] যাবৎ। কম্পয়িতা [illegible] 'পক্বং' [illegible] ফলার্থী [illegible]

দ্বিতীয় (১০০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বৃক্ষ যেমন সুপক্বফল প্রদানে ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মনোভিলাষ পূরণ করে, ভগবান্ তেমনি আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া, আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন, মন্ত্রে সৎকর্ম্মে সুফল-প্রাপ্তের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে অন্তরে সদ্ভাবের বিকাশ, তার পর সেই সদ্ভাবের প্রভাবে অন্তঃশত্রুনাশ এবং পরিশেষে ফলপ্রাপ্তির কামনা স্তরের পর স্তরক্রমে মন্ত্রে এই ভাবের প্রার্থনাই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবের অনুসরণে মন্ত্রের অর্থনিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার যে পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন বলিয়াই মনে করি। প্রচলিত একটা ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"নিখ্যাত ব্যক্তির নিখ্যাত তীর্থে তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেরূপ পরিপক্ব ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া লোকে ফল পাতিত করে, তদ্রূপ সোম বষ্টিসহস্র নিগুতের নিকট ধন হরণ করিলেন।" ভাষ্যের ভাবও অনেকাংশে এইরূপ। কেহ কেহ এই মন্ত্রের সহিত অনার্য্য-বর্ব্বরদিগের সম্বন্ধ খ্যাপনের প্রয়াস

পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে সেই অনার্য্য শবরদিগের প্রতিই লক্ষ্য আছে। কিন্তু আমরা তাহা সমর্থন করি না। বেদমন্ত্র নিত্য। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য-সামগ্রীর কোনই সম্বন্ধ সূচনা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনওভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

কি ভাবে কি অর্থে আমরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থালোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইবে। 'শ্রুতে' 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে'। ব্যাখ্যাকারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদের সহিত কোনও স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আমাদের অর্থ—'সদ্ভাবসমন্বিত পবিত্র হৃদয়ে।' সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়কেই 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' বলা চলিতে পারে। এখানে একটী উপমার ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তীর্থক্ষেত্র যেমন পুণ্যপূত পবিত্র, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। তীর্থে যেমন দেবতার অধিষ্ঠান হয়; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই তেমনি দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই তাহার মহিমা প্রখ্যাত হয়, তখনই তাহার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থেই এখানে 'শ্রুতে' ও 'তীর্থে' পদদ্বয়ের সার্থকতা। 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ঐরূপ অর্থে 'শ্রবায্যঃ' পদেরও এক সুষ্ঠু সঙ্গত হইতে পারে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তিনি কিরূপ? না, 'শ্রবায্যঃ' পরমধন-সমন্বিত অর্থাৎ পরমধনের দাতা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক সেই যজ্ঞে, ভগবানকে আগমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ই আপনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সৎকর্ম্মেই আপনার প্রীতি। আমরা মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সদ্ভাব-সঞ্চারে আপনি সেই যজ্ঞে আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

তার পর শত্রুনাশের প্রার্থনা। দ্বিতীয় অংশে সেই প্রার্থনারই বিকাশ হইয়াছে। 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে আমরা 'অসংখ্য অনন্ত-শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করি। সংখ্যাধিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, 'ষষ্টিং সহস্রা ধনানি' বলিতে 'শ্রেষ্ঠধন' 'পরমধন' বলিয়াই বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনের অপেক্ষা ইহপরকালে (ইহলোক-পরলোকে) শ্রেষ্ঠধন আর কি থাকিতে পারে? ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভোগ-সুখেরও অবসান হয়। আবার ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তিতে কেবল আকাঙ্ক্ষাই বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যে ধন ইহকালপরকালের শ্রেষ্ঠ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে; যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর চাহিবার আকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধন লাভের কামনাই মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা সহুনি' পদত্রয়ে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে ধন তো সহজপ্রাপ্য নহে! সে যে এখন শত্রুদিগের করতলগত! 'নিগুতঃ' যে সে ধন ঘেরিয়া বসিয়া আছে! তাহারাই যে সে ধনলাভের অন্তরায় হইয়াছে! সুতরাং

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নৈগুত' ও 'রণায়' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমরা কর্ম্মফলপ্রার্থী। হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া, আমাদিগকে সেই ফল প্রদান করুন। কিন্তু নাথ! হৃদয় যে অন্ধকারময়—শত্রুগণের লীলাভূমি! তাহারা যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধনকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আপনি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করিলে, তবেই আমরা সে ধনলাভে সমর্থ হইব। আমরা পার্থিব ধন চাহি নাই। আমরা সেই অনন্ত ফলের কামনা করি। আপনি অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন এবং আমাদের কর্ম্মফল- ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। ফললাভে ফলদানে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।'

'বৃক্ষং ন পক্বং' উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—বৃক্ষ উপযুক্ত সময়েই ফল প্রদান করে; আর উপযুক্ত সময়েই সে ফল পরিপক্ক হয় এবং উপযুক্ত কালেই মানুষ সেই সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট কালেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে কর্ম্মের শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। স্তরের পর স্তরক্রমে কর্ম্ম এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখনই সেই কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। উপমায় স্তরের পর স্তরক্রমে সেই অবস্থায় উপনীত হইবারই উপদেশ আছে। যে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া যায়, আলোকপুঞ্জ আলোক-পুঞ্জে আত্মলীন করে,—এ সেই পরিপক্ক অবস্থা। * (৭অ ৬-৫স্-২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
মহী মে অস্য বৃষনাম শূষে মাঁশ্চত্বে
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বা পৃশনে বা বধত্রে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকনবতিতম সূক্ত, ত্রিপঞ্চাশৎ ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

—শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! 'বৃষনাম' (শত্রূণাং ধর্ষকে ইত্যর্থঃ) 'ইমে' (মম জ্ঞান-কর্ম্মণী ইতি ভাবঃ) 'শুক্র' (শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য তব ইতি যাবৎ) 'মহে' (মহতে, প্রভূতে) 'শূষে' (সুখকরে, পরমানন্দদায়কে ইত্যর্থঃ) ভবতাং ইতি ভাবঃ। অপিচ, তে চ জ্ঞান-কর্ম্মণী 'মাংশ্চত্বে' (অন্তঃশত্রুনাশায়) 'বা' (অথবা) 'স্পৃশনে' (বহিঃশত্রুনাশায় চ) 'বধত্রে' (বধসাধকে ইত্যর্থঃ) ভবতাং ইতি শেষঃ। তে চ জ্ঞানকর্ম্মণী 'নিগুতঃ' (সর্ব্বান্ বহিরন্তঃশত্রূন্) 'অস্মাপয়ৎ' (অপসারণীং নাশয়তাং ইতি ভাবঃ) কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' (নিঃশেষেণ বিতাড়য়তাং ইত্যর্থঃ)। 'চ' (অপিচ) হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'অমিত্রান্' (সৎকর্ম্মাবরোধকান্ শত্রূন্) 'অপাচেতঃ' (অস্মৎ সকাশাৎ অপগময়) তথাচ 'অপাচিতঃ' (দেবভাববিরোধিনঃ শত্রূন্) 'ইতঃ' (কর্ম্মণঃ সকাশাৎ ইতি ভাবঃ) দূরে নিঃসারয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র বহিরন্তঃশত্রুনাশায় সৎকর্ম্মণঃ সুফলপ্রাপ্তয়ে চ সঙ্কল্পঃ বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ কর্ম্মফলসমন্বিতান্ কুরু। (৭অ—৬খ—৫সূ—৩সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! শত্রুগণের ধর্ষক আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বরূপ আপনার প্রভূত সুখকর পরমানন্দদায়ক হউক। অপিচ, সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম অন্তঃশত্রুনাশে এবং বহিঃশত্রুনাশে সাধক হউক। সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম সর্ব্ববিধ বহিঃশত্রুকে নাশ করুক এবং নিঃশেষে বিতাড়িত করুক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! দেবভাব-বিরোধী শত্রুদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে এবং সৎকর্ম্মের বিরোধী শত্রুদিগকে আমাদিগের কর্ম্মের নিকট হইতে দূরে নিঃসারিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সৎকর্ম্মের সুফলপ্রাপ্তির সঙ্কল্প বিদ্যমান দেখিতে পাই। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মফলসমন্বিত করুন)। (৭অ—৬খ—৫সূ—৩সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহী' মহতে প্রভূতে 'বৃষনাম'। সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) সুপো লুক্। বৃষনামনী বর্ষণ-নমনে, শত্রূণাং বর্ষণং, শত্রূণাং নমনং, 'ইমে' এতে যে কর্ম্মণী 'শুক্র' সোমস্য 'শূষে'

[illegible] স্তবতঃ, যে চ কর্ম্মণী 'মাংশ্চত্বে'। অশ্বনামৈতৎ (নিঘ০ ১।১৪।১৮)। অশ্বৈঃ ক্রিয়মাণে যুদ্ধে তৎসাধ্যত্বাদ্ যুদ্ধমিহ গৃহ্যতে। 'বা' অপি বা 'স্পৃশনে' স্পর্শন-সাধ্যে বাহুযুদ্ধে 'বধত্রে' [illegible]

শত্রূণাং হিংসনশীলো ভবতঃ। সোঽয়ং 'নিগুতঃ' নীচৈঃ শব্দায়মানান্ শত্রূন্ 'অধাপয়ৎ' অস্বাপয়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' প্রাদ্রাবয়ৎ সংগ্রামাচ্ছত্রূন্। অথ প্রত্যক্ষঃ। হে সোম! স ত্বং 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপাচেত' অপগময়। তথাচ 'অপাচিতঃ' অগ্নিচয়ন-মকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ 'ইতঃ' অস্মত্তঃকাশাৎ অপাচেত অপগময়। অক্ষ্ণৈঃ গতিকর্ম্মা স্যা০ পা০)॥ (৭অ-৬খ-৫সূ ৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলসংপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের শত্রু দ্বিবিধ—অন্তঃশত্রু এবং বাহ্যশত্রু। অন্তঃশত্রু—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি, অন্তরেই অবস্থিত। কিন্তু বাহ্যশত্রু যাহারা—আমাদিগের দশেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত এই পার্থিব সামগ্রী। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মাইয়া অন্তরস্থ কামক্রোধাদি রিপুগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে বাহ্যশত্রুর সহায়তায় অন্তঃশত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যতদিন তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সদ্ভাব উন্মেষণে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়! এখানে, এ মন্ত্রে সেই দ্বিবিধ শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"ঐ সোমের দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর অর্থাৎ রসসেবন ও স্তুতি পাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন ও তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।" অনুবাদ এবং ভাষ্য হইতে যে পরস্পর-বিরোধী অসামঞ্জস্যমূলক মত-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমরা এরূপ অর্থ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এখানে সাধক আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন। যত দুশ্চিন্তা, যত কুটিলতা, যত মায়া-মমতা, যত হিংসা-প্রলোভন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। চারি দিক হইতে অন্ধকার আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! একবার জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হউন। আমার অন্তর বাহির চারিদিকের অন্ধকার দূর হউক। মায়া-মমতা প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন করুন তাহাদিগকে;—ধ্বংস করুন—তাহাদিগকে;—বিদূরিত করুন—তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব। হে দেব!

আপনি কৃপা পরবশ হইয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন;—আমার কর্ম্ম-শক্তির স্ফুরণ করিয়া দেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মময় আপনাতে মিশিয়া যাই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাচিতঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অগ্নিচয়নং অকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ।' বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'পতিতা চেতনা ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা চৈতন্যহীন-অজ্ঞান। আমাদের অর্থ বিবরণকারেরই অনুসারী। অজ্ঞানতাই কর্ম্মপ্রতিবন্ধক। অজ্ঞানতাই মানুষকে নাস্তিক করিয়া তুলে। অজ্ঞানতাই ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। এখানে সেই অজ্ঞানতা বিদূরণে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণের ভাব ঐ 'অপাচিতঃ' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানে আত্মলীন করার উপদেশই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৬খ—৫সূ ৩সা)।

—— * ——

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২ ১ ২ ১র র র২১ ২ S ২ ২২
১। ঔ হোহায়ি। অহোহায়ি। পাপবৈশ্বানরব ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ১ র ১ র ২১ ২ s ২ʌ ৩২ s ২
ঈ ৩ য়া। মাঁশ্চন্দ্রইন্দোনরাশপ্রধা ২ ৩ ষা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া।

র ১ র ২১ ২ s ২ʌ ৩২ s ২ ১
মাঁশ্চন্দ্রইন্দোনরাশপ্রধা ২ ৩ ষা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চি-

র র২১ ২ s ২ ৩২ s ২ ১রর
ত্তবাত্তোনজ ২ ৩ ত্তীং। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরুমেধা-

র২১ ২ s ২ ৩২ ১ʌ ৩
শ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ধাৎ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪।

৫র র ২র১২ ১ ২ ১রর র২১ ২ s ২
ঔহোবা॥ ঔহোহায়ি। উত্তোহায়ি। নএনাপবয়াপবা ২ ৩ ষা॥ ঔ ৩ হোয়ি।

৩২ s ২ ১ র র ২১ ২ s ২ ৩২
ইহা। ঈ ৩ য়া। অধিশ্রুতেশ্রবায়িয়ন্ত্রা ২ পরিধ্বায়ি। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১ র র র২১ ২ s ২ʌ ৩২
ঈ ৩ য়া। বষ্টিংসংপ্রাণেশুভোবস্ ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক নবতিতম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশৎ ঋক্)।

s ২ ১ র ২১ ২ s ২র ৩২ ১ ৩
ঔ ৩ য়া। বৃক্ষয়পক্কন্ন ন্‌শ্রণা ২ ৩ য়া। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঔ ২। বা

৫র র ২র ১ ২ ১ ২ র ২
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ ঔহোবায়ি। মহোবায়ি। মেঅস্তবৃষনামশূ ২ ৩ বায়ি।

s ২৲ ৩২ s ২ ১র র র র র২১ ২ S
ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া ৩ মা৺শ্চবেবাপূশনেবাবধা ২ ৩ ত্রায়ি। ঔ ৩

২n ৩২ s ২ ১র র ২১ ২ s ২৲ ৩২
হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া। অস্বাপায়িগুস্তস্নেয়া ২ ৩ চ্ছা। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১র র র. র ২১ ২ s ২ ৩২
ঔ ৩ য়া। অপামিত্রা৺ অপাচিতোঅচা ২ ৩ য়িতাঃ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১৲ ৩ ৫র র ২ ২র ৩ ২
ঔ ২। য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ ৩। দৌয়িহী ১॥

* * *

১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র ২১ র ২ ৩ ৪৫ ২র ১
২। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অয়াপবা। পবস্বৈ। নাবসূনা। মা৺শ্চত্বআয়ি।

২ ১ ২ ৩ ৪৫ ২ ২ ১র ২ ৩ ৪ ৫ ২১র
দো ৩ সর। নিপ্রধন্বা। ব্রধ্নশ্চত্র। সা ৩ বা। তোনজূতীপ। পুরুমেধাঃ।

২১ ২ ২ ৪ ২১ ২ ১
চিন্তক। বা ৩ ৪ ৩ য়ি। না ৩ রা ৫ স্বা ৬ ৫ ৬ ৫। উতনএ। না ৩ পব।

২ ৩৪ ৫ ১ ২১র ২ ৩ ৪ ৫ ২১ ২ ১র
য়াপবস্বা। অধিশ্রুতায়ি। শ্রবায়ি। যস্তঃয়ির্থায়ি। যষ্টি৺শতা। স্রা ৩নৈস্ত।

২ ৩৪ ৫ ২ n ৩১র ২ ২ ৪
তোবেন্দুনী। বৃক্ষয়না। ক্বধূম। বা ৩ ৪ ৩ ৫। রা ৩ পা ৫ য়া ৬ ৫ ৬।

২১র র ২ ১ ২৩ ৪ ৫ ২র ১ র ২১ র ২ ৩৪ ৫
মহীমেষা। সা ৩ বৃষ। নামশ্রুপায়ি। মা৺শ্চবেবা। পূশনে। বাবধত্রায়ি।

২১র ২১ ২৩৪ ৫ ১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র
অস্বাপয়াৎ। নিগুভঃ। স্নেহয়চ্ছা। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অপা-

২১র ২ ২ ৪
মিত্রা৺। অপাচি। তো ৩ ৪ ৩। আ ৩ চা ৫ য়িতা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২ র ১ ২ ২র র ১ ২ ১র র ২১
৩। অয়াপবোবা। পাবস্বৈনা। বসূ ২ ৩ নী। মা৺শ্চত্বইন্দোসরসি। প্রধা

২ ১ ২১২ ১ ২n৩ ৲ ১ ২১
২ ৩ বা। ব্রধ্নশ্চত্র। বা। তোনাজূ ২ ৩ ৪ তীপ। পুরু। সায়ি। যাশ্চি-

১ ৪ ২ৰ ৫ ২ ১২
স্তাকা২৩। ণা২৩য়িনা ৩। য়া৩৪৫ধো৬হায়ি॥ উতনগুবা।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১
নাপবয়া। পবা২৩বা। অভিক্রন্তেশ্রবায়িয়। স্তুতা২৩য়িৰ্ষায়ি। সপ্তিঙ্.

২১২র১র ২৸৩ ৫ ১ ২১
সংস্রাবৈ। গূ। তোবাস্থ২৩৪নী। বৃক্ষাণ। না। পাকস্ক্না২৩।

১ ৪ ২৸ ৫ ২র১২ ১২র ১
বা২৩দ্রা৩। ণা৩৪৫য়ো৬হায়ি। মচীমগুবা। স্তাবৃষনা। গশূ২৩

২ ১র র র র ব ১ ২ ১র২ ১২ ১
যায়ি। মাঙ্শচবেবাপৃশনেবা। নদা২৩ত্রায়ি। অস্বাপৰ্য়িগুতঃ। স্থে।

২ৰ৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ৪
হায়া২৩৪চ্চা। অপা। মায়ি। ত্রাঙ্অপাচা২৩য়ি। তো২৩আ৩।

২ ৫
চা৩৪৫য়িতো৬হায়ি॥ ১।২।৩॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ৩ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ উত ত্রাতা
৩ ১ ১ ৩ক ২র
শিবো ভুবো বরুথ্যঃ॥ ১॥ *

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরুথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে,—(১) "শ্রৌতম্" (২) "ইন্দ্রস্যাভিষ্ঠং" এবং (৩) "বার্হদুক্থম্।"

(অন্তিকতমঃ, প্রিয়তমঃ—বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভূব' (ভব)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদি রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৭অ - ৭থ - ১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম-মঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।)॥ (৭অ—৭থ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'বরূথ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভুবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। 'ভুবঃ'—'ভব' ইতি পাঠৌ। (৭অ—৮থ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'—তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবঃ'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্-দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন; তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভববাধা দূর করেন। বাধা না পাইলে মানুষ বাধাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতে পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে, তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে! তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—"ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি, আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাতে আমি 'আমি-হারা' হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, 'কভু কাঁধে চড়ে, কভু বা চড়ায়', আমিও তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি। কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে নাথ! নহিলে পিপাসা মিটিবে না যে!"

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চ্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সমত্বের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের 'বরূথ্যঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে 'বরূথ্যং' পদে 'রোগনাশকং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে 'বরূথ্যঃ' বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'বরূথ্যঃ' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।* (৭অ—১খ—১সূ—১সা)।

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—১১খ—১১দ—২সা) প্রাপ্তব্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের প্রথম সূক্তে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ১ ২

বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বসুঃ' (নিবাসকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বেষাং অগ্রণীঃ, সৎপথপ্রদর্শকঃ, নেতা বা ইত্যর্থঃ) 'বসুশ্রবাঃ' (সদ্ভাবানাং শ্রেষ্ঠ-ধনানাঞ্চ আধারঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'অচ্ছ' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'নক্ষি' (ব্যাপ্নুহি—শ্রেষ্ঠধনেন সদ্ভাবেন চ ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্—পরমতেজঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (অস্মভ্যং দেহি)। অথবা 'রয়িন্দাঃ' (পরমধনদাতা ত্বং) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাব-সম্পন্নান্ কুরু পরমধনং চ প্রযচ্ছ। (৭অ ৭খ ১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথ-প্রদর্শক এবং সদ্ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হয়েন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের এবং সদ্ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান পরমতেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে পরম-ধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। (৭অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসকঃ 'অগ্নিঃ' সর্ব্বেষামগ্রণীঃ 'বসুশ্রবাঃ' ব্যাপ্তান্নঃ 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'নক্ষি' অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান্ ত্বং 'রয়িং' পশ্বাদিলক্ষণং ধনং 'দাঃ' অস্মভ্যং দেহি। 'দ্যুমত্তমঃ'—'দ্যুমত্তমং'—ইতি পাঠৌ। (১অ - ১খ - ১সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক হও। হে গৃহদাতা ও অন্নদাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।"

মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নিঃ' পদে ভাষ্যকারের অর্থ এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। এখানে তিনি ঐ 'অগ্নিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বেষামগ্রণীঃ।' 'অগ্নিঃ'—জ্ঞানাগ্নি তো অগ্রণী বটেনই! জ্ঞানাগ্নি জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্ম্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক। জ্ঞানদৃষ্টির - বিচার-বুদ্ধির পরিস্ফুরণে সু-কু, সৎ অসৎ বাছিয়া লইতে পারিলে তো মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? তাই এখানে 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিকে, সকলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'রয়িং' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'পশ্বাদিলক্ষণং ধনং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—এ ধন (রয়িং) পশ্বাদিলক্ষণযুক্ত ধন নহে। 'অগ্নি' যে ধন প্রদান করেন, সে সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন; যে ধন পাইলে সাধকের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়! এ ধন সেই পরমরমণীয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন।

মন্ত্রে 'বসুঃ', 'বসুশ্রবাঃ' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ পদ আছে, মানুষকে ভগবদভিমুখী করাই, তাহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিশেষণ-বিরহিতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য অন্য আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য এই মাত্র যে,—অনন্তকে সসীম অন্তরে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস পাই। আমি যদি বুঝিতে পারি—আমার ইষ্টদেবতা এই রূপগুণে বিভূষিত, তাঁহার অর্চ্চন-পূজনে এই ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমার চিত্ত সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে; তাঁহার ভজনপূজনে সহজেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। সকল কার্য্যেই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা করি। ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। তাই নানা গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই—অনন্তকে সান্তে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস; নির্গুণ গুণাতীতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানধন ও পরমাশ্রয় প্রদান করুন। আপনি পরমাশ্রয় পরমধনদাতা জানিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। (১অ—১খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুৰ্বিংশ বর্গ, প্রথম ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায়

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শোচিষ্ঠ' (অতিশয়েন তেজঃসম্পন্ন, পরমশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'দীদিবঃ' (স্বজ্যোতিষা স্বয়মেব দীপ্যমান্, স্বপ্রকাশ ইতি ভাবঃ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্! তং (প্রসিদ্ধং, শরণাগত-পালনায় মহামহিমান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অপিচ, 'সখিভ্যঃ' (ভবতাং সখ্যলাভায় চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ঈমহে' (যাচয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেন যথা জ্ঞানদৃষ্টিং ভবতাং সখিত্বং চ লভেম তথা বিধেহি। (৭অ—১খ—২সূ ৩সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান্—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতপালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, আপনার সখ্য-লাভের যাচ্ঞা করিতেছি (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি তাহা বিধান করুন-)॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা) ॥

* • *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'শোচিষ্ঠ' অতিশয়েন শোচিষ্মন্! 'দীদিবঃ' স্বতেজোভির্দীপ্যমান! 'তং' 'ত্বা' ত্বাং 'সুম্নায়' সুখায়॥ সুম্নমিতি সুখনামৈতৎ (নিঘ০ ৩৬১৭)॥ তদর্থং। 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ সুখার্থঞ্চ নূনং' 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৭অ ১খ—২সূ—৩সা)॥

* • *

তৃতীয় (১১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার সখিত্বের এবং পরমসুখলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখিভ্যঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ।' বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, 'সখিভ্যঃ' পদে ভগবানের সখিত্ব বা সখ্য কামনা করা হইয়াছে। সেইভাবেই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'ভবতাং সখ্যলাভায়' অর্থাৎ আমার সখ্যলাভের নিমিত্ত।

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।" আমরা মনে করি,—এখানে সুখ বলিতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখসাধক সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনীয় নহে। তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সহিত সখ্য-স্থাপনে পরমসুখ-লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রেরও এই উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (৬অ-১খ—১সূ-৩সা)।

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১ ২ ১ ৫ ২১২র১র২১র
১। ওগ্নায়ি। হুয়ো২৩ আ। হুম্মা২৩। তা২৩৪মাঃ। উত্তত্রাতাশিবো-
২৩১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
ভুবা২৩৪৫ঃ। শিবোভুবা২৩ঃ। বরোবা। থা৫য়ো৬হায়ি।
১২ ১ ২ ১ ৫ ১র২
বাসূঃ। অ। গ্নায়িৰ্ক্ষা২৩স্ব। হুম্মা২৩। শ্রা২৩৪বাঃ। অচ্ছানক্ষি-
১২৩১১১১ ২১ ৪ ৫ ৪ ৫
দ্যুমত্তমা২৩৪৫ঃ। দ্যুমত্তমা২৩ঃ। রয়োবা। আ৬য়িন্দো৬হায়ি।
১২ ১র ২ ১ ৫ ২১র
তাম্বা। শো। চায়িষ্ঠা২৩দী। হুম্মা২৩য়ি। দী২৩৪বাঃ। সুম্নায়-
২র১র২৩১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
নূনমীমহা২৩৪৫য়ি। নমীমহা২৩যি। সখোবা। ভা৫য়ো৬হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋক)।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১ — ১ — ১
২। অগ্না ৩ ৪ য়ি। ঘয়োঅস্তমঃ। ও ৬ বা। উত্ত ত্রা ২ তা। শা ২ য়িবো।

২ ১ ৪ ২র ৩র২ ১ ৫ ৫
ভূ ২ ৩ বাঃ। বয়ৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। থা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১র — ১ -- ১
বসূ ৩ ৪ ঃ। অগ্নির্ব্বসুশ্রবাঃ। ও ৬ বা। অচ্ছানা ২ ক্ষায়ি। দ্যু ২ মা।

২ ১ s ২র ৩র২ ১ ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ মাঃ। রয়ৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দো ৬ হায়ি।

৩ ২ র র ৫ র ২১র — ১ -- ১
তন্ত্বা ৩ ৪। শোচিষ্ঠদীদিবঃ। ও ৬ বা। সুম্নায়া ২ নু। না ২ মায়ি।

২ ১ s ২র n ৩র ২
মা ২ ৩ হায়ি। সখৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ

১ ২ ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি—মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তি, প্রযচ্ছন্তি) ; ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তু। ভগবান হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ-২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—"গূর্দ্দম্" এবং "সত্রাসাহীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করুন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা।)। (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমা' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি ভুবনানি 'সু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়েম বশীকরবাম। 'কং' ইতি পূরকঃ। যদ্বা, ইমানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি অস্মভ্যং কং সুখং সীসধেম সাধয়ন্তু। পুরুষব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে অন্যে 'দেবাঃ চ' স্তুত্যা প্রীতাঃ 'ইমং' অর্থং সাধয়ন্তু। 'সীষধেম'—'সীষধাম' ইতি পাঠৌ। (৭অ ১খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে ভগ্নহৃদয়ে দ্বিগুণিত পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহ-প্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে,—"আমি করিতেছি কি? কেন বা কিসের জন্য এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধানে ফিরিলাম। কিন্তু সুখ পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময় দুঃখপূর্ণ? তবে কি কেবল কাঁদাইতেই বিশ্বরচয়িতা মানুষকে সৃষ্টি করেন!

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে?

আছে, নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ মধুর সুখের—আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ? -কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দ-স্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে: সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।* (৭অ ৭থ ২স ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ।

৩ ১ ২
সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, যদ্বা—অন্তদৃষ্টিসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, ভগবৎপাদপদ্মে নিয়োজিতং কর্ম্ম)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (২প—৪অ—৪সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

তথা 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইতি ভাবঃ) 'তন্বং' (শরীরং, সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) 'সীষধাতু' (সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবতি নির্ভরপরায়ণঃ ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অহং শরণং গচ্ছামি। মাং পরিত্রায়স্ব; শরণাগতঃ অহং তব করুণাং যাচে। (১অ-১খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্ত-জ্ঞানরশ্মি-সঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদন করিয়া ভগবান ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের সৎকর্ম্ম (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম), বিশ্বপ্রীতি--জনানুরাগ এবং সৎকর্ম্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার শরণ লইতেছি। আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করি)। (১অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'যজ্ঞং' জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ যাগং 'তন্বং' শরীরঞ্চ 'প্রজাং' পুত্রাদিকাঞ্চ 'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈর্দ্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সীষধাতু'। সাধয়তু। 'সহদীষধাতু'—'সহচীকৃপাতি' ইতি পাঠৌ॥ (১অ-১খ ২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

গীতায় যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ কর' - মন্ত্রের মধ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সেই সর্ব্বস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন হইয়া, সাধক যখন বুঝিলেন,—'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তিনিই তো সব! তাঁহার কর্ম্ম তো তিনিই করিতেছেন!' তখনই তিনি কহিলেন,--'হে ভগবন! আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়া লউন।' কি ভাবে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? সাধক কহিলেন,—জনানুরাগ-বর্দ্ধনে, বিশ্বপ্রেম দানে, আর সৎকর্ম্মশীল সাধুজীবন সম্পাদনে। প্রার্থনা হইল আপনি আমাদিগের জনানুরাগ বর্দ্ধন করুন এবং সৎকর্ম্ম—আপনার প্রীতিকর কর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বীতরাগ জন্মাইয়া, আপনার কার্য্যে অনুরাগ বর্দ্ধন করুন।

মানুষ যতদিন অহংজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন 'আমি আমার আমিত্ব' লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত হয়। সে মনে করে,- 'আমার কার্য্য আমি করিতেছি। আমি ভিন্ন এ সংসারে

অন্য কেহ কর্ত্তা নাই।' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নানা লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার এই কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয়, ভগবানের অনুগ্রহে যখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে—'কি মোহপঙ্কেই সে এতদিন মজিয়া ছিল। কি ভ্রমে পতিত হইয়াই সে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছিল।' তাই যখনই সে কর্ত্তার সন্ধান পায়, তখনই তাঁহার শরণ গ্রহণে, তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া সে বলিতে সমর্থ হয়—

"ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপং॥"

তখনই সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ফলতঃ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান দৃষ্টিই মূলীভূত। অন্তর্দৃষ্টি-লাভেই মানুষ বুঝিতে পারে,—'তিনিই সব। তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"

অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলেই মানুষ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ' পদে—ভগবানের গুণ-বিশেষণে সেই অন্তর্দৃষ্টি-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এখানে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অহংজ্ঞানের তিরোধানে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণের ভাব সাধকের মনে জাগরিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যখন জ্ঞানপ্রভাবে বুঝিতে পারে—এই বিরাট বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ; এই বিশ্বের হিতসাধনেই সেই বিশ্বরূপের প্রীতিবর্দ্ধন হয়, তখনই সে প্রার্থনা জানাইতে পারে,—হে ভগবন্! আমাতে জনানুরাগ বিশ্বপ্রীতি বর্দ্ধিত হউক। জনহিত-সাধনে আমার প্রবৃত্তি আসুক। 'প্রজাং' এবং 'তন্বং' পদদ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যৈঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ', তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'আদিত্য' পদে সূর্য্যকে বুঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলিতে 'সূর্য্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তাহা হইতে জ্ঞানসূর্য্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য্য হইতে ভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্থ প্রাপ্ত হই। 'তন্বং' পদে ভোগসুখরত অনিত্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি না। সাধকের নিকট সে অকিঞ্চিৎকর জীবন অতি তুচ্ছ। যে জীবন এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, সংসারীর—বিষয়-প্রত্যাশীর তাহা জীবনের লক্ষ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি সে জীবন অপেক্ষা—বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনেরই প্রয়াসী হন। এখানে 'তন্বং' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৭খ—২সূ—২সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের দ্বিতীয় ঋক্কে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩১ ২৩১২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং

৩১ ২
ভেষজাকরৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (সর্ব্বৈরেব দেবৈঃ সহেতি যাবৎ যদ্বা—অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, সহ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বলপ্রাণসংরক্ষণেন শক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ' 'সগণৈঃ' (অপরৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং (শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ভবব্যাধিনাশকানি ঔষধানি ইতি ভাবঃ -পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'করৎ' (করোতু, সম্পাদয়তু সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভববন্ধননাশায় সত্ত্বাবজননায় চ অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-হে ভগবন্! অস্মাসু সত্ত্বাবরূপং ভেষজং জনয়িত্বা ভববন্ধনং নাশয়তু। (৭অ—৭খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার সহিত অথবা অনন্ত জ্ঞানরশ্মিসঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, মরুদ্দেবগণের সহিত অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক শক্তিরূপিণী দেববিভূতির সহিত অর্থাৎ বলপ্রাণসংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সহিত ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বাবরূপ ভেষজ উৎপন্ন করিয়া ভববন্ধন নাশ করুন)। (৭অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্ত্রৈঃ মিত্রাদিভিঃ 'মরুদ্ভিঃ' চ 'সগণঃ' গণসহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মাকং' অস্মভ্যং 'ভেষজানি' ঔষধানি 'করৎ' করোতু। 'ভেষজা করৎ'--'ভূতবিতা তনূনাং' ইতি পাঠৌ। (৭ম ৭থ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১১২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ স্থূলভাবে আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে, মন্ত্রের নানা অর্থ অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভবব্যাধি নাশের এবং তদুপযোগী ঔষধি লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধি-শোক তাপপূর্ণ সংসারে, সংসার-তাপ-তপ্ত জীব—সেই আধিব্যাধির পীড়নে নিষ্পীড়িত হইয়া ভগবানকে কহিতেছেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ভবব্যাধি দূর করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভেষজ অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রদান করিয়া আমাদিগের ভবব্যাধির নিবৃত্তি করুন।

এখন বিচার্য্য - সেই ভবব্যাধি নিবারক 'ভেষজ' কি সামগ্রী। তাহাই অনুধাবন করুন। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'আদিত্যৈঃ' পদের বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ' পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বুঝাইতেছে। মরুদ্গণ—বায়ু, জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতি বিশ্রুত। বায়ু সকলের পবিত্রতা-সাধন এবং প্রাণবায়ু সংরক্ষণ করেন,—এই অর্থে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি, 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণঃ' পদে কর্ম্মের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে। তাহাতে বুঝিতে পারি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই ভবব্যাধি-মোচনের ভেষজ। সজ্‌জ্ঞান, অনন্যা-ভক্তি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম - এই তিনই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। ভগবানকে পাইতে হইলে—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, স্থূলতঃ ভববন্ধন-মোচন করিতে হইলে - এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভবপর নহে; জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না; আবার কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি জন্মে না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের সমাবেশে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষে ভবব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি - তাই ভবব্যাধিবিনাশে ভেষজ-স্বরূপ। মন্ত্রে ভগবানের সম্বোধনে, তাঁহার অনুগ্রহলাভে ভবব্যাধিনাশক ঐ ত্রিবিধ ভেষজ প্রাপ্তির প্রার্থনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া, সেই ভেষজ প্রদান করুন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রাভিঃ' ও 'আদিত্যাভিঃ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন-সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানাভাবে নানা-রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই; যদি বলি ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন! মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম রূপের লক্ষ্য ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম; যথা,—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন-মাত্র।

মরুৎ রুদ্রব বা ইন্দ্রকে পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যসত্তা-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। * (৭অ—৭খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

অথৈকর্গাত্মকং সূক্তং প্রবোর্চ্চোপেতি, চতুরক্ষরাত্মিকা কাচিদিয়মৃগ্‌রূপা; যথা বহ্‌বৃচানাং 'ভদ্রো অপিবাতয়মনঃ' - ইত্যেক এব পাদ ঋগাত্মকশ্চ তদ্বৎ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র

প্র বোহর্চ্চোপ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যূয়ং 'উপ' (সমীপে, যুষ্মাকং মানস-যজ্ঞে ইতি ভাবঃ) 'প্রার্চ্চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভগবন্তং পূজয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবৎপূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, তোমাদিগের মানসযজ্ঞে, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ভগবৎপূজার নিমিত্ত এখানে সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'উপ' সমীপে 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণেন্দ্রং পূজয়ত। ১॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী-স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।"

প্রথম (১১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অধ্যায়ের উপসংহারে সাধক আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'মন আর কেন মিছা মায়ায় মুগ্ধ থাক! ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় রত হও। দেখিতেছি—সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই। অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায়—ক্ষণিক জীবন উত্থিত হইয়াই বিলীন হইতেছে। সুতরাং আর কেন ভুলিয়া থাক। অগতির গতি যিনি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি;—সেই পরম-পিতা পরমেশ্বরের চরণ-সরোজ মধুপানে মত্ত হও। সে অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত হইলে, সেই নিত্য-উদ্যানের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলে, তোমাকে আর সংসার-তাপে বিদগ্ধ হইতে হইবে না। তাই বলি মন! উঠ, জাগ—পরম দয়াল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। একমাত্র তাঁহারই পূজার্চ্চনায় তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করিবেন।' মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনাই বিদ্যমান।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটী চতুরক্ষরা একপাদ থাক। ভাষ্যে ঋত্বিক্ য-মানের সম্বোধন আছে। আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। সেই ভাবেই মন্ত্রে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—১খ—২সূ ১সা)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয় গান।

২ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২ ১ ২
প্রণঃ। আয়িন্দ্রাম্বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বায়িপ্রাবগাণঙ্গা ১ য় ১ ৬া। যজুতোবা ৩।

২ ১ ২ ১ ৭
উপ.। বা ২২ তো২ ৩ ৬ ৫ হায়ি। অর্চ্চা। হাঅর্কার্মিরুতাঃ পুবা

২ ১ র ২ ২ ১ ১ s ২ ২
২ ৩ র্কাঃ। আস্তোভতি শ্রুতো ১ যু৩ বা। ১.আ ৩ উবা ৩। উপ.।

১n ২ ১ র ৭ ২ ১ র
আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫ হায়ি॥ উপা। প্রাক্ষে মধুমতায়িক্ষিয়া ২ ৩ স্থাঃ। পূষ্যেম-

২৯ ২ ২ ১ s ২ ২ ১৯
রয়িন্ধা ১ ইর্ম্মা ৩ হায়ি। ভআ ৩ উবা ৩। উপ.। আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫

২
হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম—"উদ্বংশপুত্রম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩র ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রবিবক্তি' (প্রকৃষ্টেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ) 'বরাহঃ' (অবিচলিতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মহিব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তবন, স্তুতি-পরায়ণঃ সন) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি; তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রব্রুবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে-ইতি ভাবঃ। (৮অ ১খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা-উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণ-সমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি-প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উশনেব' এতন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবি-কর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' উচ্চারয়ন 'দেবঃ' স্তোতা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' জন্মানি 'প্র বিবক্তি' প্রকর্ষেণ ব্রবীতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বাহুলকাৎ বিকরণস্য শ্লুঃ (৩ ১।৩৯), বহুলং ছন্দসি (৭।৪।৭৮) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। 'মহিব্রতঃ' প্রভূতকর্ম্মা, 'শুচিবন্ধুঃ'। বধ্নন্তি শক্রানিতি বন্ধূনি তেজাংসি বলানি বা। দীপ্ততেজস্কঃ। 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ, 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ। রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্ (৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ; তস্মিন্নহনি অভিষূয়মাণত্বেন তদ্বান্; অর্শআদিভ্যোঽচ্ (৫।২।১২৭)। তাদৃশঃ সোমঃ 'রেভন্' রেভনং শব্দং কুর্ব্বন্ 'পদা' পদানি

স্থানানি 'অভ্যেতি' অভিগচ্ছতি; যদ্বা, যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পাদেন ভূমিং বিক্রমমাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ ভগবান্ তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবানও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎকৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৫১সূ ১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মতিব্রতঃ' ও 'রেভন্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১১৪সূ—৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কিভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য-লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য।* (৮অ—১খ—১সূ ১সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ ৬থ—২সা)। পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অঙ্গোষিণং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং

৩ ১র ২র ৩ ২
বাণং প্র বদন্তি সাকম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হংসাসঃ' (হংসাঃ ইব আচরন্তঃ, যদ্বা হংসাঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নাঃ প্রকাশিতাঃ ভবতি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ঘোরতামসাচ্ছন্নহৃদয়ে সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্ঞানরশ্মীন্ বিকীরন্তি ইত্যর্থঃ, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষগণাঃ' (সংঘাতাঃ) 'অমাৎ' (শত্রোরাক্রমণাৎ অজ্ঞান-রূপাৎ ইতি যাবৎ) 'তৃপলা' (লোকত্রয়স্য পালকাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। তে জ্ঞানরশ্ময়ঃ অস্মান 'বগ্নুং' (বলং – কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ' (প্রযচ্ছতু) এবং 'অস্তং' (যজ্ঞগৃহং – হৃদ্রূপং ইতি যাবৎ) 'প্রায়াসুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। তদনন্তরং 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বং কাময়ন্তঃ বয়ং প্রার্থনাকারিণঃ) 'অঙ্গোষিণং' (স্বতেজসা প্রদীপ্তং) 'দুর্ম্মর্ষং' (শত্রুভিঃ দুঃসহং) 'পবমানং' (পবিত্রতাসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) লাভায় 'সাকং' (প্রসিদ্ধং) 'বাণং' (শত্রুনাশকং সায়কং) 'প্রবদন্তি' (প্রার্থয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রথমাংশঃ নিত্যসত্যং বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ – জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা কর্ম্ম-প্রভাবেন শত্রূন্ বিনাশয়াম শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ লভামহ। হে দেব! কৃপয়া অস্মান্ তৎসামর্থ্যং বিধেহি - বিধেতি। (৮অ—১খ – ১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। হংস যেমন উদক মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি-সংঘাত অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রুর আক্রমণ হইতে তিন লোকের পালক হয়েন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ

আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদ্‌রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হউন। তদনন্তর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, স্বতেজঃপ্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যেন শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হংসাসঃ' শত্রুভির্হন্যমানা হংসা ইব আচরন্তো বা 'বৃষগণাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ 'অমাৎ' শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ 'তৃপলা' তৃপলং। সুপাং সুলুগিতি সোরাকারাদেশঃ (৭।১।৩৯)। তৃপল-শব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তৃপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী (নিরু॰ নৈ॰ ৫।১২)—ইতি। ক্ষিপ্রং প্রহারিণং 'বগ্নুং' অভিষব-শব্দং 'অচ্ছ' অভিলক্ষ্য 'অস্তং' যজ্ঞগৃহং 'প্রায়াসু' প্রায়াসিষুঃ প্রগচ্ছন্তি। ততঃ 'সখায়ঃ' স্তুত্য-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতাঃ স্তোতারঃ 'অঙ্গোষিণং' সর্ব্বৈরভিগন্তব্যং। যদ্বা, 'অঙ্গোষিণং' স্তোত্রার্হং, 'দুর্ম্মর্ষং' শত্রুভিঃ দুর্দ্ধর্ষং দুঃসহং; এবংবিধং 'পবমানং' সোমং উদ্দিশ্য 'বাণং' বাদ্যবিশেষং 'সাকং' সহৈব 'প্রবদন্তি' প্রবাদয়ন্তি তদুপলক্ষিতং গানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। (৮অ-১খ—১সূ-২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (১১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক। ভাষ্যের পদ-বিন্যাসে এবং অর্থে অধিকন্তু ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায় মন্ত্রের জটিলতা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ভাব এই যে,—'শত্রুগণ কর্তৃক হন্যমান অথবা হংসের ন্যায় আচরণশীল বৃষগণা নামক ঋষিগণ শত্রুর বলে ভীত হইয়া, ক্ষিপ্রপ্রহারকারী অভিষব-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন! তদনন্তর সখিভূত স্তোতৃগণ সকলের অভিগন্তব্য শত্রুগণের দুঃসহ সোমকে উদ্দেশ করিয়া 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রবিশেষ সহ স্তুতিগান করিতেছে।' ব্যাখ্যার ভাব আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাখ্যাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহে বেগে প্রবেশ করিল। কারণ, দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে

একত্রে মিলিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।" কি হইতে কি অর্থ আসিল! ভাষ্যকার বলিলেন,—'বৃষগণা ঋষিরা শক্রভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন, আর বাদ্য-সহকারে সোমের স্তুতি আরম্ভ করিলেন; আর ব্যাখ্যাকার কহিলেন,—'সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে গমন করিল। আর বাদ্যবাদনকারী সোমের বর্ণনা বন্ধুগণ করিলেন।' ব্যাখ্যায় সোম কখনও সোমরস হইলেন, আবার কখনও সোমদেব হইলেন! সুতরাং মন্ত্রব্যাখ্যানে কিরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া গেল, দেখুন।

আমাদের মতে মন্ত্রের সহিত কোনও ঋষির বা 'বাণ' নামক বাদ্য-যন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনিত্য সামগ্রীর সহিত নিত্য বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার যে কারণে সঙ্গত নহে, ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঋষির সম্বন্ধে এই মাত্র বলা চলিতে পারে না, তাঁহারা কালচক্রে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিত্য; সুতরাং নিত্য সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এক হিসাবে কোনও দোষ হইতে পারে না। তবে, সে সকল সম্বন্ধও পরিবর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে নিত্যসত্যমূলক ভাব পরম্পরার সমাবেশই আমরা স্বীকার করি। সেই হিসাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সোমরসের সঙ্গে মন্ত্রের কোনই সংশ্রব নাই। সোমাভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এখানে মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ সদ্ভাব-মূলক। সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে; শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনি অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিয়া অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে বিদূরিত করিয়া দেয়। 'হংসাসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। হংস জলমধ্যে থাকিয়াও যেমন জলে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানও তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই ভাবেই আমরা উপমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'হংসাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছি, 'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মীনাং।' সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্ম হইতেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—এখানে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। সেই হিসাবেই 'বৃষগণাঃ' পদের অর্থ 'সংঘাতাঃ', 'অমাৎ' পদের অর্থ—'অজ্ঞানরূপশত্রোরাক্রমণাৎ' এবং 'তৃপলা' পদের অর্থ—'লোকত্রয়স্য পালকঃ' পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে, —'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানের প্রেরণা অজ্ঞানরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রিলোককে রক্ষা করে।' নিত্যসত্যমূলক এতদুক্তির সার্থকতা বিষয়ে আর বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানই যে ত্রিলোককে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, জ্ঞানদৃষ্টিই যে পরমার্থ-পথে সকলকে অগ্রসর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—

'আমাদিগের মধ্যে যেন জ্ঞানদৃষ্টির—দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, আমরা যেন সেই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে মোহ-পঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি;—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যেন পরমার্থ লাভে সমর্থ হই।'

'বগ্নুং' পদে 'অভিষব-শব্দ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'কর্ম্মশক্তি' অর্থ আমনন করি। অভিধানে 'বগ্নু' পদ বাগ্মিতা-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাগ্মিতা—কর্ম্মশক্তিরই দ্যোতক। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ-সাধনই—বাগ্মিতার মূলীভূত। বাক্ কর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই কর্ম্মশক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সদ্ভাবসঞ্চয় বা জ্ঞানোদয় কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই 'বগ্নুং অচ্ছ' অংশে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানসঞ্চয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই ভগবানের সখিত্ব সুগম হইয়া আসে। 'অস্তোষিণং' পদের 'উষ্' ধাতু দান ও দীপ্তি অর্থমূলক। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে 'স্বতেজসা স্বজ্যোতিষা বা প্রদীপ্তং।' শুদ্ধসত্ত্ব—জ্ঞানের আধার, শুদ্ধসত্ত্ব যে অমিততেজসম্পন্ন এবং আপনার জ্যোতিতে আপনিই প্রদীপ্ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'বাণং'—'বাদ্যবিশেষং'—ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণ শততন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যবিশেষ এবং তাহা হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হয়। সোমাভিষব সময়েও সোমরস নিঃসারণকালেও সেইরূপ শব্দ উত্থিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই 'বাণং' পদের সহিত বাণ-নামক বাদ্য যন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। * কিন্তু 'বাণ' বলিতে সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণের বাণকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরা সেই সাধারণ লৌকিক ভাব হইতেই 'বাণং' পদে 'শত্রুনাশকং সায়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে শত্রু-নাশের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'বাণং' বাদ্য-বাদনে শত্রুনাশ হয় না। শত্রুনাশে 'বাণ'-রূপ আয়ুধেরই আবশ্যক করে। আর অন্তঃশত্রু নাশে সে বাণ সাধারণ পশুপক্ষি বিদ্ধকারী বাণ নহে। সে বাণ অন্তঃশত্রু-বিদ্ধকারী শুদ্ধসত্ত্ব, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক অস্ত্রের প্রার্থনায়, সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রাপ্তির প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মশক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিয়া, আত্মার আত্মসম্মিলনই প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য। তাই তিনি তদুপযোগী আয়ুধাদি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে মন্ত্রের যে উচ্চভাব সূচিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মানুষকে সৎশিক্ষাদানই বেদ-মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথেই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। সোমরস বা মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত পরমার্থপ্রদ বেদ-মন্ত্রের কদাচ লক্ষ্যীভূত নহে † (৮অ—১খ ১সূ ২সা)॥

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাণং' বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবতঃ আধুনিক 'বীণ' হইবে। বাণেরই অপভ্রংশে 'বীণ' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। বীণও বহুতন্ত্রী-সমন্বিত।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং

৩ ১র ২র
মিমতে ন গাবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উরুগায়স্য' (বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য, যথা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্, আত্মোৎকর্ষশীলান্ ইতি ভাবঃ) 'জূতিং' (গতিং, ঊর্দ্ধগমনং) 'যোজতে' (যুনক্তি, সম্পাদয়তি' —ভগবতা সহ সংযোজয়তি ইতি ভাবঃ)। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' (সর্ব্বত্র গচ্ছতঃ স্বচ্ছন্দগমনেন সর্ব্বত্রগমনশীলঃ ইতি ভাবঃ) তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমানং 'গাবঃ' (আত্মদর্শিনঃ অপি) 'ন মিমতে' (পরিমাতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। 'তিগ্মশৃঙ্গঃ' (তীক্ষ্ণতেজস্কঃ, অমিততেজাঃ ইতি ভাবঃ) 'পরীণসঃ' (জ্যোতিষাং আধারঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কৃণুতে' (সদ্ভাবসম্পন্নান্ পরমপদে স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দিবা' (অহনি, জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ এব) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে, প্রকাশতে), কিন্তু 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, পাপকলুষপূর্ণে জ্ঞানশূন্য-হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'ঋজ্রঃ' (নিস্পষ্টপ্রকাশযুক্তঃ, হীনতেজস্কঃ এব) প্রতিভাসতে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিম্নঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানিনঃ অপি তস্য মহিমা বর্ণিতুং ন শক্নোতি। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগকে) ঊর্দ্ধগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দ-বিহারী সর্ব্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অমিত-

তেজো জ্যোতিঃসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হয়েন; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নাই। জ্ঞানিজনও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'উরুগায়স্য' বহুভিঃ স্তুত্যস্য আত্মনঃ 'জূতিং' গতিং 'যোজতে' যুনক্তি অন্তরিক্ষে প্রেরয়তি। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' অনায়াসেন বিহরন্তং গচ্ছন্তং সোমং 'গাবঃ' অন্যো গন্তারঃ 'ন মিমতে' ন পরিচ্ছিন্দন্তি মাতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তিগ্মশৃঙ্গঃ'। শৃণন্তি হিংসন্তি তমাংসীতি শৃঙ্গাণি তেজাংসি। তীক্ষ্ণতেজস্কঃ 'পরীণসং'। বহুনামৈতৎ (নিঘ০-৩।১৭)। বহুবিধং তেজঃ 'কৃণুতে' করোতু অন্তরিক্ষে বর্তমানো যঃ সোমঃ 'দিবা' অহনি 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দদৃশে' দৃশ্যতে ন প্রকাশত ইত্যর্থঃ, 'নক্তং' রাত্রৌ তু 'ঋজ্রঃ' ঋজুগামী নিস্পৃষ্টঃ প্রকাশযুক্তো দৃশ্যতে। দদৃশে - দৃশেঃ কর্ম্মণি লিটি রূপং। (৮অ-১খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোনও বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন জন ভগবানের সহিত সঙ্গত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত আত্মদর্শিগণও প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি অপরিসীম। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অন্তঃশত্রু বিদূরণ করে বলিয়া তাঁহার শক্তির তুলনা হয় না। অন্তঃশত্রুনাশ কামক্রোধাদির বিদূরণ চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন সংসাধিত হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন নিতান্ত দুরূহ। একদিন এই জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুদুষ্কর কার্য্য একমাত্র সদ্ভাবের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষমতা অসীম। জ্ঞানিজন যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সকল পাপকলুষ বিদূরিত হয়। তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার বিষয় কতক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান—হৃদয় যাহাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তাহারা ভগবানের মহিমা কিছুই অবগত হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের তাদৃশ বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, উৎকর্ষ-

সাধনই যে বিকাশের প্রধান সহায়, এখানে তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে তাই উপদেশ -আত্মোৎকর্ষ-সাধন কর। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। স্বরূপ বুঝিলেই সারূপ্য-সাযুজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রচেষ্টা আসিবে। এইভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিবা' এবং 'নক্তো' পদদ্বয় একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যে যথাক্রমে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে,—'অহনি' এবং 'রাত্রৌ'। আমাদের মতে অর্থ হয় - 'জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে' এবং 'পাপকলুষপূর্ণে অজ্ঞান-হৃদয়ে'। সূর্যোর উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া উষার অরুণচ্ছটার বিকাশ হয় এবং বিশ্বসংসার আলোকলাভে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হৃদয় জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে পারা যায়—শুদ্ধসত্ত্ব পাপরূপ অজ্ঞান-শত্রুকে বিনাশ করেন। তখনই অন্তর প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞানতাপূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে সে আলোক বিচ্ছুরণ সহজে সম্ভবপর হয় না। একটু অগ্রসর না হইলে আলোক লাভ ঘটে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম। আপনার প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। 'নক্তো' পদে সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি পাপহরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ'। 'সোম দিবাভাগে হরিদ্বর্ণ দেখায়, আর রাত্রিতে বিস্পষ্ট প্রকাশযুক্ত হয়'—ভাষ্যের এই ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যই অনুভব করি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যের অর্থ হইয়াছে 'অশ্বো গন্তার।' কিন্তু 'গো' শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ আমরা নিরুক্তাদির প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে 'গাবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে -'জ্ঞানকিরণসমূহ ' ভাবে ঐ পদের অর্থ হয় প্রজ্ঞানসম্পন্ন আত্মদর্শী ব্যক্তি।

'উরুগায়স্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ 'বহুভিঃ স্তুতস্য আত্মনঃ'। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাষ্যানুসারী অর্থ হইয়াছে—'সোম বহুলোকের স্তুত আপনার গতিকে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করেন।' কিন্তু আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ 'উরুগায়স্য' পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্ আত্মোৎকর্ষশীলান্।' ভাব এই যে,—বহুসৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবানে আপনাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই সে মিলনকর্ত্তা। শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্ম-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ। সুতরাং সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য—এই উদ্বোধন-ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থে তাই মন্ত্রের কয়েকটী বিচ্ছিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদিগের মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—"তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন, তিনি

অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।” বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষ্যে বৃষের ‘ন্যায় কলেবর স্ফীত করা’ বোধক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। ‘গাভী ইহার সহিত যাইতে পারে না’ - এই ভাব বুঝাইবার মতও কোনও পদেরই সমাবেশ দেখি নাই। ‘গাবঃ ন মিমিতে’ অংশে সে অর্থ আসিতে পারে না। ভাষ্য হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা যে আদৌ গ্রহণীয় নহে, মন্ত্রের ও ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে এরূপ বিরোধমূলক অর্থ কদাচ গ্রহণীয় নহে; সোমের শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ-মূলেও এতাদৃশ অর্থ একেবারেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা আমাদেরই পন্থার অনুসরণে এ সকল ব্যাখ্যা একেবারেই পরিবর্জ্জন করিয়াছি। * (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

—*—

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘স্বানাসঃ’ (নাদরূপাঃ ব্রহ্মস্বরূপাঃ বা) ‘সোমাসঃ’ (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘রথা ইব’ (রথাঃ যথা আরোহিণং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি, তদ্বৎ রথবৎ সৎস্কুসংবাহকাঃ) সন্তঃ অপিচ ‘অর্ব্বন্তো ন’ (অশ্বাঃ যথা আরোহিণং ক্ষিপ্রং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা অশ্ববৎ ক্ষিপ্রগামিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) ‘শ্রবস্যবঃ’ (পরমার্থধনাকাঙ্ক্ষিণাং) রায়ে (শ্রেষ্ঠধনসাধনায় — পরমার্থপ্রাপণায় ইতি ভাবঃ) ‘প্রাক্রমুঃ’ (প্রগচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন অভীষ্টং প্রাপ্নোতি মোক্ষাভিলাষী জনঃ ইতি ভাবঃ)। (৮ম—১খ ১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের নবম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নাদরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ) সুষ্ঠু-সংবাহক হইয়া, অপিচ (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপে) অশ্বের ন্যায় লক্ষপ্রগামী হইয়া, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠধন সাধননিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। (৮অ—১খ—১সূ—৪সা) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'রথা ইব' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো রথাঃ তথা, 'অর্ব্বন্তো ন' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো অশ্বাঃ তথা, 'প্রাশ্বঃ' শক্রভ্যঃ সকাশাদন্নমিচ্ছন্তো 'রায়ে' যজমানানাং ধনায় 'প্রাক্রমুঃ' প্রগচ্ছন্তি ॥ (৮অ ১খ - ১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটী প্রণিধান-যোগ্য। ঐ উপমাদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'স্বানাসঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ 'স্বানাসঃ' পদে 'অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোম অভিষবকালে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই ঐ 'স্বানাসঃ' পদের প্রতিপাদ্য, ভাষ্যের অর্থে যেন তাহাই প্রকটিত। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ 'স্বানাসঃ' পদে পরব্রহ্মের প্রতিই যে লক্ষ্য আছে, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'স্বান্' পদ শব্দার্থক স্বন্ হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রমতে নাদ—শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই 'স্বানাসঃ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মই যদি ঐ পদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ 'স্বানাসঃ' পদে সোমকে বুঝান হইল কেন? তাহারও হেতু আছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি অভিন্ন নহেন। যিনিই ভগবান, তিনি আবার তাঁহার বিভূতি; আবার যিনিই ভগবদ্বিভূতি, তিনিই আবার ভগবান্। শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। সৎস্বরূপে সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি; সৎই সত্তের আধার। সৎস্বরূপ ভগবান্ নিখিল সদ্ভাবের আধার। তিনিই উৎসস্থানীয়। তাই তাঁহাকে এবং তাঁহার বিভূতিসমূহকে নাদরূপ বা ব্রহ্মরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

এক্ষণে মন্ত্রের উপমাদ্বয়ের প্রতি [illegible] প্রথম উপমা—'রথা ইব।' ভাষ্যের ভাব এই যে,—'রথ যেমন গমনকালে শব্দ করে, সেইরূপ ভাবে অভিষবকালে শব্দ করিতে করিতে অর্থাৎ শব্দকারী রথের ন্যায়।' [illegible] বলিয়া ধরিয়া লইয়াই ভাষ্যকার ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অর্বন্তো ন' বাক্যের উপমারও অর্থ সেই হিসাবে হইয়াছে,—'শব্দং কুর্বন্তো অশ্বা ইব' অর্থাৎ শব্দকারী অশ্বের ন্যায়।' কিন্তু সোম যে উচ্চভাব প্রকাশ করে, তাহাতে উপমাদ্বয়ের এরূপ অর্থে ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না। তাই আমাদের অর্থ অন্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—ভগবানের নিকট পৌঁছান। শুদ্ধসত্ত্বই সেই অঘটন সংঘটনে সমর্থ। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবানের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব মন্ত্রে রথের সহিত উপমিত হইয়াছে। রথ যেমন মানুষকে তাহার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই মানুষকে তাহার পরম আশ্রয়—একমাত্র অভীষ্ট ভগবানে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। 'অর্বন্তো ন' পদের উপমায় ক্ষিপ্রগমনের ভাব প্রকাশ পায়। অশ্ব যেমন রথকে বা আরোহীকে দ্রুতগতিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি অশ্বের ন্যায় মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া [illegible] উপমা-দ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা [illegible] মনে করি। আবার যদি 'অশ্ব' পদের পূর্বপরিগৃহীত [illegible] অর্থ গ্রহণ করি, তাহা [illegible] উচ্চভাব প্রকাশ হইতে পারে। [illegible] শুদ্ধসত্ত্ব, অন্য দিকে [illegible] উভয়ই অদ্বিতীয় সহায়। [illegible] উভয়ই [illegible] ভগবানের [illegible] ফলতঃ, মোক্ষলাভে শুদ্ধসত্ত্ব এবং [illegible] জ্ঞানই একমাত্র সহায় [illegible] হইলে ঐ উভয়েরই যে আশ্রয় লইবার আবশ্যক, এ মন্ত্রে সেই উপদেশই [illegible]

ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়—গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে [illegible] বিশদীকৃত দেখিতে পাই। ভগবানের প্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানী এবং ভক্ত, তাঁহার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ, [illegible] জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; [illegible] জ্ঞানীর নিকট [illegible] প্রিয় [illegible] এইরূপে [illegible] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—'হে ভগবন্! সত্ত্বভাবের উন্মেষণ করিয়া দিউন। সেই সত্ত্বভাবের প্রভাবে সত্ত্বভাবের আধার আপনাকে প্রাপ্ত হই।'

ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাব-মূলক। মানুষকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সেই ভাবেই মন্ত্রের অবতারণা। মন্ত্রের যে [illegible] যে [illegible], আমাদের [illegible] মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং [illegible] তাহা প্রকটিত [illegible]—[illegible] আর। অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। [illegible]

---

*। [illegible] অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, প্রথম ঋক্।) [illegible]

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (রথাঃ যথা গন্তারং প্রতি সংগচ্ছন্তি, যদ্বা—গন্তারং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'হিন্বানাসঃ' (সদ্ভাবকাময়মানান্ জনান্ প্রতি, যদ্বা—তেষাং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) গচ্ছন্তি ইতি শেষঃ। 'ভরাসঃ কারিণামিব' (রথবাহকাঃ ভারবাহকাঃ বা যথা হস্তদ্বয়েন রথং ভারং বা ধারয়ন্তি তদ্বৎ) সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং) 'দধন্বিরে (ধারয়ন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং পরিচরন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সদ্ভাবশীলাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেন সদ্ভাবং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ - ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংগাহিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাব-কাময়মান ব্যক্তিগণের প্রতি অথবা তাহাদের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্তদ্বয়ের দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, সেইরূপ সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তি রূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্য্যা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাবার্থ—সদ্ভাবশীল জন কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৫সা) ॥

এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।" ভাষ্যের সহিত এই অর্থের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রথা ইব' যুদ্ধদেশং প্রতি যথা রথাঃ তথা 'হিয়ানাসঃ' যাগদেশং প্রতি গচ্ছন্তঃ সোমাঃ ঋত্বিজাং 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধন্বিরে' ধীয়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভরাসঃ' ভরাঃ 'কারিণামিব' যথা ভারবাহানাং বাহ্বোর্দ্ধীয়ন্তে তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—৫সা)॥

* . *

পঞ্চম (১১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বাবসম্পন্ন জন আপনাদের কর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় 'রথা ইব' এবং 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমাদ্বয়ে মন্ত্রের এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই ভাব অভিন্ন। রথ মানুষকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে ভগবানের সহিত সংযোজিত করে। 'ভরাসঃ কারিণামিব'—উপমায় শুদ্ধসত্ত্বধারণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার মস্তকস্থিত ভার ধারণ করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' রূপ দুই হস্ত ধারণ করে। 'গভস্ত্যোঃ' পদে সেই জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই হিসাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং।' সত্ত্বাবকে হৃদয়ে ধারণ—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। যে কারণে 'গভস্ত্যোঃ' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করি, সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্রবিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসান্নিকর্ষলাভ। সে পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আবার জ্ঞান ও ভক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্মই সে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমা অংশের সহিত 'গভস্ত্যোঃ' পদের সমাবেশে মন্ত্রের ভাব হইয়াছে এই যে,—ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার ভারকে ধারণ করে; তেমনই মোক্ষকামী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সত্ত্বাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সত্ত্বাব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেইরূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা বোধগম্য হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যিনি, তাঁহার

জ্ঞান-বিশ্বাস ধ্যান-ধারণার অনুরূপ অর্থই তিনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর হৃদয়ে সেই স্বরূপ-তত্ত্বের মাহাত্ম্য আপনি ফুটিয়া উঠিবে।

ষষ্ঠং সাম।*

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে।
যজ্ঞো ন সপ্তধাতৃভিঃ ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'রাজানো ন' (রাজানঃ ইব, যথা—রাজানো যথা) 'প্রশস্তিভিঃ' (স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্ভিঃ) প্রবর্দ্ধন্তে তথা 'যজ্ঞো ন' (যজ্ঞবৎ পবিত্রৈঃ বিশুদ্ধৈঃ) 'সপ্তধাতৃভিঃ' (সপ্তরশ্মিযুক্তৈঃ, অনন্ততেজঃসমন্বিতৈঃ সর্ব্বপ্রকাশকৈঃ বা ইতি ভাবঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ—সত্ত্বভাবাঃ বা) 'অঞ্জতে' (সংবর্দ্ধন্তে ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থস্তু—জ্ঞানিনঃ যথা জ্ঞানকিরণৈঃ শুদ্ধসত্ত্বং সমলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ বয়মপি শুদ্ধসত্ত্বসংগ্রহায় প্রবৃদ্ধাঃ ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ। (৮অ-১খ-১২সূ-৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ

রাজার ন্যায় অথবা রাজা যেমন স্তুতিকারীর দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন, সেইরূপ যজ্ঞের ন্যায় পবিত্র বিশুদ্ধ, অনন্ত-তেজঃসমন্বিত জ্ঞানরশ্মির দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সংবর্দ্ধিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ এই যে,—জ্ঞানিগণ যেমন জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে সমলঙ্কৃত করেন, সেইরূপ আমরাও যেন শুদ্ধসত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃদ্ধ হই—ইহাই সঙ্কল্প। (৮অ-১খ-১২সূ-৬সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

[illegible] সোমাসঃ সোমাঃ [illegible] স্বতিক্ষণীভিঃ [illegible] রাজানো ন [illegible] সপ্তধাতৃভিঃ [illegible] যজ্ঞো ন [illegible] যজ্ঞঃ [illegible] গোভিঃ [illegible] গোভিক [illegible] অক্তে অক্তে সংস্ক্রিয়ত ইতি। [illegible]

[illegible]

ষষ্ঠ (১১১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

[illegible]

হিসাব মত মন্ত্রের অর্থ সরল ভাবদ্যোতক। কিন্তু কয়েকটী পদের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। প্রথমে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাব প্রদান করিতেছি। ভাষ্যের অর্থ,—রাজার ন্যায় সোমঃ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা সপ্তহোতা কর্তৃক যজ্ঞের ন্যায় গো-বিকার হবিঃ [illegible] বার বলেন,—'স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হয়েন এবং সপ্তহোতা দ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়।'' [illegible]

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণের উপরই ভাব-সুসঙ্গতি নির্ভর করে। [illegible] যে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত [illegible] ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের অন্তর্গত পদ-সমূহের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের ভাবও সেই ভাবেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'গোভিঃ' 'সপ্তধাতৃভিঃ' এবং 'যজ্ঞো ন' ও 'রাজানো ন' উপমা দ্বয়ের তাৎপর্য্যের উপরই মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ নির্ভর করে বলিয়া মনে করি। 'গোভিঃ' পদে যে জ্ঞানকিরণসমূহ বুঝায়, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। 'সপ্তধাতৃভিঃ' পদে সপ্তরশ্মির ভাব মনে আসে। আমরা যিনি সপ্তলোক ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকেই আমরা 'সপ্তধাতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞান স্বরূপ ভগবান্ ত্রিবেকবাণী রূপে সেই সপ্তধামে বিরাজিত হইয়া সপ্তলোক পালন করেন বলিয়া তাঁহাকে সপ্তধাতা বলিয়া থাকে। 'সপ্ত' শব্দে অনন্ত অর্থ প্রাপ্ত করেন। বেদের বহুস্থলে ঐ 'সপ্ত' পদের প্রয়োগ আছে। ইতিপূর্ব্বেও সেবিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে 'সপ্তধাতৃভিঃ' পদের সহিত 'গোভিঃ' পদের অন্বয়ে, ঐ দুই পদের তাই অর্থ হইয়াছে,—'সপ্তলোকজ্ঞ-সমাশ্রিতৈঃ জ্ঞানরশ্মিভিঃ'।

* * *

এক্ষণে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমাদ্বয়ের তাৎপর্য্য-বিষয় অনুধাবন করুন। 'যজ্ঞঃ ন' উপমা [illegible] 'যজ্ঞ' পদ শ্রেষ্ঠত্ব এবং পবিত্রতাজ্ঞাপক। গীতায় ভগবদুক্তিতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নরনারায়ণ ভগবান যখন কহিলেন,—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি', তখনই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব এবং [illegible] যজ্ঞের [illegible] তাৎপর্য্য অনুভূত হয় যে, যেমন ভগবৎকার্য্য, [illegible]

শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করে। মন্ত্রের প্রথম উপমা বাক্য—'রাজানো ন'। উহার সহিত শেষাংশের সম্বন্ধ খ্যাপনে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—রাজা যেমন স্তুতিবন্দনাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; পরমপবিত্র অনন্তশক্তিসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি প্রবর্দ্ধিত হন। অতএব ভাব এই যে,—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে মানুষের উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প—আমরা যেন তাহাই করিতে সমর্থ হই। * (৮অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।

১ ২ ৩ ১ ২

মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতাঃ, ব্রহ্মস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'বর্হণা গিরা' (স্তোত্রকর্ম্মণা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) প্রবর্দ্ধিত সন্ 'মদায়' (পরমানন্দ-দানায়—শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ ধারয়া' (মধুররসযুক্তেন প্রবাহেন, যদ্বা—অমৃতপ্রবাহেন ইতি ভাবঃ) 'পরি অর্ষন্তি' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, প্রক্ষরন্তি চ তেষাং প্রার্থনা-কারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। (৮অ-১খ—১সূ-৭সা)।

অথবা,

'মধোঃ' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হণা' (মহত্যা, মহত্ত্বাদি-সম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যর্ষন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৮অ—১খ-১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্)।

অমৃত প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপ ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। (৮অ—১খ—১সূ—৭সা)।

অথবা,

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৮অ—১খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' সূয়মানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বর্হণা' মহত্যা 'গিরা' স্তুতি-রূপয়া বাচা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মদায়' মদার্থং 'মধোঃ' মধুর-রসস্য 'ধারয়া' 'পরি অর্ষন্তি' পরিতো গচ্ছন্তি। 'পরিস্বানাসঃ'—'পরিসূয়মানাসঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'সুতাঃ' ইতি চ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়, সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে—হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা স্বানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন।

দ্বারা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অভিমুখে মনের একাগ্রতা ...

কেন্দ্রীভূত হয়। সৎকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা মোক্ষলাভের বিশিষ্ট উপায়। সাধক আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া যখন তাঁহার নিজের শুভাশুভ সদসৎ সমস্ত ভগবানের ...

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত উষসো ভগম্।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সূরা অণ্বং বি তন্বতে ॥ ৮ ॥

—মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা—

... যোগ্যাঃ, ... প্রখ্যাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—...

বঙ্গানুবাদ

... পরমদেবতা ভগবানের প্রীতিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের ... হৃদয়ে পরমার্থপ্রদ দিব্যজ্যোতিঃ প্রেরণ করে; আপিচ, সূর্য্যের ন্যায় ...

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশম সূক্তের চতুর্থী ...

দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অণু-পরমাণুক্রমে সত্ত্বভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,--সত্ত্বভাব-প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)। (৮অ—১খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিবস্বতঃ' দীপ্তিমতঃ ইন্দ্রস্য 'আপানাসঃ' আপানভূতাঃ 'উষসঃ' 'ভগং' শোভাং 'জনয়ন্তঃ' প্রেরয়ন্তঃ 'সুরাঃ' সরন্তঃ সোমাঃ 'অপ্বং বি তন্বতে' অভিষব-বেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি। 'জিনন্তঃ'—'জনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১প—১৮ ৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাই সে সমস্যার মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থ একরূপ, আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সমস্যা-সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ। ভাষ্যের অর্থ -'ইন্দ্রের পানযোগ্য উষার শোভাবর্দ্ধনকারী দ্রুতগমনশীল সোম অভিষবকালে শব্দ করেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা -'ইন্দ্রের আপানভূত উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সুর সোম শব্দ করিতেছেন।'

আমাদিগের অর্থ আবার অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং ভাষানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ পরমার্থলাভে সমর্থ হয়; সুতরাং সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে পরমার্থ-লাভে সকলেই যেন প্রযত্নপর হয়—মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় দুইটী বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'উষাকাল' - সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে সে হিসাবে উষা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানোন্মেষঃ' সূর্য্যের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নাই, - পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, 'উষসঃ' সেই অবস্থা। সূর্য্যের উদয়ে—জ্ঞানের উদয়ে, উষা অলঙ্কৃত হয়েন। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান হৃদয়ের শোভা প্রবর্দ্ধিত হয়। 'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছে। বিবরণকারের মতে 'সুরাঃ' পদে 'সূর্য্য ইব দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

তার পর 'অপ্বং বিতন্বতে' মন্ত্রাংশের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে উহার অর্থ হয়,—'অভিষব-সময়ে উপরবে শব্দ করে।' সোমলতার রস নির্গমন মনে করিলে, হয় তো মন্ত্রাংশের এইরূপই অর্থ হয়। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হয়, -'অণুপরমাণুক্রমে সত্ত্বভাবসংজনন করে।' ভাব এই যে,—সূক্ষ্মভাবে

ভগবানের নিকট পৌছান যায় না। তাই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুরূপে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষের সেরূপ একাগ্রতা থাকিলে, অণু-পরমাণুরূপে ভগবানই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণরেখাক্রমে বিশ্বের যাবতীয় অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েন, শুদ্ধসত্ত্বও সেইভাবে মানুষের অন্তরে উপস্থিত হয়েন। মন্ত্রাংশে এই উচ্চভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। * (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)।

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণো হরস আয়ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মতীনাং কারবঃ' (সদ্বুদ্ধীনাং প্রজ্ঞাপকাঃ, প্রেরয়িতারঃ বা) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ সদ্ভাবাঃ বা 'প্রত্নাঃ' (পুরাণাঃ; যদ্বা—নিত্যাবস্থমানাঃ চিরনবীনাঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, কাময়মানাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (সংরচয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি)। অয়মপি নিত্যসত্য-মূলকঃ। তত্ত্বদর্শিনঃ এব সদ্ভাবাঃ সংজনয়িতুং শক্নুবন্তি। তে খলু তেন সদ্ভাবেন পরমার্থং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

অথবা,

'মতীনাং' (সদ্বুদ্ধীনাং) 'কারবঃ' (প্রজ্ঞাপকানাং, প্রেরয়িতৃণাং বা) 'প্রত্নাঃ' (পুরাণানাং, নিত্যবিদ্যমানানাং, চিরনবীনানাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকানাং) শুদ্ধসত্ত্বানাং 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, আকাঙ্ক্ষিনঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (জনয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, পঞ্চমী ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আদি, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য-বিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকামনাপর তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—তত্ত্বদর্শিগণই সদ্ভাবজননে সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই সেই সদ্ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত করিয়া থাকেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)॥

অথবা,

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্ম্মসমূহই সম্পাদন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং

'মতীনাং কারবঃ' স্তুতীনাং কর্ত্তারঃ 'প্রত্নাঃ' পুরাণাঃ 'বৃষ্ণঃ' সেচকস্য সোমস্য 'জনয়ঃ' আহর্ত্তারঃ 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ বা ... যজ্ঞস্য ... 'পদ পার্থ্বন্তি' বিবৃণ্বন্তি॥ ৯॥

* * *

নবম (১১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 'মতীনাং কারবঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রের রচয়িতা' এবং 'প্রত্নাঃ' পদের 'পুরাণাঃ' অর্থে সেই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাব হইয়াছে যেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেদের নানা স্থানে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য—ভগবন্মুখনিঃসৃত। যে কারণে এ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, তত্তৎস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমরা 'মতীনাং' পদের 'সদ্‌বুদ্ধিনাং' অর্থ পরিগ্রহ করি। যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিকাশ করিয়া সংসারীকে সদ্‌বুদ্ধি দান করেন, তিনিই 'মতীনাং কারবঃ'। সত্যজ্ঞানই মানুষের সদ্‌বুদ্ধির উন্মেষকারী। সত্ত্ব-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-মানুষকে সেই সত্য-জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তাঁহাকে সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি 'পুরাণাঃ' অর্থাৎ চিরনবীন বা চিরনূতন। তিনি সত্যরূপে চিরবিদ্যমান—তিনি চিরনূতন—তাই

'পুরাণ'। এখানে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে 'পুরাণাঃ' পদে সেই পুরাণপুরুষ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। ভগবান যেমন চিরনূতন, তাঁহার বিভূতিও তেমনই চিরনূতন। তাই 'পুরাণাঃ' বিশেষণ-পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'দ্বারা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞস্য দ্বারাণি' অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বার-সমূহ। যজ্ঞের দ্বার বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে সকল উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকেই যজ্ঞের দ্বার বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে যে সকল উপায়পরম্পরা অবলম্বন করার আবশ্যক, যে কর্মে অন্তরে সেই সত্ত্বাদের উদয় হয়, আমরা 'দ্বারা' পদে সেই 'শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিজন সত্ত্বাবপরিবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,—শেষাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। * (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমীচীনাসঃ' (সমীচীনাঃ—অভিজ্ঞাঃ, কর্ম্মাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ অর্চ্চকাঃ ইতি ভাবঃ) 'একস্য' (একমেবাদ্বিতীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানং, হৃদয়রূপং অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তি, উৎকর্ষসম্পন্নং করোতি ইতি যাবৎ)। তেন প্রীতিযুক্তঃ সন সঃ ভগবান্ 'সপ্তহোতারঃ' (সপ্তধামভিঃ, নিখিলবিশ্বব্যাপনাৎ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক্)। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।' মন্ত্রের 'হরয়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'আহারকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ আহরণকারী। তার পর, বিবরণকারের মতে ঐ পদে 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'হরতে দীপ্তৌ' এই অর্থে 'হরয়ঃ' পদের 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'আহারকারী' অর্থ কেহই অধ্যাহার করেন নাই। ব্যাখ্যাকার আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে একটা 'নূতন কিছু' করিয়া গিয়াছেন।

দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'আশত' (ব্যাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রীণনায় আত্মনঃ উৎকর্ষসাধনং বিধেয়ং। অতঃ আত্মোৎকর্ষসাধনায় বয়ং প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ-১খ—১সূ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমীচীন অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন অর্চ্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষ-সম্পন্ন করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই। (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমীচীনাসঃ' সমীচীনাঃ 'জানয়ঃ' জাতিসদৃশাঃ 'একস্য' সোমস্য 'পদং' স্থানং 'পিপ্রতঃ' পূরয়ন্তঃ 'সপ্ত হোতারঃ' যজ্ঞে 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তি। 'আশত'—'আসত'—ইতি পাঠৌ, 'জানয়ঃ'—'জাময়ঃ' ইতি চ। (৮অ-১খ ১সূ-১০সা)॥

* * *

দশম (১১২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জানয়ঃ', 'সপ্তহোতারঃ' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে ঐ দুই পদ প্রায় একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উহার অর্থ হইয়াছে—'জাতিসদৃশাঃ'; কিন্তু বিবরণগ্রন্থে 'সপ্তজানয়ঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া, সেই 'সপ্তজানয়ঃ' পদের পরিচয়ে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার হোতার নাম উল্লিখিত দেখি। কিন্তু 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে, যাঁহারা কর্ম্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সে হিসাবে, যাঁহারা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারাই 'জানয়ঃ'। তদনুসারে আমরা 'জানয়ঃ' পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় কি? কর্ম্মের কত বিভাগ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও সময় সময় মুহ্যমান হন। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া

যাঁহারা কর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হন, তাঁহারই কর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হিসাবেই 'আময়ঃ' পদে 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'সপ্তহোতারঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হোতারঃ' পদের অর্থ—'দেবভাবানাং আহ্বাতারঃ'। এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হইলেই সে হৃদয়ে দেবভাবের ও দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাহারাই দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এখন 'সপ্ত হোতারঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যাদির অভিমত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'সপ্ত', 'ত্রি' প্রভৃতি শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সপ্তপৃথিবী পদে 'সপ্তলোক'—বিশ্বভুবন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। তাই 'সপ্তহোতারঃ' পদে, যাঁহারা 'সপ্তভুবন হইতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।' এই ভাবে 'সপ্তহোতারঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'সপ্তধামভিঃ, যদ্বা নিখিলবিশ্বব্যাপিনাং দেবভাবানাং আহ্বাতারং।' তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অর্থ হয়—'সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান, নিখিলবিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন' অর্থাৎ যাঁহারা সদ্ভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

'একস্থ' পদের 'সোমস্থ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোমকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে ঐ 'একস্থ' পদের সার্থকতা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ঐ 'একস্থ' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'সমীচীনাসঃ' এবং 'আময়ঃ' পদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'একস্থ' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়স্থ ভগবতঃ' অর্থই সুসঙ্গত। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন।' অন্তরের উৎকর্ষ-সাধন একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আপনার অন্তরকে ভগবানের উপযুক্ত আসনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। উৎকর্ষসাধন না হইলে—সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে 'ভগবানের উপযুক্ত আসন রূপে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বসহকারে ভগবচ্চরণে আত্মবলিদান করিতে পারি।' * (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' এই ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুসারী নহে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

একাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে।
৩ ১র ২ ৩ ১ ২
কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাভিং' (সৎকর্ম্মণঃ মূলং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নাভা' (সৎপ্রবৃত্তি-মূলে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'আদদে' (ধারয়াম); তস্মাৎ অহং 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং শক্নোমি)। কিঞ্চ 'কবেঃ' (ক্রান্তকর্ম্মণঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি ভাবঃ) 'অপত্যং' (অংশুং, সূক্ষ্মতমাংশং জ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদুহে' (সম্যক্ দোগ্ধুং শক্নোমি, সংজনয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্প মূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবেন সজ্জ্ঞানং প্রাপ্তব্যং। অতঃ সজ্জ্ঞানলাভেন সৎস্বরূপস্য স্বরূপং বিজানীয়াং। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মমূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি। তদ্দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। অপিচ ক্রান্তকর্ম্মা শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করিতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সজ্জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সজ্জ্ঞান লাভ করিয়া সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানিতে পারি)। (৮অ—১খ—১সূ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং' যজ্ঞস্য নাভিভূতং সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'নাভা' নাভৌ অহং 'আদদে' সোমং পীত্বা নাভিস্থানে করোমীত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'চক্ষুষা' 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং। কিঞ্চ, 'কবেঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মণঃ সোমস্য 'অপত্যং' অংশুং 'আ দুহে' আ পূরয়ামি। 'চক্ষুষা সূর্য্যাদৃশে'—'চক্ষুশ্চিৎ সূর্য্যে সচা'—ইতি পাঠৌ। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা)।

* * *

একাদশ (১১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ব্যাখ্যার ভাবও তদনুরূপ। ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান করিয়া আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখিব। কি জন্য?—না, সূর্য্য দেখিবার জন্য। অপিতু ক্রান্তকর্ম্মা সোমের অংশু আমরা পূরণ করি।' এখানেও সোম-মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-হেতু সূর্য্য একরূপ অদর্শনই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এ সোমপানে সূর্য্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে; সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম। এ সোম আবার তবে কি পদার্থ? যে সোম পান করিলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করিলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, সে সোম অবশ্যই মাদক-দ্রব্য নহে। সে সোম অবশ্যই কোনও অপার্থিব সামগ্রী। তাই সেই সোম আমাদের ভগবদংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি—উন্মেষকারী সেই ভগবদ্বিভূতি। সদ্ভাবের উন্মেষক সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

এখন মন্ত্রে আমাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'নাভিকে' মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। নাভি কেন্দ্র-স্থানে; নাভিতেই প্রাণ অবস্থিত। "পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।" নাভির পুরোভাগে প্রাণ এবং পশ্চাদ্ভাগে অপান বায়ু বিদ্যমান। যে উভয়বিধ বায়ুর—প্রাণাপান বায়ুর সংরক্ষক—তাহাই নাভিতে সংরক্ষিত। সুতরাং এক হিসাবে নাভিকে মূল বলা চলিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাভিং' পদে ভাষ্যকার 'যজ্ঞস্য নাভিভূতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, 'নাভিং' পদে তাহাকেই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার কর্ম্মের মূল যেমন 'নাভি'; সদ্বৃত্তির মূলও সেই 'নাভি'। সদ্বৃত্তির মূল সেই 'নাভা' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। এই ভাবে, 'নাভা নাভিম্ন আদদে' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাকে সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি।' 'সূর্য্যং দৃশে' বলিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

ফলতঃ, মন্ত্রে এক আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্বৃত্তির উন্মেষণ, সদ্বৃত্তিতে ভগবদ্বিভূতির করুণালাভে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষণ এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে প্রকটিত। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবেঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিবার কি আবশ্যক? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানের সন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে। সে পক্ষে তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি

প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে পৌঁছিতে পারিবে কিরূপে—কিসের সাহায্যে! তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবে! ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া যায়।' ভগবানের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। লৌকিক ব্যবহারে যেমন বৈজ্ঞানিকের নিকট বৈজ্ঞানিকের আদর, ধর্ম্মপরায়ণের নিকট যেমন ধার্ম্মিকের আদর, সর্ব্বত্রেই তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—'আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপগুণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপগুণ-বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা তিনি তাহারই আদর করেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তাই তিনি সৎকর্ম্মশীলকে আদর করিয়া থাকেন; তিনি সত্য সৎস্বরূপ, তাই তাঁহার নিকট সত্যের ও সতের সমাদর; তিনি ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তাই তিনি ভক্তির ডোরে ভক্তের নিকট চির-আবদ্ধ। * (৮অ—১খ—১সূ ১১সা)।

—*—

দ্বাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্য্যুভির্গুহা হিতম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, অষ্টমী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা; "আমি যজ্ঞের নাভিভূত (সোমকে; আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি। চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরঃ' (শোভনবীর্য্যবন্তঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (গুহায়াং—হৃদ্রূপায়াং ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (নিহিতং, বিরাজমানং) 'দিবঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (আনন্দময়ং) 'পদং' (স্থানং—অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'অভিপশ্যতি' (দর্শতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ জ্ঞানপ্রভাবেন পরমাত্মানং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি অথবা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবেন হৃদি ভগবদধিষ্ঠানং পশ্যতি। (৮অ -১খ ১সূ—১২সা)।

অথবা,

'সুরঃ' (জ্যোতিরাধারঃ, যদ্বা—সূর্য্য ইব স্বপ্রকাশঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'হিতং' (নিহিতং) 'প্রিয়ং' (পরমানন্দদায়কং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যতি' (দর্শতি, গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদয়ে স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎকৃপালাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়েম। (৮অ ১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, যদ্বা প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য—আত্মদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ 'সুরঃ' (সূর্য্যঃ ইব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। অপিচ, সঃ ভগবান 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (তেষাং জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নানাং ইতি যাবৎ) 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়কং) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যতি' (দর্শতি, উদিতঃ ভবতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ—১খ—১ —১২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভন-বীর্য্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে (আপনার) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

জ্যোতির আধার অথবা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে

নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৮অ—১খ—.সূ—১২সা)।

* * *

অথবা,

জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নদিগের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহাদের হৃদয়ে) উদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক)। (৮অ—১খ—.সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সূরঃ' সুবীর্য্যঃ ইন্দ্রঃ 'চক্ষসা' চক্ষুষা 'দিব.' দীপ্তস্য আত্মনঃ 'প্রিয়ং পদং' অধ্বর্য্যুভিঃ 'গুহা' গুহায়াং হৃদয়ে 'হিতং' নিহিতং পীতং সোমং 'অভি পশ্যতি'। 'প্রিয়ং'—'প্রিয়া' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—১খ—.সূ ১২সা)॥

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধ হইলে ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, আর সেই জ্যোতিঃ পরমপদ-প্রাপ্তির সহায়ভূত হইয়া থাকে,—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদৃষ্টি-লাভের এবং শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য্য ইন্দ্রদেব আপনার পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখিতেছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম—'গুহায়াং হিতং' পদের এরূপ অর্থও কেহ কেহ অধ্যাহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোম যে মাদক দ্রব্য এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মদ্যপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু দেবতা

কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, তৎসম্বন্ধে একটু দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, আমরা মনে করি, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড প্রবল; কর্ম্মকাণ্ডের প্রবল প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া, কর্ম্মকাণ্ডের অনুকূল সিদ্ধান্তই প্রকটিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দেবতা, সোম প্রভৃতির তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধভাবে বিবৃত করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ নহে। ভগবান বিশ্বরূপ। তাঁহার নাম রূপের অন্ত নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ গুণও তেমনই অনন্ত। তাঁহার অনন্ত নামরূপের মধ্যে 'ইন্দ্র' তাঁহার একটী নাম। তাঁহার নামরূপকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া, তিনি অনন্তকর্ম্মা বলিয়াই—অনন্ত রূপগুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি যাঁহারা 'ইন্দ্র' নামে সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে;" অর্থাৎ,—ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন। আবার যাঁহারা বিষ্ণু হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ কারণরূপে ধারণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞাননেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ এবং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

"তুচ্ছাঽনির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এইরূপ মতবিরোধ, তখন যিনি বাক্য ও মনের অতীত অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমাদের শাস্ত্রসমূহ যে কঠিন কঠোর ভাবে অধিকারীর ও অনধিকারীর স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ মাত্র। আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমসুখসাধন। অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক,—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও সাগরসম্মিলনই যেমন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশেরও সেইরূপ লক্ষ্যই বুঝিতে

হইবে। সাগরে মিলিত হইলে, যেমন নদীর নাম রূপ সমস্ত লোপ পায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই আত্মার আত্মসম্মিলন সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের এইরূপ লক্ষ্য হয়, শাস্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নামরূপ বিমুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে লীন হউক,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইন্দ্র বায়ু, বরুণ,—যে ভাবেই যে নামে যে রূপেই মানুষ তৃপ্তি লাভ করে,—তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই নামে সেই ভাবেই ভগবদভিমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধিকারী সম্বন্ধে সেই অনন্তকে বিভিন্ন নাম রূপে প্রকটিত করা হয়। এই ভাবে বুঝিলেই ইন্দ্রকে আর মাদকদ্রব্য প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আসে না ; অথবা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়াও উপলব্ধি জন্মে না। তখন তাঁহাকে যে সোম প্রদান করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, সে সোম সেই মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস নহে। তখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, সে সোম তাহাই। সোম-সুধা সেই জ্ঞান-কর্ম্ম মিশ্রিত ভক্তি-সুধা।

'চক্ষসা' অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে যখন এই ভাব উপলব্ধ হয়, তখনই মনোমধুকর ভগবানের চরণ-কোকনদে মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে, সেই চরণই এ সংসারের সার-সামগ্রী। সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। তখন সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারের সকল মায়-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবধি নাই। তখন কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা—এমনই তীব্র—এমনই মহান্। ভক্ত সাধক যখন সৎস্বরূপের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহের যে কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কর্ম্মের—সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান থাকে না। শুদ্ধসত্বই সচ্চিদানন্দরূপ, শুদ্ধসত্বই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হৃদয়ে উপজিত হইলেই তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ফলতঃ, জ্ঞানই ভগবানকে এবং তাঁহার শুদ্ধসত্বরূপ বিভূতি-সমূহকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আনে ; জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' এবং 'চক্ষসা' পদদ্বয়ে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণই অন্তরে ভগবদ্বিধান প্রত্যক্ষ করেন' ; পূর্ব্বোক্ত ভাব পরম্পরায়ই এতদুক্তির সার্থকতা বলিয়া

মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব প্রকটিত। তৃতীয় অন্বয়ের ভাবও অভিন্ন। সদ্ভাবেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবান সেই সজ্জনের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া তথায় আগমন করেন।' ফলতঃ, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,— মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। * (৮অ-১খ-৫দ-১২সা)।

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ র ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২র র ১র
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। প্রকাব্যম্। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২ ৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র১
না ৩ ম্নি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধুঃপবাকাঃ। পদাবরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িঔ ৬ ৫ ৬ ন॥ প্রত্ন্যসানাঃ।

২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ ২১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১
তৃপলা। বর্য্যমচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষপ। গা অয়াস্বঃ। অঙ্গোবিণাম্।

২১র ৩ ৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ২ ৪
পবমা। নস্যসখায়াঃ। তুর্ম্মর্ধংবা। গা ৩ প্রা। দা ৩ ৪ ৩। তী ৩ গা ৫

২ র ১ ২ ১ র ২ ০ ৪ ৫ ২ র ১ র ২ ১
কা ৬ ৫ ৬ ম॥ সবোজতারি। উক্রগা। যন্তজ্ঞতীম্। বৃথাক্রীড়া। জা ৩ ম্মিম।

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ ২ ২
স্তেনগাবাঃ। পরীণসাম্। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। ও ৩ হো ৩ হোয়ি।

র ১ ২১ র ২ ২ ৪
দিবাহরায়িঃ। দদৃশে। না ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ ভ্রা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* . *

২র র ১ ২১র ২ ১ র ২৩ ৪ ৫ র১র র
২। হাউহাউ। হুপ। প্রকাবিয়াম। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২^ ৩৪ ৫ ২ ১ ২ ২^ ৩৪ ৫ ২২র
না ৩ ম্নি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩। ধুঃপবাকাঃ। পদাবরা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, নবম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।"

২　১　২　২　৪　২ ১ র
হো ৩ অভি । আ ৩ ৪ ৩ য়ি । তী ৩ য়া ৫ য়িত্তা ৬ ৪ ৬ ন । প্রহ৮ সাসাঃ ।

২ ১ র　২ ৩ ৪ ৫　২১র　২ ১　২n৩ ৪ ৫　২ ১র　২
তৃপলা । বয় মচ্ছা । অমাদস্তাম্ । বৃষগ । গাঅয়াশ্বঃ । অঙ্গোবিণাম্ । পবমা ।

২ ৩ ৪ ৫　২ ১　২ ^ ১　২　২　৪
ন৮ সথায়াঃ । দুর্ম্মর্ষংবা । গা ৩ প্রব । দা ০ ৪ ৩ । তী ৩ দা ৫ কা ৬ ৫ ৬ ম্ ।

২ ১র　২১ র　২৩ ৪ ৫　২১র র　২　১　২^৩ ৪ ৫
দযোজতায়ি । উরুগা । যজ্ঞজ্‌তীম্ । বৃথাক্রীড়া । তা ৩ স্মিম । তেনগাদাঃ ।

২১র　২ ১ র　২ ৩ ৪ ৫　২র র　১　২১র
পরীণসাম । ক্রণুতে । তিগ্মশৃঙ্গাঃ । হাউহাউ । হুপ । দিবাহরায়িঃ ।

২ ১ র২^　২　৪
দদৃশোনা ৩ ৪ ৩ । ক্ষা ৩ মা ৫ জ্র্া ৬ ৫ ৬ ঃ ॥

* * *

২ র ১　২ ১র　— ১র　২র র১র　২র ১
৩ । প্রকাবিয়াম্ । উশনেবা । ব্রু ২ বাণাঃ । দেবোদেবা । নাজ্ঞানমা ।

— ১　২ ১　২ ১　— ১র　২ র১
বা ২ য়িবক্তায়ি । মাহব্রতাঃ । শুচিবন্ধুঃ । পা ২ বাকাঃ । পদাবরা ।

২র ১　১র　১　২　১র　২ ১ র　—
হোআভিয়ায়ি । তী ২ রেভা ৩ নাউ । প্রহ৮ সাসাঃ । তৃপলাবা । য় ২

১　২ র১　২১　—১র　২ র ১　২ ১র
মচ্ছা । অমাদস্তাম্ । বৃষগণাঃ । আ ২ য়াষুঃ । অঙ্গোষণাম্ । পবমানাম্ ।

—১র　২ ১　২ ১　— ১র২　১　২ র ১
দা ২ থায়াঃ । দুর্ম্মর্ষংবা । গংপ্রবদাঃ । তী ২ সাকা ৩ মাউ । সযোজতায়ি ।

২ ১ র　—১র　২ র ১র　২ ১　— ১র
উরুগায়া । জ্যা ২ কৃতীম্ । বৃথাক্রীড়া । তস্মিযতে । না ২ গাবাঃ ।

২ র১　২ ১ র　— ১　২ র১　২১র　—
পরীণসাম্ । ক্রণুতেভায়ি । গ্মা ২ শৃগাঃ । দিবাহরায়িঃ । দদৃশেনা । ক্ষা ২

১ ২　১ ১ ১ ১
মৃজ্ঞা ৩ ১ উ । বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

* * *

৩　৫　৩ ২　৪ ৫　২১র ২ ১　২ ১ র　২৩ ৪ ৫
৪ । হো ৪ বা । উহুবা ৩ । হোবা । প্রকাবিয়াম্ । উশনে । বক্রুবাণাঃ ।

২র১র ২র　২　১　২^৩ ৪ ৫　২ ২ ১　২ ১　২^ ৩৪ ৫
দেবোদেবা । না ৩ গ্নানি । মাবিবক্তী । মহিব্রতাঃ । শুচিব । ধুঃপবাকাঃ ।

২১র২১ ২ ১ ২n৩৪৫ ২১ ১র১ ২১র ২৩৪৫
সদাবরা। হো ৩ অভি। ঐতিরেতান্। প্রতচ্ছাসাঃ। তৃপলা। বয়ুমচ্ছা।

২১র২১ ২১ ২৲৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২৩৪৫
স্মাদস্থাম্। বৃষণ। সারআস্থঃ। অঙ্গোষিণাম্। পবমা। নচ্ছদথায়াঃ।

২১২১ ২ ১ ২n৩৪৫ ২১২১ ২১র ২n৩৪৫
ভুর্ম্মবংবা। পা ৩ প্রব। দক্ষিসাকাম্। সযোজতারি। উরুগা। যসুজতীম্।

২র২র১ ২ ১ ২৲৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২n৩৪৫
সুপাক্রীড়া। তা ৩ স্মিম। তেনগাবাঃ। পরীণসাম্। ক্রণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ।

২র২১ ২১র ২৩৪৫ ৩ ৫ ৩২
দিবাচরাধি। দদৃশে। নক্তমৃজ্রাঃ। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৫ ৫
হোবা ৬ হাউবা। ১-১২। *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১২
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্ম্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য যোজনা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধর্ম্মন্' (ধারণগুণং, ধারণশক্তিং ইত্যর্থঃ, যদ্বা সত্যোৎপাদিকাশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ, যদ্বা -তেষু জ্ঞানবিশিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'অস্য' (সত্যস্য) 'যোজনাঃ' (প্রযোজকাঃ) 'সুশ্রিয়ঃ' (শোভনশ্রিয়ঃ, মঙ্গলদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (মার্গেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে —সাধকৈঃ ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং মার্গং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (বিজ্ঞাপয়ন্তি, প্রদর্শয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ); অথবা সত্ত্বভাবাঃ 'পথা' (সন্মার্গেণ) 'অসৃগ্রং' (পরিচালয়ন্তি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ।)। (৮অ ২খ ১দ -১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দ্বাদটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে, (১) "পার্থং" (২) "বাহারং" (৩) "প্রবর্গ্যবং" এবং (৪) "কুৎসস্যারথীয়ং।"

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের ধারণ-শক্তি বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্যোৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রযোজক মঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম সাধন-সমর্থ মার্গ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সন্মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' অনেন যজমানেন কৃতান্ 'যোজনা' তদ্দেবতাযোগ্যান্ দধস্থান 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'সুশ্রিয়ঃ' শোভনশ্রয়ণাঃ 'অসৃগ্রং' হবির্দ্ধানাৎ সৃজ্যন্তে। 'যোজনা'—'যোজনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাহা ধারণ করে, যে শক্তির বলে বস্তু বিধৃত আছে, যে শক্তি না হইলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না, তাহাই উক্ত বস্তুর ধর্ম্ম। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মবলেই বস্তুর পৃথক সত্তা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। উহাই বিশ্বের ধর্ম্মশক্তি। সে ধর্ম্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিই বিশেষ অনুস্যূত হইয়া আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ধর্ম্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি এই ধর্ম্মশক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। মন্ত্রে এই চিরন্তন সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্যপথে সৃষ্ট হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ মিলন নাই। এই ব্যাখ্যায় কোন উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। "সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ" বাক্যাংশের কোনও অর্থই হয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভাষ্য আরও অস্পষ্ট। ভাষ্যকার 'অস্য'

পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অনেন যজমানেন কৃতান্'। কিন্তু এই দুরার্থ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায়ও মূলমন্ত্রের ভাবের সহিত কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৮অ—২খ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২৩ ১র ২র
প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে।
৩ ২৩২৩ ১ ২
হবির্হবিষু বন্দ্যঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিঃষু' (ভগবৎপূজোপকরণেষু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং) এব 'বন্দ্যঃ' (শ্রেষ্ঠং, প্রার্থনীয়ং); 'হবিঃ' (ভগবৎপূজোপকরণং) 'প্র' (প্রবর্ত্ততে—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); তেন সহ 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'মহীঃ' (মহান্) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'বি গাহতে' (সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বেন অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-পূজোপকরণ-সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে; তাহার সহিত অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'হবিঃষু' হবিষাং মধ্যে 'বন্দ্যঃ' স্তুত্যঃ 'হবিঃহবিরাত্মকঃ যঃ সোমঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' সতীবরীঃ 'বিগাহতে' তস্য 'মধোঃ' সোমস্য 'অগ্রিয়ঃ' মুখ্যা ধারাঃ প্রপতন্তীত্যর্থঃ । 'মধোঃ' —'মধ্বঃ' ইতি পাঠৌ । (৮অ - ২থ - ১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১২৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

—————•:§ ⁚ §:•—— ——

সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে ভগবৎপূজার উপকরণেরও পার্থক্য হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্য প্রতীকোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত বিবিধ ভগবদারাধনার প্রণালী বর্ত্তমান আছে। সাধক তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। উদার আর্য্যধর্ম্মে তাই নিম্নশ্রেণীর পূজারও স্থান আছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে—শক্তির তারতম্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তাই মানুষের ভগবৎপূজাপ্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। এই বিভিন্নতার আরও একটী বড় কারণ—হৃদয়ভাবের বিভিন্নতা। বাহ্য অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়—পবিত্র হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই ভগচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—"হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ অপঃ" ভগবৎ পূজার উপকরণের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবামৃতই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বাহ্যানুষ্ঠান হৃদয়ভাবের সাহায্য করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাই সমগ্র বস্তু নয় বা হইতেও পারে না। হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সকল প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠানই সমান শ্রেণীর। হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবই বাহ্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মন্ত্রে এই হৃদ্ভাবেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি হৃদয়ের এই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মানুষের হৃদয়। হৃদয়ভাব যদি বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বর্গসুখ-লাভের—অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যখন পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—হৃদ্ভাবামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহ সম্মিলিত হয়। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহের সম্বন্ধ পরিকীর্ত্তনই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যাদিতেও সোমপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে ভাষ্যার্থও উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য দ্রব্য, তিনি মহৎজলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে'। মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমের উল্লেখ নাই—শুধু আছে "হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ"। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'হবিঃ' নিশ্চয়ই—সোমরস! আমাদের

ব্যাখ্যার সঙ্গতার্থ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ২ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অধ্বরঃ' (হিংসারহিতঃ, অহিংসকঃ) 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্মাভি' (গৃহং প্রতি, স্থানং প্রতি, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'যুজাঃ' (যুক্তাং উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং) 'বাচঃ অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে।)। (৮অ—২খ— সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রিয়ঃ' হবিষাং মধ্যে মুখ্যঃ সোমঃ 'যুজাঃ' যুক্তাঃ 'বাচঃ' প্রাকরোতীত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়তি—'বৃষঃ' কামানাং বর্ষকঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অধ্বরঃ' হিংসাবর্জ্জিতঃ সোমঃ 'সদ্ম' যজ্ঞগৃহং 'অভি' প্রতি 'বনে' উদকে অচিক্রদৎ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। 'বৃষো' 'অচিক্রদৎ'—'বৃষাবচক্রদৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ ২খ—১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সত্ত্বভাব— অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের বাসনা কামনার যে পর্য্যন্ত অবসান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাসনা কামনারও অন্ত নাই। কাজেই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" মানুষের বাসনা বাড়িয়াই যায়, অথচ বাসনার ভোগে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। কামনার উপভোগে কামনা বাড়িয়াই চলে। কিন্তু কামনার শান্তি না হইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তবে কি মানব মুক্তি-লাভ করিবে না?—না তাহার মুক্তির উপায় আছে! সেই উপায় কামনার চরম কামনা যাহা তাহার পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয়—ভগবানের কৃপায়। তিনি যখন মানবকে অমৃতবিন্দু দান করেন, তখন মানবের চির-জীবনের সকল পিপাসা দূরীভূত হয়, হৃদয় পরাশান্তিতে পরিপ্লুত হয়। তখন জীবনের কোন দুঃখকষ্ট, বাসনা কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়। তাই ভগবান অভীষ্ট-বর্ষক। তাঁহার শক্তি— শুদ্ধসত্ত্বেও তাই এই অভীষ্টবর্ষক গুণ বর্ত্তমান।

যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনার অবসান হইয়াছে—তিনি পরম মঙ্গলের সন্ধান পান। হৃদয় মনের বিভ্রম উৎপাদনকারী কামনা না থাকাতে মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, জীবনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন"।* (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)॥

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি।

১র ৩ ১ ২
স্বর্ব্বাজী সিষাসতি॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, কর্ম্মকুশলঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ 'যৎ' (যদা) 'নৃম্ণা' (বলেন সহ, আত্মশক্তিযুতানি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যা (স্তোত্রাণি) 'পরিঅর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকাৎ ইতি যাবৎ) তদা 'স্বর্বাজী' (ঐশীশক্তিসম্পন্নঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) সাধকং 'সিষাসতি' (ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে -ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ ১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা সোমঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'পুনানঃ' শোধয়ন 'কাব্যা' কাব্যানি কবিকর্ম্মাণি স্তোত্রাণি 'যৎ' যদা 'পরি অর্ষতি' পরিগচ্ছতি, তদা 'স্বঃ' স্বর্গে 'বাজী' বলবান্ অয়মিন্দ্রঃ 'সিষাসতি' বাগং প্রত্যাসন্তং স্বকীয়ং বলং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। 'পুনানঃ'—'বনানঃ'—ইতি পাঠৌ। (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতেরও ঐক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।" এই ব্যাখ্যা কিয়ৎপরিমাণে ভাষ্যানুসারী কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যের সহিতও ঐক্য নাই। ভাষ্যকার 'নৃম্ণা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বলেন'; কিন্তু অনুবাদকার উক্তপদে 'ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কিন্তু আমাদের ধারণা -বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার-সম্মত 'বল,' 'আত্মশক্তি' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। মন্ত্রের অন্যত্র 'স্বর্বাজী' পদ থাকায় আমাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি শক্তির অনুগামী। যাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ সম্ভাবপর, সেখানেই শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সাধক আত্মশক্তি-লাভে সমুৎসুক, শক্তির আধার ভগবান তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তাই মন্ত্রান্তর্গত শক্তিবাচক 'নৃম্ণা' এবং 'স্বর্বাজী' পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

সূচিত হইতেছে। 'নৃমণা' পদের ধনবাচক অর্থ গ্রহণ করিলেও উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের অর্থ পরিষ্কার হয় না "কবি সোম ধন গ্রহণ করত:" বাক্যাংশের কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। বিশেষতঃ সোম ধন গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে ইন্দ্র বল প্রকাশ করিবেন, ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'স্বর্ব্বাজী' 'সিষাসতি' পদদ্বয়ে মধ্যে 'বলপ্রকাশ করার' কোন ভাব পাওয়া যায় না। 'সিষাসতি' পদ ইচ্ছার্থক ধাতুমূলক। সুতরাং ইহার মধ্যে 'বল প্রকাশ করা' ভাব মোটেই আসে না। ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসারিগণ 'স্বর্ব্বাজী' পদে স্বর্গের বলবান ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রে ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা এখানে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ আনিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। 'স্বর্ব্বাজী' পদে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। 'স্বঃ' অর্থ স্বর্গ এবং 'বাজী' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় পদের একত্র অর্থ হয় - 'ঐশীশক্তিসম্পন্ন'। উহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত বিশেষণ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তাই আমরা মনে করি, উক্ত পদে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারকঃ' অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে 'শোধমান' অর্থ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধক যখন আত্মশক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানকরতঃ সাধকের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। শক্তিস্বরূপ তিনি, প্রার্থনাকারীকে আত্মশক্তি প্রদান করে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয় ঐশীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য * (৮অ ২খ-১সূ ৪সা)॥

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বেধসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'ঈং' (এনং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঋণ্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি) তদা 'রাজা ইব' (রাজা যথা প্রজানাং শত্রূন বিনাশয়তি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভবঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্পৃধঃ বিশঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ লোকান্, সৎকর্ম্মবিঘাতকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অভিসীদ'তি' (নাশয়িতুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদি পরাজ্ঞানে উৎপন্নে সতি তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ২খ ১সূ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, তখন রাজা যেমন প্রজাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মবিঘাতক রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যৎ' যদা 'ঈং' এনং সোমং 'বেধসঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ঋণ্বন্তি' প্রেরয়ন্তি, তদা 'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমঃ 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানান্ যাগবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাদীন্ 'অভি সীদতি' নাশয়িতুমভিগচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ— বিশঃ রাজা ইব' যথা রাজা বিশঃ স্পর্দ্ধমানান্ মনুষ্যান্ নাশয়িতুম ভিগচ্ছতি তদ্বৎ। (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজের হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না তাহার মনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত সে রিপুদের অধীন থাকে। অন্ধকারেই ভূতের ভয় স্বাভাবিক। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেই চোর দস্যুগণ তাহাদের ধ্বংস-কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপভাবে সেই অন্ধকারের অনুসঙ্গী দস্যুতস্করগণও দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয়েও যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ সে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, কাঁচে কাঞ্চন-ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অজ্ঞান মানুষ আপাতঃ মনোহর সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি অসার কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজেকে হীন ও ঘৃণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। আলোকে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা সম্ভবপর হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ অন্ধকারে

হাতড়াইতে থাকে। জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই যে জ্ঞানালোক, তাহা পবিত্র হৃদয়েই আবির্ভূত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখনই হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উপজিত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, সুতরাং আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—"রাজা ইব" অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে জ্ঞানও মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের অন্তরস্থিত রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান এখানে মানবের হৃদয়রাজ্যের রাজা। সেই জ্ঞানই মানবের হৃদয় হইতে মানবের চিরন্তন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে—হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মানব রিপুজয়ী হয়। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম শোধন করেন, তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।" ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস শোধনের ধারণা এখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'ঈং' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যত্যয়ের কোন কারণ দেখি না। 'ঈং' পদে 'জ্ঞান' অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।* (৮অ-২থ ১সূ-৫সা)॥

— — * ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্ব্বনেষু সীদতি।

৩ ১ ২ ৩ ২

রেভো বনুষ্যতে মতী॥ ৬॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়ঃ' (লোকানাং পরমপ্রিয়ঃ, মঙ্গলসাধকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বনেষু' (জ্যোতিঃষু, জ্যোতির্ময়ে ইতি ভাবঃ) 'অব্যা বারে' (অব্যয়ে জ্ঞানপ্রবাহে,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইত্যর্থঃ) 'পরিসীদতি' (নিষণ্ণো ভবতি, অধিতিষ্ঠতি) ; সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'বসুয্যতে' (সেব্যতে, প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'রেভঃ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাকারিভ্যঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিতং ভবতি। প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ নিত্যজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ২খ ১সূ—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকদিগের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ম্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া প্রার্থনা-কারীদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয় ; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রিয়তম এব সোমঃ 'বনেষু' উদকেষু সম্পৃক্তঃ 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'পরি সীদতি'। কিঞ্চ 'রেভঃ' অভিষব-বেলায়াং উপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্ 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'বসুয্যতে' সেব্যতে ॥ (৮অ - ২খ - ১সূ—৬সা) ॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার শক্তি অসীম। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'হরিনাম হইতে হরি বড়'। এই প্রচলিত বাক্যের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের নাম ভগবানের বাঙ্ময় প্রতীক। সাধারণ মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহারা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন, নাম-স্মরণ বন্দনা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবানের পরিচয় লাভ করে। তাই সাধারণ মানবের নিকট ভগবান্ হইতে ভগবানের নাম বড়। এই নাম অথবা প্রার্থনাই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রার্থনা মানুষকে আত্মদৃষ্টি প্রদান করে, মানুষ আপনার ভুলভ্রান্তি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, কাজেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে। নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন হওয়ায় হৃদয় মন নম্র হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য সকলের প্রতি সমবেদনা জন্মে, জগতের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আপনার ভুলভ্রান্তি দর্শন করিয়া ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃর বিকাশ হয়। তাই বলা হইয়াছে—প্রার্থনাকারী নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিত্যজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জলসম্পৃক্ত হইয়া মেষ-লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ-করতঃ স্তুতি-সেবা করেন।" * (৮অ ২খ—১সূ-৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২

রণা যো অস্য ধর্ম্মণা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধর্ম্মণা রণা' (ধারণশক্ত্যা সহ রমতে) রক্ষাশক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মদেন' (পরমানন্দেন) 'সাকং' (সহ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'ইন্দ্রং' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন লোকানাং সর্ব্বাভীষ্টং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সহিত রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন সেই সাধক পরমানন্দের সহিত আশুমুক্তিদায়ক দেবতা ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' যজমানঃ 'অস্য' সোমস্য 'ধর্মভিঃ' কর্মভিঃ ক্রয়ণাভিষবাদিভিঃ 'রণা' রমতে, 'সঃ' যজমানঃ 'বায়ুং' 'ইন্দ্রং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'মদেন' 'সাকং' সহ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১৯৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ কাঙ্গাল, মানুষ দুর্ব্বল। ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সে সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়। তাই সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টাকরিয়া আসিতেছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ রহিয়াছে, সে চায়—পূর্ণ হইতে, পূর্ণত্বের আস্বাদ অনুভব করিতে। তাই যাহাতে তাহার পরম অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে তাহারই পশ্চাতে ছুটে। কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিবে সে তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত আছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের মনে এই অনুপ্রেরণা আছে। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের সার কথা জগৎ দুঃখময়; প্রত্যেক দর্শনের উদ্দেশ্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্তিদান।

কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। উচ্চাঙ্গের উপদেশ ধারণ করা, অথবা তদনুরূপ সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-জীবন উন্নত করা অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ নিম্ন স্তরের সাধক ধর্ম্মসাধনাকে নিরস শুষ্ক জিনিষ বলিয়া মনে করে। মোক্ষলাভ ভগবৎ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বস্তু তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তাই স্বর্গ নরক প্রভৃতির কল্পনা। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে, বাসনা-কামনা বিজড়িত মনকে সাত্ত্বিক করিতে, মলিন হৃদয়কে পবিত্র, সংযত করিতে, এই উপায় খুবই প্রয়োজনীয়। পাপীকে নরকের ভয় দেখাইয়া পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করা হয়, সাধারণ মানুষকে স্বর্গের চিত্র দেখাইয়া সৎ পথে প্রবর্ত্তিত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। এমন কি স্বর্গকামনা করা উচ্চ-শ্রেণীর সাধকের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে স্বর্গভোগ কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিষ। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য—ভূমানন্দ। কিন্তু ভূমানন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই তাহার নিত্য-পরিচিত সুখ দুঃখের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষাশক্তি লাভ করেন তিনি বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। মানুষ ধনের ঐশ্বর্য্যের

কাঙ্গাল। একটা কাণাকড়ির জন্য সে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত। তাই তাহাকে বলা হইতেছে—মানুষ! তুমি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন কর দেখিবে তুমি পরমৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিতে পারিবে। অষ্টসিদ্ধি তোমার চরণতলে লুটাইবে। ধনলোভী মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করিবে। অবশেষে সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েন তখন দেখিতে পান যে সাধারণ ধনৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কাকবিষ্ঠার ন্যায় হেয় বস্তু। তখন পরমধন লাভের জন্য মানুষ আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করে ও তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের অশান্তির এক প্রধান কারণ—আধিব্যাধি। প্রাকৃতিক কারণে মানুষ রোগজ্বালায় জর্জ্জরিত। সে এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করে। তাই তাহাকে বলা হইতেছে রোগে শোকে মুহ্যমান মানব! তুমি হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার কর দেখিবে তোমার সর্ব্বব্যাধি নিবারিত হইবে, তুমি নিরোগ সুস্থ সবল শরীরে অটুট স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিবে। রোগ-জর্জ্জরিত মানবের নিকট এই আশার বাণী, আনন্দের বারতা আনিয়া দেয়। তাই সে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়—এ দেহ প্রকৃত 'আমির' একটা বাহ্য আবরণ মাত্র; ইহার দুঃখ প্রকৃত 'আমিকে' স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আত্মার রোগের জন্য মানুষ সত্যসত্যই দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়। সুতরাং সেই ভবব্যাধি নিবারণ করা চাই। সেই প্রেরণায় মানুষ সৎ পথে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। তাই ঐশ্বর্য লাভ ও রোগশান্তির সহিত মুক্তিলাভের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ যে মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে মানুষ ভুলিয়া না যায়, সেই জন্য ঐশ্বর্য্য লাভও রোগশান্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের কথাও বলা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জগতে শিশুস্থানীয়। ছোট শিশুকে যেমন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাভ্যাসে রত করান হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের শিশুদের জন্যও সেরূপ প্রলোভনের প্রয়োজন। শিশুর নিকট প্রথম পাঠাভ্যাস যেরূপ নিরস বলিয়া মনে হয় ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবও ধর্ম্মসাধনকে সেইরূপ নীরস বলিয়া মনে করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ এই নীরসতা দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিমল আনন্দে তাহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন "লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতির প্রলোভনের মতই অসার।

এই মন্ত্রে ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবকে ধর্ম্মসাধনে উদ্বোদ্ধ করা হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৮অ-২খ—১সূ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য শক্মভিঃ॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যে সাধকাঃ 'মিত্রে' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণে' (বরুণায়, অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগে' (ভগায়, পরমৈশ্বর্য্যদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবামৃতস্য) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ, প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তে' (বিশেষেণ ক্ষরন্তি, তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ, জ্ঞানিনঃ তে) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'শক্মভিঃ' (সুখৈঃ, পরমানন্দৈঃ সহ) সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমানন্দং লভন্তে— ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ-১সূ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব পরমৈশ্বর্য্যদাতাদেবতাকে লাভ করিবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেষাং যজমানানাং 'মধোঃ' সোমস্য 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ 'ভগং' ভগাখ্যং দেবঞ্চ প্রতি 'পবন্তে' ক্ষরন্তি, তে যজমানাঃ 'অস্য' সোমস্য ইদং সোমং 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'শক্মভিঃ' সুখৈঃ সঙ্গচ্ছন্ত ইতি শেষঃ। (৮অ-২খ-১সূ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানালোকে সাধনমার্গের বিঘ্ন অজ্ঞানতার ঘনতমসা ভেদ করিয়া জীবনের সুদূর লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা আপাতমনোহর এই সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত না হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাই মায়া মরীচিকা লোভ মোহ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে না। তাঁহারা মানবের শত্রুদিগের কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্টদায়ক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য সাধকগণ ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় রত হয়েন।

শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে ভূমানন্দ প্রদান করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"(যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত "মিত্রে বরুণে ভগে" পদসমূহের ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে উক্ত পদত্রয়ে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাহাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বিবরণকারও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অস্য' পদেও ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সোমস্য, ইদং সোমং" এবং 'বিদানাঃ' পদকে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সোমকে জানিয়া সুখের সহিত মিলিত হয়েন। 'সোম' শব্দে যদি 'সোমরস' অর্থ করা হয় তাহা হইলে মন্ত্রের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে আবার জানিতে হইবে কিরূপে? মূল মন্ত্রে অবশ্য সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে যদি সোমরসনামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে 'বিদানাঃ' পদের ক্রিয়ার্থক 'জানন্তঃ' অর্থের কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তবুও এখানে 'অস্য' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ রাখাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত 'মধোঃ' পদের সহিত 'অস্য' পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। * (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

* নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অস্মভ্যং৺ রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ!) যুবাং 'মধ্বঃ' (অমৃতস্য) তথা 'বাজস্য' (আত্মশক্ত্যাঃ) 'সাতয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' (পরমধনং) 'শ্রবঃ' (শ্রেয়ঃ, সুকীর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বসূনি' (ধনানি) 'সংজিতং' (সঞ্জয়স্তং, প্রযচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতপ্রাপকং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮প—২থ-১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমধন সুকীর্ত্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! যুবাং 'মধ্বঃ' দেবানাং মাদয়িতুঃ 'বাজস্য' সোমাত্মকস্যান্নস্য 'সাতয়ে' লাভায় 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' ধনং 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'বসূনি' বাসকান্যন্যান্যপি পশ্বাদীনি 'সঞ্জিতং' সঞ্জয়স্তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ ॥ (৮অ—২খ-১সূ—৯সা) ॥

* * *

নবম (১১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট অমৃত-স্বরূপ পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যুলোক-ভূলোক সমগ্র-বিশ্বের অথবা বিশ্ববাসী দেবতাগণের প্রতীক। অর্থাৎ বিশ্ব-স্বরূপ পরম-দেবতাকেই দ্যুলোক-ভূলোক

বলা হইয়াছে। তাই বেদের অন্যত্র আমরা দ্যুলোক-ভূলোককে, সকল দেবতার পিতামাতা-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একটা প্রকাশ মাত্র। সাধারণতঃ দ্যাবাপৃথিবী পদে পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে পৃথিবী ও স্বর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার নিকট অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই মাটীর পৃথিবী, এই পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবী মানুষকে কিরূপে অমৃত দান করিতে পারে? আবার স্বর্গ বলিতে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় তাহা হইলে দ্যুলোক বা স্বর্গের নিকট প্রার্থনারও কোন অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয় একত্রে সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়, শুধু তাই নয়; এই বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও লক্ষ্য করে। জগতে যাহা কিছু আছে—'সু' 'কু' স্বর্গ নরক সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সংস্কার-বদ্ধ মানবের নিকট যাহা 'পাপ' 'পুণ্য' 'সু' 'কু' বলিয়া পরিচিত, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপুরুষে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্তই তিনি। পাপ-পুণ্য তিনি, স্বর্গ নরক তিনি, সুখ-দুঃখ তিনি। তাঁহাতেই সমস্ত বর্ত্তমান আছে, তাই দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোকভূলোক তাঁহার প্রতীক। এই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সেই প্রার্থনা--অমৃতলাভের জন্য। মানবের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্ত্তমান। মানব অমৃতময় পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাই তাহার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা এই স্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে। তাঁহারা জগতের সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া "হংসৈঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ বিনষ্টপ্রায় সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

সাধারণ মানুষের মনেও যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন, এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হউক, তাহার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগিবেই জাগিবে। মানুষ মোহমায়ায় সংসারের প্রলোভনে যতই ডুবিয়া থাকুক মোহতমসাবিজড়িত জীবনের মধ্যেও অনন্তপুরুষের মোহন বাঁশীর অমৃত প্রবাহের সাড়া জাগে। মানুষ হয়তঃ তাহা অগ্রাহ্য করে, হয়তঃ বা জীবনসংগ্রামের তাড়নায় তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু সেই আহ্বান সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। মনে হয় কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, জীবনের মাঝে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লুক্কায়িত আছে। যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি সে শূন্যতাবোধের কারণ অনুসন্ধান করেন, এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফল—ভগবচ্চরণে অমৃত লাভের প্রার্থনা। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা হইলেও তাহা একটু দূরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতের অনুভূতি জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই যশঃ কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অমৃতের প্রার্থনা আসিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

হইল, "হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্নলাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বস্ত্র দান কর।" * (৮অ ২খ-১সূ-৯সা)।

— * —

দশমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং' (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যো রক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বহ্নিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ ১সূ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব সম্ভূতং 'দক্ষং' বলং 'অদ্য' অস্মিন যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবকং 'বহ্নিং' ধনাদীনাং প্রাপকং 'পান্তং' শত্রুভ্যো রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং কামানাং। ১।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দশম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দশম (১১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—ভগবৎপ্রাপ্তি। স্বরূপ-জ্ঞান ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোন মতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপকং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—১০সা)।

—— • ——

একাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২১ ৭ ২উ ৩১ ২৩ ১২
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।
২ ৩১ ২৩ ১২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বরেণ্যং' (সর্ব্বৈঃ বরণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানস্বরূপং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি) 'মনীষিণং' (মনসঃ ঈশ্বরং ভবন্তং, স্তুতিমন্তং পরমপূজ্যং ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৪থ—২সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হে দেব! 'পাতুং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ উদ্বোধনখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ ১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা করি)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মন্দ্রং' মদকরং স্তুত্যং বা ত্বাং 'আ বৃণীমহে' 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্বরণীয়ং সম্ভজনীয়ঞ্চ; কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং ত্বাং তথা 'মনীষিণং' মনস ঈষা মনীষা তদ্বন্তং স্তুতিমন্তং বা ত্বামাবৃণীমহে। প্রত্যেকং বিশেষণাপেক্ষয়া আ ইত্যুপসর্গঃ কৃতঃ; কিঞ্চ 'পাতুং' সর্ব্বেষাং রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং চ ত্বাং সম্ভজামহে। (৮অ ২খ ১সূ ১১সা)॥

* * *

একাদশ (১১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ ⁚ §:•—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যত প্রকার ভগবদ্বিভূতির কথা উদয় হইয়াছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

তিনি—'মন্দ্রং'—মদকর, আনন্দদায়ক। তাঁহার পরমানন্দের অনুভূতি যিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সেই নেশা কখনও নষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন সেই স্বর্গীয় নেশায় ভরপুর থাকেন। ভগবানের নিকট হইতেই সেই পরমানন্দধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষকে সেই ধারায় পরিপ্লাবিত করে। তাই তিনি 'মন্দ্রং'।

তিনি—বরেণ্য। জগতের সকলই তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বরেণ্য। মানুষের আশা কামনার একমাত্র পূর্ণকারী তিনি, তাই তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের পাইবার কিছু আর বাকী থাকে না। তাই সকলেই তাঁহাকে পাইতে চায়।

তিনি—বিপ্রং—জ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানের আধার তিনি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানাধার জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই জগতে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়। তিনি—মনীষি। তিনি—পান্তং—জগতের রক্ষক। তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। তিনি জগতের প্রাণস্বরূপ। জগতের শত্রুগণ হইতে দুর্ব্বল মানুষকে তিনিই রক্ষা করেন তাই তিনি 'পুরুস্পৃহং'—সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ ভগবানকে লক্ষ্য করে, আমরা ভগবদর্থেই মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি। * (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পান্তমা পুরুস্পৃহম্॥ ১২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (হে শোভনপ্রজ্ঞ! হে জ্ঞান-স্বরূপ!) তব 'রয়িং' (পরমধনং) বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ); তব 'সুচেতুনং' (সুজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং) বয়ং 'আ' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ) তথা 'তনূষু' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু) তব পরমধনং পরাজ্ঞানঞ্চ 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং, রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ) বয়ং ইতি শেষঃ; 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বারাধনীয়ং) ত্বাং বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, সম্ভজামহে; প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ চ পরাজ্ঞানং পরমধনঞ্চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ—১২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞান-স্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বারাধনীয় আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—২খ—১সু—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুক্রতো' শোভন-প্রজ্ঞ সোম! ত্বদীয়ং 'রয়িং' ধনং বয়ং 'আ' বৃণীমহে। কিঞ্চ, 'সু চেতুনং'। চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০) অস্মাৎ ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ। সুজ্ঞানঞ্চ। কিঞ্চ 'তনূষু' অস্মৎপুত্রেষু চ ধনং সুজ্ঞানঞ্চ ত্বং 'আ' বিদেহি যদ্বা পুত্রার্থং বয়মাবৃণীমহে। তথা 'পান্তং' সর্ব্বস্য রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভির্য্যাজ্ঞিভিঃ কাম্যমানং ত্বাং সম্ভজামহে। ১২।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

• • •

দ্বাদশ (১১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, সাধকের প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজেদের মঙ্গলের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা পুত্রপৌত্রাদির জন্যও বটে। কিসের জন্য এই প্রার্থনা? সাংসারিক ধনদৌলত ঐশ্বর্য্য বিলাসিতার জন্য কি? তাহা মোটেই নয়। পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে পরমধন লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মাতাপিতা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পার্থিব শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জন্ম অথবা জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইহজীবনে সেই চেষ্টার বিরাম হয় না। শুধু তাই নয়, ইহজীবনের পরে পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় রত থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান পিতামাতার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকে। ইহার কারণও আছে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'—মানুষ নিজেই পুত্ররূপে আবার জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্র মানুষের নিজেরই প্রতিরূপ। সেই জন্যই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতাপিতা এত উদ্গ্রীব থাকেন। সন্তানের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা মাতাপিতাকেও স্পর্শ করে—

সন্তানের অধঃপতনে তাঁহারাও পতিত হয়েন। এই জন্যও মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত।

এই গেল একদিকের কথা। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অমরত্ব সাধিত হয় এই সন্তানের মধ্য দিয়া। মানবজগৎ সন্তানের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া আছে। লোক-প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে এই সন্তানের দ্বারা। ইহা ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ভগবানের সামীপ্যলাভ করিবে,—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং সন্তান যদি সৎ মহৎ না হয় তাহা হইলে ভগবদিচ্ছার—বিশ্বমঙ্গলনীতির প্রতিকূলতা করা হয়। এই প্রতিকূলতাচরণের জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায়ে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে সন্তানের মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশেই মানুষ সন্তানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়—পশুজগৎও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষের মনে চিরজাগরূক থাকে, এবং সকলেই সন্তানের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন। রুগ্নসন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ মা হয়তো বিমূঢ়া আপাতঃ-মুখরোচক কুপথ্য তাহার মুখে তুলিয়া দেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করেন সন্তান যদি সাময়িক একটু শান্তি ও তৃপ্ত পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই সাময়িক সুখাভাব মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ মাতাপিতা সন্তানের অধঃ-পতনের কারণ হয়েন। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারাই সন্তানকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারেন এবং তদনুরূপ প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে এইরূপ একটী প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁহার চরণেই আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা চাহেন—তাঁহাদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানের অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎ-পরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞানলাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য। তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অধম সন্তানদিগকে পরাজ্ঞান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে তাহারা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারে।" মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম্ম। * (৮অ-২খ—১সূ-১২শা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF C… LIBRARY

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা

২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিꣳ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ

১ ২ ৩ ২
পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্ত্যলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বর্দ্ধনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোঽজনয়ন, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসমন্বিতেন সৎকর্ম্মণা অশেষমঙ্গলশালী জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—

সত্ত্বভাবসহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধানং' শিরোভূতং, কস্য? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ 'অরতিং' গন্তারং। যদ্বা, গন্তব্যং স্বামিনং। 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং, 'ঋতে'। ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম (নিঘ০ ৩।১০।৬)। নিমিত্ত-সপ্তম্যেষা (২।৩।৩৬ বা০)। ঋতনিমিত্তং 'আ' আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং 'কবিং' ক্রান্তদর্শিনং 'সম্রাজং' সম্যগ্রাজমানং 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিং' হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা, অতিথিবৎ পূজ্যং 'আসন্' আসনি। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী (৩।১।৮৫) অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। 'নঃ' অস্মাকং 'পাত্রং' পাতারং রক্ষকং বৈশ্বানরমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ দেবা এব বা 'আ জনয়ন্ত' যজ্ঞাভিমুখ্যেন অজীজনন অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপাদয়ন্। 'আসন্নঃ পাত্রং'—'আসন্নাপাত্রং'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে—জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ সামের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,—এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্তঃ' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিকগণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাঁহারই বিষয়

ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্তিত আছে, ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্ম পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্রে যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেও ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি? মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন হয়। ইহাই এ সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ * (৮অ ৩খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৭দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মান৺ শিশুং

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ন দেবা অভি সং নবন্তে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ৩
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর

২ ৩ ১র ২র
যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (হে অমৃতস্বরূপ দেব!) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা পিতরঃ আদ্রিয়ন্তে তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'জায়মানং' (প্রকাশমানং, বিশ্বস্য নিদানভূতং) 'ত্বাং' 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'অভিসংনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, তব সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'বৈশ্বানর' (হে বিশ্বজ্যোতিঃ!) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'পিত্রোঃ' (পালয়িত্রোঃ, তব বহিঃপ্রকাশস্য আধারভূতয়োঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ মধ্যে) 'অদীদেঃ' (দীপ্যসে, প্রকাশিতঃ ভবসি) তদা 'তব' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) সাধকাঃ 'অমৃতত্বং' 'আয়ন' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ হি সর্ব্বদেবভাবানাং আধারভূতঃ ভবতি; তস্য আবির্ভাবাৎ লোকাঃ সৎকর্ম্ম-পরায়ণাঃ ভবন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তাহার সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেইরূপ প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাকে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সহিত সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবতাদের আধারভূত হয়েন; তাঁহার আবির্ভাবে লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণরহিতাগ্নে! 'বিশ্বে দেবাঃ' স্তোতারঃ 'জায়মানং' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপদ্যমানং ত্বাং 'শিশুং ন' পুত্রমিব 'অভি সং নবন্তে' অভিসংস্তুবন্তি। যদ্বা বিশ্বেদেবাঃ রশ্ময়ঃ তে সর্ব্বে জায়মানং ত্বামভিলক্ষ্য অভিগচ্ছন্তি, যথা পিতরঃ পুত্রমভি গচ্ছন্তি। অপিচ হে বৈশ্বানর অগ্নে! 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' পালয়িত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে 'অদীদেঃ' দীপ্যসে, তদানীং 'তব' স্বকীয়ৈঃ 'ক্রতুভিঃ' কর্ম্মভিঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈঃ 'অমৃতত্বং' দেবত্বং 'আয়ন্' যজমানাঃ প্রাপ্নুবন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই ভগবানকে অমৃত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নিজে অমৃত, অমর। তিনি মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। 'অমৃত' শব্দের বহুব্যাপক অর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই এক শব্দের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ করা যায়। যাহা অমৃত তাহা চির-মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলাধার পরমপুরুষ, মানুষ তাঁহারই অপার করুণায় চির-মঙ্গলের পথে চলিতে পারে। যাহা অমৃত তাহা অক্ষয়। অমৃতত্বের অর্থ অবিনশ্বরত্ব। তিনি অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ তাঁহার কৃপাবলেই অমরত্ব লাভ করে। "স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে রাং হয় সোণা"—অমৃতস্বরূপ সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে মানবের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না—সেও অমৃতত্ব লাভ করে। লাল রংয়ের হ্রদে অবগাহন করিলে সকলই লাল হইয়া যায়। ভগবানও সেইরূপ অনন্তলাল রং,—তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের অন্তর বাহির লাল হইয়া যায়। অমৃতের সংস্পর্শে মরজগতের বিনশ্বর মানুষও অমর হইয়া যায়। তাই ভগবান্ অমৃত।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—'শিশুং ন'। এই উপমাটীও প্রণিধান যোগ্য। মানুষ আপনার সন্তান-সন্ততিকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও নয়। সন্তান পিতামাতার প্রতিরূপ, সন্তানের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। পিতামাতা সন্তানের সহিত একাত্মবোধ করেন। এই উপমা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জগতের সকল

দেবতাগণ ভগবানে সম্মিলিত হয়। ভগবান্ হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি হয়। অথবা 'বিশ্বেদেবাঃ' পদে যদি 'বিশ্বস্থিত সকল দেবতা' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই বুঝা যায় যে, বিশ্বের সকল দেবতা সেই পরমদেবতারই অংশ। তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিশুং ন' উপমার সংহত মন্ত্রের "বিশ্বে দেবাঃ অভিসংনবন্তি" অংশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। অর্থাৎ শিশুর সহিত পিতামাতার যেমন একাত্মতাবোধ জন্মে ঠিক সেইরূপ সকল দেবতা ও পরমদেবতা ভগবানের সহিত একাত্মবোধ হয়। পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান্ হইতে সকল দেবতা অথবা দেবভাবের উৎপত্তি হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা যেমন একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েন, যেখানে সন্তান থাকে সেখানে তাঁহারা ছুটিয়া যাইতে চাহেন, ঠিক সেইরূপভাবে সকল দেবতার কেন্দ্রশক্তি ভগবানের দিকে বিশ্বদেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব সেখানে সকল দেবতার বিকশিত হয়। 'শিশুং ন' উপমার ইহাই তাৎপর্য্য।

'জায়মানং' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'উৎপদ্যমানং' অর্থাৎ অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাষ্যকার 'জায়মানং' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্র 'অমৃতকে' সম্বোধন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ 'অমৃত' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'জায়মানং' পদও সেই 'অমৃতকে' লক্ষ্য করে। তিনি উৎপন্ন হয়েন না—কারণ তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি কখনও আত্মসমাহিত স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত করেন, কখনও বা জগতে অথবা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। এখানে 'জায়মানং' পদে এই প্রকাশিত অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন সকল দেবতার জগতে বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রের অপরাংশে এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সারমর্ম্ম—ভগবান্ যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন তখন মানুষ সৎ-কর্ম্মান্বিত পবিত্র হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যখন ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুর রক্ষা, পাপীর বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি জগতে অবতীর্ণ হই। বর্ত্তমান বেদমন্ত্রে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। "তব ক্রতুভিঃ অমৃতত্বং আয়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোঃ অদীদেঃ।"—'যখন বিশ্বজ্যোতিঃ ভগবান্ জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।' জগতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয় তখন বিশ্ব পবিত্র হয়, মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়, পাপের বিনাশ হয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। বিশ্বজ্যোতির আগমনে অজ্ঞানতা পাপতাপ প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

'পিত্রোঃ' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'পালয়িত্রোঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে'। কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী অগ্নির পালনকারী হবেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'পিত্রোঃ' পদে ভগবৎপক্ষে অর্থ করিয়াছি—তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোক। ভগবান্ এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, এই দ্যুলোকভূলোকই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধার অথবা অবলম্বন বলা যাইতে পারে। সেইদিক দিয়াই ভগবৎপক্ষে 'পিত্রোঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষিত হয়।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা যদীয় যাগ-কার্য্য দ্বারা অমরত্ব-লাভ করেন।" * (৮অ-৩খ ১সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ং খণ্ডঃ। প্রথম সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভিং যজ্ঞানা৺ সদন৺ রয়ীণাং

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
মহামাহাবমভি সং নবন্ত।

৩ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৈশ্বানর৺ রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য

৩ ১ ২ ৩ ২
কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞানাং নাভিং' (সৎকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানীয়ং) 'রয়ীণাং সদনং' (পরমধনানাং নিলয়ং, পরমধনস্য আধারভূতং, পরমধনদাতারং ইত্যর্থঃ) 'মহাং আহাবং' (পরমং আহবনীয়ং, পরমস্তুত্যং সর্ব্বজনারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং 'অভিসংনবন্ত' (স্তুবন্তি, অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি—সাধকাঃ ইতি শেষঃ); 'অধ্বরাণাং' (অহিংসকানাং রিপুজয়িনাং যদ্বা সৎকর্ম্মণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) 'রথ্যং' (রথিনং, পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞাপকং, প্রবর্ত্তকং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বজ্যোতিঃ) 'দেবাঃ অজনয়ন্ত' (দেবভাবাঃ অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকাঃ তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং লভন্তে, তে পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ ৩খ—১১—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্ব্বজনারাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন; রিপুজয়ীদিগের (অথবা সৎকর্ম্মের) পরিচালক, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয় (অথবা সৎকর্ম্মসাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'সদনং রয়ীণাং' ধনানাং স্থানমেকনিলয়ং, 'মহাং' মহান্তং 'আহাবং' আহ্বয়ন্তে অস্মিন্নাহুতয় ইত্যাহাবঃ তাদৃশং। যথা, বৃষ্ট্যুদকধারাণামাহাব-স্থানীয়মেবম্ভূতং অগ্নিং 'অভি সং নবন্ত' স্তোতারঃ সম্যক্ স্তুবন্তি। তথা 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং 'রথ্যং' রথিনং, যথা রথী স্ব-রথং নয়তি তদ্বন্নেতারং সংবহিতারং গময়িতারং 'যজ্ঞস্য' 'কেতুং' প্রজ্ঞাপকং এবংবিধমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতার ঋত্বিজো দেবা এব বা 'অজনয়ন্ত' জনয়ন্তি মন্থনেনোৎপাদয়ন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি উপলক্ষে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন আছে, এবং অপর অংশে বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটী বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সৎকর্ম্মের লক্ষ্য—আত্মলাভ, ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই মানুষ তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত হয়, আপনার সমগ্রশক্তি তাঁহার সেবায় লাগাইতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয়—'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ'। তিনিই যজ্ঞের অধিপতি। জগতের সকল কর্ম্মশক্তি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রধাবিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি যাহা করেন তাহা সৎ ব্যতীত অসৎ হয় না, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি আপনা-আপনি ভগবদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং" মুক্তিকামনা থাকিলে জগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

তিনি 'রয়ীণাং সদনং'—পরমধনের আধার। বিশ্বের যাবতীয় ধনরাশি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পরমধনদাতা। কল্পতরু, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই তিনি 'রয়ীণাং সদনং'।

তিনি সৎকর্ম্মের পরিচালক। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অধিপতি। জ্যোতিঃরূপে তিনিই আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তিনিই বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'অধ্বরাণাং রথ্যং' এবং 'যজ্ঞস্য কেতুং' এই তিনটী বাক্যাংশের দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যাহা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

এমন যে পরমদেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে—তপোবলে লাভ করেন। তাঁহারা বিশ্বজ্যোতির, জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন। এই মন্ত্রে একাধারে ভগবন্মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য এই উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীর অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"(স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বর্দ্ধনকারী, ধনের আধারভূত হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) সম্যক্‌রূপে স্তব করেন, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যসকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।" (৮অ ৩খ ১৭—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'মিত্রায়' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বিপা' (ব্যাপ্তয়া, মহত্যা, ঐকান্তিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); 'মহিক্ষত্রৌ' (প্রভূতবলৌ, পরমশক্তিসম্পন্নৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'বৃহৎ ঋতং' (পরমসত্যং, নিত্যসত্যং) অস্মান্ পরিজ্ঞাপয়তং ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণা ভবেম, ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (৮অ-৩খ-২৭-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর; পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদিগকে পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৮অ—৩খ—২৭সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়মিত্যর্থঃ। 'মিত্রায়' 'বরুণায়' 'বিপা' ব্যাপ্তয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স্তুত্যা স্তুতেত্যেতৎ পাকং পচতীতিবৎ। হে 'মহিক্ষত্রৌ' প্রভূতবলৌ যুবাং 'ঋতং' যজ্ঞং 'বৃহৎ' মহৎ অপি প্রশস্তং স্তুত্যর্থমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। অথবা 'মহৎ' প্রভূতং 'ঋতং' স্তোত্রং শৃণুতমিতি শেষঃ॥ (৮অ-৩খ—২৭-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। এই অংশে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। হে মন! জাগরিত হও, উঠ, সৎকার্য্যে আত্মনিবেশ কর। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। জীবনের চরম উদ্দেশ্য যদি সাধন করিতে চাও, তবে সেই একমাত্র পরম আশ্রয়কে তোমার জীবনের চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। তাঁহার আরাধনায়, গুণগানে রত হও। তাঁহার নামগান, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তাঁহার মহিমাখ্যাপনকে তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে করিতে তৎপ্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে, শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইলেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শুধু মুখে নাম উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ করিলেই হয় না। প্রার্থনার বা মাহাত্ম্য কীর্তনের সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। ভাবহীন পূজা পূজাই নয়, উহা বাহ্যিক আচারমাত্র। ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। হৃদয় যদি নির্ম্মল পবিত্র না হয়, তাহা হইলে যতই কেন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ কর, আর বাহ্যপূজার আড়ম্বর কর, তাহাতে কোনও কাজই হইবে না। পূজার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয় মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান কর—স্তুতি পাঠ কর, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার আরাধনায় রত হও। তিনি মানবের মিত্রস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনি মানবকে মিত্রের ন্যায়, সুহৃদের ন্যায়, সন্মার্গে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানবের চরম অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টবর্ষক তিনি বরুণ। মানবের মঙ্গলসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে মানবের মস্তকে বর্ষিত হয়। জগতের যাহা কিছু মানবের মঙ্গলসাধন করে তাহা সমস্তই তাঁহার করুণার পরিচায়ক। বৃষ্টিধারা মানবের অশেষ মঙ্গলসাধন করে, তাঁহার করুণার এই দিক সাধারণ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে,—তিনি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন দেখিতে পায়, এই বৃষ্টিধারা—যাহাকে সাধারণ মানব আগ্রহের সহিত ভগবানের করুণাধারা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ভগবানের অনন্ত করুণাধারার তুলনায় অতি নগণ্য জিনিষ। কিন্তু তাঁহার করুণার এই বাহ্যচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে ভগবানের মিত্ররূপ ও অভীষ্টবর্ষকরূপেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আত্মোদ্বোধনের পর দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না; তাহা আয়ত্ত করিতে পারে কেবল-মাত্র ভগবানের কৃপায়। তাই সেই মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক পরম দেবতার নিকট সেই অনন্ত নিত্যসত্য লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"(হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।" * (৮অ-৩খ ২সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ র ২র
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতযোনী' (অমৃতোৎপাদকৌ, অমৃতস্বরূপৌ, যদ্বা—অমৃতদাতারৌ) 'সম্রাজা' (সর্ব্বাধীশৌ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে) 'প্রশস্তা' (শ্রেষ্ঠৌ, আরাধনীয়ৌ) 'যা' (যৌ) 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (মিত্রস্বরূপঃ তথা অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উভা' (উভৌ) 'দেবা' (দেবৌ) তৌ দেবৌ বয়ং আরাধয়াম - ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতস্বরূপং ভগবন্তঃ আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ—২সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ (অথবা অমৃতদাতা) সর্ব্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা করি।)॥ (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'যা' যৌ 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ'। পরস্পরাপেক্ষয়া চ-শব্দঃ। 'উভা' উভৌ 'সম্রাজা' সম্রাজানৌ সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'ঘৃতযোনী' উদকস্যোৎপাদকৌ 'দেবা' দ্যোতমানৌ 'দেবেষু' মধ্যে 'প্রশস্তা' প্রকর্ষেণ স্তুতৌ তৌ স্তুতা গায়তেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। (৮অ—৩খ - ২সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন; এবং মনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথমে নামগান—গুণ-শ্রবণ। তৎপর

তাহা শ্রবণে কীর্ত্তনে নামে রতি জন্মে, হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়। নাম-শ্রবণে, গুণ-কীর্ত্তনে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাই সাধক আত্মোদ্বোধনকে সফল করিবার জন্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। 'নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি'—এই বাক্যের একটা সার্থকতা আছে। ভগবানের নামগান করিতে করিতে নামে রতি জন্মে, নামে রতি হইলে সেই নামধারীর পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখনই মনপ্রাণে প্রশ্ন জাগে,—'কেমনে পাইব সই তাঁরে?' তখন 'নাম' সাধকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই নাম হৃদয়ের পরতে পরতে আধিপত্য বিস্তার করে, নাম ও নামধারী এক হইয়া যায়। নামের সঙ্গে নামধারী হৃদয়মন্দিরে দেখা দেন। নাম ও গুণানুকীর্ত্তন তাই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। উদ্বোধনের সঙ্গেই গুণাকীর্ত্তনও খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ভগবানের দুইটী রূপকেই এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই দুই ভাব—মানবের সহিত মিত্রভাব এবং মানবের অভীষ্টপূরণ গুণ। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মানুষকে শান্তি দিতে সমর্থ—একমাত্র ভগবান। মানুষ সু-সময়ে, উন্নতির দিনে, অনেক বন্ধুলাভ করে বটে; কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়—ভগবানের দিকে। সম্পদের বন্ধুও মানুষকে সকল সময় প্রকৃত সৎপথে পরিচালিত করে না, অধিকাংশ স্থলেই অধঃপতনের সহায় হয়। কিন্তু ভগবান মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান—যাহাতে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার পরিচালনে মানবের জীবনতরণী একটানা স্রোতে অনন্ত উন্নতির পথে চলে। সেই পরম কাণ্ডারীর হাতে পরিচালিত জীবননৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হয় না,—ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণে অতলতলে ডুবিয়া যায় না। তাই বলা হইয়াছে—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

শুধু তাই নয়। ভগবান্ মানবের পরম বন্ধু। মিত্রের ন্যায় তিনি মানবকে আলিঙ্গন করেন। এই মহতী ধারণা মানবের মনে অশেষ আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল মানব যেন তড়িৎশক্তি-প্রভাবে সতেজ সবল হইয়া উঠে। তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আলোকের আবির্ভাব হয়, আপনার সহায়হীনতা ভুলিয়া যায়, আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়-সম্পদবান মনে করে। ভগবান্ আমার মিত্র—এই ধারণাই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভগবান্ শুধু মিত্র নহেন, তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষকও বটেন। মানবের সর্ব্ববিধ বাসনা কামনা; যাহা মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়, সেই সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন। মানুষ বাসনা কামনার দাস। তাহার সেই অফুরন্ত কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, মানবের মন স্বভাবতঃই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাই ভগবানের মিত্র ও বরুণ অর্থাৎ মিত্র ও অভীষ্টবর্ষকরূপই দুর্ব্বল কামনাবাসনা-বিজড়িত মানবের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় আরাধনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাধক

এই দুই রূপের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াই নিজেকে ভগবৎপরায়ণ করিবার পক্ষে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল— "যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ"। (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধস্য, ইহজন্মনঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিব্যস্য' (দিবিভবস্য, পরজন্মনঃ ইত্যর্থঃ—ইহকালপরকালয়োঃ ইতি ভাবঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'রায়ো' (ধনস্য—দানায় ইতি ভাবঃ) 'শক্তং' (সমর্থৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ)। হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'মহিং' (মহান্তং) 'বলং' (শক্তিং) অপ্রমেয়ং ইতি ভাবঃ। অতঃ যুবাং অস্মান অনুগৃহ্ণীতং ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন জানাতি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদিগের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কাহারও বিদিত নহে)। (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মদর্থং 'পার্থিবস্য' পৃথিবী-সম্বন্ধস্য 'দিব্যস্য' দিবিভবস্য চ 'মহঃ' মহতঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'শক্তং' সমর্থং, ভবতং দাতুমিতি শেষঃ। হে দেবৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'মহি' মহৎ পূজ্যং 'ক্ষত্রং' বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং. স্বম ইতি শেষঃ । ৩ ।

* * *

তৃতীয় (১১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলে; যথা, "তাহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে—সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন,—তাই তিনি মহামহিমান্বিত। • (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গে তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টষষ্টিতম-সূক্তের তৃতীয়া ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্বভিঃ' (অণু-পরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ত্বদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎ-সামীপ্যং লভন্তে। (৮অ—৩খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণু-পরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থ সমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিত্রভানো' হে বিচিত্র-দীপ্তে 'ইন্দ্র'! অস্মিন কর্ম্মণি 'আয়াহি' আগচ্ছ। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'ত্বায়বঃ' ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। 'অণ্বীভিঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।২) ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ, তে সোমাঃ 'তনা' নিত্যং 'পূতাসঃ' শুদ্ধাঃ ঊর্ণা-পবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। (৮অ-৩খ-৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক। অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,—ইহার মর্ম্মার্থ ঋগ্বেদের বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,—সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল, ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু'-শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুল অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অণু-পরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,—বিচিত্র জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সকল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি—নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার—প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ—পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম

অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই শুদ্ধসত্ত্ব-পূর্ণ তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (৮অ-৩থ-৩সূ-১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)*

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গস্যানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ স্বতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা॥ (৮অ ৩থ ৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। কিমর্থং? 'বাঘতঃ'। ঋত্বিঙ্‌নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৮।৩)। ঋত্বিজঃ 'ব্রহ্মাণি' বেদ-রূপাণি স্তোত্রাণি 'উপ' এতুং। কীদৃশস্ত্বং? 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া 'ইষিতঃ' প্রাপ্তঃ, অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। 'বিপ্রজূতঃ' যথা যজমান-ভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথান্যৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য? 'বাঘতঃ' 'সুতাবতঃ' অভিষুত-সোম-যুক্তস্য॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;—এই সাম-মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই মন্ত্রে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজমান্ আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সত্তের আশ্রয়-স্থান তিনি; সত্তের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী সহস্র বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে

দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি-ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি-সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্বসংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,—ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্ম কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—'বুঝিলাম,—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু

তাহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে, যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি সেই ভক্তিই অনন্যা—সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ মন্ত্র যেন বলিতেছে,—'ভক্ত! সেই জ্ঞানই জ্ঞান জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'। (৮অ ৩প ৩সূ—২সা)॥

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়া খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'তূতুজানঃ' (ত্বরমাণঃ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (৮অ ৩খ—৩সূ ৩সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম মণ্ডল, প্রথম অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কর্ম্মে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (৮অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরি-শব্দঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি০ ১।১৫।১।২)'—ইতি তদীয়াশ্ব-নামসু পঠিতত্বাৎ। হে 'হরিবঃ' অশ্ব-যুক্তেন্দ্র! ত্বং 'ব্রহ্মাণি' আনেতুং 'আযাহি'। কীদৃশস্ত্বং? 'তূতুজানঃ' ত্বরমাণঃ। আগত্য চ অস্মিন্ 'সুতে' সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদীয়ং 'চনঃ'। অন্ননামৈতৎ (নিরু০ নৈ০ ৬১৬)। হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিষ্ব' ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। (৮অ—৩দ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন';—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনইভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরতর তাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাধিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ব-বাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনি মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র যম-সূ সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি, কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরিব পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবা ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদ্ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস গ্রহণ কর!' এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়। (৮অ—৩খ—৩সূ ৩সা)॥

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তমোড়িষ্ব যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চিষা' (স্বতেজসা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বনা' (বনানি, যদ্বা অরণ্যসদৃশানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'পরিষ্বজৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) অপিচ যঃ ভগবান 'জিহ্বয়া' (জ্যোতিঃরূপাভিঃ রশ্মিভিঃ, যদ্বা তীব্রৈঃ জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) হৃদিস্থিতানি তানি অরণ্যানি দগ্ধ্বা 'কৃষ্ণা' (কৃষ্ণবর্ণানি, যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণোতি' (করোতি), হে মম মনঃ! ত্বং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

ত্বং' (অশেষমহিমান্বিতং তং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'ইড়িষ্ব' (স্তুহি, শরণং কুরুহি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবান্ হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তস্য ভগবতঃ কৃপয়া অতিঅভাজনোঽপি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে। অত প্রার্থনা —হে ভগবন্! অকিঞ্চনাঃ বয়ং ভবতাং অনুগ্রহং দিব্য-দৃষ্টিং চ যাচামহে। কৃপয়া অভীষ্টং পূরয়তু। (৮অ—৩খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান আপনার তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষ-মহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি কর অথবা তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রার্থনা করি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। (৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'তং' অগ্নিং 'ঈড়িষ্ব' স্তুহি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'অর্চ্চিষা' জ্বালারূপেণ তেজসা 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বনা' বনান্যরণ্যানি 'পরিষ্বজৎ' পরিষ্বজতি পরিতো বেষ্টয়তি, যশ্চ তানি বনানি 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া দগ্ধা 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণানি 'কৃণোতি', তমীড়িষ্বেতি সম্বন্ধঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করেন।" শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে, মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে হিংস্র রিপু-

সমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর হৃদয় জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে বিদগ্ধ হইলে, সে হৃদয়ও তেমনি ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়।

ভাষ্যের ভাবে এখানে সাধারণ অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সেই অগ্নি বনসমূহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং দগ্ধীভূত বন ভস্মে পরিণত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত মন্ত্রে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় প্রখ্যাত আর সেই দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির উপাসনার বিষয়ই মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেইভাবেই ফললাভ করিবেন। যিনি জ্ঞানরাজ্যের দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; আবার যিনি জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সে অগ্নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ—স্তরের পর স্তরক্রমে, পদবীর পর পদবীক্রমে, মানুষকে উন্নত স্তরে উন্নতি করণ। জড় অগ্নির উপাসক প্রথম স্তরের অর্চ্চনাকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও একেবারে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐ প্রকারের পূজায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজাপদ্ধতিক্রমে তাঁহাদের মনে অগ্নিদেবের স্বরূপ-জ্ঞান জাগরূক হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কে তিনি, যাঁহার এই রূপ? কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নের নিরসনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে পারে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে স্বরূপ জ্ঞানলাভ হইয়া তন্ময়তা জন্মিতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। অগ্নি নামে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি জড় অগ্নির উপাসনা? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? কখনই নহে। হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও তাহার সে প্রতিমা-পূজার লক্ষ্য মহান্। সেই জড় পুত্তলিকার মধ্য দিয়াই হিন্দু সেই জগন্মাতার বা জগৎপিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং অগ্নি নামে সে সাধারণ জড় অগ্নির উপাসনা করে না। পরন্তু যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা, যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; ফলতঃ, যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন—বিশ্বরূপে যিনি বিশ্বেশ্বর, অগ্নি নামে তাঁহাকেই উপাসনা করা হয়; অগ্নিরূপে তাঁহারই গুণমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার রূপের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ। গুণের অন্ত নাই; তাই তেজঃ তাঁহার একটী গুণ। তাঁহার শক্তির অন্ত নাই; তাই তাঁহার দাহিকা একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁহার একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত

অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার, তখন অগ্নিরূপে মর্ত্ত্যলোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষলোকে এবং ইন্দ্রদেবরূপে স্বর্গলোকে তিনি বিরাজমান্ আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান। জাগরণে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখনই তিনি আদিত্য, তিনি বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি। অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার সেই যে 'বিভা' তাঁহার সেই যে দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতি-রূপে আলোক বিকীরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত? না তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত?-যেমন বহির্জ্জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। এই যে অগ্নি-এই অগ্নি, যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন, তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। যিনি বিশ্ব-প্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যিনি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন, মন্ত্রের উল্লিখিত অগ্নি—সেই অগ্নি—জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

এমন যে অগ্নিদেব, তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিব, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিব? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতির দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়। অগ্নি—তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির বিকাশ। অগ্নিকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই অগ্নির অলৌকিক মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাঁহার করুণা কত দিকে কত প্রকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যজনকে তিনি তো উদ্ধার করিবেনই; তাঁহারা তো আপনাদের সামর্থ্যেই আপনারা উদ্ধার হইবেন। সে আর তাঁহার মহিমার বিশেষ প্রকাশ নহে। কিন্তু পাপী-তাপীর উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকটিত। আমাদের ন্যায় পাপ-সন্তপ্তদিগকে উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। এইরূপভাবেই 'বনা' পদে হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল বন যেমন দুর্গম, সেইরূপ রিপুশত্রু-পরিবৃত অন্তরও ভগবানের সম্বন্ধে দুর্গম। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্! অগ্নি-রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি যেমন বনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন, সেইরূপ আপনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুশত্রুরূপ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়রূপ অরণ্যকে দগ্ধীভূত করিয়া, তাহার উৎকর্ষসাধনে তথায় অধিষ্ঠিত হউন।',

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত অনুবাদ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"(হে স্তবকারী)! যিনি শিখা দ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (জ্বালারূপ) জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর।" বলা বাহুল্য, এখানেও ভাষ্যে লৌকিক অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাপিত। * (৮অ ৩খ ৪সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১র ২র ৩ ১ ২

য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মানবঃ) 'ইদ্ধে' (প্রজ্বলিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখকরং, প্রীতিজনকং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, সম্পাদয়তি) ভগবান্ তস্য জনস্য 'দ্যুম্নায়' (জ্যোতির্ম্ময়ায়, জ্যোতির্ম্ময়ায়, পরমানন্দায়) তং 'সুতরাঃ' (সুখেন তরণীয়াঃ, মোক্ষদায়কং ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং) প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানযুতেন সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, ভগবান্ সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দের জন্য তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (ষষ্ঠ মণ্ডল, ষষ্টিতম সূক্ত, দশমী ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'ইন্ধে' দীপ্তে অগ্নৌ 'সুম্নং' সুখকরং হবিঃ 'ইন্দ্রস্য'। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২।৩।৬২)। ইন্দ্রায় 'আবিবাসতি' পরিচরতি প্রযচ্ছতি, তস্য মর্ত্ত্যস্য 'দ্যুম্নায়' দ্যোতমানায়ান্নায় তদর্থং 'সুতরাঃ' সুখেন তরণীয়াঃ 'অপঃ' উদকানি বৃষ্ট্যাত্মকানি, ইন্দ্রঃ করোতীতি শেষঃ। (৮অ-৩খ-৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান-দান করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইন্ধে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'দীপ্তে অগ্নৌ'। তাহাদিতে যজ্ঞার্থে ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—"যে ব্যক্তি ইন্দ্রে সুখজনক হব্যাদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করে সে ব্যক্তির সুখের জন্য ইন্দ্র সুখে তরণীয় জল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্নিতে হব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করে সে ইন্দ্রের কৃপায় চাষবাসাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়।"

পাশ্চাত্য বেদব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বা সায়ণাচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ তাঁহাকে মানিতে মোটেই রাজী নহেন। তৃতীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যকে বিচারাধীন করিয়া যতটুকু স্বমতের পরিপোষক, ততটুকু মানিতে রাজী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত মতবিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয় তাঁহাদের সুবিধানুসারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছেন। একটী বিষয় এই যে,—প্রাচীন হিন্দুগণ যে জমি চাষবাস করিতেন বেদে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন,—'ঐ দেখ, তোমাদের সায়ণাচার্য্যই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। কৃষি-কার্য্যের জন্যই জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এই মন্ত্র কৃষিকার্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।' এইরূপ দুরার্থ হইতেই বেদের নাম হইয়াছে—'চাষারগান'। কিন্তু বেদ সত্যসত্যই 'চাষারগান' কি না, এবং বৈদিক হিন্দুরা কেবলমাত্র চাষা ছিলেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করিবার পথে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার 'ইন্ধে' পদে প্রজ্বলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'অপঃ' পদে 'বৃষ্টিধারা' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে, মন্ত্রে যজ্ঞাদির সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে এবং বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যকার নিজ মনের ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিলেও 'অগ্নি' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ না ঘটাইয়াও আমাদের মর্ম্মানুসারিণীধৃত-ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু 'অপঃ' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর যে অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার ব্যত্যয় করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং অমৃত অর্থের ব্যত্যয় করিলে মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—"যে ব্যক্তি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভগবানের প্রীতিজনক কর্ম্ম করে"। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'অপঃ' পদের পূর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখাই অপরিহার্য্য। সুতরাং মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শেষাংশের অর্থ হইল,—'ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।' (৮অ-৩খ—৪সূ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩১ ২ ৩১২
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ।
১২৩১ ৩ ১২
ঐন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী হে দেবৌ! 'ইন্দ্রং অগ্নিঞ্চ' (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী দেবৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ) 'বোঢ়বে' (সমস্তাৎ বোঢ়ুং, সম্যক্‌রূপেণ পূজয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজবতীঃ' (আত্মশক্তিযুতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) তথা 'আশূন্ অর্ব্বতঃ' (আশুমুক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং) 'পিপৃতং' (পূরয়তং, প্রযচ্ছতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পূজাসাধনং শিক্ষয়; অস্মভ্যং তব আরাধনায় পরাজ্ঞানং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৩খ ৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মশক্তিযুত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পূজা-সাধন শিক্ষা প্রদান করুন; আমাদিগকে আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'ত্বা' তৌ যুবাং 'বাজবতীঃ' অন্নবতীঃ 'ইষ.' ইষ্যমাণা 'বৃষ্টী.'; যথা, বাজী বলং ভবতীঃ ইষঃ অন্নানি। 'আশূন্' শীঘ্রগান 'অর্ব্বতঃ' অশ্বাংশ্চ 'নঃ' অস্মভ্যং 'পিপৃতং' পূরয়তং প্রযচ্ছতং। কিমর্থং? 'ইন্দ্রং' 'অগ্নিং' 'আ বোঢ়বে' আ সমন্তাং বোঢ়ুং কবির্ভিঃ প্রাপয়ন্তু। (৮অ-৩খ—৪সূ-৫সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবানকে পূজা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু কামনার বস্তু তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে লাভ করা যায়। সেই পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি ব্যতীত জগতে আর কে আছে যে, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে! তিনি যদি মানবকে প্রার্থনা করিবার শক্তি না দেন তবে মানব সে শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মানুষ ভগবানকে আরাধনা করিতে চায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা পারে না। অথচ ভগবানকে তাহার আরাধনা করা চাই-ই। সে ভগবৎ-পূজার শক্তি কোথায় পাইবে? কে এমন আছে যে, তাহাকে সেই শক্তি দিতে পারে? জগতের শক্তির মূলাধার সেই পরম পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শক্তিদানে সমর্থ নয়। এখন বিষয়টী দাঁড়াইতেছে এই—ভগবানকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি-লাভ করিবার জন্য মানুষ ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করে আর তিনিও মানুষকে সেই সাধনশক্তি প্রদান করেন। ইহার অর্থ কি? নিজে পূজা লাভ করিবার জন্যই কি ভগবান মানুষকে তাঁহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা দেন, আত্ম- মহিমা বিস্তারই কি ইহার উদ্দেশ্য?

না—তাহা নয়। পরম দয়াল জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে পরাশান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি জানেন, মানুষ তাঁহার কোল হইতে গিয়াছে, আবার তাঁহার কোলেই ফিরিয়া যাইবে। সেই ফিরিয়া আসিবার উপায়—তাঁহারই প্রতি

অনুরক্তি, তাঁহারই পূজা আরাধনা। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান সেই সাধনশক্তি-লাভে বঞ্চিত। কাজেই ভগবানকেই তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। মানবের, জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। তিনি ধরা না দিলে মানুষের সাধ্য নাই তাঁহাকে ধরিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন,—

"শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়া দেই রে জন্মভরার ডাকাডাকি॥"

—আমি যে তোমাকে ডাকিতে জানি না প্রভো, তাই তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি না। তুমিই আমাকে শিখাইয়া দাও কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়। চিরজীবন ধরে মানুষ কোন না কোন ভাবে তোমাকে ডাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কি ভাবে ডাকিতে হয় তাহা তো জানে না। ওগো অন্তর্যামী, তুমি তো মানুষের হৃদয় দেখ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। আমাদের চিরজীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাউক। "মিটাও আশ সব পিয়াস অমৃত-প্লাবনে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে,—এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও অনৈক্য আছে। সে অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে বলবান অন্ন এবং (অস্মদীয় হব্য) বহন করিবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর।" (৮অ ৩খ—৪সূ—৩সা)। *

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ০ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা
২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কলশে শতযামনা পথা॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ) ; সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি) ; 'মর্য্যঃ ইব' 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্‌প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাভিঃ সহ সম্যক্‌রূপেণ মিলিতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ) ; . প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ ৪খ—১সূ ১সা) ।

* *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন ; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না ; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রৈব গচ্ছতি ; গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সম্যগ্‌ গিরণাধারভূতং উদরং 'ন' 'প্র মিনাতি' হিনস্তি, কিন্তু 'মর্য্যা ইব যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যা যথা তরুণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বদয়মপি সোমো যুবতিভির্ম্মিশ্রণ-শীলাদিভির্ব্বসতীবরীভিরদ্ভিঃ সহ 'সমর্ষতি' সঙ্গচ্ছতে অভিষব-কাল-পশ্চাৎ সোমঃ 'শতযামনা' অনেক-যামন-সাধন-বিস্তারোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্র-সম্বন্ধিনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যং—যথা মর্য্যো মর্ত্ত্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শত-যামনা পথা সঙ্গচ্ছতে। 'শতযামনা'—'শতযাম্না'— ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ১সূ-১সা) ।

• • •

প্রথম (১১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

———*———

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা' সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি। সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন –

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃত হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)। *

———*———

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়া সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মনস্যুবঃ সম্বরণেষক্রমুঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দ-আর্চিকেও (৬প-৫দ-৯খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধ্যাতারঃ) 'মন্দ্রয়ুবঃ' (মদং, পরমানন্দং কামরমানাঃ) 'সনস্যবঃ' (স্তুতিং কাময়মানাঃ, স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ) 'বিপন্যবঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সংবরণেষু' (যাগগৃহেষু, সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্ত্তাঃ ভবাম); 'স্তুভঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'ক্রীড়ন্তং' (ক্রীড়নশীলং, লীলাপরায়ণং) 'হরিং' (পাপহারকং দেবং) 'অভ্যানূষত' (অভিস্তুবন্তি, আরাধয়ন্তি); 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'ইৎ' (ইমং পরমদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অশিশ্রয়ুঃ' (অধিকং শ্রীণন্তি, প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবাম; সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; জ্ঞানিনঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ-৪খ-১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনা-পরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সহিত এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই; সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; জ্ঞানিগণ ভগবানকে প্রাপ্ত করেন)। (৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধিয়ঃ' ধ্যাতারঃ 'মন্দ্রয়ুবঃ' মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ 'সনস্যবঃ' স্তুতিং কাময়মানাঃ 'বিপন্যবঃ'। স্তোতৃনামৈতৎ। স্তোতারঃ 'সংবরণেষু' তৃণকটা-বরণো-পেতেষু যাগ-গৃহেষু 'প্রাক্রমুঃ' প্রক্রমন্তে। তদেবাহ—'স্তুভঃ' স্তোতারঃ 'হরিং' হরিতবর্ণং 'ক্রীড়ন্তং' ক্রীড়ন-শীলং সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি 'ধেনবঃ' অপি 'পয়সা' ক্ষীরেণ ক্ষীরেণৈব 'ইৎ' ইমং সোমং অভিলক্ষ্য 'অশিশ্রয়ুঃ' অধিকং শ্রীণন্তি। 'সংবরণেষু'—'সংবসনেষু'—ইতি পাঠৌ, 'হরিংক্রীড়ন্তং'—'সোমস্মনীষাং'—ইতি চস 'পয়সেদশিশ্রয়ুঃ'—'পয়সেমবিশ্রয়ুঃ'-ইতি চ। (৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটী বিশিষ্ট ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু সমগ্র মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর একটা যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে—প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবই সমধিক প্রবল। শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধক বলিতেছেন,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, আমাদের প্রবৃত্তি যেন সৎকর্ম্মসাধনের দিকে প্রধাবিত হয়। আমরা পরমানন্দ-লাভ করিতে চাই. সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি জগতের আশ্রয়, কামনাকারীর কল্পতরু। তিনি আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, আমাদিগকে পরমানন্দের অধিকারী করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম লীলাপরায়ণ ভগবানকে আরাধনা করেন। মন্ত্রাংশের 'ক্রীড়ন্তং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপার ভগবানের 'বালকচেষ্টিতবৎ' লীলামাত্র। সান্ত মানুষের নিকট এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পুরুষের কার্য্যকলাপের কারণ জানিবার অধিকার নাই শক্তি নাই। কোন্ কারণ-বশে কার্য্য হইল, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সাধারণ মানব তাহার কি মীমাংসা করিবে? আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য অর্থহীন অথবা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির ফল। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই ভগবানের কার্য্যকলাপের কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে তাঁহার অপার শক্তির কথাই ভাবিতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জগতের জ্ঞানরাশি ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। - জ্ঞানামৃত ভগবানেরই শক্তি, তাহা তাঁহার চরণতল হইতে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। সৌভাগ্যশালী সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন—তাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। যাঁহারা ভগবানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে তাহাদের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর-স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্র-সহকারে সোমের আহ্বান করিতেছেন। গাভী ইহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।" (৮অ ৪খ—১সূ - ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২৩
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষ
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্ম্মিণা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্য্যম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো সোম' (দীপ্তিমন, জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'সংযতং' কৃত্বা ইতি যাবৎ 'পিপ্যুষীং' (প্রবৃদ্ধং, শক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ঊর্ম্মিণা' (প্রবাহেণ, ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রদেহি অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যা' (যা সিদ্ধিঃ) 'ত্রিরহন' (ত্রিকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চুষী' (অপ্রতিবন্ধী, আনুপূর্ব্ব্যেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'ক্ষুমৎ' (শব্দোপেতং, সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং, পরাজ্ঞানযুক্তং) 'বাজবৎ' (আত্মশক্তিযুতং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, অমৃতময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, পরমবলং ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (প্রযচ্ছতি) তাং সিদ্ধিং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতময়ং আত্মশক্তিযুতং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৪খ -১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তি-সমূহকে সংযত করিয়া শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল

প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' দীপ্ত! 'সোম'! 'পবমানঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'সংযতং' সংগৃহীতং 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধং 'ইষং' অন্নং 'ঊর্ম্মিণা' প্রবাহ-রূপেণ তদীয়েন রসেন 'পবস্ব' প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'যা' ইট্ 'নঃ' অস্মাকং 'অহন্' অহনি অহ্নঃ 'ত্রিঃ' ত্রিষু সবনেষু 'অসশ্চুষী' অপ্রতিবদ্ধো 'দোহতে'। কিং? 'ক্ষুমৎ' শব্দোপেতং সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং 'বাজবৎ' বলবৎ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যং পুত্রং দোহতে। তামিষং পবস্বেতি সম্বন্ধঃ॥ 'ঊর্ম্মিণা' - 'অস্রিয়ং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ - ৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেই বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সাহায্যে সেই এক পরমশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,- "হে সোম! যে যুদ্ধ তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুবাদকার ইক্ষু, অন্ন, মধু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথায়ও এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। 'মধুমৎ' পদে মধু বুঝায় না। 'সুবীর্য্যং' পদে অনুবাদকার 'লোকজন (দাস)' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বীর্য্যবান পুত্র'। উভয় ব্যাখ্যাতেই জোর করিয়া একটী বিশেষ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুত্র বা দাসদাসীর কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'সুবীর্য্যং' পদে সেই পরমবীর্য্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে, যে শক্তি লাভ করিলে পার্থিব লোকবল, ধনবল তুচ্ছ জ্ঞান হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিলে মানব সেই পরম শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করে, সেই সিদ্ধির জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের 'ত্রিরহন্' পদ হইতে ভাষ্যকার অর্থ আনিয়াছেন "অহন অহনি, অহ্নঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু" অনুবাদকার অর্থ করিলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ'। কিন্তু 'ত্রিরহন্'

পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নাই - উহা ত্রিকালের অর্থাৎ নিত্যকালের দ্যোতক। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনন্তকাল এই 'ত্রিরহম্' পদ প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদে নিত্যকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করিলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান আমাদিগকে সেই পরমসিদ্ধি প্রদান করুন। উহাতে যুদ্ধাদিরও কোন প্রসঙ্গ নাই, ইন্দু, মধু প্রভৃতিরও কোন উল্লেখ নাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সংযতং' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল, তাহা নানাদিকে নানাভাবে চলিতে যায়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে শাসনাধীনে আনিয়া সৎপথে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয় - পবিত্র সত্ত্বভাবের সাহায্যে। হৃদয় যখন নির্ম্মল পবিত্র হয়, মনে যখন কোন প্রকার হীন কামনা-বাসনা থাকে না তখনই মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে মানবের মন আপনা-আপনি সংযত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে - 'আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া।' তাই প্রার্থনার ভাব,—"আমাদিগের হৃদয় মন পবিত্র হউক, আমরা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞান-পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারি।" (৮অ—৪খ-১সূ ৩সা)॥ *

প্রথম-সূক্ত গেয়-গান।

২র ১র ২ ১ ·· ১ ২ র১ ২ ১
১ প্রোঅয়াসাযিৎ। ইন্দুরিন্দ্রা। স্যা ২ নিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা।

·· ১ ২ ১ ২ ১ ১ ·· ২র ১
তা ২ য়িসঙ্গিরাম্। মর্য্যাইবা। যুবতিভাযিঃ। সা ২ মর্ষতাযি। সোমঃকলা।

২র১ ··১র ২ ২ র ১ ২ ১
শেশতয়া। মা ২ নাপথা ৩ ১ উ। প্রবোসিয়ো। মঞ্জযুগো। বা ২

১ ২ ১ ২ ১ ·· ১ ২ ১র
য়িপস্ত্যবাঃ। পসস্ত্যবাঃ। সংবরণাযি। ব্ ২ বক্রমুঃ। হরিক্রীড়া।

২১ — ১ ২ ১র ২ ১ — ১ ২
ভমস্তানু। বা ২ তস্তভাঃ। অভিধেনা। বঃপয়সাযিৎ। আ ২ শিশ্রযু ৩

১ ২র ১র ২ ১ — ১র ২ র ১
রাউ। আনঃসোমা। সংযতম্পারি। প্যা ২ বীমিষাম। ইন্দ্রোপবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১   — ২   ২র র ১র   ২র ১   — ১
স্বপবমা। না ২ উর্ম্মিণা। যানোদোতা। তেভিরহাগ্। আ ২ সক্তুবারি।

২ ১র   ২ ১   — ২   ১ ১ ১ ১
ক্ষুমবাজাঃ। বন্মধুমাৎ। হ্ ২ বীরিরা ৩ মাউ। বা ২ ৩৪৫।

* * *

১   র র   ২ ১   ‥   ১ র
২ প্রগো। অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রা। শুনিষ্কার্ত্তা ২ ম্। সখাসখ্যুর্ন্নপ্রমিনা।

২ ১ —   ১   ২ ১   ১ ২
তিসঙ্গারিরা ২ স। মর্যাইবয়ুবতিভায়িঃ। সমর্যাতা ২ ৩ বি। সোমা ৩ঃ

৪ ৫   ২র ১   ১ ২   ৪   ২ ১
কাসা। শেশতায়া ২ ৩। মানা ৩ পা ৫ থা ৬৫৬॥ প্রবোগা।

র   ২ ১ —   ১   ২ ১ —
ধিয়োমদ্রয়ুগো। বিপন্যাবা ২ঃ। পনস্যাবঃসম্বরণারি। যুবক্রায়ু ২ঃ।

১ র   ২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২ ১
হরিক্রীডস্তমত্যানু। যতস্তুতা ২ ৩ঃ। আভী ৩ ধেনা। বঃপয়াসা ২ ৩ য়িৎ।

১ ২   ৪   ২র ২ র   ১ র
আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ূ ৬ ৫ ৬। আনোবা। সোমসংযতস্পারি। প্যাবী-

১ ‥   ১ র   ২র ১ —   ১র র র র
মারিযা ২ স। ইন্দ্রোপসস্বপবমা। নউর্ম্মারিণা ২ স। যানোদোহস্তেভিরহান।

২ ১   ১ ২   ৪ ৫ ২
অসশূবা ২ ৩ যি। ক্ষুমা ৩ দ্বাজা। বন্মধমা ২ ৩ ৎ। হ্সা ৩ য়িরা ৫ য়াপ ৫ ৬ ম্।

* * *

৩র২৩র৫র   ১ র   ৪   ২২৫   ৩২র৩৫   ১
৩। প্রোঅয়াসীৎ। ইন্দুরিন্দ্রা ২ ৩। স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখ্যাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা ২ ৩।

৪   ২৪৫   ৩২৩৪   ১   ৪   ২৩৫   ৩র ৩৪
তী ৩ সঙ্গিরম্। মর্যাইব। যুবতিভা ২ ৩ য়িঃ। সা ৩ মর্যতি। সোমঃকলা।

১র   ২   ৪   ৩২র৩৫   ১
শেশতয়া ২ ৩। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ঃ। মদ্রয়ুবো ২ ৩।

৪   ২৩৫   ৩২৩৫   ১   ৪   ২২৫   ৩ ২৩র৫
বা ৩ য়িপস্যাবঃ। পনস্যাগঃ। সবরণা ২ ৩ য়ি। য ৩ বক্রমুঃ। হরিক্রীড।

১   ৪   ২৩৫   ৩ ২৩রর   ১   ২
তমত্যানু ২ ৩। যা ৩ তস্তুতঃ। অভিধেনা। বঃপয়সা ২ ৩ য়িৎ। অশা ৩

৪　　　　৩র ২৩র ৫　　১　　　　৪　২র৩৫

য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ ঃ ।　আনঃসোম ।　সংসতপা ২ ৩ য়ি ।　ষ । ৩ বীয়িষণ ।

৩ ২র৩৫　১　　　৪　২র ২৫র　৩র২র৩র ৫　১র

ইন্দ্রোপব ।　স্বপবমা ২ ৩ ।　না ৩ উর্ম্মিণা ।　যানোদোহ ।　জেত্রিবহা ২ ৩ ন্ ।

৪　র ৩৫র　৩২n৩র৫　১　　　২

আ ৩ সশ্চ ুবী ।　ক্ষুমন্বাজা ।　বন্মধুমা ২ ৩ ৎ ।　সুবা ৩ -

৪ ২

য়িরা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্ (৩) ॥

* * *

৩র ২n৩　৫　১ ৩　৫　১ ২ ১২　১

৪ ।　প্রোআয়া ২ ৩ ৪ সীৎ ।　ইন্দুরা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা ।　স্যানিষ্কৃতা ৩ ম্ ।　হোয়ি ।

৩২∧ ৩　৩　২ n ৩　৫　১ ২ ১ ২　১

সখাসো ২ ৩ ৪ স্যুঃ ।　নপ্রামী ২ ৩ ৪ না ।　ত্যায়িসঙ্গিরা ৩ স্ ।　হোয়ি ।

৩ ২ ৩　৫　২n ৩　৫　১২ ১　১

মর্য্যাঙ্গ ২ ৩ ৪ বা ।　যুশাভী ২ ৩ ৪ ত্যায়িঃ ।　সামর্ষত্তা ৩ য়ি ।　হোয়ি ।

৩র২n ৩　৫　২র ∧ ২　৫　১২র১২　১

সোমাঃকা ২ ৩ ৪ লা ।　শেশাভা ২ ৩ ৪ য়া । মানাপথা ৩ ।　হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ ।

৩ ২∧　৫　২ ∧৩　৫　১ ২ ১ ২　১

প্রবোধী ২ ৩ ৪ য়ো ।　মন্থ্রায়ু ২ ৩ ৪ বো ।　বায়িপস্যাবা ৩ ঃ ।　হোয়ি ।

৩২∧ ৩　৫　২ ∧ ৩　৫　১২১ ২　১　৩২n

পমায়া ২ ৩ ৪ বাঃ ।　সংবারা ২ ৩ ৪ ণায়ি ।　যুবক্রমু ৩ ঃ ।　হোয়ি ।　হরা-

৩　৫　২ ∧ ২　৫　১ ২ ১ ২　১

য়িঙ্ক্রা ২ ৩ ৪ য়িডা ।　ত্তমাভ্যা ২ ৩ ৪ নু ।　যাতস্তুভা ৩ ঃ ।　হোয়িণ

৩২n ৩　৫　২ n ৩　৫　১ ২ ১২　১

অভায়িধে ২ ৩ ৪ মা ।　বঃপায়া ২ ৩ ৪ সায়িৎ ।　আশিশ্রযু ৩ ঃ ।　হো

৩র ২n　৫　২ n ৩　৫　১ ৩র১ ২

২ ৩ ৪ ৫ ঈ ॥　আনাঃসো ২ ৩ ৪ মা ।　সংবাত্তা ২ ৩ ৪ স্পা ।　প্যাবীয়িবা ৩ স ।

১　৩ ২n ৩　৫　১n ৩　৫　১২র ১ ২　১

হোয়ি ।　ইন্দোপা ২ ৩ ৪ বা ।　স্বপাবা ২ ৩ ৪ মা ।　নাউর্ম্মিণা ৩ ।　হোয়ি ।

৩ ২ ৩　৫　২র　৫　১ ২ ১ ২　১

যাসোহো ২ ৩ ৪ হা ।　ক্ষেত্রৌরা ২ ৩ ৪ হান্ ।　আসশ্চ ুবা ৩ য়ি ।　হোয়ি ।

৩২n৩ ৫ ২ n৫৫ ৫ ১২র ১২
স্কুমাধা ২ ৩ ৪ ত্তা। বম্মাধূ ২ ৩ ৪ মাৎ। স্বৰ্বীরিয়া ৩ ম্।

১
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ১ ২র ১র ২ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪ ২ ১র
৫। হাউহাউ। হুপ্। প্রোঅয়াসারিৎ। ইন্দুরি। দ্রগু'নিষ্কৃতাম্। সথাসখ্যুঃ।

২ ১ ২র ৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২u ৩৪ ৫ ২র ১
নপ্রমি। নাতিসঙ্গিরাম্। মর্যাইবা। যুবতি। ভিঃসমর্ষতারি। সোমঃকলা।

২র ১ ২রn ৩২ ৪ ২ ১র ২ ১ ২র ৩ ৪
শেশত। যা। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ো মন্দ্রম্। বোবিপস্থ্যানাঃ।

২১ ৩র ২ ১ ২রn৩ ৪ ৫ ২ ১ র ২ ১ ১র৩৪ ৫
সানস্থ্যাবাঃ। সংবর। শেষুবক্রমূঃ। হরিক্রীড়া। তমত্তা। নুনতস্তুতাঃ।

২ ১ র ২ ১ ২রn ৩২ ৪ ২র ১
অভিধেনা। বঃ পয়। সেৎ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনঃ

র ২ ১ ২ ৩ ৪র ৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪র ৫
সোমা সংযতম্। পিপ্যুষীমিষাম্। ইন্দোপবা। স্বপব। মানউর্ম্মিণা।

২র১র র ২র ১ ২:৪ ৫ ২র র ১ ২ ১ র
যানো দোহা। তেত্রির। হর্ম্যশ্চ্যারি। হাউহাউ। হুপ্। স্কুমধাজা।

২১ ২ ৩২ ৪
বম্মধু। মৎ। স্বৰা ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২র ১ ২রর ৪ ২ ৩৫ ২ ১ ২ ৪
৬। প্রোআ। য়াসীদিন্দুরিন্দ্রা ৩ স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখা। সখ্যুর্প্রনিনা ৩ তী ৩

২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৪ ২৩ ৫ ২র ১ ২ র
সঙ্গিরম্। মর্যাঃ। ইবযুবতিভা ৩ য়িঃ সা ৩ মর্ষতি। সোমাঃ। কলশেশতয়া।

৩ ২ ৪ ২ ১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ২
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবো। ধিয়োমন্দ্রযুবো ৩ বা ৩ য়িপস্থ্যাবঃ। পমা।

২ ৪ ২ ৩ ২ ২ ১ ২র ৪ ২ ৩ ৫
স্থ্যাবঃসংবরণা ৩ য়িষূ ৩ বক্রমুঃ। হরায়িম্। ক্রীড়ন্তমত্যামূ ৩ ষা ৩ ভস্তবঃ।

২ ১ ২র রn ৩২ ৪ ২র ১
অভারি। ধেনবঃ পয়সেৎ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনাঃ।

২র   ৪ ২র৩৫   ২ ১   ২   ২র ৩৫র
সোমসাংস্বতস্পা ৩ রিপূ। ৩ বীমিষম্। ইন্দো। পবস্বপবস্বা ৩ সা ৩ উর্ম্মিণা।

২র ১   ২র র   র ২৪৫   ২ ১   ২র   ম
স্বানো। সোহতে। ত্রিরহা ৩ সা ৩ লশ্চূবী। ক্ষুমৎ। বাজবন্মধুমৎ।

৩২   ৪
সুবা ৩ রিরা ৫ য়া ৬৫৬ ম্। ১২৩।*

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ র   ২র   ৩ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১র   ২র
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ জনঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ, ভগবৎপ্রীতিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সদাবৃধং' (নিত্যবর্দ্ধমানং, চিরনবীনত্বসম্পন্নং, যদ্বা—প্রার্থনাকারিণাং নিত্য-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তং' (সর্ব্ববরেণ্যং, জগদারাধ্যং ইতি ভাবঃ) 'ঋভ্বসং' (মহান্তং) 'ধৃষ্ণুং' (শত্রূণাং ধর্ষকং, শত্রুনাশকং) 'ওজসা' (বলেন) 'অধৃষ্টং' (অশত্রুনাভিভূতং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (স্বানুকূলং কৃতবান্ ইতি যাবৎ) 'তং' (তং জনং বিনা ইতি ভাবঃ, অথবা সঃ জনঃ) 'কর্ম্মণা' (স্বকীয়েন কৃতকর্ম্মণা) 'ন' (অন্য কোঽপি, অথবা কদাচিদপি) 'নকিঃ' (নৈব) 'নশৎ' ব্যাপ্নোতি, ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, অথবা আত্মানং বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকশ্চ। যো জনঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন ভগবৎপ্রীতিং উপজনয়তি অপিচ সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়তি, সঃ হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, অপিচ স্বকীয়েন কর্ম্মণা সঃ আত্মানং ন বিনাশয়তি অর্থাৎ তস্য কর্ম্মফলং বন্ধনমূলং ন ভবতি। অতঃ প্রার্থনা,—সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তঃ প্রাপ্তুং সর্ব্বেবয়ং ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ ৪থ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত তিনটী মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"প্রবত্ভার্গবম্" "কারম্" "সৌপর্ণম্" "যজ্ঞসারথম্" "বারাহম্" এবং "অপামীবম্।"

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কার্য্যের দ্বারা নিত্য বর্দ্ধমান চিরযৌবনসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদিগের নিত্য-বর্দ্ধক, জগদারাধ্য, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, আপনার কর্ম্মের দ্বারা তিনি আপনি বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হই)। (৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তং' জনং অন্যো মর্ত্ত্যো. জনঃ 'কর্ম্মণা' হননাদি-ব্যাপারেণ 'নকিঃ নশৎ' নৈব ব্যাপ্নোতি, 'যঃ' 'ইন্দ্রং চকার' ইন্দ্র মেবানুকূলং যজ্ঞৈঃ সাধনৈশ্চকার। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সদাবৃধং' সর্ব্বদা বর্দ্ধকং, 'বিশ্বগূর্ত্তং' সর্ব্বৈস্তুত্যং, 'ঋভ্বসং' মহান্তং 'ওজসা' বীর্য্যেন বলেন 'অধৃষ্টং' শত্রুভিরনভিভূতং 'ধৃষ্ণুং' শত্রূণামভিভবনশীলং। 'ধৃষ্ণুমোজসা'— ধৃষ্ণবোজসং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীতে বিশেষ কোনও জটিলতার ভাব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রের জটিলতার বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্গত 'ন' পদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'সে যজমানকে হননাদি ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, যে ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করে। সেই ইন্দ্র কীদৃশ? সর্ব্বদা বর্দ্ধক, সকলের স্তুতির যোগ্য, মহান, বলের দ্বারা অন্যের অধর্ষিত, শত্রুগণের ধর্ষক, ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন,

তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।" ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত, ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য বোধগম্য হইবে।

ইন্দ্রদেবের বিশেষণ পদ কয়েকটীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে দুই একটী পদের অর্থে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় উপলব্ধি হইলে, ঐ সকল পদের অর্থের সমীচীনতা আপনিই বোধগম্য হইবে। আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সকল ব্যাখ্যায় কি যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রের প্রধান আলোচ্য—'ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈঃ।' মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণা' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'হননাদিব্যাপারেণ'; আর 'যজ্ঞৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ইন্দ্রমেবানুকূলযজ্ঞৈঃ সাধনৈঃ'। ইহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'যিনি ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করেন, তাঁহাকে হননাদিব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি কখনও হিংসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।' এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞ-কর্ম্মে অহিংসার প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা সিদ্ধান্ত করি। যদিও মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবমূলক, তথাপি এরূপ ভাব পরিগ্রহে একটু কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা 'তং ন কর্ম্মণা নকিঃ নশৎ' মন্ত্রাংশে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধি করি। 'তং' পদের এক অর্থ হয়,—তং জনং বিনা' (ভাষ্যকারের অর্থানুসারে), বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আর এক অর্থ হয়,—'সঃ জনঃ।' দ্বিতীয় 'ন' পদের কোনও অর্থ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। 'তং' পদের অর্থের সহিত সমন্বয়ে ঐ 'ন' পদের এক অর্থ হইতে পারে—'কোঽপি', আর এক অর্থ হইতে পারে,—'কদাচিদপি' ('তং' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক 'সঃ জনঃ' অর্থের সমন্বয়ে)। আর 'নশৎ' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক অর্থ যথাক্রমে 'ভগবন্তং প্রাপ্নোতি' এবং 'আত্মানং বিনাশয়তি' হইতে পারে। এইরূপ দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের যে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না; এবং (২) যে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি কখনও আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনি বিনষ্ট হন না।' ইহার এক ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়েন। সৎকর্ম্মের দ্বারা, চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, মানুষের চরম গতি মোক্ষ অধিগত হয়। আর এক ভাব এই যে,—আপনার কর্ম্মের প্রভাবে যিনি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার মন কদাচ অসদভিমুখে প্রধাবিত হয় না।' সৎকর্ম্ম-সাধনেই মানুষ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 'আত্মাকে বিনষ্ট করার' তাৎপর্য্য 'পাপকলুষিত

নিরয়গামী হওয়া।' 'পাপানুষ্ঠানে আত্মার অবনতি সাধন করাই' আত্মার বিনাশ-সাধন। এ অবস্থায় তাহার কর্ম্মই তখন তাহার বন্ধনের হেতুভূত হয়। এই অবস্থায়ই পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

অর্থাৎ,—'বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে, এই লোকে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।' 'অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।' এখানে, এই সাম-মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মনে জাগাইয়া তুলিতেছে। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মে মোক্ষ অধিগত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং পুনঃপুনঃ গতাগতির কারণ হইয়া থাকে। যিনি এতদ্বিষয় জানিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসার-বন্ধনের ভয় থাকে না, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে যে আত্মোদ্বোধনার ভাব—প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন আপনার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই; আমার মন যেন এমন কর্ম্মে কদাচ প্রধাবিত না হয় যে কর্ম্মের দ্বারা আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।' * (৮অ ৪খ—২দ ১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সন্ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব
১ ২
ক্ষামীরনোনবুঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন' (যে দেবে) 'জায়মানে' (জাতে, প্রকাশমানে, জগতি প্রাদুর্ভূতে সতি) 'মহীঃ' (মহান্তঃ) 'উরুজ্রয়ঃ' (বহুবেগাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) সমনোনবুঃ' (সমস্তবন, তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবঃ ক্ষামীঃ' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইত্যর্থঃ) ('অনোনবুঃ' (সমস্তবন, তন্মহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি); 'অষাঢ়ং' (অদমনীয়ং, অপরাজেয়ং) 'পৃতনাসু সাসহিং' (শত্রুসেনাসু অভিভবিতারং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদ্গূর্ণবলং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) তং দেবং অহং আরাধয়ামি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকারাধনীয়ং পরমদেবং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৪খ ২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হইলে মহান আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্ব্বলোক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা করি। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা করি)॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অষাঢং' অসোঢ়ং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণবলং 'পৃতনাসু' শত্রুসেনাসু 'সাসহিং' অভিভবিতারমিন্দ্রং স্তৌমীত্যর্থঃ। 'যস্মিন' ইন্দ্রে 'জায়মানে' 'মহীঃ' মহান্ত্যঃ 'উরুজ্রয়ঃ' বহু-বেগাঃ 'ধেনবঃ' ঐবিরাদিমা প্রীণয়িত্র্যঃ অস্য গাব এব বা 'সমনোনবুঃ' সমস্তবন। ন কেবলং ধেনব এব অপি তু 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'ক্ষামী' পৃথিব্যাশ্চ সমনোনবুঃ তত্রত্যাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো নমস্ত ইত্যর্থঃ। 'ত্রিবৃতো লোকাঃ'—ইতি শ্রুতেঃ বহুবচনং। 'ক্ষামীঃ—'ক্ষামঃ' ইতি পাঠৌ॥ ২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অন্যের অসহ্য, উগ্র, শত্রু সেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্ট

ধেনুসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোক সকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।" ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখিয়াছেন, "অজা পাব এব বা সমনৈনবুঃ সমস্থাপন।" দেখা যাইতেছে—ভাষ্যানুসারে পশুগণ পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে অজা ছাগ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবিরোধ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ভগবান্ যখন বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন, তখন সর্ব্বজীব, অতি সাধারণ মানবও তাঁহার আবির্ভাবের মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারে। মহপ্লাবন আসিলে তাহা কাহারও অবিদিত থাকে না। সকলেই সেই পরম পুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন 'আমি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারি।' (৮অ ৫খ ২সূ-২সা)। *

— • —

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪৫৫র ৫ ২ ১২র১ ২৩র২১ ২৩র ২ ১ ২ ১

নকিষ্টা ৩ কর্ম্মণানশাৎ। যশ্চাকারা। সদাবৃধা ২ ৩ ম্। সদাবৃধাম ইন্দ্রোয়া।

৩ ২ ২১ ১ -- ১ ২৩ ২ ১ ২ ১ ২৩র২ ১

জৈর্বিশ্বগূ। তমা ২ র্ভূ্পা ২ ৩ ম্। তমূভূপান। অষাঢ়ঁস্কা। ফুমোজসা

২৩র ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ ১২ ১ ২৩র ২১

২ ৩। ফুমোজসা ৩ ৪ ৩॥ অধৃষ্টা ৩ স্কং ফুমোজসা। অষাঢ়ঁস্কা। ফুমোজসা

১ ৩র ২ ১ ২১ ২ ৩ ২ ২ ৭ -- ১

২ ৩। ফুমোজসা। অষাঢ়ম্। গ্রস্পৃতনা। সুসা ২ সহা ২ ৩ য়িম।

২৩র ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ৫ ২

সুসাসহীম্। যস্মাদ্বিশ্বহারিঃ। উরুজ্রয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়া ৩ ৪ ৩ঃ॥ যস্মিন্না

৪ র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১

৩ চীরুরুজ্রয়াঃ। যস্মাদ্বিশ্বগারিঃ। উরুজয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়াঃ। সন্ধারিনবো।

২র৩২র১ ৭ -- ১ ২ ২র ২ র .২র ১ ২ ৩র২১

আয়মানে। অনো ২ নবূ ২ ৩ঃ। অনোনবূঃ জ্যাবাক্ষামাম্নি। অনোনবূ

২ ৩র ২ ১

২ ৩ঃ। অনোনবূ ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১০২॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈখানসং।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।
২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিষীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং অরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); শ্রিয়ে' শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণাঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—১সূ ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সখীভূতাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ! 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত অর্চ্চত। ততঃ অভিষ্টুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' যজমানীয়ৈঃ হবির্ভিঃ শ্রিয়ঃ শ্রয়ণৈশ্চ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিতর আভরণৈরলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

"জগৎ কে জয় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, – "যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু কারণ, এই সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই পরমমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (৮অ - ৫খ—১সূ - ১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সমী বৎসন্ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১র ২র

দেবাব্যাং২৩ মদমভি দ্বিশবসম্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতৃভিঃ' (মাতৃভিঃ যথা প্রেমেণ বৎসং উৎপাদ্যতে, আক্রিয়তে চ তদ্বৎ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্বিশবসং' (দ্বিগুণবলং, প্রভূতবলসম্পন্নং) 'মদং' (মদকরং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

পরমানন্দদায়কং) 'দেবাব্যং' (দেবানাং, দেবভাবানাং রক্ষকং) 'গয়সাধনং' (প্রাণভূতং, সাধকানাং প্রাণস্বরূপং 'ঈং' (এনং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অভি সংস্বজত' (হৃদি সমুৎপাদয়ত) ॥ আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুয়াম — ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ৫খ — ১সূ — ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃগণকর্তৃক যেমন প্রেমের সহিত বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদিগের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বক হৃদয়ে সমুৎপাদন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই।) । (৮অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'গয়-সাধনং' গৃহস্য সাধনভূতং 'ঈং' এনং সোমং 'মাতৃভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সংস্বজত' সম্মিশ্রয়ত, কথমিব? 'বৎসম্' যথা বৎসং মাতৃভিঃ গোভিঃ সংযোজয়ন্তি তদ্বৎ। কীদৃশং? 'দেবাব্যং' দেবানাং রক্ষকং 'মদং' মদন-হেতুং 'দ্বিশবসং' দ্বিগুণবেগং অতিশয়িত-বলং বা যদ্বা দ্যোলোকিয়োস্তত্র স্থিতা দেবমনুষ্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং হবির্দ্দানপ্রদানেন প্রবর্দ্ধয়িতারং তং সোমং 'অভি' সংস্বজত ॥ (৮অ—৫খ - ১সূ - ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বভাবের বিশেষণ কয়েকটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম অংশেই একটী উপমা আছে—'বৎসং ন মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন, এবং আদর করেন ঠিক সেইরূপভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর এবং হৃদয়ের সহিত তাহা ভালবাস। এই উপমা দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হইতেছে।

সত্ত্বভাব—'গয়সাধনং'। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহস্য সাধনভূতং'। কিন্তু বিবরণকার অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন—'গয়ঃ প্রাণাঃ দেবানাং প্রাণসাধনার্থং" আমাদের মতে বিবরণকারই অধিকতর সুষ্ঠু অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

দেবাব্যং অর্থাৎ দেবভাবের রক্ষক—শুদ্ধসত্ত্ব। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে তাহার প্রবৃত্তি নির্ম্মল হয় দেবভাব উজ্জ্বল হয়। এই দেবভাবের বলেই মানুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব—পরমসাধনং মদং। সেই পরমমঙ্গলদায়ক চিদানন্দদায়ক সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করিবার জন্যই এই আত্মোদ্বোধন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্য অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে একটী নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন। ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।" (৮অ-৫খ-১সূ-২সা) ॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২

পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'যথা' (যেন প্রকারেণ, 'শর্দ্ধায়' (বেগায়, আশুমুক্তিদানায়) তথা 'বীতয়ে' (পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায়—ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'দক্ষসাধনং' (বলসাধনং, আত্মশক্তিদায়কং-সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পুনাতা' (পুনীত, পবিত্রং, বিশুদ্ধং কুরুত); 'মিত্রায় বরুণায়' (মিত্রভূতায় অভীষ্টবর্ষকদেবায়) 'যথা' (যেনপ্রকারেণ) 'শন্তমং' (সুখজনকং, প্রীতিজনকং-ভবতি ইতি যাবৎ) তথা কুরুতঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়াম—ইতি আত্মোদ্বোধনমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ ৫খ—১সূ-৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে প্রকারে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেইরূপ ভাবে আত্মশক্তিদায়ক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষকদেবের যাহাতে প্রীতিজনক হয় সেইরূপ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনমূলক ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন করি।)। (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনং' বলস্য সাধনং ধনানাং বৃদ্ধের্বা সাধকং সোমং 'পুনাতা' পবিত্রেণ পুনীত। পূঞ্ পবনে (উ০) ক্র্যাদিঃ; তস্মাল্লোটি তপ্তনপ্তনথনাশ্চ, (৭।১।৪৫) ইতি তস্য তবাদেশঃ পিত্ত্বাদীর্ঘাভাবঃ 'শর্দ্ধায়' বেগার্থং 'বীতয়ে' দেবানাং পানার্থং যথা ভবতি তথা 'মিত্রায়' 'বরুণায়' চ 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখং যথা ভবতি তথা পুনীতেত্যর্থঃ। 'শন্তমং'—'শন্তমঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হইতে পারে সেইজন্য আত্মোদ্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। যাহাতে ভগবানকে লাভ করা যায়, যাহাতে মানব আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে তেমনি ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন ভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে হইবে ও তাহা ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন ভগবানের গ্রহণীয় হয়, প্রীতিজনক হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সেই ভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। হীরক খনিতে জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা খনিতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। মানুষের হৃদয়ও অনন্ত খনি। তাহার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই স্থান আছে। কিন্তু সেই সকলকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তি চাই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব দেবপ্রবৃত্তি সমস্তই সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে জাগরিত করিতে হইবে। মানুষই দেবতা হয়—সাধনা দ্বারা। সাধন প্রভাবে মানবের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়।

স্বরূপতঃ মানুষ অসীম, তাহার শক্তিও অসীম। কেবল মাত্র মায়ামোহাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া সে ভ্রমবশতঃ নিজকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করিতেছে। যখন তাহার চক্ষুর

উপর হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া যাইবে, তখন সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়, সেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে হইলে তদুপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে সোমরসের সহিত উহার কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের গ্রহণের উপযোগী জিনিষ মাতাল-ভোলা মদ্য নয়—উহা মানব হৃদয়ের অমৃত—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানবের শ্রেষ্ঠ পূজোপহার সেই শুদ্ধসত্ত্বই গ্রহণ করেন। সেই সত্ত্বভাবামৃত ভগবৎ-সেবার উপযোগী করিবার জন্যই প্রচেষ্টা মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। * (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ২ৰ ৩ ৫ ২

১। হাহ্। বো ৩ হা। বো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি।

n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ ৫

সাপায়া ২ ৩ ৪ আ। নাযাদা ২ ৩ ৪ ভা। পুনানা ২ ৩ ৪ য়া। প্রা ২ ৩ ৪ পা।

৩ ২ ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩ ৫

য়া ২ ৩ ৪ ভা। শায়িতয়া ২ ৩ ৪ য়া। চৈঃপারা ২ ৩ ৪ যিভু। বা ২ ৩ ৪ তা।

৩ ৫ ২ n ৩ ২ ২ u ৩ ৫ ২ n ৩

শ্রা ২ ৩ ৪ য়ায়। সামীগ ২ ৩ ৪ ৎপায়্। নামাতৃ ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সার্জ্জি তা

৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ n৩ ৫

২ ৩ ৪ পা। য ২ ৩ ৪ সা। ধা ২ ৩ ৪ নায়। দাবিবাযা ২ ৩ ৪ য়ায়।

২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫

মাদামা ২ ৩ ৪ ভো। যা ২ ৩ ৪ য়িশা। বা ২ ৩ ৪ সায়। পুনাতা ২ ৩ ৪ দা।

২ n ৩ ২ n ৩ ৩ ৫ ৩ ৫

ক্ষাদাধা ২ ৩ ৪ মাম্। যাথাদা ২ ৩ ৪ র্দ্বা। স্ব ২ ৩ ৪ বী। তা ২ ৩ ৪ যায়ি।

২ ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫

যথামা ২ ৩ ৪ য়িত্রা। যাবরু ২ ৩ ৪ ণা। যা ২ ৩ ৪ শ। তা ২ ৩ ৪ মায়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ২ ২ ১ ৫ ২
হাহ। বো ৩ হা। গো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ ৪।

৫র র ২ ১ ২ ১২র ১র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ ৩। অ'তবিশ্বা'নতুরিতাতরেমা ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

২ র র ১ ২ র ১ -- ২ ১ ১ ১ -- র ১
২। পথায়ন্বা। নিবীদতা। পুনানায়া ২। প্রগায়তা। শিশুন্নায়া ২। জ্ঞৈঃপা।

n ৩ ৫র র ১ ২ ২ র র ১
য়া২ য়ি। ভূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যতপ্রিয়এ ৩। পমীবৎসাম। ম মাত ভারি।

২ ১ -- র১ ২রর ১ — ১ n ৩
সৃজতাগা ২। যসাধনাম। দেবানায়া ২ য়। মদম। আ ২ তা ১ ৩ ৪

৫র র ১ ২ ২ র র র ১ ২র১ -- র
ঔ'হোবা। দ্বিশবসমে ৩। পুনাতাদা। ক্ষসাধনাম। যথাশাৰ্দ্ধা ২। যণীভযারি।

২র ১ -- ১ n ৩ ৫রর ১২ ১ ১ ১ ১ ১
যথামায়িত্রা ২। যণ। রু ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যশস্তমমে ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

৩ ২ ৩ ২ ৫র ২ ২u ৩ ২ ৩র২
৩। পথা ৩ ১। যথা ৩ ১ ২ ৩ ৪। নিষী। দা ৩ তা। পুনা ৩ ১। নায়া

৫র ২ ২n ৩২ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। প্রগা। যা ৩ তা। শিশু ৩ ১ য়। নম্না ৩ ১ ২ ৩ ৪।

র ২ ২ ২n ৩ ২ ৩ ১ ১ ৫ ৩২
জ্ঞৈঃপ। রা ৩ য়িভূ। যতা ৩ ১। প্রিয়া ৩। ও ২ ৩ ৪ পা॥ পমী ৩ ১।

৩ ২ ৫র ২ ২n ৩ ২ ৭ ৫র
বৎসা ৩ ১ ২ ৪ য়। নম্না। ভূ ৩ ৩ তায়িঃ। সৃজা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যসা।

৩ ২ ৩র২ ৩২ ৫ ২ ২
সা ৩ নাম্। দেবা ৩ ১। নিয়া ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়। মদম্। আ ৩ তা'য়।

৩ ২ ৩২ ১ ৫ ৩ ২ ৩র২
দ্বিশা ৩ ১। বসা ৩ য়। ও ২ ৩ ৪ বা॥ পুনা ৩ ১। তাদা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৫র ২ ২
ক্ষসা। ধা ৩ নাম্। যথা ৩ ১ শৰ্দ্ধা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যণী। তা ৩ যায়ি।

৩২ ৩ ২ ৫ ২ ২ ৩২ ৩২
বথা ৩। মিত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যশ। রু ৩ পা। যশা ৩ ১। তমা ৩ ম।

১ ৫ ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। উ ২ ৩ ৪ পা॥

* . *

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২১২র১ ২৴৩ ৫
৪। সখায়া ৩ আনি। ষীদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানায়া। প্রোগায়া ২ ৩ ৪ তা।

২ ১ ৭ ৫ n ৩ ২ ১৩১১১১
শিশুন্নয়া। নৈজো:পা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫ হ্রিভূ ৬ ৫ ৬। যতশ্রিয়ে ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১২র১ ২n৩ ৫
সমীগা ৩ বসয়। মাত্‌ ২ ৩ ৪ তারিঃ। সৃজাভাগা। যাসাথা ২ ৩ ৪ নাম্‌।

২র১ ৭ ২ ১৩১১১১
দেবাবিয়াম। মদা ২ যা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। বিশবদা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌।

২১র২ ৩ ৫ ২৴৩ ৫ ২ ১ ২১ ২^৩ ৫
পুনাস্তা ৩ দক্ষ। সাগা ২ ৩ ৪ নাম্‌। যথাশর্দ্ধা। পাবীতা ২ ৩ ৪ য়ান্নি।

২১ ৭ ৴৩ ২ ^ ২ ১৩১১১১
যথামিত্রা। যবা ২ রু ২ ৩ ৪ ৫ ণা ৬ ৫ ৬। যশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌।

* * *

৫ র ৩ ২n৩ ৫ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২ র১র ---
৫। সখা। যআাও ২ ৩ ৪ বা। নিষায়ি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়প্রগা ২

৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২৩ ৫ ১ র ৬ ১ ১ ১ ১ ১ ২
য়তা ২ ৩ ৪ ৫। শারিরিশাও ২ ৩ ৪ বা। নযজৈ:পরিভূ ২ ৩ ৪ ৫। যান্তা-

৩ ৫ ২৫র ৫র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে। সমী। বৎসাও ২ ৩ ৪ বা। মমা। তত্‌তা-

৩ ৫ ২ ১র ২১র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। সৃজভাগয়সাধনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌। দারিবা ও ২ ৩ ৪ বা।

১ ৩ ২ ১n৩ ৫ ২ ৫ র ৩র২n
বিয়স্মদমস্তা ১ য়ি। বারিশাও ২ ৩ ৪ বা। বদা ১ ম্‌। পুনা। তাদা-

৩ ৫ ১ ১ ২n ৩ ৫ ১২র১ বর র ১৩ ১ ১ ১ ১
ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষসা। ধানা। ও ২ ৩ ৪ বা। যথাশর্দ্ধায়বীতয়া ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

১২n৩ ৫ ২১র২১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২n৩ ৫
বাথাও ২ ৩ ৪ বা। মিত্রায়বরুণা ২ ৩ ৪ ৬। যাশাও ২ ৩ ৪ বা।

২
তমা ১ ম্‌ ॥ ১·৩ ॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে উহাদের নাম, যথাক্রমে;–(১) "পরম্‌", (২) "সুজ্ঞানম্‌", (৩) "দৈবোদাসম্‌", (৪) "পৌষ্কলম্‌" এবং (৫) "পৌষ্কলম্‌।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ক২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং

২উ ৩ ১ ২

বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিদায়কং) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (ব্যবধায়কং, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং বারমব্যম্' (অব্যয়ং জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি' (বিশেষরূপেণ) 'প্রাক্ষাঃ' (বিবিধং প্রক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অক্ষয়ং নিত্যজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি - ইতি ভাবঃ। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সাধকদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান্ বেগবান্ বা 'সহস্রধারঃ' বহুধারাযুক্তঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিজং 'বারং' বালং পবিত্রং 'তিরঃ' ব্যবধায়কং কুর্ব্বন্ 'প্রাক্ষাঃ' বিবিধং প্রক্ষরতি। ক্ষরতের্লুঙি রূপং। 'প্রবাজী'—'প্রসুবানঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন। সত্যটীর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই বলা যায়, কারণ সত্য

চিরদিনই পুরাতন, আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রভেদে তাহা চিরনূতন। সত্য নূতনত্ব ও প্রাচীনত্বের গণনার বাহিরে। কারণ উহা সনাতন অব্যয়, অনাদি। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, সুতরাং অনাদি অনন্ত পুরুষের শক্তিও অনাদি, অব্যয়, চিরনূতন চিরপুরাতন। তাই জ্ঞান প্রভৃতি ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না কেন, তাহাই অনন্তকালের সত্য, চির কালের সত্য। তাহা চিরকাল আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে।

নূতন ক্ষেত্রে, নূতন অবস্থায়, সেই চিরপুরাতন সত্যই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনন্ত মানবপ্রবাহ নূতন লোকের আগমনের দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। সত্য চিরদিন হিমাচলের মত অটল অচল ভাবে এক অবস্থায়ই আছে, কিন্তু যাহারা নূতন আসে তাহারা নূতন ভাবেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় সত্যকে নূতন বলিয়া মনে করে। তাই সত্য চিরনবীন। এই নূতনের জন্যই পুরাতনকে নূতনের বেশে সাজাইতে হয়, নূতন ভাবে নূতনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

বেদ মন্ত্র অনাদি অনন্ত। তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা ও অনন্ত চির পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ পুরাতন হইলেও ব্যবহারিক ভাবে নূতন। তাহারা এই বেদ মন্ত্রের মধ্যে সেই চির পুরাতন সত্যের সাক্ষাৎ পায়—'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন' কিন্তু এই সত্য ঘোষণার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করা, মানুষের মনে সত্যলাভের জন্য তথা সত্যসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। 'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন,' এই সত্যের দ্বারা মানবের মনে পরাজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা জাগিবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। অনুবাদটী এই, "প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ ৫খ ২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয় সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো

২র ৩ ২
গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সহস্ররেতঃ' (বহুবীর্য্যোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদ্ভিঃ মৃজানঃ' (অমৃতৈঃ শুধ্যমানঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ শ্রীণানঃ' (জ্ঞানৈঃ শ্রীযুক্তঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (শক্তিমান, পরাশক্তিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।) ॥ (৮অ—৫খ—২সু—২সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সঃ' সোমঃ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। কীদৃশঃ ? 'সহস্ররেতঃ' বহুরেতস্কঃ 'বহূদকঃ' 'অদ্ভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'মৃজানঃ' মৃজ্যমানঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণানঃ' শ্রিয়মাণঃ ॥ ২ ॥

* . *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির প্রার্থনার ব্যপদেশে সত্ত্বভাবের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ সত্ত্বভাবলাভের জন্য কেন ব্যাকুল, তাহার আভাষও এই গুণবর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব—'সহস্ররেতঃ'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। শুধু শক্তি থাকিলেই হয় না, শক্তির সদ্ব্যবহার করাও চাই। সত্ত্বভাব শুধু 'সহস্ররেতঃ' নয়—তাহা শক্তিদাতাও বটে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইহাও একটী কারণ।

পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব ও পরাজ্ঞান পরস্পর অচ্ছিন্নসম্বন্ধযুত। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলে তৎসঙ্গে—পরাজ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান বলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—'অদ্ভিঃ মৃজানঃ'—অমৃতপ্রাপক।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সেই

অনুবাদটী এই,—"জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো

২র ৩ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'যেমাণঃ' (নিয়ম্যমানঃ, উৎপাদ্যমানঃ) তথা 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপঃসাধনৈঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কুক্ষা' (কুক্ষৌ, অন্তরে, সমীপে ইতি ভাবঃ) 'প্রযাহি' (প্রগচ্ছ, প্রকর্ষেণ গচ্ছ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং কঠোরতপোসাধনেন উৎপন্নেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং আরাধয়াম ইতি সঙ্কল্পমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ ২সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধক আমাদিগের দ্বারা উৎপাদ্যমান ও কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোরতপোসাধনে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করি—ইহাই সঙ্কল্পমূলক ভাব) ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—৩সা) ॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্ভিঃ 'যেমানঃ' নিয়ম্যমানঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কুক্ষা'। সপ্তম্যা ডাদেশঃ (৩৪৩৯)। কুক্ষৌ উদরভূতে কলশে বা 'প্রযাহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। সংহিতায়াং যেমান ইত্যত্র সত্বং ॥ (৮অ - ৫খ - ২সূ - ৩সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী পবিত্র সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে—"আমরা যেন কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারি।" শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়াই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। আমরা যেন ভগবদারাধনার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। আগুণে যেমন আবর্জ্জনারাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, যাহা সারভূত, যাহা মহান্, তাহাই বাকী থাকে। মানব-মনের মলিনতাও কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে দূরীভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বিনাশ হয়—তখন যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মহান্, তাহাই মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে মানবের অন্তঃস্থলকে আলোকিত করে। সেই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বভাবের। মানব-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে তাহাতে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাহাতে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তাহার জন্যই এই প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস প্রস্তুতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্বর্য্যুগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" (৮অ—৫খ-২স্থ-৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১২র ১২ ১　২ ১ র ২　৫　২ ১　২১র
১। প্রবাজয়ঙ্কাঃ। সহস্রধারাস্তা ১ য়িরা ২ ৩ ৪ ঃ। হায়ি। পবিত্রাম্। বিবারা

৫　৩　৫　৫　১২র ১২ ১　২ ১ র
২ ৩ ৪ ও হায়ি। আ ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি। সবাজয়ঙ্কাঃ। সহস্ররেতা-

৭　৫　২১র　২র ১　৫
অস্তা ২ ৩ ৪ য়িঃ। হায়ি। মৃজানাঃ। গোভায়িশ্রা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি।

১　৫　৫　১র ২২ ১　৭　৫
পা ২ ৩ ৪ সো ৬ হায়ি। প্রাসোমযাহী। ইন্দ্রস্যকুক্ষানৃভা ২ ৩ ৪ য়ি। হায়ি।

২র১র　২ ১　৫　১　৫　৫
যেমানাঃ। আদ্রিভা ২ ৩ ৪। য়িহায়ি। সু ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১২ ১ ২১ ২ র ১ ২
২। প্রবাজিযোবা। স্কাঃ। সহা ২ ৩ স্রা। ধারস্তাগ্নিরাঃ। পবাগ্নিত্রা ১

৪ ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
বা ২ ৩ গ্নিবা। রথ। অবো্য ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। সবাজিযোবা। স্কাঃ।

২১ ২ র র ১ ২ ৪S ৫র ৩র২
সহা ২ ৩ স্রা। রেতাঅস্তাগ্নিঃ। মৃজানা ১ পো ২ ৩ ভারিঃ। শ্রী। সানো

২র ১২ ১ ২১ ২ র১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। প্রসোমযোবা। হারি। ইন্দ্রাতা ২ ৩ কু। স্কানুভারিঃ।

র ২ ৪s ৫ ৩ ২
যেমানো ১ আ ২ ৩ দ্রারি। তিঃ। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১-৩। *

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) তথা 'যে' 'অর্ব্বাবতি' (অন্তিকদেশে, ভূলোকে ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) 'অদঃ' (অস্মিন্) 'শর্য্যণাবতি' (অন্ধকারময়ে দেশে—অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) বর্ত্তন্তে তে 'সুন্বিরে' (অভিষূয়ন্তে, বিশুদ্ধাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুযাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ—৩সূ – ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যাহা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"সোহাবিষম্' এবং "সরাবোধীয়ম্।"

আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)॥ (৮অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতদাদিভ্যামৃগ্‌ভ্যামিন্দ্রার্থং সর্ব্বত্র সোমাভিষবোঽস্তীত্যাহ—'যে' 'সোমাসঃ' 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টেঽতিদূরে দেশে 'যে' বা 'অর্ব্বাবতি' অন্তিকে দেশে 'সুন্বিরে' অভিষূয়ন্তে 'যে বা' 'শর্য্যণাবতি'। কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে শর্য্যণাবৎসংজ্ঞাকং মধুর-রস-যুক্তং সোমাৎ সরোঽস্ত। 'অদঃ' অস্মিন্ সরসি সুরসা যে সোমা ইন্দ্রায়াভিষূয়ন্তে। তে অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ॥ (৮অ-৫খ-৩সূ—১সা)॥

• . •

প্রথম (১১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র এই ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। ভগবান্ সত্ত্বময়, তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই সত্ত্বভাব সুপ্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। ভাগবতী শক্তি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। মানুষ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, তাহার মধ্যে কি মহতী শক্তি আছে। মেষধর্ম্মাচারী সিংহশাবকের মত সে আপনাকে হীন দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করে, মেষের ধর্ম্মপালন করাকেই সে আপনার স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে পর্য্যন্ত না সে আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার হীনবন্ধন মোচন হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কখনও তাহার এই মোহ নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে, তখনই সে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সিংহদলে আপনার স্থান করিয়া লয়, অজ্ঞানতাজনিত হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের মধ্যেও অনন্তশক্তির বীজ নিহিত আছে, সে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে হীন দুর্ব্বল ভাবে, অজ্ঞানতার বশে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। বস্তুতঃ মানুষ মেষ নয়,—সে সিংহ। ভগবানের কৃপায় যদি সে কখনও আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে তখনই আপনার মোহ—অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হইতেছে মানুষের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা হীনতা মলিনতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা সে আপনার

উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মধ্যেও সত্ত্বভাব আছে বটে; কিন্তু তাহার মলিন হৃদয়-আধারে স্থাপিত বলিয়া তাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে প্রেরণা দিতে পারে না। যখন মানুষ সাধনা দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে, যখন হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেইসঙ্গে মানব হৃদয়ের নিহিত সত্ত্বভাবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মুক্তিদায়ক করিতে হইবে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যকরী হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সুষিরে' অর্থাৎ অভিষুত, বিশুদ্ধ হইয়া। সত্ত্বভাব যখন পাপ মোহ প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সত্ত্বভাব কার্য্যকারী হয়। মন্ত্রের প্রার্থনাই তাই,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী যে সত্ত্বভাব আছে, আমাদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে, তাহা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'শর্য্যণাবতি' পদে আমরা "অন্ধকারময়ে দেশে, অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শর্য্যণাবতি' পদে অন্ধকারময় দেশকে লক্ষ্য করে। এই পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৪সূ—১৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্ধকারময় প্রদেশ বলিতে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় খনিস্বরূপ। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্নাদি বিরাজিত আছে। সেই মণি-রত্নাদি উপযুক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইলে তাহা বহু মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়। আমার অন্ধকার হৃদয়ে কোহিনুর-স্বরূপ সত্ত্বভাব-মণি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে আমরা সেই পরমরত্নকে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তিদায়ক করিতে পারি, মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের এবম্বিধ ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'পরাবতি' এবং 'অর্ব্বাবতি' পদদ্বয় দূরার্থক এবং নিকটার্থক দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যত্রও আমরা এই পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে স্বর্গ অতি দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া করা যায়। অজ্ঞানতা, পাপমোহ প্রভৃতির ব্যবধান থাকাবশতঃ মানুষ স্বর্গ হইতে দূরে অবস্থিতি করে। আর পাপতাপজীর্ণ এই মাটীর পৃথিবীই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান। তাই 'পরাবতি' ও 'অর্ব্বাবতি' এই দুই পদে দ্যুলোক ও ভূলোককে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ এই দুই পদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বই লক্ষিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বে যে সত্ত্বভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুক, মোক্ষলাভে সহায় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাব। বস্তুতঃ সত্ত্বভাব এক ও অখণ্ড; উহার বিভাগ নাই অংশ নাই। এক সত্ত্বভাবই বিশ্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান। উহা কখনও অবিশুদ্ধ নয়। উহা এক ও চিরবিশুদ্ধ। কিন্তু আধার-ভেদে উহা অবিশুদ্ধ ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই 'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনশ্চ—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এক বস্তুরই বিভিন্ন দিকমাত্র। সাধকের সাধনার স্তরভেদে এক বস্তুই স্বর্গ বা নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য এদেশ ওদেশ প্রভৃতি এক অখণ্ড দেশেরই বিভিন্ন নামমাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান মন্ত্রে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের কল্যাণে মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ক ৩ ২র
য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আর্জ্জীকেষু' (সরলেষু, অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু) তথা 'কৃত্বসু' (সৎকর্ম্মসাধকেষু) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, অপিচ 'পস্ত্যানাং মধ্যে' (সংযতচিত্তানাং, সংযতচিত্তানাং মধ্যে) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে 'বা' (অথবা, অপিচ) 'পঞ্চসু জনেষু' (চতুর্ব্বর্ণান্তর্গতেষু তথা তদ্বাহির্ভূতেষু জনেষু, সর্ব্বেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে তে অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অকুটিলহৃদয় জনে এবং সৎকর্ম্মসাধকে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' বা সোমাঃ 'আর্জ্জীকেষু' ঋজীকানামদূরভবাঃ আর্জ্জীকাদেশাস্তেষু তথা 'কৃত্বসু' কৃত্বান ইতি দেশাভিধানং, তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু চ; কিঞ্চ 'পস্ত্যানাং' সরস্বত্যাদীনাং নদীনাং 'মধ্যে' সমীপে চ যে সোমা অভিষূযন্তে। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতে'ত্যাদিষু নদীতীরে যজ্ঞকরণস্য শ্রবণাৎ; কিঞ্চ 'জনেষু পঞ্চসু' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা পঞ্চজনাস্তেষু। চ 'যে বা' সোমা অভিষুতাঃ। তে সোমা অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাবের কল্যাণে পরাশান্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' উল্লেখ আছে, তদ্রূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে নানাবিধ লোকের কথা বলা হইয়াছে; যথা—'আর্জ্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। উহার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণ লোকের চির-পরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"কিম্বা যে সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনীও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"আর্জ্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখাতীরস্থ জনপদের (আধুনিক পাঞ্জাবপ্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। 'Five tribes'—Muir.

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোন কোন দেশে সোমরস প্রস্তুত হইত অথবা কোন কোন দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল তাহার একটা ছোটখাট তালিকা। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন। আবার বিবরণকার মন্ত্রান্তর্গত পদকয়েকটীর ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সকলের মতই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভাষ্যকার, 'আর্জ্জীকেষু' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'ঋজীকানাং অদূরভবাঃ' আবার তাহাকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ঋজীক' নামে একটা প্রসিদ্ধ জাতি বা জনপদ ছিল, সেই জাতির বাসস্থান বা জনপদ হইতে 'আর্জীক' দেশ অধিক দূরে ছিল না। ভাষ্যকার সেই দেশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন 'ঋজুষু'। আমাদের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। আমরা অর্থ করিয়াছি —'অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু' অর্থাৎ যাঁহারা কুটিলতা পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয় সেই সত্ত্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। 'আর্জ্জীকেষু' পদের লক্ষ্য তাহাই। 'কৃত্বসু' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কৃত্বান্ ইতি দেশাভিধানং তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু।" অনুবাদকারের ভাষায়—'কৃত্বদেশে'। কিন্তু ভাষ্যকার ঠিক তাহা বলেন নাই। তাঁহার মনের ভিতর দুইটী ভাব খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয় প্রথম ভাব 'কৃত্ব' একটা দেশের নাম। কেবল এই কথা বলিলে শুধু দেশই বুঝাইত, কিন্তু ভাষ্যকার শেষাংশে বলিতেছেন -'তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'কৃত্ব' শুধু একটা নাম নয়—উহা কর্ম্মেরও সূচনা করে। উহা যেন কতকটা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উভয় অংশ একত্র করিলে, অর্থের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তবে উহা যে কেবলমাত্র নাম নয় ইহা সহজেই বুঝা যায় এবং এই ধারণা ভাষ্যকারের মনে ছিল বলিয়াই শেষে লিখিয়াছেন,—'কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' আমরা উক্ত পদে অর্থ করিয়াছি 'সৎকর্ম্মসাধকেষু'। উক্ত পদে কোন স্থানের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে করি নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতেষু স্থানেষু"। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

'পস্ত্যানাং মধ্যে' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত অর্থ এই যে,—সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী দেশ। ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন যে. এই দেশে সোমরস প্রস্তুত করিয়া ঋত্বিকৃগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং মন্ত্রে যে এই দেশকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকার তাহার এই মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'পস্ত্যানাং গৃহাণাং'। 'পস্ত্য' শব্দ সংহত করা অর্থমূলক 'স্ত্যৈ' ধাতু-নিষ্পন্ন। তাহা হইতে সংহত বা 'সংযত চিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সংযতচিত্ত পবিত্রহৃদয় সাধকগণের হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয় তাহাই প্রার্থনার লক্ষ্য। সুতরাং এই অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়।

'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয় লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন - চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত চারি জাতি এবং তদতিরিক্ত নিষাদ জাতি—এই পাঁচ জাতি। যদি এই পাঁচ জাতি দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহার কোন অনৈক্য নাই কিন্তু মনুসংহিতানুসারে আমাদের ধারণা এই যে,—'পঞ্চম জাতি' বলিয়া কিছু বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এই দিক দিয়া 'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু বিবরণকার অর্থ করিতেছেন,—'যজমানং

শ্চত্বারঃ ঋত্বিজঃ।' আমাদের ধারণা, ভাষ্যকারই এখানে অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু এই পদদ্বয় পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যানুসারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক তুমুল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন যে,—এই 'পাঁচ জাতি' বা 'পঞ্চজন' কে বা কাহারা। কাহারও মতে উহা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, আবার কাহারও মতে অন্য কোন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করে, যেমন মুর সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন - 'Five tribes' অর্থাৎ পাঁচজাতি। শুধু তাই নয়, এই পাঁচ জাতির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত নাই। এই গবেষণার কতক অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, এ সমস্ত পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (৮অ—৫খ—৩সূ - ২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুবানাঃ, অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ, দেবভাবদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'পবন্তাং' (প্রাপয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু - ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ – ৩সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক অমৃতপ্রবাহ সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'স্বানাঃ' সূয়মানাঃ তত্র চাত্র অভিষূয়মাণা 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপন-শীলাঃ স্তুত্যা বা 'ইন্দবঃ' 'গ্রহেষু' চমসেষু ক্ষরন্তু, 'তে' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দিবস্পরি' পরি-শব্দঃ পঞ্চমী-দ্যোতকঃ, অন্তরিক্ষাদাদিত্যাদ্বা 'বৃষ্টিং'। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ ১অ০)" ইতি বৃষ্টি-কারণত্বাৎ। কিঞ্চ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রঞ্চ ধনাদিকং বা 'আ পবন্তাং' প্রাপয়ন্তু। যজমানঃ সোমেনাভিমতফলানি প্রাপ্নোতি খলু। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ ৩সূ - ৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

*

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত দুই মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্ব ও তজ্জনিত পরমকল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।" ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার উভয়েই মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলকঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় ও ভাষ্যাদির প্রার্থনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যাৎ বা"- অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, আকাশ হইতে অথবা সূর্য্য হইতে। সূর্য্য হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ - অগ্নিতে যে সমস্ত আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সকল সূর্য্যে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়। এখানে একটা কথা দেখিতে হইবে যে,—ভাষ্যকার 'বৃষ্টি' পদে আকাশ হইতে যে জলধারা পতিত হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। এখানে কোন বৃষ্টিধারার কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান

KRIS… …TE

মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থে মন্ত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। সত্ত্বভাব মানুষকে বৃষ্টি প্রদান করে না, আর সাধক ভাগবতী শক্তি—সত্ত্বভাবের নিকট হইতে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করেন না। প্রার্থিত বস্তু, ভগবানের করুণাধারা—অমৃত, যাহা লাভ করিলে মানুষ অমর হয়, মানুষের বাসনা কামনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই অমৃতপ্রবাহ লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দিবস্পরি' পদে তাই 'দ্যুলোককে' লক্ষ্য করে। আমরা সর্ব্বত্রই উক্ত পদে 'দ্যুলোক' 'স্বর্লোক' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই সঙ্গত অর্থ।

'সুবীর্য্যং' পদে পুত্র বা দাস-দাসী প্রভৃতি কোন বস্তুকে বুঝায় না—উহা দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—"হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্ম-শক্তিযুত অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।" (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।*

——— * ———

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র ১ ২   ১ র ৩ ১   ২র ১   ২   ১   র ২
যেসোমাসোবা। পারাবতারি। যেঅর্বা ২ ৩ বা। তিসুষাবিরারি। যেবাদা ১

৪   ৫র   ৩ ২   ২ র র   ১ ২   ১ ২ ১
শা ২ ৩ র্যা। পা। বতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ যম র্জ্জীকোবা। যৃক্কষস্।

২র ১   ২   ১   র ২   ৪   ৫   ৩ ২
র্যোমাধ্যা ২ ৩ মিণা। স্থিরানাম্। যেগাজা ১ না ২ ৩ স্রিষু। প। চস্যো-

২র র ১   ২   ১   ২ ১   ১   ২   র ১
৩ ৪ ৫ ঈ। তেনোবৃষ্টোবা। দারিবস্পরারি। পবাস্বা ২ ৩ মা সুবীরায়াম।

র ২   ৪   ৫   ৩ ২
স্বানাদা ১ য়িবা ২ ৩ ন্যাঃ। ই। দবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১-৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"জরাবোধিয়ম্।"

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　৩　১　২র　৩ ১ ১ ২ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ।
২　৩　১　২　৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃ চ ভবন্তি; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং; ত্বং হি করুণাময়ঃ; তত্ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। (৮অ-৬খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৎসঃ' ঋষিঃ 'তে' তব 'মনঃ' পরমাচ্চিৎ' উৎকৃষ্টাদপি 'সধস্থাৎ' 'দ্যুলোকাৎ 'আ যমৎ' আয়মতি আগময়তি। কেন সাধনেন? 'ত্বাং' 'কাময়ে' কাময়া অভিলষন্ত্যা

'গিরা' স্তুত্যা 'কাময়ে' ইত্যত্রাপি শে আদেশঃ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা ত্বাং কাময়ে অভিলষামি। 'কাময়ে'—'কাময়া' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথায়ও স্থির থাকিতে পারে না যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আদিভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না! তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়! এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর! তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে! তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আসক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত! তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণেই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি—চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমার প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংশ্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে—ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, বট্‌ত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পুরুত্রা হি সদৃঙঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
৩ ১ ২
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চয়মেব) 'পুরুত্রা' (বহুদেশেষু—সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) 'সদৃঙ্' (সম্যক্‌দৃষ্টিসম্পন্নঃ সমদর্শী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বিশ্বা দিশঃ' (সর্ব্বেষাং দিগ্‌ভাগানাং, বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ) 'প্রভুঃ' (ঈশ্বরঃ) 'অনু' (অনু অসি, ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু রক্ষালাভায় ইতি যাবৎ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ-৬খ-১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।) ॥ (৮অ—৬খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে! 'পুরুত্রা হি' বহুষু হি দেশেষু ত্বং 'সদৃঙ্ অসি' সমান-দ্রষ্টা ভবসি অতএব 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা দিশ 'অনু' লক্ষ্য 'প্রভুঃ' ঈশ্বরো ভবসি। ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'দিশঃ'—'বিদিশঃ' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবানের করুণালাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান্ 'পুরুত্রা' বহুদেশে অর্থাৎ সর্ব্বদেশে যিনি বিদ্যমান, অথবা যাঁহার নিকট কোন স্থানই দূরে নয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া তিনি আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিবিভ্রমকারী আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গভীর অরণ্যানি, অতলস্পর্শী সমুদ্র, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব আছে। ভীষণ গিরিকান্তারে দুর্গম অরণ্যে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন পার্থিব কোন সাহায্যেরই আশা তাহার মনে থাকে না। তখন একমাত্র পরমপুরুষ করুণানিদান সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের কথাই তাহার মনে উদিত হয়—তাহাই তাহাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু কৈ, কোথায়ও তো কেহ নাই, কোথায়ও তো তাঁহার মন্দির দৃষ্ট হয় না, তিনি কোথায় আছেন তাহা তো মানুষের মনে উঠে না! শুধু হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হয় মানব! ভয় নাই, ডাক সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভবভয়নিবারণ প্রভুকে। ভীত হইও না মানব! তিনি এই দুর্গম অরণ্যেও আছেন, তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই আছে, তাঁহার আবির্ভাব ছাড়া জগতের কোনও স্থান নাই। নাই বা বাজিল শঙ্খ ঘণ্টা, নাই বা উঠিল আরতির সুমহান্ স্বর, তাতে কিছু আসে যায় না। জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন মানব, বিশ্বের সেই মহাসঙ্গীতের নিকট মানবের সামান্য শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। সেই বিশ্বসঙ্গীতে যোগদান কর—যোগদান করিবার অধিকার লাভ কর। তবেই বুঝিতে পারিবে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মন্দির বিরাজিত আছে। চিন্তা করিয়া দেখ মানব, তোমার হৃদয়েও তাঁহার আসন স্থাপিত আছে। হৃদয় পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সেই মহাপ্রভুকে তোমার হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর, দেখিবে বিশ্বব্যাপী সেই পরমদেবতা তোমার হৃদয়সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন।

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে কেন? ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কি সেই সপ্ত আকাশ ভেদিয়া তাঁহার চরণতলে পৌঁছিতে পারে? মানুষের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি তো দু'দশ গজ দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যায়! তবে সে তাঁহাকে ডাকে কেন? মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে—ভগবান্ দূরে নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা-বশেই সে বুঝিতে পারে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। এই ধারণা লাভ করিবার জন্য উচ্চ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক করে না। ভগবান্ মানুষের মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন ও মায়ার বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সেই সহজ সিদ্ধান্ত ভুলিয়া যায়, সেই জন্যই জ্ঞানের

প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়ই অনন্ত জ্ঞানের খনি, কেবলমাত্র সেই খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কার নির্ম্মল করিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। মানুষ আপনার হৃদয়ের সহজ অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাই বেদ তাহাকে সচেতন করিবার জন্য বলিতেছেন -"পুরুত্রা হি"—তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়। তিনি 'সদৃঙ্'—সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার আপন পর ভেদ নাই— তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার রাগ নাই দ্বেষ নাই। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তো আপন পর কেহ থাকিতে পারে না। কারণ এই জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন্ অংশ আপন আর কোন্ অংশ পর হইবে?

তবে বেদ আবার যে বলিতেছেন,—'সমৎসু ত্বা হবামহে" রিপুযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আসিয়া আমাকে রিপুসংগ্রামে রক্ষা কর, আমার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইহার অর্থ কি? তিনি যদি সর্ব্বত্র-সমদর্শী তবে সাধকের রিপুকুল তিনি বিনাশ করিবেন কেন? পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মানুষের বটে, কিন্তু কোন অংশ যদি বিষাক্ত হয় তবে কি মানুষ সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে না? ইহাও যে তাই। জগতের মধ্যে যে বিষবীজ রহিয়াছে, যাহা জগৎকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিতে পারে তাহা তো বিনষ্ট করিতেই হইবে। রাজার নিকট সকল প্রজাই সমান বটে, কিন্তু রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিতা হয় না। ভগবানই ধর্ম্মের পরম ও একমাত্র রক্ষক তাই তিনি কেবল সাধককে রিপুযুদ্ধে সাহায্য করেন না, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—"সমৎসু ত্বা হবামহে" "ওগো বিপদের বন্ধু শত্রুনিসূদন! আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমি চারিদিকে ভীষণ রিপুকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল আমি আমার শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি। ওগো করুণাময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কেহই মানবকে বিপদের কবল হইতে, রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন অধর্ম্মের বিনাশের জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যেও যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, লোভ মোহাদি রিপুগণ মথা তুলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ওগো রাজাধিরাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ রিপুসংগ্রামে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।" মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনাই এই মন্ত্রমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাই॥ * (৮অ—৬থ ১সূ ২সা)।॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩২ ৩১র ২র ৩১২
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।
১ ২ ৩১২
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (বলমিচ্ছন্তঃ, আত্মশক্তিং কাময়মানাঃ - বয়ং ইতি যাবৎ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে) 'অবসে' (রক্ষণার্থং, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ, প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ) ; 'বাজেষু' (আত্মশক্তিষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চিত্ররাধসম্' (বিচিত্রধনং, পরমধনং) প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৬খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিকামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। আত্মশক্তিলাভের জন্য পরমধন পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমৎসু' সমদেষু সংগ্রামেষু 'বাজয়ন্তঃ' বলমিচ্ছন্তো বয়ং 'অবসে' রক্ষণার্থং 'অগ্নিং' হবামহে। কীদৃশং ? 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'চিত্ররাধসং' যাচনীয়-ধনং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে পরমধন পরাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার কারণ - রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ; উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞান।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—এই জ্ঞান। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু—জ্ঞান।

জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরা এবং অপরা। সংসারিক মানবের দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে জ্ঞান, বস্তুর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহাকে অপরা জ্ঞান বলে; আর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান, যাহা চরমে পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে লইয়া যায়, যাহা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহাই পরাজ্ঞান। মানবের তাহাই চরম ও পরম কাম্যবস্তু। মন্ত্রে এই পরম বস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর 'অগ্নি' পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—'সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য শক্তিকামী আমরা অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।' এখানে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ সংগ্রাম বলিতে কি বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বহুত্র বিশদ ভাবে বলিয়াছি যে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতে সু এবং কু, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ, তাহাই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সেই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেবতায় উন্নীত হইতে পারে, অথবা পশুতেও পরিণত হইতে পারে। মানুষ যদি সেই অন্তর্যুদ্ধে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নতুবা তাহাকে রিপুকবলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অধঃপতনের পথে চলিতে হয়। সেই সংগ্রাম কেই 'সমৎস্থু' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমৎসু' পদে সাধারণ যুদ্ধই বুঝায় তাহা হইলে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা গৃহস্থালীর কাজ চলে) মানুষকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অগ্নি' যুদ্ধের অস্ত্রও নয় সেনা বা সেনাপতিও নয়। সুতরাং যুদ্ধে 'অবসে' অর্থাৎ রক্ষা লাভের জন্য কিরূপে যে অগ্নি মানুষকে সাহায্য করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অন্যদিকে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। 'সংগ্রাম' বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে বাঁচিয়া থাকে—তাহার মধ্যে জ্ঞান থাকে বলিয়া। জ্ঞান না থাকিলে মানব জড়পিণ্ডে পরিণত হইত। সেই জন্যই মানুষের সত্যিকার প্রাণশক্তি জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়াছে।

যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, ভীষণ রিপুকুল তাণ্ডবনৃত্যে মানবের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। বিপদ হইতে—রিপুকবল হইতে—উদ্ধার লাভ করিবার জন্য মানুষ সেই ভগবৎশক্তি জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে পারে। জ্ঞানবলে অজ্ঞানতা পাপ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অজ্ঞান

সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়, তাই 'বাজয়ন্তঃ' অর্থাৎ শক্তিকামী সাধকগণ জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)। *

* * *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২ ১ ২ ২
১। আত্তেবৎসাঃ। মনোয়মৎ। পরমাৎ। চিৎসধা ২৩ স্থাৎ। অগ্নাম্বিরা ৩ স্বা ৩।

৪ ৫ ৪ ৬ ২র ১২ ১র ২র
মস্নোবা। গা ৫ ম্বিরো ৬ হায়ি। পুরুত্রাহো। সদৃহুঙসি। দিশো। বিশ্বাঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
অনুপ্রা ২ ৩ ভূঃ। সমাৎস্থ ৩ স্বা ৩। হবোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি।

২ ১২র ১র২ র ২ ১র ২
সমৎসুবা। প্রিয়বসে। বাজয়ন্তঃ হবামা ২ ৩ হায়ি। বাজাম্বিব্ ৩

২ ৪ ৫ ৪ ৫
চা ৩ ম্বি। অরোবা। ধা ৫ সো ৬ হায়ি (৩)। †

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন্, বহুশক্তিশালিন্, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসহং' (রিপূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষটত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—"বাৎসম্"।

অভিভবিতারং, স্থাং) 'আ' (আহ্বয়েম, পূজেম—বয়ং ইতি শেষঃ) ; হে ভগবন! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (৮অ - ৬খ—২সূ—১সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব ! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন ; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন) । (৮অ—৬খ—২সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্ ! 'বিচর্ষণে' বিদ্রষ্টঃ ইন্দ্র ! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজঃ' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ 'আ ভর' আহর । 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' সাচামহ ইতি শেষঃ । 'আভরওজঃ'-আক্রতামোজঃ' ইতি পাঠৌ । ১ ।

* * *

প্রথম (১১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক । প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে ।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার । তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে । তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে ।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতা লাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে—আত্মশক্তি । মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব । তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয় । জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না । মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপাবস্থা লাভের চেষ্টা করে । মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে । সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র । এখানে প্রশ্ন হইতে

পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ—তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তিও জাগরিত থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্ত্তৃক বৃহৎ 'আমি' র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্য্যন্ত ভেদ থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে॥ (৮অ-৬খ—২সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা

২ ৩ ১
শতক্রতো বভূবিথ।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসপ্রদ, পরমাশ্রয় দেব!) 'ত্বং' 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' 'বভূবিথ' (ভবসি) তথা 'মাতা' ভবসি; 'অথ' (তদ্ধেতুনা) বয়ং 'তে' (তব) 'সুম্নং' (সুখং, পরমানন্দং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); তথা ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের দশমী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতা হয়েন, এবং মাতা হয়েন; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পিতৃবৎ পালকো 'বভূবিথ' ভব 'ত্বং' 'মাতা' মাতৃবদ্ধারকশ্চ 'বভূবিথ'। অথ চ বয়ং 'তে' তব স্বভূতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ৄ§ ⁝§ৄ ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে মানবের জন্য যে আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে সমর্থ। পরমধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে,—আমরা তো তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাঁহার পরমধন লাভ করিবার অধিকারী। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সহিত মানবের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, দুর্ব্বল হীন মানবকে যে পরমপুরুষের অতি নিকটতম স্নেহাস্পদ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাই মানবের পক্ষে পরম আশার কথা। ভগবানের সহিত মানবের এই নিকট সম্বন্ধের ধারণাই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে।

"ত্বং হি নঃ পিতা মাতা বভূবিথ—তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমি পালক, তুমি রক্ষক। তুমিই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এখানে পিতা ও মাতা উভয় শব্দই আছে। মাতা কেবল মাত্র আপনার স্নেহামৃত দানে সন্তানকে পরিতুষ্ট রাখেন। কিসে সন্তান সুখে থাকিবে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে অহর্নিশ জাগরূক থাকে। সামান্যমাত্র একটু বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলেই মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, কিসে সন্তানের গায়ে সামান্য মাত্র আঘাতও লাগিবে না, এই—চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। মাতৃহৃদয়—স্নেহ-কোমলতার আধার। সংসারমরুতে শান্ত-শীতল মন্দাকিনীধারার সৃষ্টি করে—মাতৃহৃদয়ের স্নেহামৃত। জগতে এই বস্তু আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানবের নিকট মাতৃহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর, মধুরতর আনন্দজনক ও শান্তিদায়ক জিনিষ আর নাই। তাই কোন মহান্ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয়

দিতে হইলেই তাহাকে মাতৃহৃদয়ের সহিত তুলনা করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রেও ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণ মানবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহ ভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভগবানের সেই পরমভাব বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার নিত্যপরিচিত পার্থিব মাতৃহৃদয়ের উদাহরণ দিতে হইল। বস্তুতঃ পার্থিব মাতৃহৃদয় সেই অসীম স্নেহপারাবারের আংশিক ছায়া মাত্র।

ভগবান্ মানবের কেবলমাত্র মাতা নহেন—পিতাও বটেন। কেবলমাত্র স্নেহসুধায় সন্তানের হৃদয়কে সরল কোমল করিয়া রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, সন্তান যাহাতে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, যাহাতে লোভ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী না হয় তাহার প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানকে কেবল মাত্র আদর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তিনি বজ্রকাঠোর হস্তে শাসনও করেন। কারণ কেবলমাত্র স্নেহ প্রদর্শন, আদর করাই সমস্ত নয়, সত্যিকার মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহার চেষ্টা করাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাহাকে অপার করুণায় আপনার কোলে টানিয়া নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসনও করেন। সেই শাসন—ভগবৎদত্ত সেই শাস্তিই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনয়ন করে। ভগবান্ একাধারে মানবের পিতা ও মাতা।

শুধু তাই নয়। সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তির অধিকারী—মানুষও তেমনি ভগবানের পরমধন লাভের অধিকারী। তাঁহার সেই পরমধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি অকাম হইয়া যান। তাই সেই পরম ধন লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। "হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বেদ ভগবানকে কেবলমাত্র পিতা বলিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে মাতাও বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মে মানুষের সহিত ভগবানের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। বড়জোর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের ভাবটাই প্রবল। মানুষ ভৃত্যরূপে ভগবানের সেবা করিবে, তিনি প্রভুরূপে সেই সেবা গ্রহণ করিবেন, ভৃত্য যদি কোনরূপ অন্যায় করে তবে তিনি শাস্তি দিবেন, যদি কোন ভাল কাজ করে তবে পুরস্কার দিবেন—স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এই খানেই তৃপ্ত নয়। দাস্য-ভাবের স্থানও ভারতীয় সাধনায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান খুব উচ্চে নয়। ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সেবা ও আরাধনার সহিত একটু খানি

হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। দূর হইতে সেবা করিয়াই সাধক তৃপ্ত নহেন, তাঁহাকে আরও নিকটে, নিকটতম আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এই জগৎ—এই সংসার সাধনা পীঠ। এখানেই ভগবানের পূজা আরাধনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বে কোমলতার যে বিকাশ দেখে, সেই বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কোমলতার. স্নেহের মূর্ত্তি মাতাকে দেখিয়া মানব ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দেয়।' "ভগবান কেবল বজ্রধারী কঠোরহৃদয় শাস্তিদাতা নহেন, তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা মাতাও বটেন"-এই ধারণা মানুষকে আশ্বস্ত করে, সে নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা লইয়া ভগবৎচরণে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। শুধু তাই নয়, ভগবানে ও মানুষে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, সাধনাও তত প্রগাঢ় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের সম্পদন প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন?—তিনি পিতা আমরা সন্তান, সুতরাং তাঁহার দানের উপর আমাদের দাবী আছে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলে, সে 'দাবী' চলিত কি? আমাদের মতে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির এই পরিচয় মন্ত্রে পাওয়া যায়। (৮অ ৬খ—২সূ ২সা)।*

——— * ———

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।

১ ২ ৩ ১ ২

স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন যুক্ত, প্রভূতবলসম্পন্ন) 'পুরুহূত' (বহুভিঃ আরাধনীয়, সর্ব্বলোকারাধনীয়) 'শুষ্মিন্' (শোষক, পাপশোষক পাপনাশক হে দেব!) 'বাজয়ন্তং' (বলমিচ্ছন্তং, সাধকানাং আত্মশক্তিং কাময়মানং) 'ত্বাং' 'উপব্রুবে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রদেহি-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ ২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতবলসম্পন্ন, সর্ব্বলোকারাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদিগের আত্মশক্তিকামনা কারী আপনাকে আরাধনাকরিতেছি; সেই আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য

(সহসা বলেন স্তোতৃভির্যুক্তঃ কৃতঃ সহস্কৃতঃ) হে 'সংস্কৃত' ইন্দ্র! ত্বত্তা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে, তস্য সম্বোধনং। 'শুষ্মিন' অতএব বলবন্! 'পুরুহূত' পুরুভির্বহুভির্যজমানৈরাহূতেন্দ্র! 'বাজয়ন্তং' বলমিচ্ছন্তং ত্বাং 'উপব্রুবে' উপ স্তৌমি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং সুবীর্য্যং ধনং 'রাস্ব' দেহি। 'সহস্কৃত' —'শতক্রতো' ইতি পাঠৌ। (৮অ-৬খ ২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাপ্রখ্যাপক। ভগবান্ প্রভূতবলসম্পন্ন – তিনি সর্ব্ব শক্তিমান্। শুধু তাই নয়; তিনি যেমন শক্তিসম্পন্ন তেমনি 'বাজয়ন্তং' – তাঁহার সন্তানদিগকে শক্তি দিতেও ইচ্ছুক। দুর্ব্বল মানুষ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; তাই মানুষ তাঁহার নিকটে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। সকলই তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাই তিনি 'পুরুহূত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহার আরাধনা করে। এই 'পুরুহূত' পদের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ লুক্কায়িত আছে। "সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হই না? তাঁহার আরাধনা না করিলে তো শক্তি লাভের উপায় নাই! অতএব হে আমার মন! সেই পরমপুরুষের সেবায় রত হও।" – এবম্বিধ ভাব উক্তি পদের অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। তাঁহার করুণায়, তাঁহার আবির্ভাবে পাপ তিরোহিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি মানবহৃদয় হইতে পাপ শোষণ করিয়া লয়েন। তাঁহার নামগানে গুণকীর্ত্তনে পাপ পলায়ন করে। তাই তিনি শুষ্মিন্। তিনি পরমশক্তিশালী শক্তিপ্রদাতা, তাই তাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অধিগত হইবেন। (৮অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫র ১র র র ২র — —
তুবন্না ৩ ইন্দ্রআভরা। ওজোনৃম্ণ৬ শতক্রতোবিচর্ষণাৱি। আবো ২। হো ২।

১ ২ ৫ ২র১২ ৫র
হুবা ২ ৩ য়ি। রা ৩ ৪ পা। জনাসাহাম্। তুব৬ হা ৩ য়িন্নঃ পিতাবসাউ।

১রর রর ২ — — ১ ১
ত্বম্মাতাশতক্রতোবভূবিয়া। অপৌ ২। হো ২। হুবা ২ ৩ য়ি। তা ৩ ৪

৫ ২র১২ ৫র ২ ৪ ৫র ১র র
য়িন্দু। ম্রমীমাহায়ি। তুবা৬ শূ ৩ য়িমৎপুরূহূতা। বাজম্মস্মুণক্রবেসহস্কৃতা।

২ — — ১ ২ ৫ ২র১২ র —
সনৌ ২। হো ২। হুবা ২ ৩ য়ি। রা ৩ ৪ স্বা। স্মুবীরায়াম্। এ। হা ২

১ ২ ৫রর ২ ১২ ১১১১
এ ২ ৩। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫।*

— — * —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ১ ৩২উ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।

২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১ ১
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব!) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং পরাজ্ঞানং চ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮ম ৬৪—৩য় ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "উপগবায়ন।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ৮অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র! 'যদাত্তং' ত্বয়া দাতব্যং ধনং 'মে' মম 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নাস্তি,' হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র! নঃ অস্মভ্যং 'উভয়া হস্ত্যা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং তদ্ 'রাধঃ' 'আভর' আহর। 'মইহ'—'মেহনা' ইতি ছন্দোগানাং বহ্বৃচানাং পাঠৌ॥ (৮অ ৬খ-৩সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১১৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান। যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর। আমি ত সেই আশায়ই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি ত তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সব সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্ণেয় অশান্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে

াকে। মানুষের ভিতরে ভগবান্ যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া ভূগর্ভস্থ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অশান্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায় সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অমরত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত—ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে!

সংসারের সুখদুঃখ—আশা নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই-ই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার চেয়ে কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছুই নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হাঁ। নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই! তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমাময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২র ৩ ১ ২৩ ১২ ৩ ১ ২র
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র২র ৩ ১ ২
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্র-পর্ব্বেও দ্রাষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'মন্যসে' (ধারয়সি) 'তৎ' 'দ্যুক্ষং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'আ ভর' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ) ; হে দেব! 'বয়ং' 'তে' (তব) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য তস্য) 'দাবনঃ' (দানস্য পাত্রাঃ, প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিস্যাম' (স্যাম)। (প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ-৩সূ-২সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধন শ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন প্রদান করুন)॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা।)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুক্ষং' অন্নং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'মন্যসে' 'তৎ' দ্যুক্ষং 'আভর' অস্মভ্যং। 'তে' তব সম্বন্ধিনো 'বয়ং' 'তস্য' তাদৃশস্তোকলক্ষণস্য 'অকূপারস্য' 'অকুৎসিতঃ' পারো অন্তো যস্য তাদৃশস্যান্নস্য 'দাবনঃ' দানস্য 'বিস্যাম' স্যাম। 'দাবনঃ'—'দাবনে' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৬খ-৩স—২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (১১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ সান্ত, তাহার জ্ঞানবুদ্ধিও সসীম। জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সে তাহার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। তাহার প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী সে চিনিয়া লইতে অক্ষম। ভিখারীকে যদি রাজভাণ্ডারের চাবি দিয়া তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বাছিয়া লইতে বলা হয়, তাহা হইলে ভিখারী কি তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? হয় তো সে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। সাধারণ মানুষও সেইরূপ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। একে তো তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তাহার উপর সে চারিদিকে মায়া-প্রলোভনের দ্বারা আক্রান্ত। আপাতঃমনোহর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। মোহ মায়া তাহাকে প্রকৃত পথে চলিতে দেয় না; মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে—পাপ প্রলোভন। তাই যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া অনন্তজ্ঞানময় মানবের পরমমঙ্গলকারী জগৎপিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই মানবকে হাতে ধরিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারেন। মানুষের ভুল হইতে পারে, তাঁহার ভুল হয় না। মানুষ মোহ-মায়ার বশীভূত হইয়া বিপথে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার তো ভ্রম হয় না, তিনি মায়া-মোহের অতীত। তাই জ্ঞানী সাধক ভগবানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাই তাহার প্রার্থনা,—"যৎ বরেণ্যং মন্যসে তৎ আভর"—যাহা তুমি আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে কর, যাহা আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে তাহাই আমাকে প্রদান কর। আমি অজ্ঞান,—কোন্ সামগ্রী পাইলে আমার অনন্ত পিপাসা মিটিবে, তাহা তো জানি না! তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষা শান্তির উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চল, আমি তো সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় মোক্ষমার্গ চিনি না। আমি যেন বিপথে না যাই, তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও, হাতে ধরিয়া লইয়া চল। দুর্ব্বল আমি; নতুবা পড়িয়া যাইতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, পরমধন-লাভে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।"

মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ভুল হয় না। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং তিনি মানবের জন্য যাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে তাহার চরম মঙ্গলই সাধিত হইবে। এই জন্যই একজন মহাপুরুষ বলিতেন,—'ভগবানের হাত ধরিয়া চলিও না, তিনি যেন তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে পরিচালিত করেন। ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ হয়তঃ একটা পাখী দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল এবং সেই জন্য আশ্রয়চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বাবা যদি ছেলের হাত ধরিয়া চলেন। তবে তিনি ছেলের হাত ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। সুতরাং তাঁহার চরণে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই বোঝা নামাইয়া দিবার কথাই বলা হইয়াছে। সুখদুঃখ, আশানিরাশা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না; দেখিবে তিনিই তোমাকে চরম মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন! তুমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্র একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।" (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব!) 'দিক্ষু' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, যদ্বা সর্ব্বত্রবর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'প্ররাধ্যং' (প্রকর্ষেণ স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যৎ' 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) তেন (তেন মনসা) অস্মাকং 'সাতয়ে' লাভায়, প্রাপ্তয়ে—পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়মপি, প্রভূতপরিমাণং ইতি ভাবঃ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ দর্ষি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং তথা আত্মশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ-৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদিগের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'দিক্ষু' 'প্ররাধ্যং' প্রকর্ষেণ স্তুত্যং 'শ্রুতং' 'বৃহৎ' মহৎ যৎ 'মনঃ' 'অস্তি' 'তেন' মনসা হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বাজং' অন্নং 'আ দর্ষি' আদারয়সি, 'সাতয়ে' অস্মৎ সম্ভজনায় লাভায় বা। 'দিক্ষু'—'দিৎসু' ইতি পাঠৌ।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ৮।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮।

* * *

তৃতীয় (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট আত্মশক্তি ও পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অদ্রিব' বলিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর বুঝায়; কিন্তু আমরা তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে ইচ্ছা করি! পিতৃরূপে তিনি শাসন করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতার কোমল মূর্ত্তিও তো ধ্যান করি! কিন্তু এ যে একেবারে পাষাণ, যাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দয়া নাই মায়া নাই—কেবলমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, এ যে আলোকবিহীন আগুন! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন বিশ্ব-শত্রুগণের প্রাদুর্ভাব হয়, যখন জগতে অধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন ভগবানের এই রুদ্রমূর্ত্তির আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ধ্বংসের আবশ্যকতাও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। বাগানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহার পার্শ্বে যে কণ্টকলতা দেখা দেয়, তাহা উৎপাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেইরূপ বিশ্বে যখন পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ করেন। এখানে পাষাণ-কঠোররূপ ধারণ না করিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে চলিবে। ভগবানের রুদ্ররূপের জন্যই মানব বিপদ আপদ ও শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ভগবানের রুদ্ররূপকেই এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহারই "দক্ষিণং মুখং" এর নিকট পরিত্রাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দক্ষিণং মুখং' অর্থাৎ মঙ্গলময় রূপ। যিনি ধ্বংসকারী;—প্রলয়ই যাঁহার কার্য্য। তিনি মঙ্গলময় হইবেন কিরূপে? উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আরও এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে 'অদ্রিব'—পাষাণ কঠোর দেবতাও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানকে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এই রুদ্র মূর্ত্তিতেই তিনি মানুষকে বিপদ ও পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, তেমনি বিশ্বমঙ্গলের জন্য সংহারকর্ত্তাও বটেন। তাই 'অদ্রিব' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে তাড়না করেন, তাহাকে শাসন করেন তাহার মঙ্গলের জন্য, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য; পরমপিতা ভগবানও তেমনি, আমরা বিপথে পরিচালিত হইলে, সেই কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন জন্য আমাদিগকে 'অদ্রিব' রূপে শাসন করিয়া থাকেন। পুত্রের শাসনে পিতার যে উগ্রমূর্ত্তি প্রকট হয়, মন্ত্রের 'অদ্রিব' পদে সেই উগ্র কঠোর মূর্ত্তির ভাবই উপলব্ধি করি।

মন্ত্রে আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আপনাকে বহুপরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবতাব

জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।" (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)। *

———•———

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র ২
১। যদিন্দ্রচিত্রমই। হনা৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা২৩ন্নাঃ।
১ -- ১ ২ ১ ১ ২
হীবী২। দদসা উ। উভয়া২৩হা। স্তায়া২৩। ভা২৩রা৩৪৩।
৩ ৪৫র র ৩২ ৩ ৪ ৫ ১ র র
যন্নগুসেবরে। পিয়া৩ম্। আয়িন্দ্রা। দ্যুক্ষস্তদাভর। বিভামা২৩ভা।
১ — ১র র . ২ ১ ১ ২
ভাতা২। তেবরাম্। অকুপা২৩রা। স্তাদা২৩। বা২৩মা
৩ ৪র৫ র ৩২ ৪ ৫ ১ র
৩৪৩ঃ। যস্তেদিক্ষুপ্র রা। দিয়া৩ম্। মানাঃ। অস্তিশ্রুতম্বৃহৎ। তেনদা।
২ ১ -- ১ র৪ ২ ২ ২
২৩র্চা। চায়িবা২য়িৎ। অদ্রিবাঃ। আবাজা২৩দা। বায়িসা২৩।
১ ২ ১
ভা২৩য়া৩৪৩য়ি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র৭র ১ ৭ -- র১ ২
২। যদিন্দ্রা২৩। চিত্রমইহ। নাস্তী। ত্বদা৩তামদ্রাদ্রিবো২। রাধাস্তমো৩।
১ ৩ ৫ ১২৩ ৫ ১২৩ ৫ ৫
হিদা২হা২৩৪সাউ। উহাও২৩৪বা। যাহাও২৩৪বা। স্তিয়া৫
২১ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ ১ ২ --
ভয়া। যন্নস্থা২৩। সেবরেণিম। আ'মন্ত্রা। দ্যুক্ষা৩স্তাদা১ভারা২।
১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩
বিভামস্তা৩। স্ততা২য়িবা২৩৪য়াম্। আকাও২৩৪বা। পারাও
৫ ৪ ২১র ৪ ৫র ৪৫ ২
২৩৪বা। স্তদা৫নাঃ। যস্তেদা২৩ ক্ষুপ্ররাধিয়ম। মানাঃ। অস্তী৩
১৭ -- র১ ২ ১ ^ ৩ ৫ ১২৩
শ্রুতবৃহা২৫। তেনাদৃচা৩। চিদা২দ্রা২৩৪য়িবাঃ। আবাও২৩৪
৫ ১২৭৭ ৫ ৪
বা। জান্দাও২৩৪বা। যিসা৫ভয়ায়ি। তো৫ঈ। ডা। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তার্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,—'বিক্রম' এবং 'বসিষ্ঠাপ্রিয়ং'।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিক।—নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

* •

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং জজ্ঞানং হর্য্যতং মৃজন্তি
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।
৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিশুং' (প্রশংসনীয়ং, উত্তমং) 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, সাধকানাং হৃদি উৎপাদ্যমানং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং, যদ্বা-পাপহারকং) শুদ্ধসত্ত্বং 'গণেন' (সর্ব্বৈঃ দেবগণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'মৃজন্তি'

(শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি), তথা 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, প্রাজ্ঞাঃ) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'শুম্ভন্তি' (পাবয়ন্তি, পবিত্রং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যেন' (স্তুত্যা) প্রীতঃ 'সন' 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) সঃ 'কবিঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'রেভন্' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অত্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিবেকজ্ঞানে উৎপন্নে সতি সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধঃ ভবতি; অপিচ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-১খ-১সূ-১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশংসনীয় সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সহিত বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞানের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শিশুং' ইদানীমুৎপন্নত্বাচ্ছিশুবদ্বিষ্ঠিতং। যদ্বা, পাপাদিকমকুর্ব্বন্তং বিনাশয়ন্তং। 'জজ্ঞানং' প্রাদুর্ভূতং অতএব 'হর্য্যতং'। হর্য্যা গতিকান্ত্যোঃ (ভ্বা০ প০); ভৃমৃদৃশী ইত্যাদিনা অতচ। সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং সোমং 'মৃজন্তি' 'মরুতঃ' শোধয়ন্তি। কিঞ্চ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনং সোমং 'গণেন' আত্মীয়েন সপ্তসংখ্যাকেন 'শুম্ভন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। ততঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'সোমঃ' 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণৈব 'কবিঃ' শব্দয়িতব্যঃ সন্ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ সহ 'পবিত্রং' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'বিপ্রাঃ'—ইতি ছন্দোগাঃ, 'বহ্নিঃ' ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি॥১॥

* . *

প্রথম (১১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§:———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সাধকহৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাকে মোক্ষপথের সহায় করিতে হইলে, তাহার সহিত দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। সেই শক্তিই মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। সেই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয়, মানুষের বিবেক জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ আপনা হইতেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার হৃদয়ের হীনতা মলিনতা দূরীভূত হয়। মন নির্ম্মল হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকশিত হয়। সুতরাং তাহার অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব ও দেবভাবসমূহ পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখা দেয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে, —'বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন'। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিবেক-শক্তি মানবের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তাহার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। হীনতা নীচতা তাঁহার জীবনে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না, কাজেই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহান—সে সমস্তেরই বিকাশ সাধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে, —বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন।

এখানে কয়েকটী পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। সত্ত্বভাব 'অজ্ঞানং' উৎপাদ্যমান, অর্থাৎ সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে সকলের হৃদয়েই তো সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তবে সাধকদিগের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়েন, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? সকলের মধ্যে, এমন কি বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু তাহা সাধকের হৃদয়েই বিকাশ লাভ করে এবং সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেই তাহা মোক্ষযাত্রার প্রকৃত সহায় হয়। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। 'শিশুং' পদে শৈশবাবস্থার ভাব মনে আসে। শৈশবকালে অন্তরের সদ্ভাবরাজি মৃত্তিক-প্রোথিত বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজে জলসেচন না হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না; উৎকর্ষাদিরূপ সেচনাভাবেও হৃদি-নিহিত সদ্ভাবাদির বীজেরও সেইরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। 'শিশুং' পদে এখানে সেই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে, উপরেই বলা হইয়াছে।

'হর্য্যতং' পদে ভাষ্যকার "সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাও অসঙ্গত নহে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অপরন্তু উক্ত পদে পাপহারক অর্থও প্রকাশ করে। আমরা সেই অর্থও প্রদান করিয়াছি। পাপহারক বস্তুও সাধকের পরম কাম্য; সুতরাং 'হর্য্যতং' পদের উভয় অর্থের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার "স্তুতিভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও কারণ প্রদান করেন নাই। অন্যত্র উক্ত পদেই গরু গব্য, ইত্যাদি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন অর্থ সংযোজিত হইল। আমরা

পূর্ব্বাপরই উক্ত পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (৯ম-১খ ১সূ-১সা)॥*

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩ ২
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋষিমনা (সর্ব্বদ্রষ্টা মনঃ যস্য, সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ঋষিকৃৎ' (সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, সর্ব্বস্য জ্ঞানপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ষা' (সর্ব্বদা সম্ভক্তা, সর্ব্বেষাং মঙ্গল-সাধকঃ) 'সহস্রনীথঃ' (বহুস্তুতিকঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ঃ) 'কবীনাং' (মেধাবিনাং, সাধকানাং) 'পদবীঃ' (স্খলিতানাং পদানাং সংযোজয়িতা, বিপদাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—বিপথগামিনাং সৎপথি স্থাপয়িতা) 'তৃতীয়ং ধাম' (স্বর্লোকং) 'সিষাসন্' (প্রাপ্তুং ইচ্ছন্, প্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্তুপ্' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'বিরাজং' (বিশেষেণ রাজন্তং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুরাজতি' (প্রকাশয়তি—সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্বলোকারাধনীয়ং স্বর্গপ্রাপকং পরমমঙ্গলসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি।)॥ (৯ম-১খ-১সূ-২সা)॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদর্শনশীল সর্ব্বজ্ঞ, সকলের জ্ঞানপ্রদাতা সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্ত্তৃক আরাধনীয়, সাধকদিগের (বিপদ হইতে) ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ বিপথগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকস্থাপক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হইয়া সাধকদিগের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে, সাধকগণ সর্ব্বলোকারাধনীয় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'ঋষিমনাঃ' সর্ব্বদর্শনশীলমনস্কঃ, অতএব 'ঋষিকৃৎ' সর্ব্বস্য দর্শনকর্ত্তা প্রকাশনস্য কর্ত্তা 'স্বর্ষাঃ' সর্ব্বস্য সূর্য্যস্য বা সম্ভক্তঃ 'সহস্রণীথঃ' নীথা স্তুতিঃ॥ বহুবিধস্তুতিকঃ 'কবীনাং' ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে 'পদবীঃ' স্খলতানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা যঃ সোমো বিদ্যতে স 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ 'তৃতীয়ং ধাম' দ্যুলোকং 'সিষাসন' সম্ভক্তুমিচ্ছন 'স্তুপ্' স্তূয়মানঃ সন্ 'বিরাজং' বিশেষেণ রাজন্তং দীপ্যমানমিন্দ্রং 'অনুরাজতি' প্রকাশয়তি॥ ২॥

দ্বিতীয় (১১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা 'ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে স্খলতানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা' অর্থাৎ যিনি মানবকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যপথে স্থাপিত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই 'পদবীঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। মানবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎশক্তি বর্ত্তমান আছে। যখন সেই শক্তি জাগরিত হয়, তখন মানব আপনার ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে। কারণ আপনার নবজাগরিত শক্তি প্রভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করিতে পারে এবং তদনুসারে সে তখন আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান মানবের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সৎজ্ঞানরূপে বিরাজিত আছেন। বিবেকরূপে তিনি মানবকে সর্ব্বদাই মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানুষ সাংসারিক লোভ-মোহের মধ্যে থাকিয়া এবং মায়া-মোহের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেক সময় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে। নিজের অপকর্ম্মের ফলে অজ্ঞানতার বশে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান শিক্ষা আছে, তাহা অজ্ঞানতারূপ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সৎকথন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই ভস্ম অপসারিত হয়। যখন জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতাকুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তখন সে সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষকে ঘেরিয়া আছে—অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সেই কাল পর্দ্দা মানুষের দৃষ্টিরোধ করিয়া রাখে, তাই তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হয়। দৃষ্টির উপর কাল পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় পথের সন্ধান পায় না। আবার ক্ষণিক সৌভাগ্যবশে সেই পথের আভাষ তাহার নেত্রে প্রতিফলিত হইলেও সেই পথে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। অন্ধকারে সেই পথে চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া যায় পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়। পথ জানিলেও সে পথে চলিবার শক্তি থাকে না। সাধকগণও এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অন্ধকারে তাঁহাদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু পদস্খলন হইলেই নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবরূপ পরম বস্তু দিয়াছেন। যখন মানুষ অন্ধকারে-মোহমায়ার চোরাগর্ত্তে পড়িয়া যায়, তখন হৃদয়ের সেই ঐশীশক্তি, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ যদি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে, তবে অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। শুধু তাহা নয়, মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে চলে, তবে তাহার হৃদয়স্থিত সদ্ভাব তাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়, ভ্রান্তপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই যে হৃদয়ের সতর্ক বাণী, ইহাকেই সাধারণতঃ 'বিবেক-বাণী' বলা হয়। কোন কোন সৌভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে এই বিবেকশক্তি এত প্রখর যে, তাহারা কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে পারে না। কোনও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই ভাগবতী শক্তি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। তাঁহারাও সেই অনুশাসন শুনিয়া প্রকৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করেন। একজন ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত বালকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা হইতে বিবেকবাণীর শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। উক্ত বালক একদিন অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। এমন সময় বালকগণ কতকগুলি ভেক দেখিতে পায়। তাহারা আমোদ করিবার জন্য ঐ নিরীহ জীবগুলির উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে। ঢিলের আঘাত পাইয়া ভেকগুলি এদিক ওদিক লাফাইতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া বালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লাঠি দ্বারা ভেকগুলিকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বকথিত বালকটিও তাহার ক্রীড়াসঙ্গীদের দেখাদেখি ঢিল ছুড়িতে প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় সে স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নিজের অন্তর হইতে বলিতেছেন—"ঢিল ছুড়িও না, ওটা অন্যায়।" অমনি তাহার হাত হইতে ঢিল পড়িয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্রের হৃদয়ে ভাগবতী শক্তি বিবেকজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। তিনি আনন্দভরে বালককে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, উহা ভগবানের বাণী। তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তিনি সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার এই সতর্কবাণী অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিও—জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে না। জীবনধারণ সার্থক হইবে।" মাতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সেই বালক বিবেকবাণী অনুসারে চলিয়া পবিত্র ও মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকগণ এখানে বিবেক সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ ও তদুদ্ঘটিত নানা সমস্যার উল্লেখ করিতে পারেন। দার্শনিকদের মধ্যে বহুবিধ মতের প্রচলন আছে এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও মতবাদই আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। আমরা বর্ত্তমানে সেই সকল তর্ক-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না; মোটামোটী ভাবে মানবের অন্তর্নিহিত এই ভাগবতীশক্তি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব মাত্র। দার্শনিকদিগের মধ্যে একশ্রেণীর পণ্ডিত 'বিবেক' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতের সমালোচনার প্রয়োজন নাই এবং বর্ত্তমান স্থলে আবশ্যকও বোধ করি না। অন্য একশ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'বিবেক' একটা 'সংস্কার মাত্র। মনুষ্য-সমাজের মধ্যে থাকিয়া, মানব-সমাজের রীতিনীতি আলোচনা করিয়া ব্যবহারিক ভাবে মানুষের মনে ভাল মন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে গিয়া যদি সেই প্রচলিত ধারণায় আঘাত পড়ে, তবেই মানুষ অভ্যাস বশে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সেই আঘাত জনিত যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই 'বিবেক' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং উহা কোনও ঐশীশক্তি নহে;—উহা মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল মাত্র।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের তর্কের মধ্যে যে সত্য নিহিত নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, মানুষ আদিতেই ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে? ভেককে ঢিল মারিলে সেও দুঃখ পায়, এবং ইতর প্রাণীকেও দুঃখ দেওয়া অন্যায় - এই মনোভাব কোথা হইতে প্রথমে বালকের মনে আসিল? দার্শনিকগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—ভগবানই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন; তিনি বিবেকরূপে মানবের হৃদয়ে বাস করেন।

শুধু তাই নয়। তিনি যে মানুষকে কেবল সতর্ক করিয়া দেন, তাহা নহে; মানুষ পথভ্রান্ত হইলে তাহাকে তিনি সুপথে আনয়ন করেন। তিনি 'সদবীঃ'; কেননা, কেহ যদি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ভ্রান্ত বিপথগামী তাঁহার সন্তানকে তিনি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথ প্রদর্শনে তাহাকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন। কেবল মাত্র সতর্ক করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার মহিমা নয়, তিনি পাপীকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। পাপের মলিন পথ হইতে তিনি মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যশালী বালকের ন্যায় হয়তো সকলের বিবেকজ্ঞান এত স্পষ্ট নয়, অথবা সেই বিবেকবাণী শুনিবার মত শক্তিও হয়তো সকলের নাই। কাজেই ভগবানের সেই সতর্ক-বাণী না শুনিয়া হয়তো অনেকে অধঃপতিত হয়। আবার অনেকে সেই বাণী শুনিতে পাইয়াও অজ্ঞানতা-বশে তাহা অবহেলা করে; সুতরাং বিপথগামী হইয়া, পদস্খলন হয়। তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিন পতিত থাকিবে? তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার

দুর্ব্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ প্রদান করিয়াছেন। যখন সেই জ্ঞান-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন অজ্ঞানতার কুহেলিকা দূরীভূত হইবে, মানুষ সত্যপথ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সত্যপথ দেখিতে পাইলেই কি সেই পথে চলা সম্ভবপর হয়? মানুষ—দুর্ব্বল; মানুষ পথের সন্ধান পাইলেই তো তাহা অবলম্বন করিতে পারে না! আবার সে যদি পথভ্রান্ত হয়, বা মোহমায়ার ফাঁদে পতিত হয়; তবে সেই মোহজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করা তো সহজ নয়! দুর্ব্বল মানুষের সে শক্তি কৈ? ভগবানই মানুষের মনে সেই শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে "পদবী" অর্থাৎ ভ্রান্ত পদস্খলিত মানুষকে বিপথ হইতে ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। যখন জ্ঞানবলে মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে এবং সত্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বের অপরিসীম শক্তিবলেই সে আপনার ভ্রমসংশোধন করিতে পারে, মায়ামোহের বেড়াজাল সবলে ছিন্ন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যেমন বিপদ আছে, তেমনি বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় বিধানও করা হইয়াছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'পদবীঃ' পদ মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল পতিত মানুষকে নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন, ভয় নাই মানব! তুমি যতই কেন দুর্ব্বল হও না, তোমারও বল আছে! ভগবান্ যে দুর্ব্বলের বল! তিনি তোমারও উদ্ধারের জন্য উপায় বিধান করিয়াছেন। ভীত হইও না মানব! তাঁহার প্রদত্ত শক্তির অনুধ্যান কর, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তুমিও শক্তি-লাভে সমর্থ হইবে। পতিত মানব! তোমারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যে পতিতপাবন! ভ্রান্তিবশে যদি তুমি বিপথে গিয়াই থাক, যদিই বা তোমার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনিই তোমার ভিতরে যে শক্তি-বীজ দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন কর, তাহাতেই তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহাই তোমাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবে—সেই শুদ্ধসত্ত্বই 'পদবীঃ'।

কিন্তু সত্ত্বভাবের দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? সত্ত্বভাব কিরূপে মানুষকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তাহার উত্তর-স্বরূপ যেন বলা হইতেছে, 'ঋষিমনা' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সমস্তই দর্শন করেন, সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং মানুষ কেন এবং কিরূপে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এবং কিরূপেই বা সে আবার উন্নীত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তিনি জানেন। রোগ নির্ণীত হইলে এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেলে তাহা প্রয়োগ করা কষ্টকর নয়। অধঃপতনের কারণ নির্ণীত হইলে, সেই কারণ দূরীভূত করা যায়; সুতরাং অধঃপতন নিবারিত হয়। আবার অধঃপতন হইতে উদ্ধারের উপায় জানা থাকিলে পতিত জনকে আবার সন্মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহার পাপকালিমা দূরীভূত করা যায়। তাই 'ঋষিমনা' পদের সার্থকতা।

অপিচ, সত্ত্বভাব কেবল 'ঋষিমনা'—সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহা 'ঋষিকৃৎ'—সকলের জ্ঞানপ্রদাতাও বটে। অজ্ঞান মানবের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করে; সেই

জ্ঞান-বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত করিতে সমর্থ হয় ;—পরিষ্কারভাবে মানবজীবনের প্রকৃত কাম্যবস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হয়, যখন মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সে স্পষ্টভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে ; মানব-জীবনের উপর এই পাপ ও পুণ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাপ ও পুণ্য অথবা 'সু' ও 'কু'— ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিতেই আগ্রহান্বিত হয়। পতন ঘটিলেও তখন পুনরুত্থান তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া যায়। সুতরাং এই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সত্ত্বভাব আপনার 'পদবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা সাধন করিতে পারে।

সত্ত্বভাব সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'স্বর্ষা' অর্থাৎ সকলের মঙ্গলদায়ক। সত্ত্বভাবের বলে যে কেবল পতিত মানবই সৎপথে পুনরাগমন করিতে পারে তাহা নহে; এই ঐশীশক্তিবলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্মার্গগামী হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করে। বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান এই শক্তি মানুষকে অনবরত মোক্ষমার্গের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবেক যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেয়, সত্ত্বভাব সেইরূপ বিশ্ব-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সেই মহাশক্তির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। জগতে যদি সত্ত্বভাবের ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব অচিরে ধ্বংসের পথে চলিত। বিশ্বশক্তির মূলে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছে।

এমন যে পরম মঙ্গলদায়ক সামগ্রী, তাহাকে পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই প্রার্থনা করিবে। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে যাহা সৎ পবিত্র, যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা মানুষ স্বভাবতঃই পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। মানুষের মনে যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহাই মানুষকে কল্যাণের সন্ধানে প্রেরণ করে। তাই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সহস্রনীথ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গমন করেন, এবং তাহার সঙ্গে লয়েন—পরাজ্ঞান। 'বিরাজং অনুরাজতি' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'স্বর্লোক'। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। সপ্তলোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে স্বর্লোক। সুতরাং 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে স্বর্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মহিষঃ' পদে ভাষ্যকার বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"মহান্ পূজ্যঃ"। কিন্তু অন্যত্র প্রায় সকল স্থলেই 'মহিষ' নামক পশুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মর্ম্মানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায়; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব; কবিদিগের পদস্খলিত

হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে। (৯প—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং

১ ২ ৩ ১ ২
ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চমূষৎ' (চমসে স্থিতঃ, হৃদি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনঃ শকুনঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলপক্ষীবৎ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বিভৃত্বা' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু বিচরণশীলঃ) 'গোবিন্দুঃ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'দ্রপ্সঃ' (উদকসংমিশ্রঃ, অমৃতময়ঃ) 'আয়ুধানি বিভ্রৎ' (রক্ষাস্ত্রাণি ধারয়ন, রক্ষাস্ত্রযুক্তঃ) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'সচমানঃ' (সেবমানঃ, প্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ পূজ্য—সঃ দেবঃ ইতি যাবৎ) 'তুরীয়ং ধাম' (পরমানন্দদায়কং স্থানং) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বিবক্তি' (সেবতে—সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১প—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদিস্থিত ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতপ্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দদায়ক স্থান অমৃতসমুদ্র সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।)। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চমূষৎ' চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি চম্বশ্চমসাস্তেষু সীদন্ যদ্বা, চম্বৌ অধিষবণফলকে তয়োর্বর্ত্তমানঃ 'শ্যেনঃ' শংসনীয়ঃ 'শকুনঃ' শক্তেঃ সামর্থ্যকারী 'বিভৃত্বা'। হরতেরাতোমনিন্নিত্যাদিনা (৩২।৭৪) ক্বনিপ্। পাত্রেষু বিহরণশীলঃ 'গোবিন্দুঃ' যজমানানাং গবাং লম্ভকঃ। বিন্দুরিচ্ছুরিতি উ-প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতঃ। 'দ্রপ্সঃ' ধারয়ন্ 'অপাং' উদকানাং 'ঊর্ম্মিং' প্রেরকং 'সমুদ্রং'। অন্তরিক্ষনামৈতৎ (নিঘ০ ১।৩)। অন্তরিক্ষং 'সচমানঃ' সেবমানঃ 'মহিষঃ' মহান্ য এবংবিধঃ সোমঃ স 'তুরীয়ং' চতুর্থং ধাম চান্দ্রমসং স্থানং 'বিবক্তি' সেবতে সূর্য্যলোকস্যোপরি চন্দ্রমলোকো বিধৃত ইতি যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ সমাবর্ত্তিতাদিত্যশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণাধিপতিঃ সম্বন্ধবৈচিত্র্যগ্রেস্তৈর্ব্বিজ্ঞায়তে। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের অথবা তদীয় শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া মনে করি। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মন্ত্রের মধ্যে যে উচ্চ ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'চমূষৎ' অর্থাৎ হৃদিস্থিত, হৃদয়ে বর্ত্তমান। ভগবানকে হৃদয়ে বর্ত্তমান বলায় সাধকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, তেমনি বিশ্বসম্বন্ধীয় একটী গভীর দার্শনিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যায়। মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভাবিয়া যে,—ভগবান্ তাহা হইলে আমা হইতে দূরে নহেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যে তাঁহার সন্ধানে সর্ব্বত্র ঘুরিতেছি! তিনি কোথায়, তাহার ঠিকানা তো পাইতেছি না! অনন্তকাল ধরিয়া মানবের মন সেই অনন্ত পুরুষের সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার কৃপা না হইলে সমগ্র বিশ্ব খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাইতেছে না। মানুষ অজ্ঞানতার বশে মনে করে—তিনি বুঝি কোনও সুদূর দেশে মহামহিমময় লোকে বিরাজিত আছেন। সেখানে দেব ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা-গীত গাহে, সমীরণ তাহার পুষ্পগন্ধ দিকে দিকে বিতরণ করে। তথায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেবভাবে বিভোর—তাঁহার চরণামৃত পানে মাতোয়ারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এ প্রশ্নও জাগে—কোথায় সেই দেশ? কোন সুদূরের নীলাম্বর ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়? তথায় যাইবার উপায় কি? আর সেখানে গেলে কি তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে? কে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে,—কে আমাকে তাঁহার সন্ধান দিবে?

মানুষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে। মানুষ যে স্থান হইতে আসিয়াছে—আবার তাহাকে যে সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে পরিষ্কারভাবে জানে না—বুঝে না সত্য; কিন্তু তাহার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তাহার মনকে উতলা করিয়া তুলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাহাকে যাত্রা করিতেই হইবে! আজ হউক, কাল হউক, মানুষকে যে তাহার আদি বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙ্গিতে হইবে, এ ধারণা তো তাহার মনে চির বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাকে প্রবলতর পার্থিব বিষয়ের দ্বারা প্রতিহত করিতে পারে বটে; কিন্তু চিরদিনই সে তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। কোন-না-কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিবেই। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই পরম আবাসস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

কোথায় তিনি, কোথায় সেই পরমাশ্রয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানবের মন তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে সপ্তস্বর্গের উপরে বসাইল, কেহ বা তাঁহার জন্য আপনার মনোমত নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আর উর্ণনাভের মত আপনার মায়াজালে আপনি জড়িত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সন্ধানে কেহ বা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, আর কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিতে লাগিল। মানুষ তাঁহাকে খুঁজিবেই, না খুঁজিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

বেদ বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথম পদের দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন—'চমূষৎ'। তিনি সপ্তস্বর্গের পরপারে নহেন, পর্ব্বতে অরণ্যানীতে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর মহাসমুদ্রেও তাঁহাকে পাইবে না—যদি না তুমি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পার। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না! তোমার নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সেখানেই তাঁহাকে পাইবে। ভয় নাই মানব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায়ও যান নাই! 'চমূষৎ' পদে মানবের নিকট এই আশার বাণীই বহন করিয়া আনে।

'চমূষৎ' পদ আরও একটী দার্শনিক তথ্যের মীমাংসা করিতেছে। সেই দার্শনিক প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির স্বরূপ। ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান? না—জগতের বাহিরে অবস্থিত—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে—দার্শনিকদিগের মধ্যে—তর্কবিতর্ক বাদ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। কাহারও মতে তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত। স্বয়ং অবস্থিত আদিকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মহিমায় বিরাজিত আছেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অপূর্ব্ব স্রষ্টা শিল্পকৌশল-বলে ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অনন্তকাল যাবৎ চলিতেছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত অবস্থায় আছেন অর্থাৎ জগতের সহিত ভগবানের কোনও সংশ্রব নাই; উহা অন্ধ প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জগতে ভগবানের জন্য কোন স্থান নাই, তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। এই মতবাদ মানুষকে একেবারে আশ্রয়হীন করিয়া দেয়। প্রকৃত

পক্ষে এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই মত যুক্তির যাতসহ নহে। কারণ, এই মতানুসারেও ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়। যদি আদিকারণ বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অনন্ত হইবেন কিরূপে? সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট করিবে,—তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবে। কাজেই ঈশ্বর সসীমে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক।

এই নাস্তিকতাতুল্য মতবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্যই, যাহাতে মানুষ এই সকল মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত পথে না যায়, সেই জন্যই যেন বেদ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—'চমূষৎ' তিনি মানবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়েই তিনি থাকেন না; তিনি 'বিভৃত্বা' সর্ব্বহৃদয়ে বিচরণশীল, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া মানুষকে তিনি পাপতাপ মোহঅজ্ঞানতার কবলে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাকে প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি বলা যায় না। আমাদের ভাষার দারিদ্র্যতার জন্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যদ্দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি নয়—বিকাশ। এই বিশ্ব সেই পরমপুরুষের বিকাশের একটা দিক মাত্র। বিশ্ব তাঁহাতেই ছিল, এবং আছে। তিনিও এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন—বিশ্ব তাঁহারই অংশ। সুতরাং বিশ্বের এই নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব আছে। বিশ্বের অংশীভূত মানবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন। বেদবাক্য ইহাই প্রমাণিত করিতেছেন যে, অসীম অনন্ত ভগবান বিশ্বের মানবের মঙ্গলের জন্য তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি মানবের মনে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আকাশ পাতাল অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও কিছু নাই। ভ্রান্ত মানব! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? তাঁহার মন্দির যে তোমার হৃদয়! এই সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই যে তাঁহার দান! তাঁহার দানের অবমাননা করিয়া কি তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহার দান গ্রহণ কর, তাঁহার দান বলিয়াই সংসার, আত্মীয়স্বজনের আদর; নতুবা এ সকলের কাণাকড়িরও মূল্য নাই! এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার দান উপভোগ কর। তাঁহার চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। দূরে যাইতে হইবে না, তোমার হৃদয়েই তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যাহা কর, যাহা ভাব, হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহা সমস্তই অবগত আছেন। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে পৌঁছাইয়া দিবেন।

ভগবান্ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন এই সত্যের মধ্যে উপরোক্ত দুইটী তথ্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

তিনি মানবকে তুরীয়ানন্দ প্রদান করেন—'তুরীয়ং ধাম বিবক্তি'। মানুষ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সাধনবলে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা চতুর্থ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাহাকে শাস্ত্রে তুরীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার জড়-জগতের পারিপার্শ্বিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ, ঘৃণা দ্বেষ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মানবের মন সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিমলানন্দ লাভ করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সেই অবস্থা সকলে সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে তাহার চারিদিকের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহা মানবজীবনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সেই অবস্থায় হাতে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাহা মানবকে চিরশান্তি প্রদান করে। তিনি তো সিন্ধু নহেন,—তিনি অমৃতের সিন্ধু। তিনি মানুষকে সেই আনন্দসিন্ধুতে—অমৃত-সমুদ্রে লইয়া যান। মানুষ সেই অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি নিজে অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনকে শান্ত মধুর রসে পূর্ণ করেন। 'দ্রপসঃ' এবং 'অপাং উর্ম্মিং সচমানঃ' পদসমূহে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের অনেকস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতে-ছেন; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রপময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থস্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।"

'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা উপরেই বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যকার যদিও মন্ত্রটীর সোমপক্ষে অর্থ করিয়াছেন; তথাপি অনুবাদকারের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থং ধাম, চান্দ্রমসং স্থানং' অর্থাৎ চন্দ্রলোক নামক স্থানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রলোক যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া গেলেও সোমরস নামক দ্রব্যবিশেষের সঙ্গে চন্দ্রলোকের যে কি সম্বন্ধ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রলোক বর্ত্তমান আছে এবং চন্দ্রমা নক্ষত্রদিগের অধিপতি। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রের কোনও অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। আর এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'তুরীয়ং ধাম' সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহেন, তাহাও স্পষ্ট হয় নাই।

'শ্যেনঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"শ্যেনঃ" পক্ষীবিশেষ; ভাষ্যকারও অন্যত্র এরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শংসনীয়ঃ' অর্থাৎ

অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য। আবার 'শকুনঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"শক্তেঃ সামর্থ্যকারী"। এখানেও ভাষ্যকার তাঁহার চিরাচরিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। উক্ত দুই পদে আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

"চমূষৎ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার সোমপক্ষে অর্থ করিতে যাইয়া উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,- পানপাত্র, অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মদ্যপান করা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বহুত্র দেখিয়াছি যে, উক্ত পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে; এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ না থাকিলেও তাহা অধ্যাহার করিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক পদের নানাবিধ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে অন্তরীক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন যদিও তাহার স্বাভাবিক অর্থই সঙ্গত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই।

'দ্রপ্সঃ' পদের ভাষ্যসঙ্গত অর্থ –'ধারয়ন্'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'উদকসম্মিশ্রঃ" আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য॥ (৯ম–১খ–১সূ—৩সা)॥ *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩ ১
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। শিশুঞ্জ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তম্মৃজন্ত্যায়ি। শুভন্তিবায়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১র ২ ১ র ২৩৪৫
প্রাং ৩ মরু। তোগণেনা। কাবগীর্ভায়ঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকবিস্পান্।

২র ১ ২ ১ ২ ২ ৪
সোমঃপবায়ি। ত্রা ৩ মতি। অা ৩ ৪ ৩ য়ি। ভী ৩ বা ৫ রিভা ৬ ৫ ৬ ন্॥

২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২ ১ ২৩৪
ঋষিমনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। সহস্রনায়ি। পা ৩ঃ পদ। বীঃকবী

৫ ২র ১ ২ ১ ২৩৪৫ ২র১র ১ ২ ১
নাম্। তৃতীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমোবিরা। জা ৩ মনু।

২ ২ ৪ ২র১ ২ ১ ২৩
রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্টু ৬ ৫ ৬॥ চমূষচ্ছায়ি। না ৩ঃ শকু। নোবি-

৪৫ ২র ১ ২ ১র ২র৩৪৫ ২১র১র ২১র
ভৃত্বা। গোবিন্দুদ্রা। প্সা ৩ আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপামূর্ম্মায়িম্। সচমা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষন্নবতিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)॥

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ২ র ১ ২ ২
দঃ সমুদ্রাম্। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। ভুরীয়ক্ষা। মা ৩ মহি। যো ৩ ৪ ৩।

২ ৪
বা ৩ য়িবা ৫ ক্ষো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
২। শাহ ৫ য়িশুম্। যজ্ঞা ৩ না ৩ ৮ হর্য্যতাম্। মা। অস্তিশুস্তস্তিবিপ্রশস্তরুভো

র র র র র র২ ১ ২ র ২ ১
গণেমকবি। গীর্ভিঃকাব্যেনাকবিঃসন্সোমঃ। পা। ঔ ৩ হোহায়ি। বিত্রা-

২n ৩র র ২ ১ — ১ ^ ৫
২ ৩ মত্তায়ি। এভ্যো। হো ৩। হুম্মা ২। য়া ২ ২ য়িভো ৩ ৫ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র র
আহ ৫ যিং। মনা ৩ য়া ৩ বাবক্ৎ। দ্য। বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং

র র র র৩ ১ ২ র২ ১র ২n ৩র র
স্থতীয়ক্ষামমহিষঃসিষাসন্সোমঃ। বা। ঔ ৩ হোহায়ি। রাজা ২ ৩ মনু। রাজো

২ ১ -- ১ n ২ ৩ র ৪ ২
হো ৩। হুম্মা ২। ভাহ ২ যিষ্ঠো ৩ ৫ হায়ি॥ চা ২ ৫ মু। বচ্ছা ৩ য়িনা ৩ঃ

৪ ৫ ১ র র র র র র র ২১র
শকুনাঃ। বায়ি। ভূম্বাগোবি শুর্দ্রপ সআয়ুধানিবিভ্রদপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রস্তুরী।

২ ৩ ২ ১র ২^ ৩র র ২
য়া। ঔ ৩ হোহায়ি। ধামা ২ ৩ মহায়ি। যোবোহো ৩।

১ -- ১ ২
হুম্মা ২। বা ২ ২ ক্ষো ৩ ৫ হায়ি॥

* * *

২ ^ ৩ ২ ৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২৩
৩। হায়ি। উহবায়ি। শিশা ৩ ৪ ঔ হোবা। জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তম্মৃ-

৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩ ৪ ৫
জন্তায়ি। শুম্ভা ৩ ৪ ঔহোবা। ন্তিবায়ি। প্রা ৩ স্মরু। তোগণেনা।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩ ৪ ৫ ৩র ২
কবা ৩ ৪ ঔহোবা। গীর্ভায়িঃ। কা ৩ বিয়া। নাকবিঃসান্। সোমা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
ঔহোবা। পবায়ি। ত্রা ৩ মাত। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ য়া ৫ য়িতা ৬

৩২ ৩র৪২৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩

৫ ৬ ন্। ঋষা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। স-

৩ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র

হা ৩৪ ঔহোবা। স্রনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা ৩৪ ঔ

৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১

হোবা। যন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা ৩৪ ঔহোবা। বিরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫

জা ৩ মনু। রা ৩৪৩। জা ৩ তা ৫ ষ্টুষ্টু ৬৫৬প্। চমূ ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩র২ ৩র৪রঃ ১

যচ্ছ্যাগ্নি। মা ৩ঃ শকু। নোবিভৃত্বা। গোবা ৩৪ ঔহোবা। দুর্জ্রা।

২ ১র ২রn৩৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১র

প্লা ৩ আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপা ৩৪ ঔহোবা। উম্মাগ্নিম্। দচমা।

২ ৩৪৫ ২ n ৩২ ৩র৪র৫ ১২

নঃ সমুদ্রায়। হাগ্নি। উহুবাগ্নি। তুরা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ২ ৪

মা ৩ মহি। যো ৩৪৩। বা ৩ য়িবা ৫ স্তা ৬৫৬ য়ি॥

* * *

৩ ২৯ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪৫

৪। উহুবাগ্নি। শিশা ৩৪ ঔহোবা। জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। স্তমূর্জ্জাগ্নি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫ ৩২ ৩র

শুভা ৩৪ ঔহোবা। তিবাগ্নি। প্রা ৩ স্মরু। স্তোগপেনা। কবা ৩৪ ঔ

৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫

হোবা। গীর্ভাগ্নিঃ। কা ৩ বিষে। নাকবিঃপান। সোমা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২n ২ ৪

পবাগ্নি। ব্রা ৩ মতি। আ ৩৪৩ গ্নি। ভা ৩ রা ৫ য়িস্তা ৬৫৬ম্।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫

ঋষা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। সহা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১

স্রনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা ৩৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১

মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা ৩৪ ঔহোবা। বিরা। জা ৩ মনু।

২ৱ ২ ৪ ৩২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১
ৱা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্ট্ ৬ ৫ ৬ প্। চমূ ৩ ৪ ঔহোবা। যচ্ছ্যায়ি।

২ ১ ২ৱ ৩ ৪ ৫ ৩ৱ২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ২ ১ৱ
না ৩ঃ শকু। নোবিভৃত্বাম্। গাবা ৩ ৪ ঔহোবা। দ্রুর্দ্রা। প্সা ৩ আজু।

২ৱৱ৩৪৫ ৩২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ৱ ২১ৱ ২৩৪৫ ৩ ২ৱ
ধানিবিভ্রাৎ। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। উর্ম্মায়িম্। সচমা। নঃসমুদ্রাম্। উক্থায়ি।

৩২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ২ ১ ২
ভুৱা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা। মা ৩ মহি। ষী ৩ ৪ ৩।

২ ৪
বা ৩ স্ত্রবা ৫ স্তো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

১ ১ ২ ১ ৫ ৱ ২ ২ ৩ ১
৫। শিশুঞ্জাজ্ঞা ২ ৩। নম্ হর্য্যাত্তা ২ ৩ ম্। মৃজন্তায়ি। শুম্ভন্তায়িনা ২ ৩ য়ি।

৩ ১ ২১ৱ ২ ১ ২ৱ ১
প্রসপ্তরুতো ২ ৩। গণেনা। কবির্গায়ির্ভ্রা ২ ৩ য়িঃ। কাবিংযনা ২ ৩ঃ।

২ ১ ২ৱ ১ ২ ১ ২ ১ৱ২ ১
কবিঃসান্। সোমঃ পাবা ২ ৩ য়ি। ত্রমত্তায়িয়ে ২ ৩। ভিরেভা ৩ নাউ॥

২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ঋষিমানা ২ ৩। ওয়ঋষীক্ ২ ৩ ৎ। স্ববর্ষাঃ। সহস্রানা ২ ৩ য়ি। থঃ

১ ২১ৱ ২ ৱ ১ ২ ১ ২১ৱ
পদাবা ২ ৩ য়িঃ। কবীনাম্। তৃতীয়ান্ধা ২ ৩। মমহায়িষা ২ ৩ঃ। সিষাসান্।

২ৱ ৱ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ৱ১
সোমোবায়িরা ২ ৩। অমনূরা ২ ৩। জ তষ্ঠা ৩ ১ উ। চমূষাষ্টা ২ ৩ য়ি।

২ ১ ২ ১ ২ৱ ১ ২ ৱ ২ ১
নঃশকুনো ২ ৩। বিভৃত্বা। গোবিন্দূদ্রা ২ ৩। প্সঅায়ূধা ২ ৩। নিবভ্রাৎ।

২ ৱ ১ ২ ১ ২ ১ ২ৱ ১
অপামূর্ম্মা ২ ৩ য়িম্। সচমানা ২ ৩ঃ। সমুদ্রাম্। তুরীয়ান্ধা ২ ৩।

মমস্হায়িরো ২ ৩। বিবক্তা ৩ ২ উবা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ৱ ৱ ২ ৱ ১ ৭ ১ ১ ১ ১
৬। হাউ হোবা ৩ হায়ি। শিশুঞ্জজ্ঞানাং হর্য্যা ৩ তাংমৃজন্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

২ ১ ৭ ৱ ১ ১ ১ ১ ২ ৱ ৱ ১ ৭
শুম্ভন্তিবিপ্রস্মরুদ্ ৩ তোগণেনা ২ ৩ ৪ ৫। কবির্গীর্ভিঃকাব্যে ৩ না কবিঃসা

১ ১ ১ ১ ২র ১ ৭ র ১ ১ ১ ১ ২ র
২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমঃ পবিত্রমতী ৩ য়ান্নিত্তিরেন্তা ২ ৩ ৪ ৫ ন্॥ পবিষমনায়

১ ৭ ২ র ১ ৭ র ১ ১ ১ ১
ঋষী ৩ কৃৎস্বর্ষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সহস্রনীথঃ পদা ৩ বান্নিঃ কবীনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২ র ১ ৭ র ১ ১ ১ ১ ২র র র ১ ৭
তৃতীয়ন্ধামমহী ৩ ষাঃ সিষাসা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমোবিরাজমনু ৩ রাজতিষ্টু

১ ১ ১ ১ ২র র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ প্॥ চমূষচ্ছোনঃ শকুনোবিভৃত্বা ২ ৩ ৪ ৫। গোবিন্দুদ্রপ্

র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২ র র ৪ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
সআয়ু ৩ ধানিবিভ্রা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। অপামূর্ম্মিং সচমা ৩ নাঃ সমুদ্রাণ্ ৩ ৪ ৫ ন্।

২ র র ৩র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
তুরীয়ন্ধামমহী ৩ যোবিবক্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। হাউ

র ২ ১ ১ ১
হোবা ৩ হায়ি। বা ৩ ৪ ৫। *

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্।

১ ২ ৩ ৩ক ২র
বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সাধকস্য) 'বীর্য্যং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধন্তঃ' (বর্দ্ধনকারিণঃ) 'এতে' (ইমে, প্রসিদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'কামং' (কাম্যং, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ং) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভ্যক্ষরন্' (অভিগবন্তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসম্ভূতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯ম—১খ—২সূ—১সা)।

---

* প্রথম সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "পার্থম", (২) "মহাবামদেব্যম", (৩) "হাউউহুবায়িবাসিষ্ঠম্", (৪) "উহুবায়িবাসিষ্ঠম্", (৫) "উদ্বদ্ভার্গবম্" এবং (৬) "বৈশ্বজ্যোতিরাশ্রম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সাধকের আত্মশক্তিবর্দ্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—১সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতে' অভিষুতা ইমে সোমাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বীর্য্যং' শক্তিং 'বর্দ্ধয়ন্তঃ' বর্দ্ধয়ন্তঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কাম্যং' কাম্যং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'সমভ্যক্ষরন্' অভ্যবর্ষন্ অভিপবন্তে। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই, "এই সোম-সমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিবর্ষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমরস সম্বন্ধে দুইটী উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথমটী—সোমরস ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করেন; দ্বিতীয়টী—ইন্দ্রের প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। একটী একটী করিয়া উভয় উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ—সোম ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধন করেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্ব জীবন লাভ করে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান্। তিনিই শক্তির উৎস। জগতে শক্তির যে খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সমস্ত ভগবানের শক্তি হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার শক্তি না পাইলে জগৎ মৃত অসাড় হইয়া যায়। জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সমস্তই তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। এক কথায়, বিশ্ব "সূত্রে মণিগণা ইব" তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। অর্থাৎ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহা ব্যতীত আর কোথায়ও শক্তির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এমন যে মহাশক্তি, সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস তাঁহার বীর্য্য বর্দ্ধন করিবে কিরূপে? মাদকদ্রব্য মানুষের শক্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি মদ্যাদি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ক্রমশঃই হীনশক্তি ক্ষীণতেজস্ক হয়। তাহার শারীরিক মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ সবল ব্যক্তিও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সাময়িক ভাবে যে কেবল দুর্ব্বল হয়, তাহা নহে; মদ্যপানজনিত নানাবিধ রোগের আক্রমণে সে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এমন কি, তাহার ফলে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্তিদান তো দূরের কথা, মদ্যের প্রভাবে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য।

এই তো মন্ত্রের শক্তি! অথচ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সোমরস ইন্দ্রের শক্তি বর্দ্ধন করে। এই ব্যাখ্যায় আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের শক্তি-নাশকারী শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য; অথচ, তাহাকে ভগবানেরও শক্তিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি কেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। ভগবানের শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা অতিশয়োক্তি হইতে পারে; শক্তিদানের প্রাধান্য খ্যাপনের জন্যই ভগবানেরও শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু মূলেই যে ভুল রহিয়াছে! মদ্য যে মূলেই শক্তিক্ষয়কারী! সুতরাং শক্তি-খ্যাপনের জন্য অতিশয়োক্তিও বলা যায় না। তাই মনে হয়, সোম-রসের অন্য কোনও বিশিষ্ট অর্থ আছে।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝায় না—উহা ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। এই শক্তি-বলেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বময়। সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি। সুতরাং সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি বর্দ্ধন করে,—এ কথা বলা যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অস্য' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেই এই ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মনে করি,—'অস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধকেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল। সাধনা দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়। মানবের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ হইলে মানুষ আপনাকে শক্তিশালী মনে করে; তখন তাহার সত্যিকার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সাধনা-প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিশ্বশক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই সত্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ" মন্ত্রাংশের তাই অর্থ,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের শক্তি বর্দ্ধন করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ এই,—"তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য ইন্দ্রের প্রীতিকর অন্য কোনও একটা রস প্রদান করেন। ইহার দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? সোমরস অন্য কি তরল পদার্থ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য প্রদান করিতে পারে? 'সোম' পদে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং 'অস্য' পদে 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিলে যে ভাব বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। মন্ত্রের অপরাংশেও এই অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং উহা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদত্রয় 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—"যে সত্ত্বভাব সাধকদিগের আত্মশক্তি বর্দ্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করিতেছি। আমরা সাধক নহি; সাধনার শক্তি আমাদের নাই। সাধকগণ তাঁহাদের কঠোর সাধনা-বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা

সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হইলে চলে না। একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তিনি কৃপা বিতরণে যদি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।" 'সাধক যে আত্মশক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রার্থিত বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাধকলভ্য বস্তু নিশ্চয়ই মহামূল্যবান্। সাধকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অসার বস্তুর কামনা করেন না। যাহা মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ আঁচলে বাধেন না। তাই এই বিশেষণের সার্থকতা।

মন্ত্রান্তর্গত 'কামং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও ভাষ্যের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদকে 'কামং' পদের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে —'ইন্দ্রের কাম্য' বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের কাম্য বা প্রার্থনীয় কিছুই নাই। তিনি অকাম, তাঁহার কোন অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং কোন বস্তুলাভের প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বের অধিপতি; অনন্ত কুবের ভাণ্ডার তাঁহারই। বিশ্বের অনন্ত রত্নভাণ্ডার তাঁহার করতলে। এই সামান্য নগণ্য ধনরত্ন তো অতি তুচ্ছ। দেব-বাঞ্ছিত পরম ধনের অধিকারী তিনি। তাঁহার কৃপায় দেবমানব ধনের অধিকারী হয়। তিনি আবার তাঁহার নিজের জন্য কি কামনা করিবেন? কামনা করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই বটে; তবে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতি কামনা করেন। তাঁহার নিজের জন্য কামনা নয়, কামনা তাঁহার সন্তানের জন্য। বিশ্ববাসিগণ তাঁহার সন্তান। তাহারা যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পায়, যাহাতে তাহারা পরম ধনের অধিকারী হয়, তিনি সেই ইচ্ছা করেন। বিশ্বমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাঁহার নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে কোন কারণেই তাঁহার যদি কামনা থাকিল, তাহা হইলেই তো তিনি পূর্ণ নহেন। কারণ যিনি পূর্ণ তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না। কামনা থাকার অর্থই অপূর্ণতা। অপূর্ণতা না থাকিলে কামনা করিবেন কিসের জন্য? অধিকন্তু কামনা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইতেও পারে, তজ্জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্বমঙ্গলের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, ভগবানের যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের কামনা আর মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কামনা থাকার জন্য মানুষকে অপূর্ণ বলা যায়, সেই কামনার জন্যই ভগবানকে অপূর্ণ বলা যায় না। মানুষ কামনা করে—তাহার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য; মানুষ কামনা করে যাহা সে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে তাহা পাইবার জন্য। অধিকন্তু মানুষ আপনার সসীম জ্ঞান লইয়া, বিশ্বসম্বন্ধে—নিজের চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপূর্ণ ধারণা লইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, নিজের কামনা জানায়। সেই প্রার্থিত বস্তু তাহার উপকার করিবে কি অপকার করিবে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে

কিন্তু ভগবানের কামনা সেরূপ নয়। তিনি আপনার অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি-বলে সমস্তই দর্শন করিতেছেন। কিসে বিশ্বে তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং যাহাতে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অপূর্ণতার জন্য তিনি কামনা করেন না; কারণ তিনি পূর্ণকাম, অকাম। বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। তাহাই সাধকগণের—মানবের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জন্য ভগবানের মঙ্গল কামনা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' বলিলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু মন্ত্রের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, এরূপ অন্বয় ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করিতেছেন না। তিনি নিজেই সত্ত্বভাবময়; সুতরাং তাঁহার সত্ত্বভাব কামনার কোন অর্থ থাকে না। সাধক কামনা করিতেছেন—ভগবানের প্রিয় সত্ত্বভাব। ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন, 'ইন্দ্রস্য কাম্যঃ প্রিয়ং' অর্থাৎ ইন্দ্রের কাম্য এবং প্রিয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত অংশের অন্বয় হইবে,—"(সাধকানাং) কাম্যং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং"—সাধকদিগের কাম্য এবং ভগবানের প্রিয়। 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' অন্বয় কেন হইতে পারে না তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্বয় সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই চলিবে যে,—সত্ত্বভাবের মহিমা সাধকগণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সাধারণ মানবও এই পরম বস্তু লাভ করিবার কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পাইবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানব শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপও অবগত নহে; উহা সাধকগণই জ্ঞানপ্রভাবে অবগত আছেন। সুতরাং সাধকদিগের কাম্য বলাতে বস্তুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। সাধকগণ আপনাদের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় অবগত আছেন। তাঁহারাই জীবনের চরম সার্থকতা-লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই—"হে ভগবন্! আমরা অবোধ, অজ্ঞান। আমরা ভাল মন্দ, নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে অক্ষম। সাধকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরাও আপনার পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। সাধকদিগের নিকট শুনিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্ব আপনার অতিশয় প্রিয় বস্তু—আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হউক। তৎপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে—সদ্বৃত্তি জাগরিত হইবে। আমরা যেন আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আপনার শক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন আমরা আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদের একত্র অনুসরণেই অনুভূত হইবে। (৯অ—১খ ২প ১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।
১ ২ ৩ ১ ২
তে নো ধত্ত সুবীর্য্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাদেঃ! 'পুনানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসেষু সীদন্তঃ, হৃদি অধিতিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা সাধকহৃদি উৎপদ্যমানাঃ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছন্তঃ' (প্রাপ্নুবন্তঃ প্রাপকাঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'ধত্ত' (প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকহৃদয়ে উৎপদ্যমান), আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদিগকে শোভনবীর্য্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আত্ম-শক্তি লাভ করি)। (৯অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ! 'পুনানাসঃ' পুনানা অভিষূয়মাণাঃ 'চমূষদঃ' চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'বায়ুং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'গচ্ছন্তঃ' প্রাপ্নুবন্তঃ তে যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং 'ধত্ত' প্রযচ্ছত। 'ধত্ত'—'ধাস্ত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবসমন্বিত আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার

উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।"

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। তবে উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হইয়াছে। সোমরসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রটী যেন সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইবার সময় উচ্চারিত হইতেছে, এবং সেই সোমরসের নিকটই 'সুবীর্য্য' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদে গৃহীত অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ব্যাখ্যার প্রথম অংশ,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।" 'সেই সোম' বলাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সোমরসের ভাব আসে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সোমের উল্লেখ নাই। মন্ত্রটীকে সোমার্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই শব্দের কোন সার্থকতা লক্ষিত হয় না। মূলে আছে—'পুনানাসঃ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অভিষূয়মাণাঃ'। পদটী এবং তাহার অর্থ স্পষ্টই অন্য কোনও পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বিতীয় কোন পদের উল্লেখ নাই। অনুবাদকার এই এই একটী-মাত্র পদ হইতে একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।' মন্ত্রের অন্যান্য পদের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় অংশ—"চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছে।" ব্যাখ্যার এই অংশের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চমসের মধ্যে কে কাহাকে আহ্বান করিতেছে? প্রথম অংশের বিষয়—সোম অভিযুত হইতেছে। দ্বিতীয় অংশের সহিত যদি প্রথম অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে বলিতে হয় সোম আহ্বান করিতেছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—কাহাকে আহ্বান করিতেছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। অথবা বলা যায়,—সোমকে আহ্বান করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, কে আহ্বান করিতেছে। এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অথবা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। অপিচ, কেবলমাত্র 'চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন' বাক্যাংশেরও কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন।" এবং থাকাতে এই অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, সুতরাং এই বাক্যের কর্ত্তা—সোম। সোম যদি মদ্য হয় তবে বায়ু বা অশ্বিদ্বয়ের নিকট কিরূপে গমন করিবে?

মন্ত্রের চতুর্থ অংশে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম্ম—উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য প্রদান করুন।" মোটের উপর এই প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, এবং ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য আছে।

এখন ভাষ্যের অনুসরণ করা যাউক। ভাষ্যকার 'পুনানাসঃ' 'চমূষদ' পদদ্বয়কে সোমের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত দুই পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যকার অনুবাদকারের

স্থায় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটী সোমরস নামক মন্থবিশেষের প্রস্তুত বিষয়ে উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে—ইহা ভাষ্যকারের ধারণা। তাই 'চমূষদঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন— 'চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ চমসনামক পানপাত্রে গমনকারী বিবরণকারও সোমপক্ষে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;— "চমূষদঃ – ভক্ষণীয়েষু সীদন্তি চমূষদঃ"। কিন্তু 'চমস' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র বলিয়াছি। 'চমূষদঃ' পদেও সেই হৃদয়ের ভাব আসে। পবিত্র হৃদয়ের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মানবের হৃদয়েই সত্ত্বভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবানের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান তাহাই মানবের হৃদয় হইতে গ্রহণ করেন। তাই যাহা ভগবানের গ্রহণের জন্য 'চমসে' হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহাই 'চমূষদঃ'। সে কারণ এই বিশেষণ পদে শুদ্ধসত্ত্বকেই বিশেষিত করিতেছে।

ভাষ্যকার 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুবাদ এই হয় যে,—'চমূষদ বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।' বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট গমন করার অর্থ কি? 'বায়ু' ভগবানের একটী প্রতিরূপ, যে রূপে, যে ভাবে তিনি মানুষকে আশুমুক্তির পথে লইয়া যান। অশ্বিনীদ্বয় রূপে তিনি মানুষের আধিব্যাধি, ভববাধি নিবারণ করেন - মানুষকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। মন্ত্রের এই অংশের দুই ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমরা অর্থ করিয়াছি—"আশুমুক্তিদায়ক দেব এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপক" বাক্যাংশ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, সত্ত্বভাব মানুষকে দেবতা সমীপে লইয়া যায়। এই অংশের মধ্যে আরও একটী ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনীদ্বয়' পদদ্বয়ে ভগবানের কোন কোন ভাবের প্রকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই ভাব হইতে ইহাই মনে করা যায়—'শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করে এবং আধিব্যাধি নিবারণ করে।' সত্ত্বভাবের প্রতি এই দুইটী গুণই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্ত দেবভাব শক্তিলাভ করে, তাহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহারা সহজেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহাদের ভববাধি, ত্রিতাপ জ্বালাও নিবারিত হয়। যাঁহারা এই সংসারের মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন, যাঁহারা রিপুগণকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর ভববাধির ভয় থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয় উন্নত পবিত্র হইলে, হীন কামনা বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না; সুতরাং বাসনা পূরণের অভাবজনিত নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তাহাদের ভববাধির শান্তি হইয়া যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার প্রভৃত এখানে দাসদাসী পুত্রপৌত্র প্রভৃতি অর্থ না করিয়া 'শোভন-

বীর্য্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মশক্তিই সেই শোভনবীর্য্য। আত্মশক্তির মত শক্তি আর নাই। আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই নামান্তর বলিলেও চলে। কেবলমাত্র সসীম ও অসীম এই দুই দিক হইতে দেখায় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মশক্তিরই প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥ (৯অ - ৪খ ২সূ - ২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (আরাধনায়) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ে, অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'চোদয়' (প্রেরয়, উপবিশ, আবির্ভব); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (স্থানং—অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আগচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদারাধনায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'রাধসে ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রস্য সংরাধনায় 'হার্দ্দি'—ইতি হৃদয়-সম্বন্ধি স্থানং 'চোদয়' প্রেরয়। অপমপি 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যোনিং' স্বর্গাখ্যং স্থানং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

'আসদং' প্রাপ্নবান। যথা, দেবানাং যবন-সাধনং যজ্ঞাখ্যং স্থানং প্রাপ্নবানসি। 'দেবানাং' —'ঋতস্য'-ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা দেবভাব-প্রাপ্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—উহা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানবের প্রকৃত লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি—আপনার প্রকৃত আবাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মানুষ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই বিশ্ব সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা তাঁহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আদিতে সমস্তই সেই ভগবানের মধ্যে কারণাবস্থায় নিহিত ছিল। সেই একমাত্র পরম সত্তা আপনার শক্তি-প্রভাবে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত ছিলেন। তখন বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমণ্ডল, আকাশ বাতাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সমস্তই তাঁহার মধ্যে বীজরূপে, কারণাবস্থায় সুপ্ত ছিল। এই অবস্থাকেই পুরাণে অনন্তশয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি তখন ভগবানের শক্তিরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিলেন। প্রকৃতি তখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কারণ সমুদ্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহাতে তরঙ্গরেখা মাত্র নাই। ক্রমশঃ সেই মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের উদ্ভব হইলেন। পরম পুরুষ আপনাকে আপনি আস্বাদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায় না—সৃষ্টির বিকাশ হইতে লাগিল। জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ জন্মিল জীব সৃষ্টি হইল। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। আবার তাঁহাতেই বিধৃত রহিল। তাই শ্রুতি অন্যত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। শুধু তাই নয়, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমায় বিশ্ব বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রুতি-বাক্য—"যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ"—যাঁহার দ্বারা, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা নয়, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, যেখান হইতে আসিয়াছে, তথায় ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ চির-প্রবাসে কেহ থাকিবে না। এ যে খেলা-ঘর, মায়ার ছলনায় ভুলিয়া তুমি এটাকে নিজের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলিয়া মনে করিতেছ। এই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ-অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও। নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু কিরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আবার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়? মন্ত্রে বলিতেছেন,—ভগবানের আরাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের কি প্রয়োজন, এবং ভগবদারাধনার সহিত আমাদের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তিরই বা কি সম্বন্ধ।

মানুষ মুক্তি পাইতে চায় কেন? তাহার চারিদিকে বন্ধনের যন্ত্রণা, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া চাই। মানুষ তাহার আদি অবস্থায় দুঃখের উপরে ছিল, সেখানে মায়া মোহের আক্রমণ ছিল না। এখনও তাহার মনে সেই অবস্থার চিত্র ভাসিয়া উঠে। সেই পূর্ণানন্দের কথা তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই পার্থিব জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মনে সেই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে; তাই এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মানুষের মধ্যে যদি একটা অপূর্ণতার ভাব জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে সে কোনও পরিবর্ত্তন কামনা করে না অথবা কোনও পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে, সে ধারণাও আসে না। মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, মুক্তি চায়, এই জন্য যে, তাহার মধ্যে একটা অপূর্ণতা রহিয়াছে, এবং অপূর্ণতা দূরীভূত করা যায় সে ধারণাও বর্ত্তমান আছে। তাই মানুষ এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহার উপায় খোঁজে। সে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। সেই উপায় বাহির করিতে গিয়া সে দেখে, আদি অবস্থায় সে যেমন পবিত্র বিশুদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন নাই—তাহার পতন ঘটিয়াছে। আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার দুঃখ-শান্তির কোনও উপায় নাই। সেই পার্থক্যের কারণ—সত্ত্বভাব ও দেবভাবের অভাব।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। উহাই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন-সূত্র। কিন্তু পাপতাপ-জর্জ্জরিত পৃথিবীতে সেই সত্ত্বভাব মানুষের মধ্যে থাকিলেও তাহা এত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে যে, তাহা কার্য্যতঃ না থাকারই সমান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হয়, তখন মানুষ তাহার হীন অবস্থা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। মোহমায়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ আপনার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ, মানুষের আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের অভাবের জন্যই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এখন সেই অভাব পূরণ হওয়াতে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' —পবিত্রকারক বলা হইয়াছে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবদারাধনা সম্ভবপর হয় না। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে ভগবানের সহিত মানবের সম্যক মিলন সাধিত হয় না। তাই ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে,—ভগবানে ফিরিয়া যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। ভগবানের আরাধনার অর্থ—তাঁহার গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্ত্তন, তাহার কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা। অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করায় ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চরিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ

লাভ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁহাতেই সাধক বিলীন হইয়া যান। ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি - স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত "ইন্দ্রস্য রাধসে" পদদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যই বিবৃত। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি ?-ভগবৎপ্রাপ্তি, স্বরূপাবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। তৎসাধনের উপায় কি ?—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়। পুনশ্চ, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায় ? ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, এবং ভগবৎশক্তির অনুধ্যানে। তাই এই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দেবভাব-প্রাপ্তির প্রার্থনা বিবৃত হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইলেই ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হয়, মানব উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করে। মানুষ ও দেবতা একই বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ, উভয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান। তাই সেই পার্থক্য যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষই দেবতা হইতে পারে। তাই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, সোমকে ইন্দ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সোম ইন্দ্রের আরাধনা করিবে কিরূপে? শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রকে প্রেরণ করিতেও বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রের মধ্যেই দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে—আরাধনা কর ; শেষে বলা হইতেছে—তাঁহাকে প্রেরণ কর। যাঁহাকে আরাধনা করা হয় তাঁহাকেই সোম প্রেরণ করিবে কিরূপে ?

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হে সোম! ইন্দ্রের আরাধনার জন্য হৃদয়-সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর ; আমিও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি (অথবা দেবতাদিগের যজনসাধন) স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভাষ্যার্থের প্রথম অংশ অপরিস্ফুট। এই অংশে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "হৃদয় সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর" এই অংশের দ্বারা হয় তো এই ভাব আসিতে পারে যে, 'ভগবানের আরাধনার জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত কর।' দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রথম অংশের প্রার্থনা নিরাকৃত হইয়াছে বলা যায়। কারণ দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' যিনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার প্রার্থনা কি, আর আত্মোদ্বোধনাই বা কেন ? সুতরাং অনুবাদকারের ন্যায় ভাষ্যকারও মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।
২ ৩ ১ ২
অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলাঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সপ্তধীতয়ঃ' (সপ্তরশ্ময়ঃ, সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি, বিশ্বজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, সাধকাঃ) 'অনু অমাদিষুঃ, (প্রমত্তাঃ ভবন্তি, পরমানন্দং লভন্তে ইত্যর্থঃ - ত্বাং প্রাপ্য ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন তথা পরাজ্ঞানেন সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ - ১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (৯অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বা' ত্বাং 'দশ' সংখ্যাকাঃ। 'ক্ষিপঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (২।৫।৩)। অঙ্গুলয়ঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। ততঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' হোত্রকাশ্চ ত্বাং 'হিন্বন্তি' স্ব স্ব-ব্যাপারৈঃ প্রীণয়ন্তি। তথা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং 'অনু অমাদিষুঃ' অনুমাদয়ন্তি। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।"

ব্যাখ্যাটী সোমরস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অংশ "দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বর্ণিত হয় উহা সেই বর্ণনার অন্তর্গত এক অংশ। প্রচলিত বর্ণনা এই, 'সোমলতাকে প্রস্তরের উপর নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চট্‌কাইতে হয়। তারপর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পবিত্র নামক মেষলোম নির্ম্মিত ছাকুনি দ্বারা ছাকিতে হয়'—ইত্যাদি। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় সেই নিষ্পীড়িত সোমলতাকে চট্‌কাইবার প্রণালীর উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যায় তাই বলা হইতেছে,—'দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।'

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর কোনও উল্লেখ নাই অথবা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গও উঠে নাই। "দশক্ষিপঃ ত্বা মৃজন্তি" দশ অঙ্গুলি আপনাকে পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত করে,—উৎপাদন করে,—শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়াছে। দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ দুই হস্ত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদিস্থিত অনার্জ্জিত সত্ত্বভাব পরিশুদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্মলাভ করে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাহায্যে বিশুদ্ধ না হইলে, তাহা মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। যখন সৎকর্ম্মফলে পবিত্রীকৃত হয়, তখন তাহাকে নূতনভাবে উৎপাদন করা হইল বলা যায়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব তো আপনা-আপনিই বর্ত্তমান আছে। তাহাকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। হীরকাদি মণি যেরূপ খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত না করিলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, সত্ত্বভাবাদি মহামূল্য বস্তুও সেইরূপ অজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারময় খনিতেই আবদ্ধ থাকে—যে পর্য্যন্ত না তাহার হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলা হয়, যে পর্য্যন্ত না সৎকর্ম্মের দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। এই মন্ত্রাংশে সেই পরিমার্জ্জনের কথাই আছে। খনিস্থিত রত্ন এবং ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কৃত কর্ত্তিত রত্নকে যেমন দুই পৃথক বস্তু বলা চলে, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে যেমন নূতন জন্মদান বলা চলে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবরাশি আছে তাহা উপযুক্ত চর্চ্চার অভাবে মৃতকল্প অবস্থায় থাকে, তাহা থাকিয়াও মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না। অন্ধকারে জন্ম লইয়া অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি সৌভাগ্য

বশে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করেন, আপনার অন্তরস্থিত ভাবরাশির সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি সাধনে যত্নবান হয়েন, তবেই উপযুক্ত সাধনা বলে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সেই ভাবকুসুমরাশি বিকশিত হয়, তাহার সৌরভে সাধকের—সমস্ত মানব জাতির মনঃপ্রাণ আমোদিত করে। সাধনার পূর্ব্বে, কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার পূর্ব্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, সাধন বলে কর্ম্মপ্রভাবে তাহা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে ঐ বস্তুর নবজন্ম বলা যায়। মানুষ এমনিভাবে নূতন জন্ম—দেবজন্ম লাভ করে।

কোনও ব্যক্তিকে আমরা হয় তো নিতান্ত হীন, পাপী বলিয়া জানি। কিন্তু সৌভাগ্য-বশে, ভগবানের কৃপায় যদি সেই ব্যক্তি আপনার চিরাভ্যস্ত পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে নিজকে পরিচালিত করে, সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন কি তাহাকে কেহ সেই পাপী বলিয়া মনে করিবে? বাল্মীকিকে কি কেহ রত্নাকর দস্যু বলিয়া মনে করে? না কেহই তাহা করে না। রত্নাকর মরিয়াছে, বাল্মীকি নামক ঋষি তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন জন্মলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রাংশগত "দশক্ষিপঃ মৃজন্তি" মন্ত্রাংশ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সৎভাব মানুষের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হইলে তাহা নূতন জন্মলাভ করে। তাই 'মৃজন্তি' পদের ব্যাখ্যায় আমরা "উৎপাদয়ন্তি" প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ,—"সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে।" সোম প্রস্তুত প্রণালী হইতে হঠাৎ এই মহিমা বর্ণনায় কি কারণ ঘটিল বুঝা যায় না। আর সাতজন হোতাই বা আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রে আছে 'সপ্ত ধীতয়ঃ'। 'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন হোতা। এই হোতার সংখ্যা-সম্বন্ধেও নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। কোনও স্থলে হোতা তিন জন, কোথায়ও সাত জন আর কোথায়ও বা ষোল জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ঋত্বিকের কোনও উল্লেখ নাই। 'হিন্বন্তি' পদে ভাষ্যকার প্রীণয়ন্তি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্বন্তি পদে প্রীত করা অর্থ কিরূপে আসে তাহা বুঝা গেল না। আবার 'সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে' এই বাক্যাংশই বা কি ভাব প্রকাশ করে? সোমকে সাতজন হোতা প্রীত করিবে কেন এবং কিরূপে। 'সোম' বলিতে প্রচলিত মতানুসারে মদ্য-বিশেষ বুঝায়। সুতরাং সোমরসই হোতাকে বা অন্য কোনও মানুষকে প্রীত করিবে—ইহাই সঙ্গত ধারণা। তাহা না হইয়া এখানে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃবাচক। 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সপ্তরশ্মিকে লক্ষ্য করে। পার্থিব জ্যোতিঃ দ্বারা ঐশী জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে। সপ্তরশ্মি দ্বারা জ্যোতিঃমণ্ডল গঠিত। তাই 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সমগ্র জ্যোতিঃকে—বিশ্ব জ্যোতিঃকে বুঝায়। তাই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা 'বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ জ্ঞানই জ্যোতিঃর প্রকৃত আধার ও প্রতিরূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার তৃতীয়াংশ আরও বিস্ময়কর। তাহা এই,—"মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে"। মদ্যই মানুষকে প্রমত্ত করে। মদ্যপান করিয়াই মানুষ মাতাল হয়,

কিন্তু মানুষ আবার মন্ত্রকে মাতাল করিবে কিরূপে? মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যায় সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকারও এবম্বিধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'অনুঅমাদিষুঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'অনুমাদয়ন্তি'। কিন্তু তাহা কিরূপ বিসদৃশ অর্থ তাহা আমরা উপরেই বলিয়াছি।

'বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষুঃ' পদদ্বয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি,—"সাধকাঃ ত্বাং প্রাপ্য পরমানন্দং লভন্তে"—সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা বর্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকগণ আপনাদের কঠোর সাধনাবলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে তাঁহারা পরমানন্দ-লাভের অধিকারী হয়েন।

মুক্তির পথে, পরমানন্দের পথে লইয়া যাইতে পারে শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পবিত্র বস্তুর আবির্ভাব হইলে মানুষের মন হইতে সর্ব্ববিধ দীনতা হীনতা দূরে পলায়ন করে' হীন কামনা বাসনা মনে স্থান পায় না। আকাঙ্ক্ষা পবিত্র হয়, পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে। হীন বাসনা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়, দুঃখই সুখের—আনন্দের অন্তরায়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমানন্দ। বাসনা কামনা অপূর্ণ না থাকিলে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ থাকে না। পবিত্র বাসনা বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে পূর্ণ হয়, সুতরাং পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অধিকন্তু যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি-বলে মঙ্গলের পথ অবগত হয়েন, সুতরাং সেই পথে চলিয়া তাঁহার অনাবিল আনন্দই লাভ হয়। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষু"। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের পার্থক্য কোন্ স্থানে এবং কেন পার্থক্য হয় তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। (৯অ—১খ—২সূ ৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ।
১র ২র
সং গোভির্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ব! 'মেধ্যাঃ' (মেধধর্ম্মাজনাঃ, সরলহৃদয়াঃ লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবেভ্যঃ (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'কং' (সুখভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অতিস্বজানং' (সম্যক্ উৎপাদয়ন্তি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ); বয়ং ত্বাং 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) 'সংবাসয়ামসি' (সংস্থাপয়াম—হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ) সরলান্তঃকরণাঃ জনাঃ পরমানন্দং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সুখভূত তোমাকে তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে পারি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দলাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'কং' সুখভূতং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মদায়' মদার্থং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'সংবাসয়ামঃ' সংস্থাপয়ামঃ। কীদৃশং? 'মেধ্যা' অবের্লোমানি দশাপবিত্ররূপেণ 'অতিস্বজানং' অত্যন্তং স্বজন্তং দশাপবিত্ররূপেষু অবের্লোমসু বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। (৯অ ১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহাদের হৃদয় সরল, যাঁহারা সহজ পথে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহজে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সরল অন্তঃকরণে তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, সরলচিত্তে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতে প্রয়াস পান, সুতরাং ভগবান্ নিজেই পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র সরল ভাবই তাঁহাদিগের পরম সাহায্যকারী হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, কূটবুদ্ধি কম, কাজেই হৃদয়ের সেই বিশ্বাস-শক্তি-বলে সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটী উপদেশ-বাণী—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথমে দেখা যাউক, বিশ্বাস কি এবং কাহাদের হৃদয়ে

বিশ্বাস প্রবল; এবং তর্কেই বা ভগবানকে দূরে রাখে কেন। আমরা দেখিতে পাইব সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়েই বিশ্বাস অতিশয় প্রবল এবং তাঁহাদের ভক্তিও অতিশয় প্রখরা। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও সরলতা পরস্পর পরস্পারের অনুগমনকারী। তাই সরলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—সরল-হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁহারা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি?

যাঁহাদের হৃদয় সরল তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অতি সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শিশুদের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা হীন কামনা বাসনা থাকে না, তাহাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের ন্যায় সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। কুটিলতার জন্ম হয়—সাংসারিক বাসনা কামনার এবং রিপুগণের আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে। যাহাদের হৃদয় সরল ও পবিত্র তাহাদের মধ্যে সাংসারিক কামনা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে রিপুগণেরও কোন স্থান নাই।

সরল হৃদয়ের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে,—তাহাতে পবিত্র উপদেশ অতি সহজেই কার্য্যকরী হয়। তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। জগতের কার্য্যাবলী ও ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শন করিয়া, ভগবানের চরণতলে তাঁহারা আপনাদিগকে বিলাইয়া দেয়, হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা অপবিত্রতা না থাকায় ভগবন্মহিমা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং সেই মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভগবানের করুণার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস অতিশয় প্রবল হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কুটিলতাজনিত কুট তর্কের স্থান নাই। কাজেই তাহাদের মনে ভগবন্মহিমার অনুভূতি-জনিত ভক্তির সঞ্চার হয়। পাপ-কালিমা হইতে, সাংসারিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত থাকায় সেই ভক্তি শক্তিশালিনী এবং অনন্যমুখী হয়।

ভালবাসার, ভক্তির ধর্ম্ম—আপনাকে প্রিয়তমের সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি আপনাকে আর নিজের বস্তু বলিয়া মনে করেন না—তিনি একান্তভাবে আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেন। এই আত্মবিসর্জ্জনেই ভক্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। নিজকে তিলতিল করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দেওয়াতেই মাতা আপনার মাতৃত্বের চরম সার্থকতা মনে করেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বস্ব তাহার প্রভুর কাজে, প্রভুর তৃপ্তির জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহা মানব-হৃদয়ের নিয়ম,—ইহা বিশ্বনীতি। সুতরাং যাঁহারা সরল-হৃদয় তাঁহারা বিশ্বনীতি-বশেই ভগবানেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। হৃদয়ের সরলতা তাহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করে।

তাহার মূলে বিশ্বনীতির আরও গূঢ়তর কারণ বর্ত্তমান আছে। বিশ্ব ভগবৎশক্তির প্রকাশ। তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন আবিলতা নাই। মানুষ মায়ামোহের বেড়াজালের মধ্যে পতিত হইয়া হীনতা মলিনতা-দুষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই মোহমায়ার আবর্ত্তে পতিত না হয়, সে

পর্য্যন্ত সে আপনার মূল পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মে অথবা মূল ভক্তি-বিশ্বাস অব্যাহত থাকে। তাই শিশুদের সরলতা সাধকমাত্রেরই প্রার্থনীয়। তাহাদের মধ্যে সংসারের কুটিলতা, মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে কুটিলতা, কূট তর্ক মানুষকে সরলতা পবিত্রতা হইতে দূরে লইয়া যায়। আপনার মনগড়া যুক্তিতর্ক-জালে আপনি পতিত হইয়া দিগ্ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। নিজের কাজের, নিজের ভালমন্দ মতের সমর্থন করিবার জন্য অহঙ্কার বশে যুক্তি জাল বিস্তার করে; অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে। নিজের গড়া যুক্তি-তর্কের সমর্থন করিতে করিতে তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং মাকড়সার মত সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। মুক্তি তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইয়া যায়।

বাস্তব জগতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যাহারা সরলবিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎকৃপায় কার্য্যে সফলতা লাভ করে, আর যাহারা যুক্তি-তর্কের পথে অগ্রসর হয়, তাহারা যুক্তি-তর্কের 'কসরৎই' শিখে, সত্যের সন্ধান পায় না। তাই ভক্ত সাধক বলেন,—"যদি এক কথায় বুঝিতে চাও, তবে এখানে এস;—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি যুক্তি-তর্ক করিতে চাও তবে দূরে চলিয়া যাও।"

মন্ত্র বলা হইয়াছেন,—"মেষ্যঃ দেবেভ্যঃ মদায় কং ত্বা সৃজানমতি" অর্থাৎ মেষধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এখানে 'মেষ্যঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,—"অবের্লোমানি দশাপবিত্ররূপেণ...।" ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোম-সম্বন্ধীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই 'মেষ্যঃ' পদে মেষলোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'মেষ্যঃ' পদে মেষধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। 'দশাপবিত্র' অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, এমন বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে যে, তাহাতে সহজেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। প্রথমতঃ মন্ত্রটীতে কোনও সোমরসের উল্লেখ আদৌ নাই। তাই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, উক্ত পদে সরলহৃদয় নিরীহ স্বভাব ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা মেষের মত নিরীহ, যাঁহারা নিতান্ত সরল-হৃদয়, তাঁহারাই ভগবানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন। দার্শনিক কূট তর্ক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তজ্জনিত সংশয়ও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সরলতা ও নিরীহ প্রকৃতির উদাহরণ দিবার জন্যই মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অপরাংশে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমরা যেন পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমরা পাপে হীন, মলিনতায় পরিপূর্ণ; আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পদতলে স্থান দাও, প্রভো!" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।" ব্যাখ্যা সোমরস-সম্বন্ধী; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠে যে,—সোমরস মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয় কিরূপে? আমাদের পথ ভিন্ন এবং আমাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে॥ (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)॥ *

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
২ ৩ ১ ২
পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কলশেষু আ' (পাত্রেষু আসিচ্যমানঃ, হৃদয়ে নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অরুষঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গব্যানি' (জ্ঞানযুক্তানি) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদনানি, পাপাবরোধকানি ভক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব্যত' (গচ্ছতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সাধকাঃ পাপনাশিকাং পরাভক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ ১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত, জ্যোতির্ম্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপাবরোধক ভক্ত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন।)। (৯অ—১খ—২সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'কলশেষু' দ্রোণকলশেষু আসিচ্যমানঃ 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'গব্যানি' গোসম্বন্ধীনি পয়ঃপ্রভৃতীনি 'বস্ত্রাণি' বাসাংসি 'পরি অব্যত' পর্য্যাচ্ছাদয়তি । (৯অ—১খ—২ব-৬সা) ।

* * *

ষষ্ঠ (১১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে একটী অনন্ত সত্য বিবৃত হইয়াছে। তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত এবং কলশ মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।" 'কলশ' শব্দে ভাষ্যকার দ্রোণকলশ-নামক পাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরস-নামক মদ্য প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় একটী বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে,—সোমলতাকে ছেঁচিয়া চটকাইয়া রস বাহির করতঃ তাহাকে জলসংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া একটী কলশে রাখা হয়—সেই কলশের নাম দ্রোণকলশ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'দ্রোণকলশের মধ্যে যে সোমরসকে রাখা হইয়াছে সেই সোমরস।' অনুবাদকারও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণ-কারও সোমরস-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বলিয়া মন্ত্রটীকে স্বীকার করিয়া লইলেও 'কলশ' শব্দের অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কলশেষু' পদের অর্থ—"কলশ-সম্বন্ধিষু গ্রহচমসাদিষু।" তিনিও কলশকে একেবারে বাদ দেন নাই, তবে গৌণভাবে কলশকে ব্যাখ্যায় স্থান দিয়াছেন। সোমরস প্রস্তুত করিবার সময়কে ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সোমরস পান করিবার সময়কে বিবরণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্রই সোমরস বর্ত্তমান।

ইহার পরের অংশে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর আর এক অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা - সোমরসকে দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় পান করা হইত। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "গব্যানি পরি অব্যত বস্ত্রাণি" অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে,—সোমরস বস্ত্রের ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্রোণকলশে পূর্ব্বেই দুগ্ধাদি রাখা হইয়াছিল, এখন সোমরসকে ছাঁকিয়া দুগ্ধভাণ্ডে রাখা হইতেছে। এবং সেই সোমরস দুগ্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিতেছে, তাহা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন, দুগ্ধাদির উপর কাপড়ের একটা আবরণ দেওয়া হইতেছে। সোমরস-প্রস্তুত সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তদনুসারে বিবরণকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে কে সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আমাদের সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন

প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমাদের ধারণা এখানে সোমরস নামক কোন দ্রব পদার্থের প্রসঙ্গ আদৌ নাই—তাহার প্রস্তুত বা ভক্ষণ-প্রণালী থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মত কি তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্রে সোম-রসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'কলশেষু' পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'কলশেষু আ' পদদ্বয়ে 'হৃন্নিহিত' ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় পদ একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃন্নিহিত—মানুষের হৃদয়েই তাহা বর্ত্তমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব আছে এবং তাহার শক্তিতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা মানুষের মঙ্গল-সাধন করিতে পারে না। মন্ত্রের মোটামোটি ভাব, শুদ্ধভাব মানুষকে ভক্ত্যাদি দান করিয়া তাহার পরম মঙ্গল সাধন করে সেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে। বাহির হইতে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে না। তবে সকল সময় কেন মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না? যদি মানুষের হৃদয়েই এই পরম মঙ্গলজনক বস্তু বর্ত্তমান আছে, তবে মানুষ বিপথে যায় কেন - কেন সে মঙ্গলের পথে চলে না? "কলশেষু আ" পদদ্বয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে—এই প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যে একটা।

মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাহাকে আপনার কাজে না খাটাইতে পারে তবে তদ্দ্বারা কোন কাজ হয় না। সিন্ধুকের মধ্যে ধনরত্ন রাখিয়া দিলেই তাহা মানুষকে ধনী করিতে পারে না। সেই ধনরত্নের ব্যবহার না করিলে ধনের সার্থকতা নাই এবং ধনীরও ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। মানুষের হৃদয় বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মনুষ্য-হৃদয়ে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ জাগরিত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষই শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব জগতে মানুষ তাহা করে না অথবা করিতে পারে না। আর করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব চিরবর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা সিন্ধুকের মধ্যস্থিত ধনরত্নের ন্যায় কাহারও কোন উপকারে আসে না—যে পর্য্যন্ত না তাহাকে বিশুদ্ধ পবিত্র করিয়া মোক্ষমার্গের সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে পর্য্যন্ত না সিন্ধুকের তালা খুলিয়া ধনরত্নাদি ব্যবহার করা যায়। তাই "হৃন্নিহিত সত্ত্বভাব" দ্বারা ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, 'হে মানব! তোমার মধ্যেই অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর এই রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে পরমধনের অধিকারী হইতে পার। তোমার মধ্যে যে অমূল্য ধন আছে তাহাই তোমাকে পরাশক্তি দিতে পারে। তুমি সেই ধনের সংবাদ রাখ না মানব! তুমি "রাজার ছেলে কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরছো কোথায় কাহার দ্বারে?" তুমি রাজরাজেশ্বরীর আদরের সন্তান, অনন্ত ধনের অধিকারী, তুমি কি না নিজের হৃদয় ভাণ্ডারের সংবাদ না রাখিয়া ভিক্ষুকের মত দীন

ভাবে কালযাপন করিতেছ! নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, যে রত্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর, ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে।'

কিন্তু হৃদয়ে যে ধন আছে তাহা দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে? তাহাই বিশদী-কৃত করিবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন,—"গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত" জ্ঞানযুত ভক্ত্যাদি প্রদান করেন। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, যদি তাহার সম্যক ব্যবহার করা হয় তবে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং চরম উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় এবং তাহা হইতে পারে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য—ভগবৎপরায়ণতা। মানুষ যেমন আহার করে, খাদ্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সেই নিয়মের অধীন। পশুপক্ষীও আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষীর মত কেবল আহারাদি এবং একটুখানি শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপক্ষী হইতে মানুষের কি পার্থক্য রহিল? ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে বিশেষ কোন অতিরিক্ত শক্তি দিয়া বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পশুপক্ষী হইতে পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি বিশেষভাবে এই শক্তি ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের হৃদয়ের শক্তিই সেই শক্তি এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যই তাহার সেই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধন হয় কিরূপে? ভগবান নিজেই সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বিদ্যমান তাহার সম্যক্‌ স্ফূর্ত্তিলাভ হইলে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিসমূহ জাগরিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উপায়ের কথাই বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্বঃ "গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত"—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন।

সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব এই সমস্তই একত্রগ্রথিত। জ্ঞানের বলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়। জ্ঞানালোকে মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, চরম পরিণতির সন্ধান পায়। সেই পরিণতি, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞান মানুষকে তাহা জানাইয়া দেয়।

মানুষ যখন জ্ঞানের বলে আপনার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, যখন ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয় অবগত হয়, তখন আপনা-আপনি তাহার মাথা ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, তাঁহার অপরিসীম করুণার নিদর্শন দর্শনে মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া কে না তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হয়? তাঁহার নামই তাঁহার প্রতীকরূপে মানবের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকে। তাঁহার সেই মোহন বাঁশরীর তান শুনিয়া মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে? যাহার কা একবার সেই বাঁশরীর অমৃতময় আহ্বান প্রবেশ করিয়াছে, সেই ধনজনমান সর্ব্বস্ব পরিত্যা করিয়া সেই অপূর্ব্ব বংশীধারীর সন্ধানে চলিয়াছে। এখানে জ্ঞানও ভক্তির মিলন ঘটিয়াছে জ্ঞান সেই বংশীধারীর সংবাদ আনয়ন করে, আর ভক্তি তাঁহাকে ধরিবার জন্য আপনহারা হইয়া ছুটে। এই আপনহারা ব্যাকুলতাই মানুষকে তাঁহার নিকটে লইয়া যায়—ভক্তির কা এখানেই। জ্ঞান তাঁহাকে জানে, ভক্তি তাঁহাকে আপনার করে। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ব্ব মিলন হয়, সোণায় সোহাগা সংযোগ হয়, সেখানেই স্বর্গ। সেখানেই ভগবানে আবির্ভাব। মন্ত্রে এই অবস্থা-প্রাপ্তিরই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমের সম্বন্ধসূচক মনে করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাতে সোমের কোন সংস্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এ উভয়বিধ ব্যাখ্যার জন্য পার্থক্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং হইয়াছেও তাই। ভাষ্যকা সোমপ্রস্তুত প্রণালীর সহিত মিল রাখিতে গিয়া 'বস্ত্রাণি' পদে অর্থ করিয়াছেন, 'বাসাংসি' এখানের বহুবচনটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপড় অর্থে এখানে বহুবচন ব্যবহার করিবার কোন সার্থকতা নাই। বস্ত্র 'আবরণ করে' এই ভাবে আমরা 'পাপাবরোধকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপাবরোধক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহকে বহুবচনান্ত 'বস্ত্রাণি' পদে লক্ষ্য করে। 'হরিঃ' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'পাপহারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ ১খ—২সূ ৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭ ॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মঘোনঃ' (ধনবতঃ পরমধনপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন) 'অপজহি' (বিনাশয়সি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আ' (অভিমুখ্যেন, সম্যক্‌রূপেণ) তব ধনং 'পবস্ব' (প্রদেহি) তথা 'সখায়' (সখিত্বং, তব সখিত্বকাময়মানং মাং ইত্যর্থঃ) 'আ বিশ' (প্রাপ্নুহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি; তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন; তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'নঃ' অস্মান 'আ' আভিমুখ্যেন 'পবস্ব' ক্ষর 'বিশ্বা' বিশ্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্ট্রীন 'অপ জহি' মারয় চ 'সখায়ং' মিত্রভূতমিন্দ্রং 'আবিশ' প্রাপ্নুহি। (৯অ-১খ-২সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমানে আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে।

আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুন বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" এই অনুবাদ ভাষ্যানুসারী, সুতরাং এক সঙ্গে ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

'মঘোনঃ' পদকে ভাষ্যকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—'ধনবতঃ' অর্থাৎ ধনীর। আবার উক্ত পদকেই 'নঃ' পদের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

অথচ 'নঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—দ্বিতীয়ান্ত বহুবচন 'অস্মান্'। ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ—'ধনবান আমাদিগের'। প্রথমতঃ বহুবচনান্ত 'নঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে একবচনান্ত 'মঘোনঃ'; আবার বিভক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয়ান্তের বিশেষণ করা হইয়াছে—ষষ্ঠ্যন্ত 'মঘোনঃ'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই পদের মধ্যে বচন ও বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে। এই রূপ-বিভক্তি ও বচন-ব্যত্যয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা ধনবান, আমাদিগের এই কাজ কর। প্রার্থনাটা যেন হুকুমের মতই শুনায় এবং তাহাতে "আমরা ধনবান্" বাক্য প্রার্থনার সহিত সামঞ্জস্যমূলক হয় নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রের ভাব তাহা নহে।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ "সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" ব্যাখ্যার মধ্যে 'সখা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রকে—ভগবান্‌কে সখারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সাধক ভগবানকে সখারূপে—বন্ধুরূপে পাইতে চাহেন; ইহা উচ্চ সাধনার পরিচায়ক বটে; কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। আমরা তাই 'মঘোনঃ' পদে ধনবতঃ, 'পরমধনপ্রাপকস্য সাধকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মঘোনঃ' ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের পদ। মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাধকস্য' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। সাধকই প্রকৃত ধনবান্। তিনি সাধনার প্রভাবে ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মানুষ নিজে নিঃস্ব, ধনের কাঙ্গাল। আপনার বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে যদি ভগবানের কৃপায় ধনলাভ করে, তবেই সে ধনী হইতে পারে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—যাঁহারা প্রার্থনাশীল, তাঁহারাই ভগবানের পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। তাই মানব কিরূপে ধনলাভ করে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের মতে 'মঘোনঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, "পরমধন প্রাপকঃ" অর্থাৎ ভগবান পরমধনপ্রাপক হয়েন। যে সাধক সেই পরমধন প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী। যে ধনের দ্বারা মানুষের জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, তাহাই প্রকৃত ধন। অর্থ সম্পদের দ্বারা মানুষ অসার ভোগসুখে রত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। অসার ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ ভ্রান্তপথে চলিতে থাকে। তাই সেই নিত্যধনের কথা ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, মানুষ যাহাকে সাধারণতঃ 'ধন' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই ভ্রান্তির বশে কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করে। তাহাদিগকে—সেই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই 'মঘোনঃ' পদের সার্থকতা। 'মঘোনঃ' পদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত উপকারক ধনের উল্লেখ আছে। সেই নিত্যধনের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। তাঁহাদের সেই ধন তাঁহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের পথে,—জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে লইয়া যায়। তাঁহারা (পরমধন প্রাপ্ত সাধকগণ) সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। সেই সৌভাগ্য পার্থিব জগতের তথাকথিত উন্নতি নহে।

সেই সৌভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য 'বিশ্বা সক্রন্

অপজহি'—অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের সকল শত্রু বিনাশ করেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের রিপুবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা রিপুনাশ ও পরমধন লাভ পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যাঁহারা ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের রিপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অথবা যাঁহারা রিপুজয়ী, তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের পরম দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই শক্তি জন্মে। ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। তাহা লাভ করিবার উপযুক্ততা থাকা চাই, এবং তাহা লাভ করিলে পর তাহা ধারণ করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই শক্তি লাভ হয়—রিপুজয়ের দ্বারা। রিপুগণ মানুষকে পদে পদে বাধা দিতে পারে না, সুতরাং সাধকের তজ্জনিত শক্তি ক্ষয়ও হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন মানুষকে তাঁহার ধনের অধিকারী করেন, তখন তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও দেন। তাই পরমধন দানের কথার পরই বলা হইতেছে,- তিনি সাধকের সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। এই দস্যুতস্কর-দিগকে বিনাশ না করিলে, তাহারা সাধকের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইবে। নিঃস্ব মোক্ষমার্গানুসারী পথিককে আলেয়ার আলো দেখাইয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। তাই ধনদান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও ভগবান করিয়া দেন।

ভগবানের এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে,—হে দয়াল প্রভো! অগতির গতি তুমি। আমরা নিঃস্ব কাঙ্গাল আমাদিগকে তোমার পরমধন দানে কৃতার্থ কর। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, সাধনা আরাধনার দ্বারা তোমার প্রীতিসাধন করিব। হে দয়াময় প্রভো! কৃপা করিয়া তোমার অবৃত্তি সন্তানকে তোমার পরমধন দান কর। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনা প্রভাবে তোমার কৃপা লাভ করেন; কিন্তু আমাদের তো সে শক্তি নাই!—তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'নঃ আ পবস্ব' আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পরমধন প্রদান কর।

মন্ত্রের শেষাংশ আরও একটু গভীর ভাবময়। "সখায়ং আবিশ"—আপনার সখিত্ব বন্ধুত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। জগতে যদি মানুষের কোনও প্রকৃত বন্ধু থাকে, তবে সেই জগবন্ধু—আপনি। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে সকল সময় সমভাবে মঙ্গলসাধন করা কেবল আপনারই কাজ। আপনি নিত্য সনাতন অব্যয় অক্ষয়। আপনার মধ্যে অপবিত্রতা মিথ্যা নাই - আপনি নিরঞ্জন। আপনি যদি কাহাকেও বন্ধুরূপে - সখারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার আর বিপদের ভয় নাই। কারণ, আপনি জগতের বন্ধু, বিপদের বন্ধু জগবন্ধু। আপনার আশ্রিত বন্ধুকে কখনই আপনি বিপদের সময় পরিত্যাগ করেন না। শুধু তাই নয়। আপনার বন্ধুত্ব লাভ করিলে আর বিপদের কোনও ভয় থাকে না। রোগ শোক দুঃখ তাপ আপনার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। আপনার পুণ্যস্পর্শে পাপী পুণ্যাত্মা হয়, রত্নাকর বাল্মীকি হয়। আমাদের মত হীন পাপীও আপনার পদস্পর্শ লাভ করিলে উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমরা যদি আপনার কৃপা লাভ করিতে পারি—আপনাকে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম ও পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের তো আর কোনও

ভাবনাই চিন্তা থাকিবে না। আমরা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তাই আপনার সখ্য কামনা করিতেছি। আপনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, সন্মার্গে পরিচালিত করুন; যেন মোহমায়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বিপথগামী না হই। আপনার বন্ধুত্বরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম যেন আমাকে ঘিরিয়া থাকে—পাপমোহের আক্রমণ যেন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। আপনি বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরে যাইবে, ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইবে, দুঃখের চির-অবসান হইয়া বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই আপনার স্নেহ-করুণা প্রার্থনা করিতেছি। জগবন্ধু, আমাদের বন্ধুরূপে হৃদয়ের সখা-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের মানব-জীবন সার্থক হউক।"

মন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সাধনা-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রে ভগবানের সখিত্ব—বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে বন্ধুরূপে আপনার হৃদয়ে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের এবং উচ্চাঙ্গের সাধনার পরিচায়ক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালীতে শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি সাধনার পর্য্যস্তর আছে। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও ধর্ম্মমতে এই স্তর বিভাগ নাই এবং এত উচ্চাঙ্গের সাধন-প্রণালীও নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য, কচিৎ কোথাও হয় তো বা শান্তরসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের কোনও ধারণাই নাই। একমাত্র ভারতই স্তর-ভেদে সাধকের সাধনার স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যেক রসকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে ভাবের ভাবুক, যে যে রসের সাধক, সে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। যার যতটুকু শক্তিতে কুলায়, সে ততটুকু করিবে,—স্তরবিভাগের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাধনার স্তর হিসাবে সখ্যরস শান্ত ও দাস্য রসের উপরে অবস্থিত। অবশ্য যে কোনও রসের সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন ভাব-প্রণালীর প্রয়োজন। শক্তি-বিকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্তরের সাধনার আবশ্যক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালী সেই উপায় বিধান করিয়াছেন। সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাবের সকল সাধককে এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। (১অ—১খ ২সূ—৮সা)। *

— — • — —

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্ব্বিদম্।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বয়ং' 'নৃচক্ষসং' (নৃণাং দ্রষ্টারং, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'স্বর্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রপীতং' (ইন্দ্রেণ, ভগবতা পীতং, গৃহীতং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) তথা 'প্রজাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ভক্ষীমহি' (ভজেম, প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ-২প্র-৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ করি।) ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'নৃচক্ষসং' নৃণাং দ্রষ্টারং 'স্বর্ব্বিদং' সর্ব্বজ্ঞং 'ইন্দ্রপীতং' ত্বাং সেবমানা বয়ং 'প্রজাং' পুত্রাদিকাং 'ইষং' অন্নঞ্চ 'ভক্ষীমহি' ভজেম ॥ (৯অ—১খ—২প্র—৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (১১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার ব্যপদেশে শুদ্ধসত্ত্বের - ভগবৎশক্তির মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষস' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক। মানুষের দুইটী দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের প্রেরণায় বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্তরই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্তা। অন্তর প্রভু, বাহির ভৃত্য, অন্তরের আজ্ঞামত—নির্দ্দেশ-মত বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার বা শক্তি তাহার নাই। অন্তরই মানুষের পরিচালক, প্রবৃত্তির রাজা। তাই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়-দিগের রাজা বলা হইয়াছে। সেই রাজার হুকুম-মত সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়।

কিন্তু এই মন বা সংস্কৃত-শাস্ত্রের 'মনস্'-ই একাধিপতি রাজা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট নহেন। তিনি রাজা-মাত্র, রাজার উপরেও সম্রাট্ আছেন—তিনি আত্মা। ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠান হয় —এই আত্মায়। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে দর্শন করেন পরিচালিত করেন।

ভাষ্যকার 'নৃচক্ষসং' পদে 'নৃণাং দ্রষ্টারং' অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থ অসঙ্গত নয়। তবে এই অর্থের মধ্যে আরও একটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে। হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করার অর্থই মানুষের কার্য্য পরিদর্শন করা, মানুষকে পরিচালনা করা। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। যাহাতে মানুষ কোনরূপ অন্যায় অপকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উদ্ভিন্ন হয়, তখন তাহা সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। অন্তর পবিত্র হইলে বাহিরও পবিত্র হয়। অন্তরের প্রেরণা-বশে, আত্মার সংস্পর্শে মানুষ কর্ম্ম করে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে থাকিয়া যখন মানুষকে পরিচালিত করেন তখন মানুষ সৎপথেই চলে, কখনও বিপথে চলিতে সমর্থ হয় না। 'নৃচক্ষসং' পদের মধ্যে মানুষকে পরিচালনের এই ভাবটীও বর্ত্তমান আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি তাহা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের ভাগবতী-শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের সত্তার শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তখন বিবেক-বাণীই মানবের একমাত্র পরিচালক হয়, অথবা তখন মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহা সমস্তই পবিত্র হয়। অপবিত্রতার পথে মানুষের পদক্ষেপ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সতর্ক প্রহরী-রূপে জাগরূক আছে সেই মহামূল্য ভাগবতী-শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাবে মানুষ স্বতঃই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে।

সত্ত্বভাব – 'ইন্দ্রপীতং' – ভগবান এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন। মানবের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তাহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার। পূজা আরাধনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার। তাহাতে মনেরই প্রাধান্য। কেবলমাত্র মনকে সংযত করিবার জন্য, মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। নতুবা পুষ্প বিল্বদল অথবা নৈবিদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথার্থ পূজা হয় না। প্রকৃত পূজার উপচার মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। সেই শুদ্ধভাবরূপকুসুমাঞ্জলিই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ভুলেন না। অন্তরের সংযোগ না থাকিলে বাহির নিতান্তই অকর্ম্মণ্য তাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য – হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব।

এক্ষণে এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'নৃচক্ষসং' অপরটী 'ইন্দ্রপীতং'। প্রথম বিশেষণে বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব ভাগবতী শক্তি, উহা মানুষকে সন্মার্গে পরিচালিত করে; আর দ্বিতীয় বিশেষণের মর্ম্ম সত্ত্বভাব ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার, ভগবান হৃদয়ের সত্ত্বভাব পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হয়েন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে— যাহা ভাগবতী শক্তি, তাহাই তো ভগবৎপূজার উপচার! তবে তাহাতে মানুষের আর বাহাদুরী কি আছে! সত্যকথা মানুষের বাহাদুরী মোটেই নাই। তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা ব্যতীত উপায় নাই, অন্য জল তো কোথায়ও পাওয়া যায় না। সকলই যে তিনি! তাঁহার শক্তি, তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন।

তবে এ পূজার অর্থ কি? এ কি একটা প্রাণহীন নিয়ম মাত্র? না, প্রাণহীন—

নিয়ম মোটেই নয়। ভগবানের শক্তি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, মানুষ ক্রমশঃ ভগবদভিমুখী হয়। মানুষের মধ্যে দেবভাব, ভগবন্মুখিতা আধিপত্য বিস্তার করে। ভগবানই তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের পরমমঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি বিকীর্ণ করেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া মানুষকে সত্ত্বভাবময় করে, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে, সন্মার্গে প্রবর্তিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবদ্ভাবের বিকাশ ঘটে। তাহাই মানুষকে ভগবৎসাদৃশ্য, ভগবৎসামীপ্য প্রদান করেন। যখন মানুষের মধ্যে সর্ববিধ ভগবৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন মানুষই দেবতা হয়েন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন। সাধক ভগবানে আত্মলীন হয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্যই মানুষ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধসত্ত্বের আরও একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'স্বর্বিদং' অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহার আছে সর্ব্বজ্ঞ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, ভগবান হইতেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে আগমন করে। হয় তো মানুষের কর্ম্মদোষে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত লুপ্ততেজ অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তাহা ভগবৎশক্তি এবং এই মলিনতা হইতে উদ্ধার পাইলে তাহা আবার পূর্ণশক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করে। তাহার মলিনতা কাটিয়া গেলে, তাহা আবার বিশুদ্ধ কাঞ্চন—কোনও ক্ষয়নাই হয় না। স্বর্লোক হইতে আগত, স্বর্লোকের অধিবাসী—সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া ধন্য করিতে সক্ষম। 'স্বর্বিদং' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রার্থনার মধ্যে এই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং তদনুষঙ্গিক আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে এবং হৃদয়ে তাহা বিধৃত হইলে সাধকের আত্মশক্তি স্বতঃই লাভ হয়। পরমসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে মানুষের সকল সদ্বৃত্তিই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং তাহার শক্তির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। আত্মশক্তি আত্মার কার্য্যকরী শক্তি। আত্মায় যখন ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাত্মা হইতে মানবাত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তাহার বলেই মানুষ শক্তিশালী হয়। সর্ব্ববিধ হীনতা দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। উহাই আত্মশক্তির ক্রিয়া। সেই আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ইষং' পদের অর্থ 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সর্ববিধ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করা। যাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার আত্মশক্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি নেতাগণের দর্শক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্রে পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোম-রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সাধক যেন সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটুকু সঙ্গত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশ— "তুমি নেতাগণের দর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ।" শব্দার্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু সোমরসের প্রসঙ্গে এই ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? সোমরস 'সর্ব্বজ্ঞ' হয় কিরূপে ? মদের আবার চেতনাচেতন কিরূপে সঙ্গত হয় ? মদের আবার জ্ঞান থাকে কিরূপে ? শুধু তাই নয়, তিনি নেতাগণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকগণের দর্শক। সোমরস নামক মস্ত সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণে সোমকে মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না কি ?

তার পরের অংশ "ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" মূলে আছে—'ইন্দ্রপীতং ভক্ষিমহী'। তাহা হইতেই অর্থ হইল—"ইন্দ্রপান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" 'ভক্ষীমহি' পদের যদি 'পান করি' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্রিয়া-পদের অন্য দুইটি কর্ম্মের 'প্রজাং' এবং 'ইষং' পদদ্বয়ের কি অর্থ করা হইবে ? 'প্রজা' এবং 'ইষ' কে কি পান করা হইবে ? একে তো সোমরসের প্রসঙ্গ, তার উপর ভক্ষণার্থক ধাতু ; সুতরাং একেবারে সোমপান না করাইয়া থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত পদসমূহে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—১খ—২সূ-৮সা)। *

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।

১ ২ ৩ ১ ২
সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'পরিস্রব' (সম্যক্‌রূপেণ বর্ষয়); 'পৃথিব্যা অধি' (পৃথিব্যোপরি, যদ্বা—পৃথিব্যাং সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দিব্যজ্যোতিঃ, যদ্বা - পরমধনং, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ; 'পৃৎসু' (রিপুস

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

গ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধাঃ' (প্রদেহি)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন দিব্যজ্যোতিঃ লভেম রিপুজয়িনঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৯সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হইতে অমৃতধারা সম্যক্রূপে বর্ষণ কর; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান কর; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই।) ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৯সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্য।

হে 'সোম'! ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'পরিস্রব' পরিতো বর্ষ, 'পৃথিব্যাঃ অধি'। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'দ্যুম্নং' অন্নঞ্চ উৎপাদয়েতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'সহঃ' বলং 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'ধাঃ' দেহি॥ (৯অ-১খ ২সূ—৯সা) ॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা আছে; তবে দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা - প্রার্থনার বিশ্বজনীন ভাব। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদটী এই, "হে সোম তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর; (ধন) উৎপাদন কর; সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।"

ভাষ্যকার প্রভৃতিও মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ "তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।" সোমকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী সমস্যার উদয় হয়।

প্রথম কথা এই যে, সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। যজ্ঞাদির সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা সূর্য্যে নীত হয়; তার পর "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" অর্থাৎ আদিত্য - সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় অথবা বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যার একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা হইতে যে বিশেষ রকমের বাষ্প উদ্গত হয়, তদ্দ্বারা মেঘ সঞ্চারের সহায়তা করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তাহার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। "ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" এই বাক্যাংশের এরূপ অন্বয় করা হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। এই অন্বয় সত্য হইলে 'অন্ন' শব্দের একটী বিশেষ অর্থ (প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক্) দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'বৃষ্টি' হইতে 'অন্ন' হয় - এ কথারও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'বৃষ্টি' 'অন্ন' 'প্রজা' প্রভৃতি শব্দের গূঢ়ার্থ বাহির করা প্রয়োজন। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি সম্বন্ধে যেমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সোমের বৃষ্টি-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যামতে 'সোমকে' সোমলতানামক একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—সোম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রান্তর্গত এই পদসমূহের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদের অর্থ সোমরস নামক কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য নয়। সোমের এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান করিয়া বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সোমরস যে মদ নয়, তৎসম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ।

তবে সোমপানে মানুষ মাতাল হয় কিরূপে? শুধু মাতাল হয় না, ভগবানকেও তাহা নিবেদন করে। এই শেষের কথাটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। যে সোমপানে মানুষ মাতাল হয়, সেই সোম ভগবানকেও নিবেদন করে। মানুষ একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত না হইলে ভগবানকে ঘৃণ্য মদ্য পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না, এবং শতমুখে মদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় অতি হীন শ্রেণীর মাতালও বোধ হয় এ কথা বেশ বুঝিতে পারে যে, মদখাওয়া, মাতাল হওয়া অতিশয় হীন কাজ এবং মদও অতি হেয় পদার্থ। কিন্তু বেদে সোম-সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সোমকে মদ্য বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সোম

অমৃতস্বরূপ সোম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সোম জগৎকে ধারণ করিয়া আছে—ইত্যাদি সোম-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন বস্তু কি মদ্য ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমরস সাধারণ মদ্য নয়, তবে তাহা পান করিয়া যোগী ঋষিগণ মাতাল হইতেন, পরমানন্দে বিভোর হইতেন—এ কথা সত্য। এই পরম বস্তু, যাহা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর করিয়া দেয়, তাহা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমর হয়, তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূরে যায়, সে ধন্য হয়। ভগবৎসাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধিত হইলে মন তদ্গতভাব অবলম্বন করে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবের নেশায় মানুষ আপনার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই পরমানন্দের অমৃত হ্রদে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে। বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না; সে সেই দেবভাবে বিভোর থাকে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় সে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়। মাতাল যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, সে কি করিতেছে তাহার জ্ঞান থাকে না, এই ভাবের পাগলদের বা মাতালদের অবস্থাও বাহ্যতঃ কতকটা একরূপই দেখায়। তাঁহারাও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যান, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম কি করিতেছেন বা না করিতেছেন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা সেই পরম স্বর্গীয় নেশায়ই ভরপুর থাকেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোম বলিতে সোমরস নামক কোনও মদ্য নয়। তাহা ভগবৎশক্তি, ভগবানের চরণামৃত।

'বৃষ্টিঃ' পদ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা বারিধারাকে, যাহা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য হয়, তাহাকে লক্ষ্য করে না। সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃত প্রদান করে, অমৃত বর্ষণে মানবের হৃদয় শান্ত শীতল হয়। মানুষ অমৃতই প্রার্থনা করে; সে অমৃত হইতে আসিয়াছে, নিজে অমৃত হইতে চায়। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির দ্বিতীয় অংশ "(ধন) উৎপাদন কর"। এই অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। তবে মন্ত্রের মূল ভাবের সহিত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রযচ্ছ" ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।" শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও মূলভাবের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে। 'সহঃ' পদে, শক্তিকে—আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শব্দের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে আত্মশক্তি প্রদান করে। আত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল। মানুষ যদি আত্মস্থ হয়, যদি তাঁহার নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে প্রকৃত বাসস্থান লাভ করে। সুতরাং আত্মশক্তিকে যদি বাসস্থান বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে 'সোমকে' সম্বোধন করিয়া যে সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা

স্পষ্ট হইবে যে, যেকোনও মদ্যকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মাতালও এই সকল প্রার্থনা করিতে পারে না। প্রার্থনার সার মর্ম্ম কি?—সোমরস যেন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করে। মদ্য অমৃত অমরত্ব প্রদান করিবে কিরূপে? সে যে নিজে মৃত্যুর দূত। তাহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতাও পতিত হয়েন, মানুষ পশুত্ব লাভ করে। এমন যে ভীষণ পদার্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'অমৃত'! সুতরাং অতি সাধারণ দৃষ্টি লইয়া বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সাধারণ মদ্যের কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠিতে পারে না। আর মদ্যের কোনও এখানে প্রসঙ্গও নাই।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বস্তু দিব্যজ্যোতিঃ এবং পরমধন। যে নিজে অন্ধকারের অধিবাসী, নারকীয় ব্যাপারের সহচর, সেই বস্তু কিরূপে যে মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন দিবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা নিজে পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই মানুষের হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে। সুতরাং এখানেও মদ্যের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রার্থনা—আবাসস্থান অথবা আত্মশক্তি। মদ্যের মত মানুষের শক্তি-নাশকারী কোনও বস্তু জগতে নাই। মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিতে পারে—মদ্য। সেই মদ্যের নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মশক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ৯।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।

৩ ১র ২র ২

বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পাবকঃ, পবিত্রকারকঃ) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'অত্যবিঃ' (আত্মজ্ঞানযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বায়োঃ' (আশু-মুক্তিদায়কস্য দেবস্য) তথা 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং স্থানং, তয়োঃ সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ ২খ—১সূ—১সা.)।

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

*

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং ইন্দ্রদেবের সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করান।) । (৯অ—২খ—১সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'পুনানঃ' পাবকঃ 'সোমঃ' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশোঽয়ং ? 'সহস্রধারঃ' অপরিমিতধারঃ 'অত্যাবিঃ' অবি শব্দেন তল্লোমান্যুচ্যন্তে ; অবের্লোমভির্নিষ্পাদিতং দশাপবিত্রমিত্যর্থঃ, তদতিক্রম্য গচ্ছতীত্যত্যাবিঃ। কিমর্থং ? 'বায়োঃ' 'ইন্দ্রস্য' চ পানায়েতি শেষঃ। কিম্প্রতি ? 'নিষ্কৃতং'। নিরিত্যেষঃ সমিত্যেতাস্মিন্নর্থে। সংস্কৃতং পাত্রং প্রতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব ভগবৎসামীপ্য লাভ করায় অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"অপরিমিত ধারাবিশিষ্ট পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়েরই একত্র আলোচনা করা যাইবে।

'সহস্রধারঃ' পদে 'অপরিমিত ধারঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতও তাহাই। কিন্তু এই প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হয় নাই। 'সহস্রধারঃ' পদে অসীমশক্তিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাই উক্ত পদে 'প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্যাবিঃ' পদে দুইটী শব্দ আছে 'অতি' এবং 'অবিঃ'। অবিঃ পদে,—'জ্যোতিঃ' 'জ্ঞান' অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অতি জ্ঞান' অর্থাৎ পরাজ্ঞানকেই 'অত্যাবিঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে। 'নিষ্কৃতং' পদের অর্থ 'সংস্কৃতং স্থানং'। ভগবৎসামীপ্যের মত পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে ? তাই বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'বায়ু ও ইন্দ্রদেবের সামীপ্যে লইয়া যায় অর্থাৎ সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের মূল মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই

গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয় তাঁহার চিন্তা ও ক পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্রতা-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা যথায বিবৃত হইয়াছে॥ (৯অ—২খ-১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত।

৩ ২ ৩ ১ ২

সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবস্যবঃ' (রক্ষণকামাঃ, পরিত্রাণপ্রার্থিনঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'দেববীতয়ে' (দেবভাব প্রাপ্তয়ে, দেবভাবং প্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং জ্ঞানিনং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'সুষ্বাণং' (অভিষূয়মাণং, পবিত্রং) পরমদেবং 'অভি' (অভিমুখেন) 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্তুতঃ) ভগবন্তং আরাধয়তঃ ইতি ভাবঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—২খ-১সূ-২সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব-প্রাপ্তির জ পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। আমর যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৯অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

হে 'অবস্যবঃ' রক্ষণ-কামাঃ! উদ্গাত্রাদয়ো যূয়ং 'পবমানং' শোধকং 'বিপ্রং' বিশেষেণ দেবানাং প্রীণয়িতারং বিপ্রবদ্বুদ্ধং বা। অথবা বিপ্রইতি মেধাবিনামসু (নিঘ° ৩।১৫।১) মেধাবিনং। 'দেববীতয়ে' দেবপানায় 'সুষ্বাণং' অভিষূয়মাণং সোমং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত। (৯অ-২খ-১সূ—২সা)।

•

• •

দ্বিতীয় (১১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। তবে ভাব খুব পরিষ্কার হয় নাই। 'অবস্যবঃ' পদে ব্যাখ্যাকার 'রক্ষণকামাঃ' অথবা 'রক্ষাভিলাষীগণ' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। আমাদের মতে সাধক আপনার মনোবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিজের মনই আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই নিজের মনোবৃত্তিকেই 'অবস্যবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'দেববীতয়ে' পদের ভাষ্যার্থে,—'দেবপানায়'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন, "দেবানাং ভক্ষণায়।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্ত কিন্তু আমরা মনে করি এখানে দেবতাদের ভক্ষণের কোন কথা নাই। 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণায়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ— 'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা। 'দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য' দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিতেছেন। ভগবানই সর্ব্বদেবভাবের উৎস। ভগবদারাধনার অর্থ ভগবৎবিভূতি লাভ করা, তাঁহার অনুসরণ করা। সুতরাং ভগবানের বা ভগবৎশক্তির অনুসরণ করিলে হৃদয়ে তাঁহার ভাব, তাঁহার শক্তি প্রতিফলিত হয়। আরাধনার, পূজার অর্থই এই যে,—ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, হৃদয়ে আরাধ্য দেবতাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। 'পবমানং' 'বিপ্রং' পদদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যাদির সহিত উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মন্ত্রের ভাষ্যাদিতে সোমরসকে অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমরা মনে করি এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই; মন্ত্রটী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। (১অ—২খ ১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রপাজসঃ' (বহুবলাঃ, সাধকানাং আত্মশক্তিপ্রদাতারঃ) 'গৃণানাঃ' (স্তূয়মানাঃ আরাধনীয়াঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবত্বলাভায়, অস্মাকং দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) তথা 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায়, আত্মশক্তি-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—২খ—১সূ-৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবন্তে' ক্ষরন্তি 'সোমাঃ'। কিমর্থং? 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায়। কীদৃশাঃ 'সহস্রপাজসঃ' বহুবলাঃ নৃণাং বলপ্রদা ইত্যর্থঃ। 'গৃণানাঃ'। কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয় (৩।১।৮৫)। স্তূয়মানাঃ। পুনঃ কিমর্থং? 'দেববীতয়ে'। দেবানাং বীতির্গতিঃ প্রাপ্তি লক্ষণং বা যস্মিন্ স দেববীতিঃ। যজ্ঞঃ, তদর্থং যজ্ঞসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজনং তদুপায় অন্ন-লাভ ইতি। (৯অ—২খ—১সূ ৩সা)।

তৃতীয় (১১৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজননের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।" ইহাতে সোমরস নামক তরল পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। 'সোমাঃ' পদের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মতেই সোম—'বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান' অর্থাৎ সোমরস মানুষকে বহুবল প্রদান করে এবং সেই জন্য সম্ভবতঃ মানুষ সোমরসের স্তুতি করে। একমাত্র মাতাল ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্য সোমরসের স্তুতি করে না। আর মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণ, যাঁহারা এই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা মাতাল ছিলেন না। সুতরাং মদ্য-সম্বন্ধে 'গৃণানাঃ' পদটী ব্যবহৃত হয় নাই নিশ্চয়। 'বহুবল-প্রদ' অর্থ সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মদ্য মানুষের শারীরিক মানসিক শক্তি নষ্ট করে! যে একবার এই ভীষণ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়, সে তাহার শেষ রক্তবিন্দু-পর্য্যন্ত না দিয়া রক্ষা পায় না। এ হেন বস্তুকে বলা হইয়াছে,—'শতপ্রপাজসঃ' অর্থাৎ বহুবল-দায়ক! তাই আমাদের ধারণা মন্ত্রে 'সোম' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা সোমরস নামক মদ্য নয়—তাহা ভগবৎশক্তি, অমৃতস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব।

'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞার্থং' অথচ তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্তপদে 'দেবপানায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উভয়ত্রই একবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম (১৫১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান কর), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ, (গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করিতেছেন।" মন্ত্রের 'ওদতীনাং' পদটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উহার ভাষ্যার্থ 'উষসঃ'—বাংলা অনুবাদ 'উষাগণের'। উষা বহু নয়, উক্ত পদে প্রভাতের পূর্ব্বসময়কে লক্ষ্য করা হইলে, উহা এক বচনান্তরূপেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত পদে উষা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে বুঝাইতেছে। সেই বস্তু—জ্ঞানোন্মেষিকা সদ্বৃত্তিরাজী। উষার অরুণালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জগৎ এক মনোহর নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ মানবের মধ্যেও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। হৃদয়ের প্রগাঢ় তিমির দূরীভূত হইয়া এক দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব হয়, মানুষ আপনাকে নূতন জীব বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছেন—সেই পরমপুরুষ। তাই তাঁহাকে 'ওদতীনাং নদং' বলা হইয়াছে। এই কিরণ, এই জ্যোতিঃ শুধু পাপ তাপ দগ্ধ করে না, মানবের হৃদয়কে শান্তস্নিগ্ধও করে। যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের বিমল জ্যোতির উন্মেষ হয় তিনি পরাশান্তি লাভ করেন তাই যাহাতে সেই শান্তিদাতার কৃপালাভ করিতে পারা যায় সেই জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা আছে। 'অঘ্ন্যানাং' পদে ভাষ্যাদিতে 'গরু' অর্থ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ধারণা, মরণধর্ম্মরহিত, অমৃতদায়ক, অমৃতস্বরূপ অর্থে জ্ঞানের বিশেষণরূপে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানেই আমরা আমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছি॥ (১৪অ ২খ—৪সূ ১সা)। *

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

১ — র ১ ২১ ২র১ ২র১ ২র১ র২র র র র
নদংবও২দ। তীনোবা। নদংযোযূ। বতীনাম। পতিংগোঅঘ্ন্যানাঙ্কেনূনামি।

২ ১র — ১ ২ ১
যূ২৩। ধাসাউবা। শ্রুধিয়া২। এ২৩হিয়া৩৪৩। ও২৩

৪৫ঈ। ডা॥১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই সূক্তান্তর্গত একটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা,—"শ্রুধ্যম্"।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মদীয়ং নিবাসস্থানভূতং) পূর্ণাং' (সদ্ভাবপূর্ণং) 'আসিচং' (ভক্তিরসেনাসিক্তঞ্চ হৃৎপ্রদেশং) 'দ্রবিণোদাঃ' (ধনপ্রদঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানো জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিবষ্টু' (কাময়তাং); তং দেবং 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' (ভক্তিরসেন সম্যক্ সিঞ্চধ্বং) 'উপপৃণধ্বং বা' (সদ্ভাবেন সম্যক্ পূরয়ত); 'আদিৎ' (অনন্তরমেব) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'ওহতে' (মোক্ষং বা অভিলষিতং স্থানং প্রাপয়তি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং হৃদয়ঃ সদ্ভাবসমন্বিতো ভক্তিপ্লুতো ভবতু; তেন বয়ং মোক্ষং অভীষ্টঞ্চ প্রাপ্নুয়ামঃ। (১৪অ ৩খ—১সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সদ্ভাবপূর্ণ ও ভক্তি-রসাপ্লুত (আমার) হৃৎপ্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্-রূপে সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা সম্যক্-রূপে পূর্ণ কর; অনন্তর (তাহা হইলে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদিগকে অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করিবেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সদ্ভাব-সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হউক; তদ্দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ যেন প্রাপ্ত হইতে পারি।)॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্রবিণোদাঃ' ধনানাং দাতা 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মদীয়াং 'পূর্ণাং' হবিষা 'আসিচং' 'আসিক্তং স্রুচং 'বিবষ্টু' কাময়তাং 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' সোমেন পাত্রেং, 'উপ পৃণধ্বং বা' সোমং। বা শব্দৌ

সমুচ্চয়ার্থৌ স্রুব-গ্রহেণ হোতৃ-চমসং পূরয়ত চ অগ্নয়ে সোমং যচ্ছত বেত্যর্থঃ। 'আশিৎ' অনন্তরমেব 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মান্ 'ওহতে' বহতি। 'বিবষ্টু' –'বিবষ্টি'—ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৫৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই 'স্রুক্' এবং "সোমরসের" জ্ঞাপক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না। একমাত্র 'পূর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদ-দৃষ্টে স্রুক্ শব্দ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'স্রুক্' থাকিলেই হবনীয়ের প্রয়োজন; তাই, সোমরস-হবনীয়ের অবতারণা। অপিচ, "উষাসিঞ্চধ্বং-মুপ বা পৃণধ্বং" অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।' এইরূপে ভাষ্যকারের মতে, এই সাম-মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'ধনসমূহের দানকর্ত্তা অগ্নিদেব, যুষ্মদীয় হবিঃপূর্ণ ও আসিক্ত (ভিজা) স্রুক্ কামনা করুন। অতএব, সোমের দ্বারা পাত্র সিঞ্চন কর, এবং পূর্ণ কর। (এখানে, 'বা'-দ্বয়ের অর্থ-সমুচ্চয় অর্থাৎ সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।) অনন্তর অগ্নিদেব, তোমাদের আহুতি পৌঁছাইয়া দেবেন।' আমরা কিন্তু মন্ত্রমধ্যে মাদক সোমরসাদির প্রসঙ্গ দেখি না। আমরা পূর্ব্বাপর বেদমন্ত্রকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্রেরও সেইরূপেই অর্থ-পরিগ্রহ করিলাম।

এই মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। পরমার্থপ্রদ দেবতা যে বস্তু কামনা করিবেন, যে বস্তু তাঁহার পরমপ্রীতিপ্রদ, সেই বস্তু কি কখনও মাদক সোমরস-রূপ হবিঃপূর্ণ স্রুক্ হইতে পারে? দেবতার আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—রিপুশত্রুর উপদ্রবরহিত সদ্ভাবপরিপূর্ণ সাধকের হৃদয়। ভক্ত সাধকই দেবতার প্রাণস্বরূপ নির্ম্মল ভক্তহৃদয়ই তাঁহার কামনা-যোগ্য। যখনই সাধকের হৃৎপ্রদেশ কামক্রোধাদিকৃত উপদ্রব-পরিশূন্য হইবে, যখনই সাধকের চিত্তবৃত্তিনিবহ সদ্ভাবে পরিপূরিত হইয়া ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী হইবে; তখনই সেই সাধক-হৃদয় ভগবানের পরমপ্রীতিপ্রদ হইবে, তখনই ভগবান্ তাহা নিজেই কামনা করিবেন; তখনই তাহা তাঁহার নিত্যধামস্বরূপ হইবে।

এখানে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে বলিতেছেন, 'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা আমার হৃদয়কে ভক্তিরসাপ্লুত ও সদ্ভাবপূর্ণ কর যাহাতে তাহা জ্ঞান-দেবতার বাঞ্ছনীয় হয়।' শেষাংশে প্রকাশ,—'তাহা হইলেই জ্ঞানদেব তোমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু হইবেন।' মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই, 'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের আধারস্বরূপ আমার হৃৎ-প্রদেশকে এরূপ ভক্তিমিশ্রিত ও সদ্ভাব-পূর্ণ কর, যাহাতে তাহা দেবতার কামনীয় হয়। দেবতাকে হৃদ্গ্রথিত ভক্তিরসের দ্বারা সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা পূর্ণ কর। এরূপ করিলে, তোমাদের অনন্ত কল্যাণ সংসাধিত হইবে।' (১৪অ ৩খ—১স্—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র ৬দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ওঁ হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং
১ ২ ৩ ১ ২
বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্য্যমগ্নির্জ্জনায় দাশুষে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'অধ্বরস্য বহ্নিং' (সৎকর্ম্মণঃ বোঢ়ারং, সৎকর্ম্মপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'হোতারং' (ভগবতঃ আহ্বাতারং, ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'প্রচেতসং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অকৃণ্বত' (কুর্ব্বন্তি, প্রাপ্নুবন্তি); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বিধতে' (পরিচরতে, পূজাপরায়ণায়) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, প্রার্থনাকারিণে ইত্যর্থঃ) 'জনায়' (সাধকায়) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রত্নং' (পরমধনং) 'দধাতি' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবেন সাধকাঃ পরাজ্ঞানং তথা পরাজ্ঞানেন পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহ সৎকর্ম্মপ্রাপক, ভগবৎপ্রাপক, প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ প্রার্থনাকারী সাধককে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা সাধকগণ পরাজ্ঞান এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা পরমধন লাভ করেন।) ॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' 'প্রচেতসং' প্রকৃষ্টমতিং 'তং' অগ্নিং 'অধ্বরস্য' যজ্ঞস্য 'বহ্নিং' বোঢারং 'হোতারং' চ 'অকৃণ্বত' অকুর্ব্বন্ কিমর্থমিত্যত্রাহ - স চ 'অগ্নিঃ' 'বিধতে' পরিচরতে 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে 'জনায়' 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'দধাতি' দধাতীতি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫১২) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এই মন্ত্রটীর মধ্যে সাধনার একটী ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন দেবভাব উপজিত হয়, তখন মনের গতি-প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। আবার, সেই পরাজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার জীবনের চরম অভীষ্টসাধনে—পরমধনলাভে সমর্থ হয়। আমরা ক্রমশঃ এই সাধনপ্রণালী ও সিদ্ধিলাভের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

'অধ্বরস্য বহ্নিং' পদদ্বয়ের অর্থ—'সৎকর্ম্মের বাহক'। ভাষ্যকারও 'বহ্নিং' পদে 'বোঢ়ারং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিসের—বাহক? উত্তরে বলা হইয়াছে,—'অধ্বরস্য' অর্থাৎ সৎকর্ম্মের। দেবভাব সৎকর্ম্মের বাহক, সৎকর্ম্ম-প্রাপক। মানুষের মন হইতে যখন পার্থিব হীন কামনা বাসনা দূরীভূত হয়, যখন হৃদয় পবিত্র হয়, তখন মানুষ আপনাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করেন, সৎকর্ম্মসাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সৎকর্ম্মসাধনার দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে থাকেন। কর্ম্মাগ্নিতে হৃদয়ের পাপ মলিনতা নষ্ট হয়। সৎকর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের মধ্যে সৎকর্ম্ম ও সচ্চিন্তার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মে, সেই আকর্ষণের ফলে মানুষের মন সৎ ব্যতীত অসৎ কোনও বিষয়ে প্রধাবিত হয় না। তাহার ফলে ক্রমশঃ বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে।

হৃদয়ে যখন জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক জ্ঞানালোক প্রভাবে আপনার অভীষ্ট গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন এবং সৎকর্ম্মজনিত শক্তিপ্রভাবে সেই পথানুসরণে চলিতেও সমর্থ হয়েন। অবশেষে সেই শ্রেয়ঃমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধক আপনার জীবনের চরমাভীষ্ট মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম॥ (৭অ—৩খ—১৭—২সা)॥

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র ৪   ৪ ২ ৪ ৫   ১র   ২ ১২ ২
১। দেবোহ ৫ বঃ। দ্রা ৩ বা ৩ য়িণোদাঃ। পূর্ণাংবিবা। ষ্টু ৩ আসী ৩ চাম্।

১ — ১   র ২   ১   ২ ২   ১ র র
উদ্বা ২ সিঞ্চধ্বমুপ। বাপা ২ ৩ র্ণা। হুম্মায়ি। ধূ ৩ বায়্। আদিদ্বোদেবও

n ৩ ২   ১ ২   ১   ২ ১ ২ ২   ১ —১র
২ হভাউ। আদায়িৎ। বোদায়ি। বা ৩ ওহা ৩ ভায়ি। ভ৮হো ২ ভার-

২ ১   ২ ২ ১ র র   n ৩ ২
মধ্বর। ন্তুপ্রা ২ ৩ চে। হুম্ময়ি। ভা ৩ সাম্। বহ্নিংদবাঅকা ২ এর্ব্বভাউ।

● এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২　１　２　১ ২　২　১ -- ১　র
বাহ্বোম। দাম্বিপাঃ। অা ৩ কাগ্নং। ৩ ভা। দধা ২ তিরস্থবিষ। তেষু ২ ৩

২　১　২　২　১　র　০ ৩ ২
বা। জুম্ব্রি। স্রা ৩ স্থাম্। আগ্নির্জনাবদা ২ শুবাউ।

* * *

২র র ১র ২ র ১　২র ১র　২　১ ২　২　র　র
২। দেবোবোত্রবিণোদাঃ। পূর্ণাংশিবা। ই ৩ আদী ৩ চাম্। উষা সঞ্চধ্বমুপবা-

৩　৫র　২র ১　৫　২　১　২
পূণধ্বা ২ ৩ ৪ মৈতী। আনিধো ২ ৩ ৪ দে। বশু ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩।

২ ৩ ২　২র ১র২র১র২১　২　১ ২　২
হ ত আ। আদিবোদেবওহত্তারি। ভা ৩ ৮ হোভা ৩ রাম। অধ্বরস্ত-

র ৩　৫র　২ ১　০ ৫　২　২
প্রচেতসা ২ ৩ ৪ মৈগী। বহ্নিন্দ্রা ২ ৩ ৪ ম্রিবাঃ। অকা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩।

২ ৩ ২　২র ১র১র১ ২ ১　২　১ ২　২　র　র　৩
এবতআ। বাহ্নিন্দেবাঅক্লথতা। দা ৩ ধক্রা ৩ বিরা। তুং নিধত্তেম্নবীরিম্না

৫র　২ ১　৫　২
২ ৩ ৪ মৈহী। অগ্নির্দ্ধা ২ ৩ ৪ মা। যথা ৩ ১ উবা

২　২ ৩ ২
২ ৩। এ ৩। শুবআ। ১।২।

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২　৩ ১ ২ ৩　১ ২　৩ ১ ২ ৩ ২
অদর্শি গাতুবিক্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।

২　৩　২　৩ ১র　২র ৩　১ ২ ৩ ১
উপো ষু জাতমার্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং

২　৩　১ ২
নক্ষন্তু নো গিরঃ॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথা,—(১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" এবং (২) "কণ্বরথন্তরম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন্' (জ্ঞানাগ্নৌ—সঞ্জাতে ইতি শেষঃ) 'ব্রতানি' (সর্ব্বসৎকর্ম্মাণি) 'আদধুঃ' (আহিতবন্তঃ, সাধকাঃ সাধয়িতুং সমর্থাঃ ভবেয়ুঃ), 'সাতুবিত্তমঃ' (শ্রেষ্ঠসৎকর্ম্মবেত্তা সঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'অদর্শি' (দৃষ্টোঽভূৎ, সাধকানাং হৃদ্দেশে প্রাদুর্ভবতি); এবম্বিধ 'সুজাতং' (সুষ্ঠু প্রাদুর্ভূতং) 'আর্য্যস্য' (ধর্ম্মস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'বর্দ্ধনং' (বর্দ্ধয়িতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নঃ' (অস্মাকং, অর্চ্চনাকারিণাং) 'গিরঃ' (স্তুতিরূপা বাচঃ) 'উপনক্ষন্তু' (উপগচ্ছন্তু, জ্ঞানাগ্নিং প্রাপ্নুবন্তু)। জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মসম্বন্ধযুতং। সাধবঃ তত্ জ্ঞানং পশ্যন্তি প্রাপ্নুবন্তি চ। অস্মাকং স্তোত্রকর্ম্মাণি তত্ জ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু। ইত্যোবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১৪অ—৩খ ২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, (সাধকগণ) সৎকর্ম্ম-সমূহ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন; সৎকর্ম্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন (সাধকগণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন); এবম্বিধ সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞান সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। সাধকগণ তাহা বুঝিতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদিগের স্তোত্রকর্ম্ম-সমূহ প্রাপ্ত হউক। (১০অ— থ—৩স—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যস্মিন' অগ্নৌ 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি 'আ দধুঃ' যজমানাঃ আহিতবন্তঃ 'সাতুবিত্তমঃ' অতিশয়েন মার্গাণাং জ্ঞাতঃ; সোঽগ্নিঃ 'অদর্শি' প্রাদুরভূৎ। কিঞ্চ 'সুজাতং' সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং অস্য 'আর্য্যস্য' উত্তম-বর্ণস্য 'বর্দ্ধনং' বর্দ্ধয়িতারং 'অগ্নিং' 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতি-রূপা বাচঃ 'উপো নক্ষন্তু' উপগচ্ছন্তু। নক্ষ গত্যাবিতি (ভ্বা০ প০) ধাতুঃ। 'নক্ষন্ত' —'নক্ষন্ত'—ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১৫১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে সাধারণতঃ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, অগ্রে তাহারই পরিচয় দিতেছি; যথা,—'যজমানগণ, যে অগ্নিতে কর্ম্মসমূহ আহিত (স্থাপন) করেন, অতিশয়রূপে পথজ্ঞ সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সম্যক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত, উত্তমবর্ণসমূহের বর্দ্ধক (সেই) অগ্নিদেবকে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক।' এরূপ অর্থ-পক্ষে মন্ত্রমধ্যস্থিত পদগুলি যে অর্থ দ্যোতনা করিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহা বোধগম্য হইবে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। মন্ত্রের প্রথমেই 'যস্মিন্' একটি পদ

আছে। ভাষ্যকার, এই সপ্তমী বিভক্তির আধার-অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে যে অগ্নিতে। আমরা ঐ সপ্তমী বিভক্তিকে ভাবে সপ্তমী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়—'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ সকলসৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়।' 'গাতুবিত্তমঃ' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকর্ত্তা 'গাতু' শব্দে 'পথ' অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভাষ্যের অন্যস্থলে আবার, এই 'গাতু' শব্দেরই অর্থ 'যজ্ঞ' বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। 'পথ' অর্থ পরিগ্রহ করিলেও যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, তাহা বলি না। তবে আমরা ঐ শব্দের 'পথ' অর্থ অপেক্ষা যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম-রূপ অর্থেরই সমীচীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করি। 'যজ্ঞ' অর্থ-পক্ষে জ্ঞানাগ্নি যে যজ্ঞবিদগণের শ্রেষ্ঠ সহায়, তাহাই বুঝা যায়। 'পথ' অর্থ কল্পনা করিলেও, জ্ঞানাগ্নি শ্রেষ্ঠ-পথজ্ঞ ভাব আসে। কোন পথে পরিচালিত হইলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা যায়, কোন পথে গমন করিলে অধঃপতিত হইতে হয়, জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবেই মানুষ তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয়।

অতঃপর, মন্ত্রমধ্যস্থিত 'অদর্শি' ক্রিয়াপদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই ক্রিয়াপদের অর্থ—দৃষ্ট হয়েন বা প্রাদুর্ভূত হয়েন। কিন্তু, কোথায় দৃষ্ট হয়েন—কোন জন কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন—মন্ত্রমধ্যে তাহার জ্ঞাপক কোনও পদই নাই। ভাষ্যকারও তাহার কোনরূপ আভাষ দেন নাই। আমরা জ্ঞানাগ্নি পক্ষে—সাধকের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন বা সাধক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন, অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নির বিশেষণদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, জ্ঞান হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হইলে সদ্ভাব বা ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিনি সুযাত, এইজন্যই তিনি আর্য্য-ধর্ম্মের বা সদ্ভাবের পরিবর্দ্ধক। 'আর্য্যাস্ত বর্দ্ধনঃ' পদে ভাষ্যকার বলেন 'উত্তম বর্ণের বর্দ্ধক'। ইহাতে, দেবতার পক্ষপাতিত্ব-রূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে। এইজন্যই ভাব গ্রহণে আমরা ঐ 'আর্য্যস্য' পদের অর্থ করিয়াছি 'ধর্ম্মস্য' বা 'সদ্ভাবস্য'। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, ধর্ম্মের অথবা সদ্ভাবের বর্দ্ধক। ইহাতে ঐরূপ দোষ দূরীভূত হয়। পরন্তু, অর্থের ও ভাবের উৎকর্ষতা উপলব্ধ হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়, 'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ বহু সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়; যিনি সৎকর্ম্মাবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই উত্তমরূপে প্রাদুর্ভূত, সদ্ভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞানস্বরূপ দেবকে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক।'

এখানে সাধক সুদৃঢ় আশাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন। মন্ত্র উপদেশ প্রদান করিতেছে—'জ্ঞানাগ্নি, সাধকদিগের হৃৎপ্রদেশে দৃষ্ট হয়েন। তুমি সাধনা কর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। দৃঢ়-প্রযত্ন হও তাঁহার আরাধনায়; অবশ্যই তিনি, তোমার অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন।'* এই উপদেশ-বাণী অনুধ্যান করিয়া সাধক প্রার্থনার ভাবে বলিতেছেন,—'জ্ঞানস্বরূপ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আমার এই স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হউক।' আমরা বলি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১৪অ ৩খ ২সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৫দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ২
যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
৩   ২   ৩ ১ ২   ৩   ২ ৩ ২   ৩ ১ ২
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত ॥২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মাৎ' (যতঃ) 'চর্কৃত্যানি' (কর্ত্তব্যানি, সৎকর্ম্মাণি) 'কৃণ্বতঃ' (কুর্ব্বাণাঃ, সাধয়ন্তঃ) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষশালিনঃ সাধকাঃ) 'রেজন্ত' (রাজন্তে, শোভন্তে, ঊর্দ্ধগমনং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ) তস্মাৎ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'মেধসাতৌ' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণ, সৎকর্ম্ম-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বয়মেব) 'ধীভিঃ' (সদ্বৃত্তিভিঃ, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সহস্রসাং' (সংপ্রকৃষ্ট দাতারং, প্রভূতধনদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'নমস্যত' (আরাধয়ত)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন, পরমধনদাতারং জ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ ৩খ—২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সৎকর্ম্মসাধনকারী আত্মোৎকর্ষশালী সাধকগণ ঊর্দ্ধগমন প্রাপ্ত হয়েন; সেইজন্য হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য স্বয়ংই সদ্বৃত্তিদ্বারা (অথবা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা) প্রভূতধনদাতা জ্ঞানদেবকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমধনদাতা জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করি।)। (১৪অ—৩খ—২সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্য।

'যস্মাৎ' কারণাৎ 'চর্কৃত্যানি' কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি 'কৃণ্বতঃ' কুর্ব্বাণান মনুষ্যান 'কৃষ্টয়ঃ' ইতর-মনুষ্যাঃ 'রেজন্ত' কম্পন্তে, তস্মাদিদানীং হে মদীয়া জনাঃ! যূয়ং 'সহস্রসাং' সহস্রধনানাং সংভক্তারং দাতারমগ্নিং 'মেধসাতৌ' যজ্ঞে 'ধীভিঃ' কর্ত্তব্যৈঃ কর্ম্মভিঃ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'নমস্যত' পরিচরত। 'নমস্যত'—পদপর্য্যাপ্তি—ইতি পাঠৌ। (১৪অ-৩খ ২সূ-২সা)॥

দ্বিতীয় (১৫৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মার্থ আলোচনার প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটি এই,—"কর্ত্তব্যকর্ম্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর-মনুষ্যগণ (কম্পিত হয়), অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সত্যপ্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্বারা আপনি পরিচর্য্যা কর।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতভেদের প্রধান কারণ—'কৃষ্টয়ঃ' ও 'রেজন্ত' পদদ্বয়। কর্ষণার্থক 'কৃষ্' ধাতু হইতে 'কৃষ্টয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি আত্মোৎকর্ষ-সাধনে তৎপর তিনিই 'কৃষ্টি' শব্দ-বাচ্য। কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত পদের ঠিক বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত পদের অর্থ—"ইতর-মনুষ্যাঃ"। ভাষ্যকার হয়তো 'অন্য' অর্থে 'ইতর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদকার প্রচলিত 'হীন' অর্থেই ইতর-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করায় মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই,—তোমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; কেন করিবে না, কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে অন্য লোকসমূহ তোমাদের ভয়ে কম্পিত হইবে। অর্থাৎ অন্য লোককে কম্পিত করাতেই যেন কর্ত্তব্য-কর্ম্মের সার্থকতা! কিন্তু আমাদের গৃহীত অর্থে কি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখুন। 'হে আমার মন! তুমি সৎকর্ম্মে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ কর। কারণ সৎকর্ম্ম করিলে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে।' মানুষ সাধনা করে আপনার উন্নতির জন্য, পরকে ভয় দেখাবার জন্য নয়। অন্য লোক কে কি বলিল, কে কি করিল, তাহা দ্বারা সাধকের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সাধকের কারবার—দেনা-পাওনা, তাঁহার সাধ্যের সঙ্গে—ভগবানের সঙ্গে। সুতরাং 'ইতর-লোকে' তাঁহাকে ভয় করে, কি ভক্তি করে তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। 'রেজন্ত' পদে বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'রাজন্তেতোবং দ্রষ্টব্যং।" আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন; আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১৪অ—৩খ—২সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র　২র　৩ ২

প্র দৈবোদাসো অগ্নিং ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দৈবঃ' (দেবভাবপোষকঃ) 'দাসঃ' (দানশীলঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্র' (প্রযচ্ছতু—অস্মভ্যং পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া বয়ং পরমধনং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবপোষক দানশীল জ্ঞানদেব আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের কৃপায় আমরা যেন পরমধন লাভ করি।) (১৪অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দৈবোদাসঃ' দিবোদাসেনাহূয়মানোঽগ্নিঃ 'মাতরং' সর্ব্বদা ধারণসমর্থাং পৃথিবীং 'অচ্ছ' প্রতি 'ন' 'প্র বিবাবৃতে' দেবান্ প্রতি হবির্বোঢ়ুং বিশেষেণ ন প্রবর্ত্তয়তি, তস্মাদেনমগ্নিং দিবোদাসো 'মজ্মনা' বলেন আহ্বয়ত্। তস্মাদয়মগ্নি 'নাকস্য' স্বর্গস্য 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'ইন্দ্রঃ' পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ 'শর্ম্মণি' গৃহে যাগস্থলে এব 'তস্থৌ' অতিষ্ঠৎ। (১৪অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১৫১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের আগ্নেয় পর্ব্বান্তর্গত একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ। মূল-মন্ত্রটী এই,—

"প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা।
অনুমাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি"

আমরা সমগ্র মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করিতেছি। তদ্দ্বারা মূলমন্ত্র কি ভাব দ্যোতনা করিতেছে, এবং মূলমন্ত্রের সহিত এই অংশেরই বা কি সম্বন্ধ তাহা পরিস্ফুট হইবে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।—'দৈবঃ' (দেবভাবপোষকঃ) 'দাসঃ' (দানশীলঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ) 'ইন্দ্রো ন' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ইব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'মাতরং' (মাতৃস্বরূপাং) 'পৃথিবীং' (অনন্তাম্পদত্বেনাতিবিস্তৃতাং সাধকস্য হৃৎস্বরূপাং ভূমিং) 'অনু প্র বিবাবৃতে' (অর্চ্চকানাং হিতার্থায় বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি); অসৌ জ্ঞানাগ্নিঃ 'মজ্মনা' (বলেন, সৎভাবেন বর্দ্ধিতঃ সন্নিত্যর্থঃ) 'নাকস্য' (স্বর্গস্য) 'শর্ম্মণি' (কল্যাণে) 'তস্থৌ' (তিষ্ঠতি, সাধকস্য পরমকল্যাণং সাধয়তি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন নরঃ সৎকর্ম্মণি প্রবুদ্ধো ভবতি। তদা তস্য আত্মনঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং চ শ্রেয়ো ভবতি ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ বলিয়া অভিনিস্তৃত সাধকের হৃৎ-স্বরূপ ভূমিকে, অর্চ্চনাকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হয়েন (অর্থাৎ সাধকের পরমকল্যাণ সংসাধিত করেন)। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মনুষ্য সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে তাহার আপনার এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে)।

এ মন্ত্রটীর অর্থ কল্পনা-পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্যকার 'দৈবোদাসঃ' পদ দৃষ্টে ইহার মধ্যে দিবোদাস ঋষির সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ঐ 'দৈবোদাসঃ' পদের অর্থ, তাঁহার মতে দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূয়মান। 'ইন্দ্র' পদটীকে তিনি অগ্নিদেবের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'মজ্মনা' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে আবার সেই দিবোদাস ঋষিকেই টানিয়া আনিয়াছেন। শুধু দিবোদাসকে আনা নয়; পরন্তু 'এনং' এবং 'আজুহাব' এই পদদ্বয় অধ্যাহার করিয়া, ঐ 'মজ্মনা' পদে একটী অংশ কল্পনা করিয়াছেন। 'ইন্দ্রঃ' পদের পরবর্ত্তী 'ন' পদের অন্বয় মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। পরিশেষে 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশে ভাষ্যকার বলেন,—'যে হেতু দিবোদাস ঋষি ইঁহাকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই অগ্নি এই স্বর্গের গৃহে (নিজের আয়তনে) স্থিত হইয়াছিলেন।' এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, ভাষ্য-মতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'দ্যোতমান, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত, দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূয়মান অগ্নিদেব (এই অংশে মূলস্থিত 'ন' এর অর্থ বাদ পড়িয়াছে) সকল লোককে ধারণ করেন বলিয়া পৃথিবী—মাতা, সেই মাতা পৃথিবীকে, দেবগণের নিকট হবির্ব্বহনার্থ বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। যেহেতু, এই অগ্নিকে দিবোদাস ঋষি, বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন,—সেই হেতু এই অগ্নি, স্বর্গের গৃহে (স্বীয় আয়তনে) অবস্থিত হইয়াছিলেন।' মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা আবার এইরূপ,—"দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূত অগ্নি মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থান করিলেন।" এ সকল অর্থে যে কোন ভাব দ্যোতনা করে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রটীর পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিলাম তাহার একটু আলোচনা প্রয়োজন। জ্ঞানাগ্নি যে ভগবানের প্রতিকৃতি, তাহা এ মন্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নির একটী উপমা আছে—'ইন্দ্রো ন'; অর্থাৎ 'জ্ঞানাগ্নি' পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের ন্যায়। 'দৈবোদাসঃ' পদকে আমরা দুইটী পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যে বা যাস্ক-নিরুক্তে দেখি,—'মজ্মন' শব্দ—বলের পরিচায়ক। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের সত্ত্বভাব-রূপ বল অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ইহার ভাবার্থ এই সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চিত হইলে, সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা জ্ঞানাগ্নির বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এবম্ভূত জ্ঞানাগ্নি (মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশের ভাব) সাধকের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের তৃতীয় পদের ('অনু' হইতে 'বাবৃতে' পর্য্যন্ত অংশের) ভাবার্থ এই সাধকের হৃৎপ্রদেশ জ্ঞানাগ্নির

মাতৃস্থানীয়। তাহাকে পৃথিবী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধক-হৃদয়, অনন্তের আস্পদ বলিয়া পৃথিবীর ন্যায় অতি বিস্তৃত। জ্ঞানাগ্নি সেই হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত করেন;—অর্থাৎ, ভগবদারাধনাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়, 'দেবভাবের পোষক, দানশীল, পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রতুল্য এই জ্ঞানাগ্নি, অনন্তের আস্পদ বলিয়া অতি-বিস্তৃত সাধকের হৃদয়রূপ স্বীয় জন্মভূমিকে বিশেষরূপে সৎকর্ম্মাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সদ্ভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের পরম কল্যাণ সংসাধিত করেন।" আমরা বলি, মন্ত্র-মধ্যে এইরূপ মর্ম্মভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১৪অ ৩খ ২সূ ৩সা)। *

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১২ ২
১। অগ্নাইং ৫ র্দ্দি। পা ৩ তু ৩ বিত্তামাঃ। বাঽস্যনন্ত্রতা। নী ০ আদা ৩ যুঃ।

১ — ১র র ২ ১ ২ ২ ১
উপো ২ বুস্তাতমা। র্ব সা ২ ৫ বা। হুম্মা য়। বা ০ সাম্। আগ্নিয়ক্ষরো

n ৩২ ১২ ১র র ২ ১ ২ ১ —
২ গিরাউ। বায়া। সাম্রেয়স্যকুহুয়ুস্তক্তা। নী ৩ কার্ব্বা ৩ তা। সহা ২

১র র র র ২ ১ ২ ২ ১ র n৩
প্রণাম্মেধসা। ভাবা ২ ৩ য়িবা। হুম্মায়ি। ম্মা ৩ না। আগ্নিক্কাইন্দ্র্মা ২ সা

২ ১২ ১র র র র র ২ ১২ ২ ১ —
তাউ। তাগ্না। দৈবোদাসো অগ্নির্দ্দেবইন্দ্রো। না ৩ মাম্না ৩ না। অনূ ২

র ১ র ২ ১ ২ ২ ১ র
মাতরম্পৃথি। বীবা ২ ৩ য়িবা। হুম্মায়ি। বা ৩ র্ত্তায়ি। তাস্থো-

র n৩২ ১১১
মাকস্যাশা ২ স্মণাউ। বা ৩ ৪ ৫।

* * *

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১২ ২
২। অগ্নৈহ ৪ বঃ। দা ৩ সো ৩ আগ্নায়িঃ। দাগ্নিবইন্দ্রো। না ৩ মাস্য ৩ না।

১ — র ১ র ২ ১ ২ ২ ১ র র
অনূ ২ মাতরম্পৃথি। বীংবা ২ ৩ পিবা। হুম্মায়ি। বা ৩ র্ত্তায়ি। তাস্থোনা-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দশম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চিকেও (১৩—১প্র—৫দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

৫ ৩ ২ ১ ২ ১র ৱ ২ ১ ২ ২
কস্তুপ। ২ র্ষপাউ। পারা। পারোর্মত্তকুট্রশ্চকু´ত্যা। মো ৩ কার্ষা ৩ ত্তাঃ।

১ — ১ র র র র ২ ১ ২ ২ ১ র
পতা ২ ত্রপাংযেধনা। ভোবা ২ ৩ য়িবা। হস্ত রি। ষা ৩ না। আগ্নিস্তোভিরবা

৫ ৩ ২ ১ ২ ১ র র ২ ১ ২ ২ ১
২ ষুত্তাউ। ত্তাপা। দর্শিগাতুবত্তযোবাশনবৃতা। মৌ ৩ আদা ৩ ধুঃ। উপো

-- ১ ২ র ২ ১ ২ ২ ১ . ৫
২ বুধাওযা। র্যাজা ২ ৩ বা। হুস্মারি। ধা ৩ নাম্। আগ্নিরুক্তনো ২.

৩ ২ ১ ১ ১
পিরাউ। বা ৩ ৪ ৫ ।

* * *

২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ন ৭ ৫ ২ ৩ ৫
৩। ঔহোবোতারি। আবিহো। আর্দা। শী ২ ৩ ৫ পা। তু´নত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ।

২ ৩ ৫ ২র ব ২র ১ ৩ ৫ ২ ন ৩
যাশ্চিনত্রা ২ ৩ ৪ ত্তা। নীবাদধূঃ। ঐহোরি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। উপোন্

৫ ২ ন ৩ ৫ ২র১ ২র ১ ৩
২ ৩ ৪ আ। ভামারো ২ ৩ ৪ য়া। স্বার্দ্ধনাম্। ঐহোরি। আ ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২
য়িতো। আগ্নিরা ২ ৩ ৪ ক্ষা। ভুনো ৩ গো ৫ য়িরা ৬ ৫ ৬ ।। ঔহোবোহারি।

১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ন৩
আগ্নিহী। যাম্যাং। রে ২ ৩ ৪ আ। ভাকুষ্টা ২ ৩ ৪ য়াঃ। চার্কা ২ ৩ ৪

৫ ২র১ ২র ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
র্ষা। নীকৃষ্ণতাঃ। ঐহোরি। আ ২ ৩ ৪ য়িতো। পাহস্র ২ ৩ ৪ পাপ।

২ ন ৩ ৫ ২র১ ২র ১ ৩ ৫ ১ ৩
আগ্নিধাপা ২ ৩ ৪ ত্তাউ। উশন্তনা। ঐহোরি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। আগ্নিস্তো

৩ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২
২ ৩ ৪ তোঃ। সমা ৩ প্তা ৫ ত্তা ৬ ৫ ৬। ঔহোবোহারি। আগ্নিহী। প্রাদৈ।

৩ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ ন ৩ . ৫ ২র১
বো ২ ৩ ৪ দা। পোপা ২ ৩ ৪ প্রারিঃ। দারিবাআ ২ ৩ ৪ য়িত্রো। নামশ্বনা।

২র ১ ৩ ৫ ২ ন ৩ ৫ ২ ন ৩ ৫
ঐহোরি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। আনুষা ২ ৩ ৪ ত্তা। য়াপ্পণো ২ ৩ ৪ যীম্।

৯র১র্ ২র ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২
বীবাবৃতাবি। ঐহোবি। আ ২ ৩ ৪ যিষী। ভাস্মোনা ২ ৩ ৪ কা। শুম্যাউ

৪
স্মা ৫ পা ৬ ৫ ৬ বি। ১।২।৩।৪

— — * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)*

২ ৩ ১ ২
অগ্ন আয়ূꣳষি পবসে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'আয়ূꣳষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবসে' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করুন।) ॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতি প্রতীকমিদং। সা চাম্নাতা ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৫১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

আলোচ্য-মন্ত্রটী আরণ্যকপর্ব্বের অন্তর্গত একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ। সমগ্রমন্ত্রটী এই,—

"অগ্ন আয়ূꣳষি পবস আসুব ঊর্জ্জম্ ইষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্।"

আমরা এখানে পাঠকগণের সুবিধার জন্য সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি নিম্নে প্রদান করিতেছি।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্," (২) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্," (৩) "আভিনিধনংকারুম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'আয়ূংষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ) 'চ' (তথা) 'ঊর্জ্জং' (বলকরং, শক্তিপ্রদায়কং) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'আসুব' (অভিমুখেন প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'দুচ্ছুনাং' (রিপূন্) 'আরে' (দূরে, অসমন্তঃ দূরে—প্রেরয় ইতি যাবৎ) তথা তান 'বাধস্ব' (বিনাশয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ তথা সৎকর্ম্মসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন এবং শক্তি-প্রদায়ক সিদ্ধি প্রদান করুন; রিপুদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করুন এবং তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী এবং সৎকর্ম্মসমর্থ করুন)।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সাধনশক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমে শক্তিলাভ, তারপর সিদ্ধি। হৃদয়ে শক্তির উন্মেষ না হইলে, শক্তির অনুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ভগবান্ আমাদিগকে সিদ্ধি বা মোক্ষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেইজন্য মানুষকে সাধনা করিতে হয়। তিনি মানুষের হৃদয়ে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনবলে তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া, তাঁহার চরণে ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিবেদন না করিয়া, শুধু মুখের কথায় মোক্ষ লাভ হয় না। তাই সাধক নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গাহিয়াছেন—

"ডাকলাম না ডাকার মত শুরু যাতে শুনতে পায়।
মুখের কথায় ডাকি তাঁরে সে কথা কি তাঁর কাণে যায়।"

শক্তিলাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন। মুক্তিলাভের জন্য শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সেই শক্তিও তিনিই মানুষকে প্রদান করেন। তাই, এই শক্তি ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম সম্পাদনে, সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন মানুষের অন্তরস্থ রিপুগণ। তাই তাহাদের বিনাশের জন্য, সাধনমার্গ সুগম করিবার জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে না। হাজার বৎসর বাঁচিয়াও যে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহার জীবনমৃত্যু সকলই সমান—মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার আয়ুষ্কাল আছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু, বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাই 'আয়ুংষি' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৪অ—৩খ—৩সূ—১সা) *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬৭ অ—৩খ—২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩১২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ।

১ ২ ৩ ২

তমীমহে মহাগয়ম্ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

যঃ 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পাঞ্চজন্যঃ' (চতুর্ব্বর্ণা বর্ণবাহ্যাঃ যে জনাঃ তদতিরিক্তাঃ অপি চ যে জনাঃ তে পঞ্চজনাঃ, পঞ্চজনানাং হিতসাধকঃ যঃ সঃ পাঞ্চজন্যঃ, সর্ব্বলোকানাং কল্যাণদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পুরোহিতঃ' (পুরস্থ হিতসাধকঃ, সর্ব্বেষাং হিতসাধকঃ) তথা 'ঋষিঃ' (সত্যদ্রষ্টা, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইতি ভাবঃ, ভবতি—ইতি যাবৎ) অস্মাকং হৃদি আবির্ভাবায় 'মহাগয়ং' (মহদ্ভিঃ সাধুভিঃ, সাধকৈঃ আরাধনীয়ং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং দেবং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে জ্ঞানস্বরূপ পরমদেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেব পবিত্রকারক সর্ব্বলোকের কল্যাণদায়ক, সকলের হিতসাধক এবং পরাজ্ঞানদায়ক হয়েন, আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভাবের জন্য সাধকগণ কর্তৃক আরাধনীয় প্রসিদ্ধ সেই দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানস্বরূপ পরমদেব! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাঞ্চজন্যঃ' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ, যদ্বা, গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবাঃ অসুরাঃ রক্ষাংসীত্যেতৎ পঞ্চজনাঃ, অথবা দেব-মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সর্পাঃ পিতর ইতি ব্রাহ্মণাভিহিতাঃ পঞ্চজনাঃ। গম্ভীরাৎ ঞ্যঃ (৪৩৫৮) ইত্যত্র বহির্দ্দেব পঞ্চজনেভ্য ইতি বক্তব্যং "(ভা০ বা০)—ইতি বচনাৎ ঞ্য-প্রত্যয়ঃ। তেষাং ভূতদভীষ্ট-প্রদানেন বর্ত্তুতঃ 'ঋষিঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'পবমানঃ' পবমান-রূপঃ 'অগ্নিঃ' পুরোহিতঃ' কর্ম্মার্থমৃত্বিগ্ভিঃ পুরস্তো নিহিতঃ, 'তং'

পূর্ব্বোক্তলক্ষণং 'মহাগয়ং' মন্ত্রৈরপি দেবাদিভির্গীতব্যং। মহান্তি প্রভূতানি যজ্ঞ-গৃহাণি যস্য বা স তথোক্তঃ, তং। 'ঈমহে' যাচামহে॥ (১০অ—৩খ ৩প্র ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'পাঞ্চজন্যঃ' পদ-সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সায়ণাচার্য্য নিজে একাধিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম অর্থ 'নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারঃ বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এবং নিষাদ এই পঞ্চম বর্ণ; এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষকে 'পঞ্চজন' শব্দে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় অর্থ গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ দেবগণ অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন। তৃতীয় অর্থ, দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প ও পিতৃগণ ব্রাহ্মণোক্ত এই পঞ্চজন। এরূপভাবে গণনা করিলে অসংখ্য পঞ্চজন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চজনের এই সংজ্ঞার মধ্যে বিশ্বের সকল প্রাণীকে গ্রহণ করিবার ভাব বর্ত্তমান আছে, যদিও শব্দের দ্বারা সেই ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্ব্বর্ণ এবং নিষাদ এই পঞ্চবর্ণ দ্বারা সমস্ত মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নিষাদ বলিতে চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত একটী বিশেষ শ্রেণীকে মাত্র বুঝায়, সকলকে বুঝায় না। বিশেষতঃ আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত সকল মানুষই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত, 'নাস্তি পঞ্চমঃ' এই মনুবাক্যই তাহার প্রমাণ। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত এবং চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত এই সকল লোককেই 'পঞ্চজনাঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ 'পঞ্চজনাঃ' পদে সকল মানুষকেই বুঝায়। এই দিক দিয়া ভাষ্যকারের তিনটী ব্যাখ্যাই একদেশবাচক বলিয়া আমরা মনে করি। বিবরণকারও উহার একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা,—'চত্বারঃ মহর্ত্বিজঃ পঞ্চমঃ যজমানঃ।' কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা ভাষ্যের ন্যায় একদেশবাচক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও 'পঞ্চজনঃ' পদে অনেক গবেষণার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের মতে 'পঞ্চজনঃ' পদে পাঁচ দেশান্তর্গত পাঁচটী জাতিকে বুঝায়। আবার এই পাঁচ জাতির নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কাহারও মতে পঞ্চসিন্ধুর অন্তর্গত পাঁচ জনপদের পাঁচটী জাতি, কাহারও মতে অন্য বিভিন্ন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদে উক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের মত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। কোন বিশেষ স্থানের বা কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। উক্ত পদে সমগ্র মানব জাতিকেই বুঝাইতেছে।

'পাঞ্চজন্যঃ' পদের অর্থ—যে দেবতা পঞ্চজনের অভীষ্ট সাধন করেন। 'পঞ্চজন' শব্দে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পাঁচ শ্রেণীর মানুষ বা প্রাণীকেই বুঝায়, তবে অবশিষ্ট অন্য সকল প্রাণীর মধ্যে এই বিশিষ্ট পঞ্চজাতির অভীষ্টসাধন করিবার অভিপ্রায় থাকিতে পারে, অথবা তাহা দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'অগ্নি' এই পাঁচজাতীয় প্রাণীর উপকার করেন। কিন্তু এই পাঁচজাতি যে কি সে সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যাকারের পরিষ্কার ধারণা নাই। তাই একজন ব্যাখ্যাকারই নানা অর্থ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা

মনে করি, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধক অর্থেই 'পাঞ্চজন্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কিরূপে এই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

ভগবানই মানবের পরম মঙ্গলবিধাতা, তিনিই মানুষকে চরম কল্যাণের পথে লইয়া যান, তাঁহার চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে। তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে অভীষ্টপথে মোক্ষমার্গে অগ্রসর করিয়া দেন ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। এ স্থলে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, "অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি।" (১৪অ-৩খ-৩সূ-২সা)॥ *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যম্।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'স্বপাঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) ত্বং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ, জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং) 'পবস্ব' (প্রদেহি); 'ময়ি' (মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পোষং' (আত্মপোষকং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'দধৎ' (ধারয়, প্রদেহি ইতি ভাব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং আত্মশক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ-৩খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধক আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমার হৃদয়ে আত্মপোষক পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন।)। (১৪অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'স্বপাঃ'। সোর্ম্মনসী (৬।২।১১৭)-ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শোভন-কর্ম্মা ত্বং 'অগ্নে' অস্মাসু 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'বর্চ্চঃ'। বর্চ্চ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০)। তেজঃ 'পবস্ব' আ গময়। তথা ভবান্ 'রয়িং' ধনং পুত্রং বা 'পোষং'। ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। গবাং পুষ্টিং যদ্বা গবাদিকং 'ময়ি' 'দধৎ' দধাতু করোত্বিত্যর্থঃ। দধাতের্লেটি অডাগমে ধোর্লোপো লেটি বা (৭।৩।৭০)-ইত্যাকার-লোপঃ। (১৪অ-৩খ-৩সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৫১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত স্থলবিশেষে আমাদের অনৈক্য ঘটিলেও মূলভাবের সহিত অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর; তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ কর।" 'পোষং' পদের ভাষ্যার্থ "গবাং পুষ্টিং, যদ্বা গবাদিকং" অর্থাৎ 'গরুর পুষ্টি অথবা গবাদি পশু'। কিন্তু 'পোষং' পদে যে গরুর পুষ্টিই বুঝাইবে কেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই পদে যে আবার 'গবাদি পশু' অর্থ হইতে পারে, তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। 'পোষং' পদে পুষ্টি—আত্মপুষ্টিই অথবা 'আত্মপোষক' অর্থ প্রকাশ করে। যাহা দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, কল্যাণ হয়, তাহাই আত্মপোষক। আত্মোন্নতিবিধায়ক সেই পরমধনের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বপাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"শোভনকর্ম্মা" অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়। জ্ঞানের জ্যোতিঃতেই মানুষ আপনার গন্তব্যপথ, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানাগ্নিই মানুষের অন্তরস্থ কালিমা আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া মানুষকে পবিত্র করে, সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি প্রদান করে। তাহাতেই জ্ঞানের 'স্বপাঃ' বিশেষণের সার্থকতা।

উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটি এই, "হে অগ্নে! শ্রেষ্ঠকর্ম্মওয়ালে তুম্ হমে তেজ দো, মেরে নিমিত্ত ধন অউর পুষ্ট গৌআদিকো স্থাপন করো।" (১৪অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।

২ ৩১ ২ ৩ ১ ২
আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (পবিত্রকারক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'রোচিষা' (স্বদীপ্ত্যা, স্বতেজসা) 'মন্দ্রয়া' (পরমানন্দদায়কয়া) 'জিহ্বয়া' (শিখয়া, জ্যোতিষা ইত্যর্থঃ ; 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আ বক্ষি' (আহ্বয়, অস্মাকং হৃদি সমুৎপাদয়) চ' (তথা) 'যক্ষি' (তান্ যজ, তান্ দেবভাবান্ যত্নেন রক্ষ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং জ্ঞান-প্রভাবেন হৃদি দেবভাবান্ লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৩খ ৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! স্বতেজে পরমানন্দদায়ক জ্যোতির দ্বারা দেবভাবসমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন এবং সেই দেবভাবসমূহকে যত্নের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে লাভ করি)। (১৪অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পাবক' শোধক! 'রোচিষা' স্বদীপ্ত্যা 'মন্দ্রয়া' দেবানাং মাদয়িত্র্যা 'জিহ্বয়া' চ, হে 'দেব' দ্যোতমানাগ্নে! 'দেবান্' 'আ বক্ষি' আবহ, যজ্ঞার্থং 'যক্ষি চ' তান্ যজ। ১।

* * *

প্রথম (১৫১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম এই যে,—আমরা যেন দেবভাবের অধিকারী হইতে পারি। সেই দেবভাব লাভের উপায় - পরাজ্ঞান। জ্ঞান-বলেই মানুষ দেবতায় পরিণত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই হৃদয়ে দেবভাবের উপজন সম্ভাপর। তাই ভগবৎ-শক্তি জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ ও দেবতায় প্রভেদ কি? মানুষ পার্থিব হীন কামনা বাসনার দাস, দেবতা এই সকল হীনতা হইতে মুক্ত, কালিমা, পাপ দেবতার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ যখন আপনার হৃদয় হইতে পাপের কালিমা, বাসনার দুর্দ্দমনীয় তীব্রতা দূর করিয়া দিতে পারে, যখন মানুষ কামনার দাস না হইয়া কামনার প্রভু হয় তখন মানুষই দেবতা হয়। মানুষ যখন ভগবদারাধনায় নিজকে নিয়োজিত করে, আপনার পার্থিব কামনা বাসনা—এমন কি অস্তিত্ব ভুলিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু সেই সাধনার পথ প্রদর্শন করে কে? জীবনের চরম অভীষ্টদায়ক মোক্ষলাভের উপায় প্রদর্শন করে—জ্ঞান। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, তাই জ্ঞানের নিকট প্রার্থনা ও ভগবৎসমীপে প্রার্থনা একই কথা।

মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মন্ত্রের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতা-বিধায়ক অগ্নি! তুমি নিজ দীপ্ত ও প্রীতিকরী জিহ্বা দ্বারা দেবগণকে এ স্থানে আনয়ন কর এবং পূজা কর।" (১ম অ ৩খ ৪সূ ১সা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্।

৩২উ ৩ ১ ২

দেবাঁ আ বীতয়ে বহ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতস্নো' (ঘৃতস্য প্রেরক, অমৃতদায়ক!) 'চিত্রভানো' (চিত্রা দীপ্তিঃ যস্য, বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং, সর্ব্বজ্ঞং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); ত্বং 'বীতয়ে' (পূজাপরায়ণেভ্যঃ অস্মভ্যং, অস্মাকং কল্যাণায় ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আ বহ' (প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! অস্মাকং কল্যাণায় দেবভাবান্ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম অ ৩খ ৪সূ-২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতদায়ক বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! সর্ব্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা আরাধনা করিতেছি। আপনি পূজাপরায়ণ আমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কল্যাণের জন্য দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! আমাদিগের কল্যাণের জন্য দেবভাব প্রদান করুন।)॥ (১৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ঘৃতাস্নো' ঘৃতস্য প্রেরক। যদ্বা, ঘৃতেন জনিত! হে 'চিত্রভানো'! চিত্রা নানাবিধা ভানবো দীপ্তয়ো রশ্ময়ো যস্যাসৌ চিত্রভানুস্তস্য সম্বোধনং। 'স্বর্দৃশং' সর্বস্য দ্রষ্টারং 'ত্বং' 'ত্বা' ত্বাং 'ঈমহে' যাচামহে, অতো 'বীতয়ে' হবিষাং ভক্ষণায় 'দেবান্' 'আ বহ'। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৫২০) সামের মন্ত্রার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকটই দেবত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী যে অর্থে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি ঘৃত হইতে উৎপন্ন হও, তোমার দীপ্তিসকল অতি বিচিত্র, তুমি স্বর্গদর্শী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হব্যভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর।"

'ঘৃতস্নঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—'ঘৃতেন জনিত' অথবা 'ঘৃতস্য প্রেরক'; বাংলা অনুবাদ—'ঘৃত হইতে উৎপন্ন'। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির লক্ষ্য—'অগ্নি'। তাই ঘৃত হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয়, অথবা ঘৃতের দ্বারা অগ্নি বর্দ্ধিত হয়—এই ভাবই 'ঘৃতস্নঃ' পদে গৃহীত হইয়াছে। বিবরণ-কার অন্য একটী অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই,—"ঘৃতেন স্নাপ্যতে যঃ অসৌ ঘৃতস্নুঃ', তস্য সম্বোধনং হে ঘৃতস্নো" অর্থাৎ যিনি ঘৃতে স্নান করেন, অথবা যাঁহাকে ঘৃত দ্বারা স্নান করান হয়, তিনিই 'ঘৃতস্নুঃ' পদবাচ্য। কিন্তু 'ঘৃত' শব্দ অমৃতবাচক। সুতরাং 'ঘৃতাস্নো' পদের অর্থ নিরূপণের সময় এই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা ভাষ্যার্থানুসরণেই উক্ত পদের অর্থ করিয়াছি—"ঘৃতস্য প্রেরক, অমৃতদায়ক।"

'চিত্রভানো' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতবৈষম্য ঘটে নাই। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইতেছে। অনুবাদটী এই "হে ঘৃতসে উৎপন্ন হুএ আউর

নানা প্রকারের দীপ্তিশালী অগ্নিদেব। সকলে তাঁর নিকট ধন যাচনা করছে। হোতৃগণ কি হবিপ্রদানকারী ব্যক্তিকে নিয়ে দেবতাগণকে আবাহন কর।" (১৪অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বীতিহোত্রং' (প্রিয়যজ্ঞং, সৎকর্ম্মসাধকং ইত্যর্থঃ) বয়ং 'দ্যুমন্তং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (সৎকর্ম্মণি, সৎকর্ম্মসাধনে) 'সমিধীমহি' (সমিদ্ধং করবাম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন অস্মাকং হৃদি পরাজ্ঞানং পূর্ণরূপেণ লভেমহি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ-৩খ-৪সূ-৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধক, জ্যোতির্ম্ময়, মহান, আপনাকে সৎকর্ম্মসাধনে সমিদ্ধ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাবার্থ,—হে ভগবন! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞানকে পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি।) (১৪অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তদর্শিন। 'অগ্নে'! 'বীতিহোত্রং' ক্রান্ত-যজ্ঞং যদ্বা প্রিয়যজ্ঞং, 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তং 'বৃহন্তং' মহান্তং, 'ত্বা' ত্বাং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'সমিধীমহি' সমিন্ধঃ সন্দীপয়ামঃ॥ ৩॥

ইতি চতুর্দ্দশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৫২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে যজ্ঞার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এক দিক দিয়া এই ব্যাখ্যা খুবই সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভাষ্যাদিতে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে আমাদের মন্তব্যের ভাব পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হব্যভোজী, দীপ্তিমান্ ও মহৎ, আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বালিত করি।" এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্যাখ্যাকার কাষ্ঠাদি দাহনশীল অগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু সেই অগ্নি জ্ঞানসম্পন্ন হয় কিরূপে? আমরা মনে করি, জ্ঞানাগ্নিই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। তাহাই 'বীতিহোত্রং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম্মসাধন সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে তাই জ্ঞানকে 'বীতিহোত্রং' বলা হইয়াছে।

অপিচ, মন্ত্রের অপরাংশ হইতেও উপরোক্ত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অধ্বরে' পদের অর্থ যজ্ঞে' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে। তাই 'ত্বা অধ্বরে সমিধীমহি' পদত্রয়ের অর্থ হয়,—'সৎকর্ম্মসাধনে যেন আমরা আপনাকে সমিদ্ধ করিতে পারি; অর্থাৎ আপনার দিব্যজ্যোতিঃ-বলে যেন আমরা আমাদের জীবনের মহাব্রত সাধনে সমর্থ হইতে পারি। আপনার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন আমাদিগকে পরম মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়, যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিতে সমর্থ হই।' এখানেও কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারাই ভাষ্যের মর্ম্ম অধিগত হইবে,—"হে অগ্নভগী অগ্নিদেব! যজ্ঞকে প্রেমী আউর দীপ্তিমান্ মহান্ তুঝকো যজ্ঞমে প্রজ্বলিত করতে হ্যায়।" (১৪শ—৩য়-৪খ ৩সা)॥ *

—— ০ ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অবা নো অগ্ন উতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি।

১ ২ ৩ ১ ২

বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বাস্' (সর্ব্বেষু) 'ধীষু' (কর্ম্মসু, জ্ঞানিষু) 'বন্দ্য' (স্তুত্য, যদ্বা—জ্ঞানিনাং অনুসরণীয় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'গায়ত্রস্য' (গায়ত্রীছন্দস্কস্য মন্ত্রস্য ইতি যাবৎ) 'প্রভর্ম্মণি' (সম্পাদনে প্রযুক্তৌ বা নিমিত্তভূতে সতি) তব 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ পালনৈঃ বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব' (রক্ষ, পালয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মদুচ্চারিতেন মন্ত্রেণ সহ মিলিতঃ সন্ অস্মান্ পরিরক্ষ। (৪অ-৪খ ১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সকল কর্ম্মসমূহের মধ্যে স্তুত হইয়া (অথবা জ্ঞানিগণের অনুসরণীয়) হে জ্ঞানদেব ! গায়ত্রীছন্দোযুক্ত মন্ত্রের সম্পাদনে বা প্রযুক্তিতে নিমিত্তভূত হইয়া, আপনার রক্ষণের বা পালনের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।)। (১৪অ—৪খ— সূ—১সা,)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশ্বাসু ধীষু' সর্ব্বেষু কর্ম্মসু 'বন্দ্যঃ' স্তুত্যঃ হে 'অগ্নে' ! 'গায়ত্রস্য' গায়ত্র-সাম্নঃ গায়ত্রীছন্দস্কস্য বা 'প্রভর্ম্মণি' প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূতে সতি 'নঃ' অস্মান 'ঊতিভিঃ' স্বদীয়ৈঃ পালনৈঃ 'অব' রক্ষ। ব্যাচাহতস্তিও: (৬৩ ১৩৫)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। ১।

• • •

প্রথম (১৫২২) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা যেন জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারি ; আমরা যেন অজ্ঞানের ন্যায় অযথা-ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ না করি ; আমাদিগের কর্ম্ম যেন জ্ঞানসমন্বিত হয় ; আমরা যেন অজ্ঞানোচিত কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই এই মন্ত্রের প্রার্থনায় এইরূপ ভাবেরই দ্যোতনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। ভাষ্যেরও মর্ম্মানুধাবন করিলে এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের একটু বিপর্য্যয় দেখিতে পাই। তাহাতে প্রকাশ, জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি ! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিপ্রিয়, অতএব আমরা তোমায় গায়ত্রীছন্দে স্তুতি করিতেছি, তুমি

আমাদিগকে রক্ষা কর।' যাহা হউক, আমরা জ্ঞান-পক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ সঙ্গত লক্ষ্য করি। (১৪অ ৪খ—১সূ—১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সত্রাসাহং' (দারিদ্র্যনাশকং, সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকং) 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'বিশ্বাসু পৃৎসু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু—রিপূণাং প্রলোভনরূপেষু প্রাধান্যভূতেষু বা ইতি যাবৎ) 'দুষ্টরং' (রিপুভিঃ তরীতুং অশক্যং, অনতিক্রম্যং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ ভর' (সমস্থাৎ প্রযচ্ছ)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া অস্মাসু পরমার্থসমাবেশঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৪খ—১সূ ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে দারিদ্র্যনাশক (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক) বরণীয়, রিপুগণের প্রলোভন-রূপ বা প্রাধান্যভূত সকল সংগ্রামে অনতিক্রম্য অর্থাৎ অজেয় পরমার্থ-রূপ ধন সমস্থাৎ প্রদান করুন (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমাদিগের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হউক।)॥ (১৪অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' প্রযচ্ছ। কীদৃশং? 'সত্রাসাহং' সত্রা সহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং 'বিশ্বাসু পৃৎসু' সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু 'দুষ্টরং' শত্রুভিস্তরীতুমশক্যং। (১৪অ ৪খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১৫২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'সপ্রথাতং' পদে যাগাদি সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনার ভাব আসে। জ্ঞানের অধিকারী হইলে, মানুষ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সে ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ দারিদ্র্যনাশক। তাহাতেও বেশ সঙ্গতি দেখি। তার পর, 'বিশ্বাসু' 'পৃৎসু' পদ-দ্বয়ের ভাব অনুধাবনীয়। যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার ভাবে ঐ পদে পারিপার্শ্বিক যজ্ঞবিঘ্নকারী দস্যুগণকে বা মনুষ্য-শত্রুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, হৃদয়ের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের যে সংগ্রাম অহরহঃ চলিয়াছে, এখানে সেই সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়। এখন বুঝুন, সেই 'রয়িং' বা ধন কি প্রকার? উত্তর 'বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরং', অর্থাৎ বিশ্বের সকল সংগ্রামে অজেয়—সকল শত্রুকর্ত্তৃক অনতিক্রমণীয়। ভাব এই যে,—সেই ধনের অধিকারী হইতে পারিলে, কোনও শত্রুই হিংসা করিতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা সকল প্রকার দুঃখই দূরীভূত হয়। 'রয়িং' পদে যে পরমার্থরূপ ধনের প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। জ্ঞানের সাহায্যে যে, সে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রখ্যাত দেখি। কিন্তু সাধারণতঃ এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন; যেন আমরা রাক্ষসাদির সহিত যুদ্ধে জয়ী হই, এবং যেন আমাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হয়।' বলা বাহুল্য, এ সম্বোধনেও জ্বলন্ত অনলের অতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য আসে। (১৪অ—৬খ ১৭—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'জীবসে' (জীবনায় রক্ষণায় বা) 'সুচেতুনা' (শোভনজ্ঞানেন যুক্তং, চৈতন্যসংশ্লিষ্টং, চৈতন্যামৃতস্য সম্বন্ধবিশিষ্টং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বায়ু-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পোষসং' (সর্ব্বপ্রাণিপ্রতিপালকং, জগদ্ব্রহ্ম ইতি ভাবযুতং) 'মার্ড্ডীকং' (সুখহেতুভূতং) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ দেহি' (সমন্তাৎ স্থাপয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। ভগবদনুকম্পয়া চৈতন্যসম্বন্ধযুতং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি জ্ঞানরূপং পরমসুখকরং ধনং অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৫খ ১সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের জীবনের বা রক্ষণের জন্য শোভনজ্ঞানযুত অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিপালক (জগৎব্রহ্ম—এইরূপ ভাবজ্ঞাপক), পরমসুখকর, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন—আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—আপনার অনুকম্পায় চৈতন্যসম্বন্ধযুত সর্ব্বত্রব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমসুখকর ধন আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (১৪অ—৫খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নঃ' অস্মাকং 'জীবসে' জীবনায় 'সুচেতুনা' শোভনেন জ্ঞানেন যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'আ ধেহি' আস্থাপয়। কীদৃশং? 'মার্ড্ডীকং' মৃড়ীকং সুখং তদ্ধেতুভূতং 'বিশ্বায়ুপোষসং' সর্ব্বস্মিন্নায়ুষি দেহাদেঃ পোষকং যাবজ্জীবমসদৃশভোগ-সম্পাদকমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১৫২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

চৈতন্যময়ের সম্বন্ধযুত হইয়া, জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিয়া, জনসেবায় আত্মনিয়োগ-পূর্ব্বক, অশেষ সুখের হেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধনকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই। এই মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমাদিগের জ্ঞানপ্রভাবে আমরা যেন সেইরূপ ধনকে (রয়িং) লাভ করিতে পারি,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। জানি না—জলন্ত অগ্নির অতীত সামগ্রীকে 'অগ্নে' সম্বোধনে সম্বোধন না করিলে, ঐ প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যায় কি না!

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদ বহুভাবদ্যোতক। 'জীবসে' পদে সাধারণতঃ আয়ুর্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখানে নবীন জীবনের অভিনব রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। মন্ত্রে 'সুচেতুনা' পদ আছে। তাহা হইতে 'সুন্দরজ্ঞানযুক্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, 'চেতুনা' পদের সহিত সু-পদের সংযোগে এখানে

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়। 'বিশ্বায়ুপোষসং' পদে আপনার আয়ুঃ-পুষ্টির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে 'পোষসং' পদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। বিশ্বের আয়ুর পোষণ-রূপ যে ধন, এখানে সেই অর্থেরই প্রাধান্য দেখি। সকল প্রাণীর প্রতিপালক, 'জগদ্ব্রহ্ম' একভাবে অনুপ্রাণিত করে এমন যে ধন,—'বিশ্বায়ুপোষসং' পদে, আমরা বলি, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। দুঃখনাশক সুখসাধক যে ধন, তাহাই 'মার্ডীকং' পদের লক্ষ্য। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সেই ধনের প্রার্থনা করিতেছেন,—যে ধন তাঁহাকে বিশ্ব-হিতে রত ও পরম সুখে সুখী করিতে পারে। (১৪অ - ৪খ - ১সূ ৩সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু।

১২ ৩ ১ ২

তেন জেষ্ম ধনং ধনম্ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্তিং আশুং ইব আজিষু' (যোদ্ধারঃ যথা সংগ্রামে যুদ্ধজয়ায় শীঘ্রগামিনং যুদ্ধাশ্বং প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ। 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি, সদ্বৃত্তয়ঃ বা) 'অগ্নিং' (পরাজ্ঞানং) 'হিন্বন্তু' (প্রেরয়ন্তু, হৃদি উদ্বোধয়ন্তু ইতি ভাবঃ) 'তেন' (তেন পরাজ্ঞানেন) বয়ং 'ধনং ধনং' (পরম-ধনং মোক্ষং ইত্যর্থঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, লভেমহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভেমহি, ততঃ পরাজ্ঞানেন মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ - ৪খ ২সূ - ১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যোদ্ধাগণ যেমন সংগ্রামে যুদ্ধজয়ের জন্য শীঘ্রগামী যুদ্ধাশ্ব প্রেরণ করেন, সেইরূপভাবে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ (অথবা সদ্বৃত্তিসমূহ) পরাজ্ঞানকে প্রেরণ করুক অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বোধিত করুক; সেই

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনাশীতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পরাজ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমধন—মোক্ষ লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি; তার পর পরাজ্ঞানের দ্বারা যেন মোক্ষ প্রাপ্ত হই।)। (১৩অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি স্তুতয়ো বা 'অগ্নিং' 'হিন্বন্তু' প্রেরয়ন্তু যাগার্থমুত্তোলয়ন্তু বর্দ্ধয়ন্তু বা। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'আজিষু' সংগ্রামেষু 'আশুং' শীঘ্রগামিনং 'সপ্তিং ইব' সর্পণশীলমশ্বং যথা যোদ্ধারঃ প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ, 'তেন' অগ্নিনা 'ধনং ধনং' সর্ব্বং ধনং 'জেষ্ম' সর্ব্বং জয়েম। (১৪অ - ৪খ - ২সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১৫২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে সাধনারও একটী ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কর্ম্মের দ্বারা নিজকে পবিত্র বিশুদ্ধ করিতে হইবে। পবিত্রতার ফলে, হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়, সেই নির্ম্মলহৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হীনতা দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর সাধক মোক্ষলাভের জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং পরিশেষে জ্ঞানযুক্ত সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনের একটী ভাব বিদ্যমান আছে। সেই ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষলাভ করিতে পারি, আমরা যেন মোক্ষলাভের উপযোগী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম।

নিম্নে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে।

প্রথম বাংলা অনুবাদ,—"যেরূপ আজিতে, অর্থাৎ ঘোটক ধাবনস্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি।"

দ্বিতীয় হিন্দী অনুবাদ,—"হমারে কর্ম্ম বা স্তুতিয়েঁ অগ্নিকো হমারে যজ্ঞকে লিয়ে উন্নত করে; জৈসে কি যোদ্ধা সংগ্রামোঁমে শীঘ্রগামী ঘোড়েকো উন্নত করতে হ্যায়, উস অগ্নিকে দ্বারা হমে সকল ধনোঁকো জীতেঁ।" (১৪অ ৪খ ২সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌পঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের ১ম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যয়া গা আকরামহৈ সেনয়াগ্নে তবোত্যা।

১ ২ ৩ ১ ২
তাং নো হিম্ব মঘত্তয়ে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সেনয়া' (সেনারূপয়া, রিপুসংগ্রামে সহায়ভূতয়া ইত্যর্থঃ) 'তব' 'যয়া' (প্রসিদ্ধয়া যয়া) 'ঊত্যা' (রক্ষয়া, রক্ষাশক্ত্যা) বয়ং 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আ করামহৈ' (আভিমুখ্যেন করবামহে, লভামহে) 'মঘত্তয়ে' (পরমধনপ্রাপ্তয়ে) 'তাং' (তাং রক্ষাশক্তিং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'হিম্ব' (প্রেরয়, প্রদেহি অস্মান্ সর্ব্ববিপদাং রক্ষ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু তথা সর্ব্ববিপদাং রক্ষতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ - ৪খ—২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! রিপুসংগ্রামে সহায়ভূত আপনার প্রসিদ্ধ যে রক্ষা-শক্তি দ্বারা আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি, পরমধন প্রাপ্তির জন্য সেই রক্ষাশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন অর্থাৎ আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন)। (১৪অ—৪খ—২সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'সেনয়া' ইনেন সহ বর্ত্তমানয়া, সেনারূপয়া বা 'যয়া' 'তব' 'ঊত্যা' রক্ষয়া 'গাঃ' 'আ করামহৈ' আভিমুখ্যেন করবামহে লভামহ ইত্যর্থঃ। 'তাং' ঊতিং 'নঃ' অস্মান্ 'হিম্ব' গময়। কিমর্থং? 'মঘত্তয়ে' ধনস্য দানার্থং অস্মাকং ধন-দানহেত্বার্থঃ। 'করামহৈ'—'করামহে'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ - ৪খ—২সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (১৫২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ চারিদিকে দুর্দ্দান্ত রিপুগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত আছে। তাহাদের আক্রমণে মানুষ সর্ব্বদাই বিব্রত। মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণই সৎকর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। মানুষ যখনই সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে চায় তখনই শয়তানের অনুচর রিপুগণ নানাবিধ প্রলোভনে মানুষকে পথ ভুলাইয়া দেয়, মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে অধঃপতনমূলক নানাবিধ আপাতঃমনোহর সুখের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখে। পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরূপে আসিয়া মানবের অন্তরে তাহারা আধিপত্য বিস্তার করে। স্বর্ণমৃগরূপে তাহারা মানবকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত করে, নানা কৌশলে তাহাকে আত্মরক্ষার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনার আয়ত্তাধীন করে। আলেয়ার আলোর পশ্চাতে ছুটিয়া মানুষ গভীরতর পঙ্কে নিমগ্ন হয়, নিজশক্তিতে উদ্ধার লাভ করিবার তাহার কোনই শক্তি থাকে না। মৃগ-তৃষ্ণিকার মায়ায় মোহিত হইয়া মানুষ এই ভীষণ সংসারমরুতে মৃত্যুকে বরণ করে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে পাপী নয়, অথবা পাপের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগও নাই, কিন্তু রিপুগণের আক্রমণে, মায়ার ছলনায় মানুষ আত্মবিস্মৃত ও শক্তিহীন হইয়া অধঃপতনের পথে পরিচালিত হয়। অবশেষে আত্মরক্ষার উপায় করিতে না পারিয়া পাপের হাতে আত্মসমর্পণ করে

কিন্তু মানুষের কি কোন উপায় নাই? পাপের আধিপত্যই কি প্রবল হইবে? পাপই কি পুণ্যের উপর চিরদিন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে?—না, চিরমঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে তাহা সম্ভবপর নয়। তিনি তাঁহার শক্তিদ্বারা তাঁহার ভক্ত সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছেন। মানুষ ভুল করিতে পারে, মোহের ঘোরে পাপকার্য্যে রত হইতে পারে, কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান্ তাহাকে সেই ভ্রান্তপথ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দেন। তাই তো মানুষ রক্ষা পায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের নিকট সেই রক্ষাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই রক্ষাশক্তি কিরূপ? 'সেনয়া' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা যেরূপ সহায়স্বরূপ হয়, আমাদের মোক্ষযাত্রায়, মুক্তি-সংগ্রামে ভগবানের রক্ষাশক্তিও সেই সাহায্যকারিণী, সেই রক্ষাশক্তির প্রভাবেই আমরা মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারি, রিপুজয়ে সমর্থ হই। মন্ত্রে ভগবানের রক্ষাশক্তির এই মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবৎশক্তির প্রভাবেই আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করি, পরাজ্ঞান লাভে সমর্থ হই। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে, "যয়া উভাঃ পাঃ আকরামহৈ"—যে রক্ষাশক্তির প্রভাবে আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা সৎপথে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতঃ রিপুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করি, জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম এই যে,—"হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আপনার শক্তি প্রভাবেই আমরা আমাদের জীবনের চরম অভীষ্টলাভে যেন সমর্থ হই। আপনি আমাদিগকে নিত্যকাল আপনার সেই মঙ্গলময়ী শক্তি দ্বারা রক্ষা করুন।"

এই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব।" (১৪অ—৪খ—২সূ—২সা)। *

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　৩২　৩১　২　৩১র　২র　৩　১　২
আ হগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্।
৩　২উ　৩১２　৩২
অঙ্‌ধি খং বর্ত্তয়া পবিম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) অস্মভ্যং 'স্থূরং' (স্থূলং, বৃহৎ, সমৃদ্ধিদায়কং) 'গোমন্তং' (পরাজ্ঞানযুতং) 'অশ্বিনং' (ব্যাপকজ্ঞানোপেতং) 'পৃথুং' (বিস্তীর্ণং, প্রভূতপরিমাণং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ); অপিচ, 'অঙ্‌ধি' (স্বতেজসা) 'খং' (স্বর্গং, স্বর্গপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবিং' (পবিত্রকারকং ধনং) 'বর্ত্তয়' (প্রবর্ত্তয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সমৃদ্ধিদায়ক পরাজ্ঞানযুত ব্যাপকজ্ঞানোপেত প্রভূতপরিমাণ পরমধন প্রদান করুন; অপিচ, স্বতেজে স্বর্গপ্রাপক পবিত্রকারক ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।)। (১৪অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্‌পঞ্চাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'স্থূরং' স্থূলং বৃদ্ধং 'পৃথুং' বিস্তীর্ণং 'গোমন্তং' গোভির্যুক্তং 'অশ্বিনং' অশ্বোপেতং 'আ ভর' অস্মভ্যমাহর প্রযচ্ছ। কিঞ্চ 'খং' অন্তরিক্ষং 'অঙ্ধি' বৃষ্ট্যুদকৈঃ সিঞ্চ। যথা আত্মীয়ৈস্তেজোভিঃ নাকম প্রকাশয়। 'পবিং' আয়ুধং 'বর্ত্তয়' অস্মদ্বিরোধিষু প্রবর্ত্তয়। 'পবিং'—'পণিং' - ইতি পাঠৌ। (১৪অ—৪খ—২সূ - ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৫২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্য কার্য্য প্রবর্ত্তিত কর।" মন্ত্রের একটা পাঠান্তর আছে। 'পবিং' স্থলে 'পণিং' পদও পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদকার এই 'পণিং' পাঠ গ্রহণ করিয়াই অর্থ করিয়াছেন। মোটের উপর তিনি অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনার দ্বারাই তাঁহারও ভাব বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার 'গোমন্তং' এবং 'অশ্বিনং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'গোভির্যুক্তং' এবং 'অশ্বোপেতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন! আমাদিগকে গরু দাও, ঘোড়া দাও।' আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই গরু ও ঘোড়ার বিবরণ এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাই। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যহিন্দুগণ চাষী ছিলেন এবং নিপুণ যোদ্ধাও ছিলেন। কৃষিকার্য্যের জন্য গরুর এবং যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁহারা দেবতার নিকট গরু ও ঘোড়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মত এত বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১৪অ ৪খ - ২সূ - ৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্য্যং রোহয়ো দিবি।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দধজ্জ্যোতির্জ্জনেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'জনেভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'জ্যোতিঃ দধৎ' (জ্যোতিঃ ধারয়ন্তঃ, জ্যোতির্দ্দায়কং ইত্যর্থঃ) 'নক্ষত্রং' (সমন্তাৎ গচ্ছন্তং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'অজরং' (জরারহিতং, নিত্যতরুণং) 'দিবি' (দ্যুলোকে —বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানালোকং) 'আ রোহয়' (স্থাপয়, অস্মাকং হৃদি—ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং বিশ্ববাসিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ ৪খ-২সূ ৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বলোকের জ্যোতির্দ্দায়ক, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপক, নিত্যতরুণ, দ্যুলোকে বর্ত্তমান জ্ঞানালোককে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে—বিশ্ববাসী সকলকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৭অ—৪খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নক্ষত্রং'। নক্ষতি সমন্তাদ্গচ্ছতীতি নক্ষত্রঃ, নক্ষ গতৌ (ভ্বা০ প) অমি-নক্ষি (উ০ ৩।১০৫) -ইত্যাদিনা অত্রন্ প্রত্যয়ঃ। সততং গন্তারং 'অজরং' জরা-রহিতং 'সূর্য্যং' সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং 'দিবি' অন্তরিক্ষং 'আ রোহয়ঃ' উপর্য্যবস্থাপিতবানসি। যথা, নক্ষত্রং কৃত্তিকাদিকং সূর্য্যঞ্চ সমারোহয়ঃ। কিন্তুর্ব্বন? 'জনেভ্যঃ' সর্ব্বেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ ব্যবহারার্থং 'জ্যোতিঃ' প্রকাশকং 'দধৎ' বিদধৎ কুর্ব্বন, যথা সর্ব্বেষাং প্রকাশো ভবতি তথা উন্নতে দেশে সূর্য্যমগময় ইত্যর্থঃ॥ (১৭অ—৪খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১৫২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা প্রথমেই মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করি-তেছি,—"হে অগ্নি! যে সূর্য্য সর্ব্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাঁহাকে আকাশে বসাইয়া দাও।" এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যানুসারী। সুতরাং এক-সঙ্গে ভাষ্যেরও আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমেই একটা কথা লক্ষ্য করা যায় যে, অগ্নি ও সূর্য্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অথচ পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রচলিত অধিকাংশ মতেই অগ্নি ও সূর্য্য অভেদ, অথবা সূর্য্য অগ্নিরই নামান্তর মাত্র। কোন কোনও মতে অংশাংশ-

স্থিত অগ্নিকেই সূর্য্য বলা হয়। এই মতের সহিত আমাদের কোনও মতদ্বৈধ্য নাই—অবশ্য অগ্নি ও সূর্য্য বলিতে আমরা প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। জগতের সর্ব্বত্র একই অগ্নির একই জ্যোতির ক্রীড়া চলিতেছে, বিশ্বে একই পরম চৈতন্যসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে। এক পরম জ্যোতির স্ফুলিঙ্গমাত্র বিশ্বে প্রকাশমান রহিয়াছে। সুতরাং অগ্নি ও সূর্য্যকে অভেদ বলিলে কোন অন্যায় হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, 'অগ্নি' ও 'সূর্য্য' এই উভয়পদেই বিশ্বজ্যোতির দ্যোতনা করিতেছে। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'সূর্য্যঃ' পদের যে দুই একটী বিশেষণ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রথম বিশেষণ—'নক্ষত্রং'। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—'সততং গন্তারং'। এই মত গ্রহণ করিয়া অনেকে বলেন যে, সূর্য্যের স্বীয় কেন্দ্রগতি প্রাচীন ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, আবার অন্যপক্ষ বলেন যে, সূর্য্যের পরিদৃশ্যমান উদয়াস্ত গতিকে লক্ষ্য করিয়াই এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল গবেষণা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। যাহা সর্ব্বদাই মানুষকে, মানুষের অন্তরে থাকিয়া ঊর্দ্ধপথে পরিচালিত করিতেছে, যাহার বলে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে, 'নক্ষত্রং' পদে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় পদ 'অজরং'। এ সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। জ্ঞান—দিব্যজ্যোতিঃ, নিত্যতরুণ, চিরনূতন। তাহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। সুতরাং 'অজরং' পদ সূর্য্যের উপযুক্ত বিশেষণই হইয়াছে। আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মন্ত্রে বিশ্ববাসী সকলের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সকল লোক যাহাতে পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে—মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই আছে। বিশ্বজনীন ভাবই প্রার্থনার বিশেষত্ব। (১অ ৪দ—২সূ—৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ৩ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে কেতুর্ব্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের বট্‌পঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'বিশাং' (জনানাং, সর্ব্বলোকানাং) 'কেতুঃ' (কেতয়িতা, জ্ঞাপয়িতা, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ); 'অসি' (ভবসি); অপিচ, 'শ্রেষ্ঠঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ) 'প্রেষ্ঠঃ' (প্রিয়তমঃ) ভবান্ ইতি শেষঃ; ত্বং 'উপস্থসৎ' (নিষীদন, অস্মাকং হৃদি আবির্ভূতঃ সন্). 'বোধ' (অস্মাকং স্তোত্রং অবগচ্ছ, অস্মাকং পূজাং গৃহাণ) তথা 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'বয়ঃ' (বলং, দিব্যশক্তিং) 'দধৎ' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে প্রিয়তম পরাজ্ঞানদায়ক দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং দিব্যশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৪খ—২সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বলোকের জ্ঞানদায়ক হয়েন; অপিচ, শ্রেষ্ঠতম প্রিয়তম হয়েন; আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন এবং প্রার্থনাকারী আমাদিগকে দিব্যশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে প্রিয়তম পরাজ্ঞানদায়ক দেব! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দিব্যশক্তি প্রদান করুন)। (১৪অ—৪খ—২সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বিশাং' প্রজানাং যজমানানাং 'কেতুঃ' কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা 'অসি' ভবসি। অতএব 'প্রেষ্ঠঃ' প্রিয়তমঃ 'শ্রেষ্ঠঃ' প্রশস্যতমশ্চ ভবসি স ত্বং 'উপস্থসৎ' উপস্থানে যজ্ঞগৃহে নিষীদন 'বোধ' অস্মদীয়ং স্তোত্রমবগচ্ছ। কিং কুর্ব্বন্? 'স্তোত্রে' স্তুবতে জনায় 'বয়ঃ' অন্নং 'দধৎ' বিদধৎ কুর্ব্বন্ প্রযচ্ছন্ বা। (১৪অ—৪খ-২সূ-৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১৫২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর দুই একটী ব্যাখ্যা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। 'নামে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও। অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর; অন্ন আনিয়া দাও।" অনুবাদের প্রথম অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক। মূলে আছে—'বিশাং কেতুঃ' অর্থাৎ লোকগণের জ্ঞানবিধাতা। কিন্তু অনুবাদকার 'কেতুঃ' পদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অনুবাদের প্রথম অংশ হইতে উপলব্ধ হইবে। তাহার ভাব এই যে,—লোকগণ অগ্নিদর্শন

করিয়াই মনে করে, সেখানে মানুষ আছে। এই বাক্যের সার্থকতা কি? শব্দার্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই অনুবাদ হইতে কি বুঝিতে পারা যায়? আগুন থাকিলেই সেখানে যে মানুষ থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? দাবাগ্নিও আগুন, আবার পর্ব্বতাদিতে অন্তকারণেও অগ্নির অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে কি মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করিতে হইবে? ব্যাখ্যাকার সম্ভবতঃ 'বহ্নিমান ধূমাৎ' ন্যায়শাস্ত্রের এই সূত্রটীকে রূপান্তরে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ধূমের সহিত বহ্নির যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত মানুষের সেই সম্বন্ধ নহে। তারপর 'কেতুঃ' পদের অর্থও তাহা নয়। উক্তপদের তাৎপর্য্য জ্ঞাপয়িতা, যিনি জ্ঞান দান করেন। তাই আমরা উক্তপদে 'জ্ঞানদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৪অ ৪খ—২সূ ৫সা)। *

—— • ——

প্রথম সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩

অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।

৩ ১র ২র

অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দিব' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধা' (মস্তকস্বরূপঃ, শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ) 'ককুৎপতিঃ' (সত্ত্বপালকঃ) 'অয়মগ্নিঃ' (অসৌ জ্ঞানস্বরূপদেবঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (জগতঃ) 'অপাং রেতাংসি (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি ভূতানি) 'জিন্বতি' (প্রীণয়তি)। দেবোঽসৌ জ্ঞানস্বরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কঃ—ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৪খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মধ্যে মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের পালক এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতদিগকে প্রীত করেন। (ভাব এই যে,—এই দেব জ্ঞানরূপে সকলের প্রীতিদায়ক হয়েন।)। (১৪অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধা' দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ, 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ককুৎ' 'উচ্ছ্রিতঃ', 'পৃথিব্যাঃ' চ 'পতিঃ', 'অয়ং' 'অগ্নিঃ' অপাং 'রেতাংসি' স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি ভূতানি 'জিন্বতি' প্রীণয়তি ॥ ১ ॥

প্রথম (১৫৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটীতেও জ্ঞানবহ্নির গুণ পরিবর্ণিত। সাধক, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে জ্ঞানাগ্নির গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। সেই জ্ঞান কিরূপ? না তিনি 'দিবো মূর্দ্ধা'; অর্থাৎ—তিনি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—তাঁহার স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ে কোনও দেবভাবই অনুভব করা যায় না। বিশেষণ-কয়েকটীতে তাঁহার সেই স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি 'ককুৎপতি' হৃদয়ে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আবির্ভাবে হৃৎপ্রদেশ সত্ত্বগুণে পরিমার্জ্জিত হয়। অর্থাৎ, কামক্রোধাদিকৃত কলুষাংশসমূহ কখনও হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। তিনি আর কেমন? না 'পৃথিব্যা অপাং রেতাংসি জিন্বতি।' অর্থাৎ,—পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতকে প্রীত করিতেছেন। সায় অগ্নিমূর্ত্তিতেই হউক, ব্যাপক তেজঃস্বরূপেই হউক, আর হৃদ্গ্রথিত জ্ঞানস্বরূপেই হউক, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দৃষ্টিতেই দেখা যায়, তিনিই একমাত্র সমস্ত ভূতের প্রীতির কারণ। তিনিই বস্তুমাত্রকে প্রীতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অভাবে জগতের অস্তিত্বই থাকে না। তিনিই প্রাণস্বরূপে সৃষ্ট সংসারের প্রীতির কারণ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম। (১৪অ ৪থ ৩সূ—৭সা) *

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র

ঈশিষে বার্য্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃপতিঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্তোতা স্যাং তব শর্ম্মণি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'স্বঃপতিঃ' (স্বর্গাদিপতিঃ) ত্বং 'হি' (এব) 'বার্য্যস্য' (বরণীয়স্য) 'দাত্রস্য' (দাতব্যস্য ধনস্য, পরমধনস্য ইত্যর্থঃ) 'ঈশিষে' (ঈশ্বরঃ ভবসি); হে

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র ৩দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দেব! 'তব স্তোতা' (তদারাধনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'শর্ম্মণি' (পরমমঙ্গলে, পরমকল্যাণে ইত্যর্থঃ) 'স্যাম' (ভবেয়ং)। প্রার্থনামূলক অয়ং মন্ত্রঃ। হে পরমধনদাতঃ দেব! মাং পরমকল্যাণে স্থাপয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ-৪খ ৩দ ২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! স্বর্গাধিপতি আপনিই বরণীয় পরমধনের ঈশ্বর হয়েন; হে দেব! আপনার আরাধনাপরায়ণ আমি যেন পরমকল্যাণে থাকি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমধনদাতা দেব! আমাকে পরমকল্যাণে স্থাপন করুন।)। (১৪অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'স্বপতিঃ' স্বর্গস্য স্বামী ত্বং 'বার্য্যস্য' বরণীয়স্য 'দাত্রস্য' দাতব্যস্য ধনস্য 'ঈশিষে' ঈশ্বরোঽসি 'শর্ম্মণি' সুখ-নিমিত্তে তব 'স্তোতা' 'স্যাং' ভবেয়ম্। (১৪অ ৪খ-৩দ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৫৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। জ্ঞানদেবকে 'স্বঃপতি'—স্বর্গাধিপতি বলা হইয়াছে। জ্ঞানই মানুষকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান ভগবৎবিভূতি। যিনি সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন তিনি অনায়াসে ভগবৎসান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানই স্বর্গরাজ্যের নিয়ামক। সেইজন্যই জ্ঞানকে স্বর্গের অধিপতি বলা হইয়াছে

তিনি কেবলমাত্র স্বর্গের অধিপতি নহেন, অক্ষয়কল্যাণরূপ পরমধন-ভাণ্ডারও তাঁহার করতলগত। তিনি 'বার্য্যস্য দাত্রস্য ঈশিষে'—বরণীয় পরমধনের দাতা। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই তাঁহার নিকটেই তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রার্থনার অন্য অংশে কল্যাণলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমি যেন পরমকল্যাণের মধ্যে অবস্থিত থাকি, কখনও যেন আপনার মঙ্গলময় বিধান হইতে বিচ্যুত হইয়া অমঙ্গলের করে আত্মসমর্পণ না করি। হে দেব! আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন।" মন্ত্রে এইবিধ প্রার্থনার ভাবই প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাবও আমাদের ব্যাখ্যা হইতে খুব ভিন্ন নয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই।" (১৪অ—৪খ ৩দ-২সা)। •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ২র

উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তব জ্যোতীংষ্যর্চ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'তব' 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলাঃ পবিত্রাঃ) 'শুক্রাঃ' (শুক্লাঃ, শুভ্রবর্ণাঃ, নির্ম্মলাঃ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (প্রভাঃ) 'তব' 'জ্যোতীংষি' (জ্ঞানকিরণানি) 'উদীরতে' (প্রেরয়ন্তু—অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং বিশুদ্ধং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ ৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার পবিত্র নির্ম্মল দীপ্যমান্ প্রভা আপনার জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন বিশুদ্ধ পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (১৪অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'তে' তব 'শুচয়ঃ' নির্ম্মলাঃ 'শুক্রাঃ' শুক্লবর্ণাঃ 'ভ্রাজন্তঃ' দীপ্যমানাঃ 'অর্চ্চয়ঃ' প্রভাঃ 'তব' 'জ্যোতীংষি' তেজাংসি 'উদীরতে' প্রেরয়ন্তি ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্দ্দশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক শ্রীবীর বুক ভূপাল-সাম্রাজ্য-

ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে

উত্তরাগ্রন্থে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

তৃতীয় (১৫৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটীর সাধারণ অর্থ সরল হইলেও, আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিল বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রে 'অগ্নি' অথবা জ্ঞানদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের জন্য প্রার্থনা? জ্যোতিঃকিরণ অথবা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য। কে সেই প্রার্থনা পূরণ করিবে?— অগ্নিদেব। কিরূপে তাহা পূর্ণ হইবে? জ্ঞানদেবের শক্তি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে, তাহাতেই প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে। এই বিশ্লেষণের শেষের অংশ জটিলতার কারণ। জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোনও জটিলতা নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সুতরাং শক্তি যাহা প্রদান করিবে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিধরেরই দান। জ্ঞানশক্তির অধিপতি পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবেন ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেও এই জটিলতা দূরীভূত হয় নাই। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নি! তোমার নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।" এখানে ভাবও একই 'দীপ্তি সকল' 'জ্যোতিঃ' প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এ স্থলেও যে সত্যকার জটিলতা নাই তাহাও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বুঝা যায়। মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১৪অ—৪খ ৩সূ—সা)। *

———•———

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ২ র র ৫ ৫ ১ র —১ ১—১
অগ্না ৩ ৪ যিঃ। মূর্দ্ধা দিবঃককুৎ। ও ৬ বা। পতিঃপৃথিব্যাআ ২ য়াম্। আ ২ য়াম্।

১— ২ ১ ৫ ২রর ৩র ২ ১
আ ২ পাম্। রা ২ ৩ য়িতা। নিজ্বো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ যি। য়া ২ ৩ ৪

৫ ৫ ৩র২ র র ৫ ৫ ১র র র
তো ৬ হায়ি। ঈশা ৩ ৪ যি। যেবারিয়স্তি। ও ৬ বা। দাত্রস্থায়েস্বপা ২

১ —১ ২ ১ S ২রর ৩র২
তায়িঃ। তো ২ তা। হা ২ ৩ তা। বশো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ যি।

১ ৫ ৫ ৩ ২ র ৫ ৫ ১ র র
য়া ২ ৩ ৪ পো ৩ হায়ি। উদা ৩ ৪। তেশুচয়স্তব। ও ৬ বা। শুক্রাভ্রাজ-

র —১ —১ ২ ১ S ১রর ৩র২
ন্তঈরা ২ তায়। বা ২ বা। জ্যো ২ ৩ তায়ি। বিজ্বো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩

১ ৫ ৫
যি। চা ২ ৩ ৪ যো ৬ হায়ি। ১২৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা— "সত্রাসাহীয়ম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———০:*:০———

উত্তরার্চ্চিকঃ—সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

অ।

অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎ সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ॥ ১
অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্ব্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চং॥ ১০৩
অগ্ন আয়ূংষি পবসে॥ ৫০৮, ৬২৮
অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্। দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্য্যুম্॥ ২৮৭;
অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনং ধনম্॥ ৬৪৩
অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্॥ ৬৭০
অগ্নির্জ্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা। স যক্ষদ্দৈব্যং জনম্॥ ৩৬৭
অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৩৪৬
অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ ৬৫২
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ॥ ৬৫০
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্য্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জ্জনেভ্যঃ॥ ৬৪৮
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্॥ ৬৩২
অগ্নে পাবকরোচিষা মন্দ্রয়া দেবজিহ্বয়া। আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ॥ ৬০৪
অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্জ্জোষি ব্রহ্ম সহস্কৃত। যে দেবত্রা য আয়ুষু তেভির্নো মহয়া গিরঃ॥ ৫৯৪
অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ॥ ৩০৯
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাং ঈড়িত আবহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥ ২২৮
অগ্নে স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ। দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ॥ ৩৬৫

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে। আ দেবাঁ৺ৎসোমপীতয়ে॥ ৩১১

অজীজনো অমৃত মর্ত্যায় কমৃতস্য ধর্ম্মন্নমৃতস্য চারুণঃ। সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ॥ ৬০৩

অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রঁ৺হমাণঃ পুরন্ধ্যা॥ ২৬৫

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ। উপো ষু জাতমার্য্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ॥ ৬১৯

অদ্যাদ্যা শ্বঃশ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৄন্ৎসৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষ॥ ৪৯২

অধ দ্বিষীমাঁ৺ অভ্যোজসা কৃবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যতে প্র চেতয় সৈনঁ৺ সশ্চদ্দেবো
দেবঁ৺ সত্যইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্॥ ৫৬০

অধ যদি মে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি মজ্মনা।
যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভো বিরাজসি॥ ৫৭৮

অনু হি ত্বা সুতঁ৺ সোম মদামসি॥ ২৬৭

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্॥ ২৯৫

অপাং নপাতঁ৺ সুভগঁ৺ সুদীদিতিমগ্নিমু শ্রেষ্ঠশোচিষম্।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি॥ ৩৮৪

অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা জুবং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণঁ৺ সংবননমুভয়ঙ্করং মঁ৺হিষ্ঠমুভয়াবিনম্॥ ২৫৫

অবা নো অগ্ন উতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্ম্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য॥ ৬৩৮

অভিত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধুর্ব্বি রত্নধা দয়তে বার্য্যাণি॥ ৩৭·

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ্চ যথা বিদে। সূনুঁ৺ সত্যস্য সৎপতিম্॥ ৫৬৩

অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানাঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্ত্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্ রথিনো দেব সোম॥ ৪১৭

অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভীনরং ধীজবনঁ৺ রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্॥ ৪১৫

অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ॥ ৫১৯

অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দ্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্।
শর্য্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ॥ ৬০২

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে॥ ৩২৭

অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে। দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ॥ ৪৫৯

অয়ঁ৺ সোম ইন্দ্র তুভ্যঁ৺ সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বঁ৺ হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্॥ ৫২৪

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

অযুদ্ধ ইদ্যুধাবৃতঁ শূর আজতি সত্বভিঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ২০১

অনার্যরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্॥ ১৪৮

অর্ষা নঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্। বর্দ্ধা সমুদ্রমুক্থ্য॥ ১৯৪

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ঁ শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ॥ ১৩৫

অম্বা অম্বা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্।
কুবিৎ সমস্য জেন্যস্য শর্দ্ধতোঽভিশস্তের বস্বরৎ॥ ৪৫০

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্য্যেতি রেভন্ মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা॥ ৩৫২

অহং প্রত্নেন জন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে॥ ৫৮৯

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ। অহং সূর্য্য ইবাজনি॥ ৫৮৮

আ।

আহংসে স্তুরঁ রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্গ্‌ধি খং বর্ত্তয়া পবিম্॥ ৬৪৭

আ যা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ১৯৭

আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতং মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তা॥ ২৪১

আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্॥ ৩১৭

আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে॥ ০৩৬

আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ৩৩২

আদীং কেচিৎ পশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
দিবো ন বারঁ সবিতা ব্যূর্ণুতে॥ ৫৭৬

আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ। সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ॥ ৪২৯

আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্। বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্॥ ৬৪০

আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্। মার্ডীকং ধেহি জীবসে॥ ৬৪১

আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রঁ সমৎসু ভূষত।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম॥ ৫৬৯

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য॥ ৫৮৬

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্। বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥	১৬৭
আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্য্য৺ রোহয়ো দিবি। ঘর্ম্মং ন সামং তপতা সুবৃক্তিভির্জ্জুষ্টং গির্ব্বণসে বৃহৎ ॥	৪২৫
আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ৎস্বঃ ॥	২৯৩
আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়৺ রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥	৫৪২
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুর৺ রজস্তুরম্। বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥	৩৪১
আ হর্য়্যঃ সসৃজ্রিরেঽরুষী রধি বর্হিষি যত্রাভি সন্নবামহে ॥	৫৬৬

ই।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
ইদ৺ শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ। বিশ্বভ্রাড্ভ্রাজো মহি সূর্য্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্ ॥	৪৭৮
ইন্দ্র ক্রতুম আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষাণো অস্মিন পুরুহূত যামনি জীবাঃ জ্যোতিরশীমহি ॥	৪৮০
ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্য ॥	৩৫১
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়ি৺ শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজ৺ সিষাসসি ॥	৩৬৩
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াৎ ক্রত্বে। দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥	২৭৪
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥	৫৬৮
ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রঘ্নে পরিষিচ্যসে। নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥	১১৩
ইন্দ্রায় সোমপাতবে মদায় পরি ষিচ্যসে। মনশ্চিন্মনসস্পতিঃ ॥	৪৬১
ইমমূ ষু ত্বমস্মাক৺ সনিং গায়ত্রং নব্য৺সম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥	৫৮২

ঈ।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
ঈশিষে বার্য্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃপতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্ম্মণি ॥	৬০৩

উ।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যন্তি নিষ্কৃতম্। অত্যক্রমীদর্জ্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥	২৮৩
উৎ ত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥	২৩৫
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥	১৯৮

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
উত প্র পিপ্য উধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ। মূর্দ্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ।	৩৯১
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণে রণে॥	৩০৭
উত স্বরাজো অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে॥	২৩৩
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ। শোচা বি ভাহ্যজর॥	৩১৩
উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চ্চয়ঃ॥	৬৫
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে। সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব॥	২৫৭
উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্য্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য্যঃ।	৪৬৫
উপ প্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে॥	২০১
উপ প্রক্ষেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ॥	৫৪৬
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি। পবমানঃ সন্তনিঃ সুন্বতামিব মধুমান্ দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি॥	২৭১
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ॥	১৯০
উপো হরীণাং পতিং রাধঃ পৃঞ্চন্তমব্রবম্। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য॥	৬০৮
উরু গব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ৎসমীচীনে আপবস্বা পুরন্ধী। অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সংচিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্॥	৩৭৪

— • —

ঋ।

ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে। অদ্রুহা দেবৌ বর্দ্ধতে॥	৫১১

— • —

এ।

এতং ত্যং হরিতো দশ মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে॥	৫৩
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥	৪৫
এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ॥	৩২
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে। স্বায়ুধং মদিন্তমম্॥	৪২
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু॥	৩৫৯
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা॥	৬০৭
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো। অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ॥	২৭২
এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্। অমত্রেভির্ঋজীষিণমিন্দ্রং সুতেভিরিন্দুভিঃ॥	৪৪৬

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎ পরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ॥	৬৮
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ॥	২৬
এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যাবারেভিরব্যত। গচ্ছন্বাজꣳ সহস্রিণম্॥	৪৩
এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ॥	৬৬
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ॥	৭২
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাꣳসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ॥	২২
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাꣳস্যস্পৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ॥	২৪
এষঃ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ॥	৫৯
এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে। অভি দ্রোণান্যাসদম্॥	১০
এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ হরির্বাজায় মৃজ্যতে॥	১৮
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাꣳসি ধাবতি পবমানো অদাভ্যঃ॥	২০
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দিশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্॥	১৬
এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥	২৮
এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্দ্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ॥	৭০
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্॥	৫৭
এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আশত॥	৩০
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরি পবিত্রে অর্ষতি॥	২৫
এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষা যযিবাꣳ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি॥	৬০
এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ। অব্যং বারং বি ধাবতি॥	৫৫
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে॥	১২
এষ বিশ্বানি বার্য্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি॥	১৪
এষ বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি॥	৬১
এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরꣳশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্॥	৩৬
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশꣳসহা॥	৭৬
এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা॥	৭৪
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা॥	৩৮
এষ সূর্য্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ॥	৬২
এষ সূর্য্যেণ হাসতে সংবসানো বিবস্বতা। পতির্বাচো অদাভ্যঃ॥	৬৪
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন যোনিমভি প্রিয়ম্॥	৫১
এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ।	৪৯
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছং জারো ন যোষিতম্॥	৪৭
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ॥	৩৪

মন্ত্র — পৃষ্ঠা

ক।

কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রুবত আয়ুধা॥ ১১১
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্য্যা বিশ্বমিদ্ধীতমাশত।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্॥ ২৬১
কদা মর্ত্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্ গির ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ২০৭
কবির্বেধস্যা পর্য্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধং দুরিতা সোম নো মৃড় ঘৃতা বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্॥ ১৪০
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ॥ ৫২১

— • —

গ।

গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা॥ ৩৪৯
গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ২০১

— • —

ঘ।

ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব॥ ৪৩৮

— • —

জ।

জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবামহে॥ ৪৯৬

— • —

ত।

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্। দেবাঁ আ বীতয়ে বহ॥ ৬৩৫
তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্য্যমগ্নির্জনায় দাশুষে॥ ৬১৭
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৫১০
তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ। তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্॥ ৪২০
তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ॥ ৫৪৭
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ॥ ১৬৫
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্ৎসুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ॥ ২৯০

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
তমিদ্বৰ্দ্ধন্তু নো গিরো বৎসং৺ সং৺ শিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদং৺ সনিঃ॥	১৯২
তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং৺ রাধো ভাগমিবেমহে।	
মহীব কৃত্তিঃ শরণাত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন॥	৩৭৯
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহা গমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্॥	৪৩৭
তা নঃ শক্রং পার্থিবস্য॥	৫০৯
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।	
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা পুনত আদিদ্রাজানং মনসা অগৃভ্ণত।	৪০২
তে জানত স্বমোক্যাং৺ সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো ন সন্ত জামিভিঃ॥	৫৪৪
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।	
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ॥	৫৭১
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বৰ্দ্ধয়। ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয়॥	৫৯৭
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বৰ্দ্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।	
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥	১০৭
ত্বং৺ সুতো মদিন্তমো দধন্বান্মৎসরিন্তমঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ॥	১৫৮
ত্বং৺ সুষ্বাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং৺ শুষ্মমা ভর॥	১৫৯
ত্বং৺ সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মং৺হয়দ্রয়িঃ॥	১৫৬
ত্বং৺ হি রাধসস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধর্ত্তা।	
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে॥	১৫৮
ত্বং৺ হি শূর সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।	
সহাবান্দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা॥	৪৩১
ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং৺ হোতা বিশ্বেষাং৺ হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে॥	৫৩২
ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে॥	৩৬৮
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমাঃ।	
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সমধু মধুনাভি যোধীঃ॥	৫৫২
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।	
স ত্বং নো বীর বীর্য্যায় চোদয়॥	৫৯৯
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।	
ত্বং বৃত্রাণি হং৺স্যপ্রতীন্যেক ইৎ পুর্ব্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ॥	৩৭৬
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং৺ রাজা জনানাম্॥	২৩৯
ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মঃ তৃম্পৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।	
স ঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরুং৺ সৈনং৺ সশ্চদ্দেবো	
দেবং৺ সত্য ইন্দুং সত্যমিন্দ্রম্॥	৫৫৬
ত্রিং৺শদ্ধাম বি রাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ॥	২৯৭

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি। চত্বার্য্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্দ্ধত॥	৩০৮

দ।

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥	৬১৫
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং সখায়ো অদ্রিসংহতম্। প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত ঊর্ম্ময়ঃ॥	৭১

ধ।

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে। দক্ষস্য পিতরন্তনা॥	৫৪০

ন।

নকিরস্য সন্ত্য পর্য্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ॥	৩৮৯
ন কী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ। যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে॥	৩২৯
নদং ব ওদতীনাং নদং যোযুবতীনাম্। পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি॥	৬১০
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ॥	৪৬৯
নমসেদুপ সীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন। ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন॥	৪৫৭
নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥	২২৬
ন হ্যঙ্গ পুরা চ ন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। ন কী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা॥	৬১০
নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ। সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্॥	১২০

প।

পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি। ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি॥	২৩৭
পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥	১১৭
পবমান সুবীর্য্যং রয়িং সোম রিরীহি নঃ। ইন্দবিন্দ্রেণ নো যুজা॥	৪৬৩
পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ॥	১১৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্রোচয়ন্ রুচঃ॥	৪৪২
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ॥	১১৪
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ॥	১৩৪
পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্ম্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ॥	৪৩৫
পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন। নিক্তো বাজী ধনায়॥	১৮৫
পরি ত্যং হর্য্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ। যো দেবান্বিশ্বাং ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি॥	১৭০
পরি প্রধন্ব	২৭১
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ। ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ॥	১২২
পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ। দধন্বাং যো নর্য্যো অপ্স্বান্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ॥	১১৯
পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে। স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্ৎসং গ্রাবভির্ন্নসতে বীতে অধ্বরে	১৩৭
পর্য্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥	২৬৪
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্। পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি।	১০১
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ। ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্॥	৯৬
পাবমানীর্দধন্তু ন ইমং লোকমথো অমুম্। কামান্ৎসমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ॥	৯৮
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্। তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্॥	৯০
পিবা ত্বাস্য গির্ব্বণঃ সুতস্য পূর্ব্বপা ইব। পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে॥	৩৪৭
পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ। আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধেঽস্মাং অবন্তু তে ধিয়ঃ॥	৪০০
প্রামৃতস্য পিপ্যতঃ প্র যজ্ঞস্য বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা॥	১১২
প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর। অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ॥	৪৪৪
প্র তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি। সোমং মহে দ্যুম্নায়॥	১৮৬
প্রত্নং পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত। ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্॥	৫৭৪
প্র দৈবোদাসো অগ্নিঃ	৬২৩
প্রাঙ্গো শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সংমিশ্লো বীর্য্যায় কম্। উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ॥	৪৯৪

মন্ত্র — পৃষ্ঠা

প্র স বিশ্বেভিরগ্নিভিরগ্নিঃ স যস্য বাজিনঃ।
তনয়ে তোকে অস্মদা সম্যক্ বাজৈঃ পরীবৃতঃ॥ ৫৯৬
প্র সুন্বানস্যান্ধসো মর্ত্তো ন বৃষ্ট তদ্বচঃ। অপ শ্বানমরাধসম্ হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ৩১৫
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্ম্যা যবিষ্ঠ। ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ॥ ২৯২

ব।

বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে। সোমায় গাথমর্চ্চত॥ ৪৫৩
বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্রণীয়তে। বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ॥ ৫৩৯
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্য্যোজাঃ শত্রুর্দ্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু॥ ৫৫০
বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্ম্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি॥ ৫৮৪
বিভ্রাড় বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্ত্তি বহুধা বি রাজতি॥ ৪৭৪
বিভ্রাড় বৃহৎ সুভৃতং বাজসাতমং ধর্ম্মন্ দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জ্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা॥ ৪৭৬
বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে॥ ৬৩৭
বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ। বৃহন্তং গর্ত্তমাশাতে॥ ৫১২
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্ত্রং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ২০০
বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো॥ ৫৩৫
ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি॥ ৩৫১

ভ।

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাহবসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ॥ ৩৫৪
ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা ন স্তরভিমাতয়ে।
অস্মাঞ্চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময়॥ ৪০৩

ম।

মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্ মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥ ৩

মন্ত্র পৃষ্ঠা

মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ॥ ৪২৭
মধুমন্তং তনূনপাদ্‌যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহ্যূতয়ে॥ ২২৪
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্‌।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্য্যে জ্যোতিরিন্দুঃ। ৫
মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে॥ ১০৯
মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণঁ সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥ ২৫০
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যো৩মাশিবাসোঽব ক্রমুঃ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি॥ ৪৮৬

য।

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতঁ রসম্‌। সর্ব্বঁ স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা॥ ৯১
যঃ সৌহিতীষু পূর্ব্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্দাশুষে গয়ম্‌॥ ৩০৩
য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ২০৩
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্ত্যম্‌। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্‌॥ ৩৮২
যজ্জায়থা অপূর্ব্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়। তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্‌॥ ৪২২
যং সানোঃ সান্বারুহো ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বম্‌। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ২১৩
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি।
তব তন্ন ঊতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি॥ ১৫৭
যদদ্য সূর উদিতেঽনাগা মিত্রো অর্য্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ॥ ২৩০
যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ। বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষৎ তন্তমিদেষতে॥ ৪৪৮
যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ॥ ৩৮৭
যথা গা আকরামহৈ সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে॥ ৬৪৫
যাশ্চাদ্ধ ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ২০৬
যস্যাত্রেজদুত্তুষ্টুশ্চকৃত্যানি কৃণ্বতঃ। সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত॥ ৬২২
যুঙ্ক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ২১৬
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ৫১৪
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা॥ ৫০৯
যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা। তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ॥ ৯৯
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুঃ ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্বর্দ্ধস্ব সুষ্টুতঃ॥ ৫৯১

মন্ত্র — পৃষ্ঠা

শ ।

শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে । সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥ ১১৮

শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্ ।
আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ন যজ্ঞঃ ॥ ৫২৯

শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবান্ জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি ।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ৩৭২

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত ।
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ ॥ ২০৬

— • —

স ।

সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ৩৯৫

স ঈং রথো ন ভুরিষাড়যোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি ।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥ ৫২৬

স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ । জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥ ৫২

স দেবঃ কবিনেষিতো৩ভি দ্রোণানি ধাবতি । ইন্দুরিন্দ্রায় মংহনা ॥ ৮৭

স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎ । উরুধারেব দোহতে ॥ ৪৭১

স ন ঊর্জে ব্যা৩ব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া । দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্ ॥ ৪৭১

স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু শন্তমঃ । উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ ॥ ৩০৫

স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্যজা মহঃ । আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ৫৩০

স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ । অভি যোনিং কনিক্রদৎ ॥ ৭৭

স পুনান উপ সূরে দধান ওভে অপ্রা রোদসী বী ষ আবঃ ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী সতো ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ২৯৩

স বর্দ্ধিতা বর্দ্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবীৎ ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমুষ্ণন্ ॥ ২৯৫

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা । বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥ ৩৯০

স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি । রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৮০

স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী । হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্ ॥ ৩০৯

স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ । সোমো বাজমিবাসরৎ ॥ ৮৫

স ভক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবাকাব্যেনা বি শশ্রথে ।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ৪১৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।	
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ॥	১০৫
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।	
অভিস্বর ধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥	৩৫৬
স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্ রক্ষাংসি দেবয়ুঃ॥	৭৭
সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।	
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ॥	৩৪০
সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।	
দাতা রাধ স্তুবতে কাম্যং বসু প্রচেতন সৈনং সশ্চদ্দেবো	
দেবং সত্যা ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্॥	৫৫৮
সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারো দশধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।	
হরিঃ পর্যাদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী॥	৩৯২
সুপ্রাণীরস্তু সক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ সুদানবঃ। যে নো অংহোতিপিপ্রতি॥	২৩১
সুষমিদ্ধো ন আ বহ দেবাং অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ॥	২২১
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুতঃ সাকমীরতে।	
তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন॥	২১৯
সোমানাং স্বরণম্॥	৬০৭

— ॰ —

হ

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন মধাবা ধাবতা মধু॥	৪৫৩
হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া বিদথানি প্রচোদয়ন্॥	৫০৭

—— * ——

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।

ওঁ

বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা ।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।)

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-
সায়ণভাষ্য-টীপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা ।

* * *

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ ।

১৩৩৬ সালাব্দাঃ ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

যেখানেই যে গ্রন্থরত্ন রক্ষিত হউক না কেন,

সকল গ্রন্থের শীর্ষস্থানে

বেদ

রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদই

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

• . •

যাঁহার যেমন সামর্থ্য, সেই ভাবেই তিনি চারি বেদই সংগ্রহ করিতে পারেন।

• . •

চতুর্ব্বেদের গ্রাহক হওয়ার নিয়ম।

সর্ব্বসাধারণে আপনাদের অবস্থা-অনুসারে ক্রমশঃ মূল্য দিয়া চারি বেদ সংগ্রহ করিতে পারেন, এই জন্য বেদের গ্রাহক হওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে

১। বেদের গ্রাহক হইতে হইলে, প্রথমে পাঁচটী টাকা জমা দিয়া গ্রাহক-শ্রেণীতে নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। সে টাকা বেদের শেষ অংশ লইবার সময় উশুল যাইবে॥

২। রেজেষ্টারীভুক্ত গ্রাহকের পক্ষে বেদের প্রতি সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা। গ্রাহক ভিন্ন অপরের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। পিওনেজ বা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৩। প্রতি মাসে চৌদ্দ সংখ্যা করিয়া বেদ প্রকাশিত হয়। যে মাসে যিনি রেজেষ্টারী-ভুক্ত গ্রাহক হইবেন, সেই মাস হইতে চৌদ্দ সংখ্যা করিয়া 'বেদ' তাঁহার নামে পাঠান হইবে। এ হিসাবে প্রথম মাসে প্রতি গ্রাহকের সর্ব্বসমেত ছয় টাকা ব্যয় পড়িবে। তার পর হইতে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা হিসাবে ব্যয় পড়িবে। মাস মাস নূতন সংখ্যাই সাধারণতঃ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। পূর্ব্বে বেদের যে সকল সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রাহকগণ পরে আপনাদের সুবিধা-অনুসারে ক্রমশঃ তাহা কিনিয়া লইয়া প্রথম হইতে 'সেট' মিল করিয়া লইবেন সে সকল সংখ্যাও তাঁহারা পাঁচ আনা হিসাবেই পাইবেন।

৫। রেজেষ্টারিভুক্ত গ্রাহকগণ, সামর্থ্য অনুসারে, যে মাসে যত সংখ্যা বেদ লইতে চাহেন, তাহাই লইতে পারেন। মাসে কি পরিমাণ ব্যয় করিয়া 'বেদ'-গ্রহণের সামর্থ্য আছে, গ্রাহকগণ নিঃসঙ্কোচে তাহা জানাইবেন। তাহা হইলে, সেই হিসাবে তাঁহাদিগকে "বেদ' সরবরাহের চেষ্টা পাইব।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রকাশক

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

Printed and Published by Dhirendranath Lahiri, at the "Prithibir Itihasha" Printing Works, 65, Kali Prosad Banerji's Lane, Khirertola, Howrah.

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA